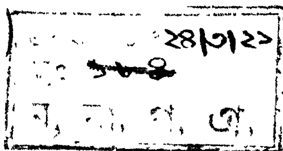
বাঙ্গালা-ব্যাকরণ

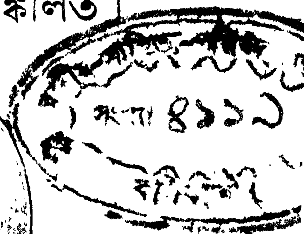
ও

রচনা-শিক্ষা



(চতুর্দ্দশ সংস্করণ)

শ্যামবাজার মধ্যশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের
প্রধান পণ্ডিত ও তত্ত্বাবধায়ক
শ্রীজগদ্বন্ধু মোদক-সঙ্কলিত।





সেণ্ট্রাল টেক্স্ট-বুক কমিটীর অনুমোদিত এবং প্রথম ও দ্বিতীয়
শ্রেণীর পাঠ্য-রূপে নির্দ্দিষ্ট।

Calcutta
PRINTED BY A. BANERJE AT THE METCALFE PRESS
76 Balaram Dey Street.

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
30, CORNWALLIS STREET.
1909.

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার

চিহ্ন স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তি-ভাজন

মদীয় অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেন কবিরত্ন

মহাশয়ের কর-কমলে

অর্পিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

যে ভাষায় সমুদয় ভাব ব্যক্ত করিতে পারা যায়, তাহাই পূর্ণ বা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাষা। যদিও এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার সে অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, তথাপি দিনে দিনে যে, ইহার উন্নতি হইতেছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এই উন্নতি-সহকারে ব্যাকরণেরও বিস্তৃতি আবশ্যক, কারণ, ব্যাকরণ ভাষা-জ্ঞানের অন্যতম দ্বার।

আমি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ-সমূহ হইতে অধিক-পরিমাণে সূত্র সংগ্রহ করিয়া মধ্য বাঙ্গালা ও মধ্য ইংরাজী পরীক্ষার্থি-গণের শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে এই ব্যাকরণের সঙ্কলন করিলাম। বাঙ্গালা-ব্যাকরণকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন করিবার অভিলাষে আমার উদ্যম নহে।

শিক্ষক-মহাশয়-গণ অধ্যাপনা-কালে বাঙ্গালা-ব্যাকরণের যে যে অংশ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, ইহাতে ঐ সকল অংশ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল।

এই পুস্তক চারি প্রকরণে বিভক্ত হইল। যথা,—বর্ণ-প্রকরণ, নাম-প্রকরণ, ধাতু-প্রকরণ ও বাক্য-প্রকরণ। পরীক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য শেষভাগে কয়েকটী পরিশিষ্ট দেওয়া হইল।

যাঁহারা বাঙ্গালা অধ্যয়ন সমাপনান্তে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য সংস্কৃত প্রত্যয়গুলি কোনরূপে বিকৃত না করিয়া অবিকল গ্রহণ করিলাম। অপিচ ইংরাজী শিক্ষার্থীদিগের প্রয়োজন বুঝিয়া কোন কোন পদের ইংরাজী প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইল।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে, কতিপয় সুবিজ্ঞ শিক্ষক মহাশয় ইহার কোন কোন স্থল দেখিয়া দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়
৩রা আশ্বিন, ১২৯০ সাল

শ্রীজগদ্বন্ধুমোদক।

সংবাদ-পত্রের অভিপ্রায়।

সোমপ্রকাশ ; ৮ই পৌষ ১২৯১ সাল।

* * * এই ব্যাকরণ খানি মধ্যবাঙ্গালা, মধ্যইংরাজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থি-গণের বিশেষ উপকারী হইবে। বিশেষতঃ ইহার পরিশিষ্ট ভাগটি যেরূপ পাঠ করিলাম,তাহাতে পরীক্ষার্থি-গণের অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। শিক্ষার্থি-গণের প্রয়োজন বুঝিয়া এই পুস্তকে যে যে অতিরিক্ত ও প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে জগদ্বন্ধু বাবু নিজের পরিশ্রমের লাঘব করিবার জন্য কয়েক খানি ব্যাকরণের মত সংগ্রহ করিয়াই এই ব্যাকরণ-সঙ্কলনে উদ্যত হন নাই; গ্রন্থ খানির জন্য তাঁহাকে অনেক অনুসন্ধান, পরিশ্রম ও চিন্তা করিতে হইয়াছে।

নববিভাকর ; ২০এ ফাল্গুন, ১২৯১ সাল।

* * * বাঙ্গালা ব্যাকরণ খানির সঙ্কলন বিষয়ে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। ইংরাজী বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের যাহা শিখিতে হইবে, সে সমস্তই এই ব্যাকরণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্কুল পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দেশিত অন্যান্য ব্যাকরণে যাহা নাই, এমন অবশ্য-প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় এই ব্যাকরণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাকরণে আছে, এমন অবশ্য প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ই ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই। শ্রেণীবিভাগে বেশ সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছে। লক্ষণাদিও বিশদ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্যাকরণ খানি ভালই হইয়াছে।

বঙ্গবাসী ; ১৩ই পৌষ, ১২৯২ সাল।

* * * এই ব্যাকরণ খানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। * * * আজ কাল অনেক নবীন গ্রন্থকার হইতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই ব্যাকরণের ধার ধারেন না, এই ব্যাকরণ-পাঠে তাঁহাদেরও জ্ঞান লাভ হইতে পারে। রচনা শিখিবার প্রকরণটী অতি সুন্দর হইয়াছে।

Mirror, 2nd December, 1892,

This is one of the most comprehensive Bengali Grammars that have been published of late. It has been got up of the English model. The objects of prosody, Figures of speech and Analysis have received special attention. The Appendices contain quite a fund of useful matter We are glad to find that this book has been selected for use in the Vernacular Schools by the Central Text book committee.

সূচীপত্র।

বিষয়		পত্রাঙ্ক
বর্ণ-প্রকরণ		১
স্বরবর্ণ	...	১
ব্যঞ্জনবর্ণ	..	২
সংজ্ঞা	...	৪
সন্ধি	...	৫
স্বর-সন্ধি	...	৫
ব্যঞ্জন-সন্ধি	...	৮
বিসর্গ-সন্ধি	...	১১
অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী	...	১৪
ণত্ব-বিধান	..	১৫
ষত্ব-বিধান	...	১৭
অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী	...	১৮
নাম-প্রকরণ		১৮
বিশেষ্য	...	২০
লিঙ্গ	..	২১
স্বাভাবিক স্ত্রীলিঙ্গ	...	২২
স্ত্রী-প্রত্যয়	...	২৩
বাঙ্গালা স্ত্রী-প্রত্যয়	...	২৮
অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী	...	২৯
পুরুষ	...	২৯
বিভক্তি	...	২৯
বচন	...	৩০
শব্দ-বিভক্তির মূল	...	৩১
শব্দ-বিভক্তি	...	৩২
শব্দ-রূপ করিবারর নিয়ম	...	৩৩
শব্দ রূপ		৩৫
সম্বোধন পদ	...	৩৬
কারক	...	৩৮
কর্ত্তা	...	৩৮
কর্ম্ম	...	৪০
করণ	...	৪১
সম্প্রদান	...	৪২
অপাদান	..	৪২
অধিকরণ	...	৪৩
অর্থ-বিশেষ ও শব্দ-বিশেষ-যোগে বিভক্তি	...	৪৫
অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী	...	৪৯
বিশেষণ	...	৫০
সর্ব্বনাম	...	৫২
অব্যয়	...	৫৬
সমাস	...	৫৯
দ্বন্দ্ব	...	৬০
তৎপুরুষ	...	৬২
নঞ্	...	৬৪
উপপদ	...	৬৫
কর্ম্মধারয়	...	৬৫
উপমিত	...	৬৭
রূপক	...	৬৭
অলুক্	...	৬৮
মধ্যপদলোপি-কর্ম্মধারয়	...	৬৮
দ্বিগু	...	৬৯
বহুব্রীহি	...	৭০
অব্যয়ীভাব	...	৭৪
নিত্যসমাস	...	৭৫
সমাসের পরিশিষ্ট	...	৭৫
বাঙ্গালা সমাস	...	৭৮

বিষয়		পত্রাঙ্ক
অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী	...	৭৯
তদ্ধিত	...	৮০
বাঙ্গালা তদ্ধিত	...	৯৭
অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী	.	৯৯
ধাতু-প্রকরণ		**৯৯**
কতিপয় ধাতু ও অর্থ	...	১০০
বিজাতীয় ধাতু	...	১০২
যৌগিক ধাতু	..	১০২
অকর্ম্মক ধাতু	...	১০২
সকর্ম্মক ধাতু	.	১০৩
ক্রিয়াপদ	...	১০৫
সমাপিকা ক্রিয়া	..	১০৫
অসমাপিকা ক্রিয়া	...	১০৫
ধাতু-বিভক্তি	..	১০৬
ধাতু বিভক্তির আকার	.	১০৬
কাল	...	১০৯
বর্ত্তমান কাল	.	১০৯
অতীত কাল	...	১০৯
ভবিষ্যৎ কাল	.	১১০
ধাতু-রূপ	.	১১০
ধাত্ববয়ব	...	১১২
ণিজন্ত ধাতু	...	১১২
সনন্ত ধাতু	...	১১৩
যঙন্ত-ধাতু	...	১১৫
নাম-ধাতু	..	১১৫
বাচ্য	...	১১৬
কৃদন্ত	..	১১৯
বাঙ্গালা কৃদন্ত	..	১৩৯
অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী	...	১৪০

বিষয়		পত্রাঙ্ক
রচনা-শিক্ষা।		
বাক্য প্রকরণ		**১৪১**
অভিধা শক্তি	...	১৪২
লক্ষণা শক্তি	...	১৪৩
ব্যঞ্জনা শক্তি	...	১৪৩
রচনা	...	১৪৪
গদ্য রচনায়		
পদ-বিন্যাস-প্রণালী	...	১৪৬
কতিপয় অব্যয়ের ব্যবহার	...	১৪৯
রচনা-শিক্ষা-বিষয়ে		
কতিপয় উপদেশ	...	১৫৬
বাক্য বিশ্লেষণ	...	১৭৯
সরল বাক্য	...	১৮০
মিশ্র বাক্য	...	১৮১
যৌগিক বাক্য	...	১৮২
যতি চিহ্ন	..	১৮৪
প্রায় উচ্চারণ সাম্য শব্দের অর্থভেদ		১৮৬
বর্ণগত কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ একার্থক		
কতিপয় শব্দ	...	১৮৯
কতিপয় বিপরীতার্থক শব্দ		১৯০
প্রচলিত কতিপয় অপপ্রয়োগ		১৯১
কাব্য	..	১৯৩
ছন্দঃ	..	১৯৪
পদ্য সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়		১৯৭
অলঙ্কার	...	১৯৯
অর্থালঙ্কার	...	২০০
দোষ		২০৬
রস	...	২০৮
গুণ	...	২০৯
পত্র লিখিবার ধারা	...	২০৯
পরিশিষ্ট	...	২১৩

তদ্ধিত সূচী।

প্রত্যয়		সূত্রাঙ্ক
অয়ট্	...	৪৪৪
আকিন্	...	৪২৩
আরক	...	৪১২
আল	...	৪২১
আলু	...	৪১০
ইত	...	৩৯৩
ইন্	...	৪০৮
ইন	...	৪২০
ইমন্	...	৪০০
ইয়	...	৩৮৮
ইল	...	৪১৭
ইষ্ঠ	...	৪২৭
ঈন	...	৩৮৮
ঈমস	...	৪২০
ঈয়সু	..	৪২৭
উর, উল	...	৪১৮
ক, কার	...	৪৩৫
কণ্	...	৩৬১
কল্প	...	৪২৪
কাণ্ড	...	৩৮৭
চতরাম্	...	৪২৯।ক
চন	...	৩৯৪,৪৪৯
চর	...	৪৩৪
চশস্	...	৪৩১
চসাৎ	...	৪৫০
চিৎ	...	৪৪৯
চুঞ্চু	...	৩৯৪
চুৎ	...	৩৯৬
চ্বি	...	৪৫১
ঠ	...	৪২৩
ডট্	...	৪৪৪,৪৫৫
ডাতি	...	৩৯৫
ডামহ	...	৪২২
ডিন্	...	৩৯৮
ডিম	...	৪৪৮
ডুর	...	৩৪৬
ডুল	...	৪২২
ণীন	...	৩৮৮
ণীয়	...	৩৫১,৩৬৭
ত	...	৪১৯
তন	...	৪৪১
তম	...	৪২৭
তমট্	...	৪৫৫
তয়ট্	...	৪৪৪
তর	...	৪২৭
তরট্	...	৪২৫
তস্	...	৪৪৫
তা	...	৩৮৭
তি	...	৪২৩
তিক	...	৩৮৬
তীয়	...	৪৫২
ত্ব, তা	...	৩৯৯
ত্য	...	৪৪২
ত্যণ্	...	৪৪৩
ত্র	...	৪৩৭
থট্	...	৪৫২
থাচ্	...	৪৩৬
দা	...	৪৩৮
দানীম্	...	৪৪০
দেশীয়	...	৪২৪
ধাচ্	...	৪৩২
ধেয়	...	৩৮৬
ন	...	৩৮৯
নণ্	...	৩৫৮

প্রত্যয়		সূত্রাঙ্ক	প্রত্যয়		সূত্রাঙ্ক
ব	...	৪১৪	ব্রি	...	৪৪৬
বতু	...	৩৯৭, ৪০৫	ল	...	৪১১
বল	..	৪১৩	শ	...	৪১৬
বিন্	...	৪০৭	ষ্ণ	...	৩৪৪
ব্য	...	৪২২	ষ্ণায়ন	...	৩৪২
ম	...	৪৪৭	ষ্ণি	..	৩৪১
মট্	...	৪৫৩	ষ্ণিক	...	৩৫০
মতু	...	৪০৪	ষ্ণীক	...	৩৮৮
মষট্	...	৪৩৩	ষ্ণেয়	...	৩৪৮
মাত্র	...	৩৯৫	ষ্ণ্য	...	৩৪৪
মিন্	.	৪২১,৪২৩	স্থচ্	...	৪৩০
য	...	৩৭১	স্তাৎ	...	৪৪৬
র	...	৪১৫,৪২৫	স্থানীয়	..	৪২৬

কৃদন্ত সূচী।

প্রত্যয়		সূত্রাঙ্ক	প্রত্যয়		সূত্রাঙ্ক
অ		৫৮৮	ক্ত	.	৫৬০
অথু	..	৫৯৪	ক্তি	...	৫৯৩
অন্		৬১০	ক্রু	...	৬২৯
অন	...	৫৮৬,৬০৭,৬৪৫	ক্মর	..	৬৩৭
অনট্	...	৫৮৫	ক্যপ্	...	৫৮২
অনীয়	...	৫৭৮	ক্স্নু	...	৬০৩
অল্	...	৫৯০	ক্বিপ্	...	৬৩৯
ইত্র	...	৬৪৭	ক্ষ্বরপ্	...	৬৩২
ইন্	...	৬২৪	খ	...	৬১৭
ইষ্ণু	...	৬২৬	খল্	...	৬৪৪, ৬৪৫
উ	...	৬৩৫	খশ্	...	৬১৭
উক	...	৬৩৩	খি	...	৬১৯
ক	...	৬১২	খ্য	...	৬২০
কান	...	৬০৩	ঘঞ্	...	৫৯১
কি	...	৬৪১	ঘুর	...	৬৩১
কুর	...	৬৩১	ঘ্নিন্	...	৬৫৫

প্রত্যয়		সূত্রাঙ্ক	প্রত্যয়		সূত্রাঙ্ক
ঘ্যণ্	...	৫৮০	নঙ্	...	৫৮৭
ঙ	.	৫৮৯	য	..	৫৭৮
ঞক		৬২৭	র	...	৬৩৪
ট	.	৬১৩	রু	..	৬৩০
টক্	...	৬১৪,৬৪২	বর	...	৬৩৬
টনণ্	...	৬০৬	বিণ্	...	৬৩৮
ড	...	৬১৬	শ	...	৬৪০
ড়ু	.	৬২১	শতৃ	...	৫৯৫
ণ	..	৬০৮	শান	...	৫৯৬
ণক	...	৬০৪	ষক	...	৬০৫
ণিন্	...	৬২২	ষণ্	...	৬০৯
তব্য	.	৫৭৮	ষাক	.	৬৩০
তৃন্	...	৬০৪	ষ্ণুক	.	৬২৮
ত্র	.	৬৪৬	স্যতৃ	...	৬০০
ত্রিমক	.	৬৪৩	স্যমান	..	৬০১
থক	...	৬০৬			

পরিশিষ্ট সূচী।

(১) বর্ণের উচ্চারণ স্থান ২১৩

(২) প্রচলিত কতিপয় সংস্কৃত ধাতু ২১৪

(৩) অকারাদি ক্রমে কতিপয় উণাদি প্রত্যয় ২১৬

(৪) উপসর্গের অর্থ ও তদ্‌যোগে ধাতুর অর্থগত বৈলক্ষণ্য। ... ২২০

(৫) অনিট্ ধাতু ২২২

(৬) পদান্বয় ২২৩

(৭) ছাত্রবৃত্তির ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রশ্ন ২২৫

(৮) রচনা শিক্ষা সম্বন্ধে অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী ২৩১

(৯) ভাষা-বিচার ২৩৪

(১০) বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত কতিপয় আরবী-পারসী-হিন্দী শব্দ ও তাহাদের অর্থ ২৩৫

চতুর্দ্দশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

কতিপয় এণ্ট্রান্স স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের অনুরোধে এবার "রচনা-শিক্ষা" প্রকরণটিকে এণ্ট্রান্স স্কুলের ছাত্রগণের উপযোগী করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছি। ঐ প্রকরণ-পাঠে ছাত্রগণ রচনা-শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপকার পাইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এক্ষণে শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা এই যে, যদি ইহার কোন স্থানে কোন প্রকার ত্রুটি বা ভ্রম সন্দর্শন করেন, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে বারান্তরে সংশোধন করিয়া দিব।

১লা বৈশাখ }
১৩১৬ সাল }

শ্রীজগদ্বন্ধু মোদক।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৯	ভ্রাতৃদ্ধি	ভ্রাংদ্ধি
৮	৭	গা	গো
১৬	২৩	হন্	নহ্
২২	১৯	দি	দিক্
২৩	১৭	তপস্বনী	তপস্বিনী
৩৩	১৯	দি	দিক
৩৭	১৫	ষধু	বধু
৪৭	১৩	মনস্	নমস্
৭৯	৩২	বিপাক্	বিপাক
১২১	৬	ঘা	ধা



বাঙ্গালা-ব্যাকরণ।

১। মনুষ্যেরা যে ব্যক্ত ও সার্থক শব্দ (১) দ্বারা আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করে, তাহাকে ভাষা কহে।

২। যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে, ভাষার শুদ্ধ-রূপে প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তাহাকে ব্যাকরণ (২) কহে।

বর্ণ-প্রকরণ।

৩। অ আ ক্ খ্ ইত্যাদি এক একটি বর্ণ (৩)।

(ক) বর্ণ দুই প্রকার। যথা,—স্বর ও ব্যঞ্জন।

স্বর-বর্ণ (Vowel)।

৪। যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের আশ্রয়-ব্যাতরেকে উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে স্বর-বর্ণ কহে। যথা,—অ (৪), আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ।

---

(১) শব্দ দ্বিবিধ। ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। বর্ণই লেখ্য ভাষার প্রধান উপাদান; সুতরাং বর্ণাত্মক শব্দই ব্যাকরণের আলোচ্য।

"শব্দোধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদি-ভবো ধ্বনিঃ।
কণ্ঠ-সংযোগাদি-জন্যা বর্ণাস্তে কাদয়ো মতাঃ॥"

(২) "ব্যাক্রিয়ন্তে অনেন সাধুশব্দা ইতি ব্যাকরণম্।" ব্যাকরণ অর্থে শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র।

(৩) শব্দের সূক্ষ্মতম অংশকে বর্ণ কহে। অ, আ, ক্, খ্ ইত্যাদি লেখ্য বর্ণ।

(৪) অ-কার লুপ্ত হইলে তাহার 'ঽ' এইরূপ চিহ্ন থাকে; ইহাকে লুপ্ত অকারের চিহ্ন কহে (৬০ সূত্র দেখ)।

(ক) স্বর দ্বিবিধ। যথা,—হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বর।

৫। অ ই উ ঋ ঌ এই পাঁচটি হ্রস্ব স্বর।

৬। আ ঈ ঊ ৠ এ ঐ ও ঔ এই আটটি দীর্ঘ স্বর।

৭। হ্রস্ব স্বর অপেক্ষা দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে অধিক সময় লাগে।

ব্যঞ্জন-বর্ণ (Consonant)।

৮। স্বর-বর্ণের সাহায্য-ব্যতিরেকে যে সকল বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদিগকে ব্যঞ্জন-বর্ণ কহে। যথা,—ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্। চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্। ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্। ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্। প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্। য্ র্ ল্ ব্। শ্ ষ্ স্ হ্ (১)।

---

(১) ড ও ঢ স্বরবর্ণের পরে থাকিলে ড় ও ঢ় উচ্চারিত হয়। যথা,—জড়, খড়্গ, ষোড়শ, দৃঢ়, আষাঢ় ইত্যাদি। কিন্তু জাড্য, আঢ্য প্রভৃতি স্থলে হয় না।

য, স্বরবর্ণের পরে থাকিলে প্রায়ই য় (ইয়) উচ্চারিত হয়। যথা,—নিয়ম, বায়ু, ময়ূর ইত্যাদি। কিন্তু উপযোগ, সরযূ প্রভৃতি স্থলে হয় না; এবং দুইটি য সংযুক্ত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী য, জকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা,—সূর্য্য, ধার্য্য, স্বীকার্য্য ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় অন্তঃস্থ ও বর্গীয় বকারের প্রভেদ জানিবার সহজ উপায় নাই। সন্ধি প্রভৃতিতে দুই বকারের কার্য্য দেখা যায়; সুতরাং বর্ণ-মালায় দুই ব গৃহীত হইল।

বংহ, বৃংহ্, বন্ধ্, বুধ, ব্রূ প্রভৃতি কতিপয় ধাতুর ব, বর্গীয়, তদ্ভিন্ন প্রায় সমস্ত ব অন্তঃস্থ। বধূ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ উভয়-বকার ঘটিত। প-বর্গীয় বর্ণ স্থানে জাত বকার-মাত্রই তৎস্থানীয় বলিয়া বর্গীয়।

একাল পর্য্যন্ত বর্ণমালায় যতগুলি বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা লিখিত হইল। কিন্তু এক্ষণে ভাষায় বিদেশীয় অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, তজ্জন্য সেই সেই শব্দের যথাযথ উচ্চারণ করিবার জন্য z=জ়, w=ব ইত্যাদি কয়েকটি নূতন বর্ণ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় ও ভূগোল-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

ন্ ও ম্ স্থানে (ং) এবং র্ ও স্ স্থানে (ঃ) হয়। অনুনাসিক বর্ণ স্থানে অন্ত্য বর্ণের উৎপত্তি কালে (ঁ) চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার দেখা যায়। অতএব ইহাদিগকে স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলা সঙ্গত হয় না। স্বরের আশ্রয়-ব্যতিরেকে অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না; এই কারণে কেহ কেহ উহাদিগকে ব্যঞ্জন-বর্ণ মধ্যে গণনা করাই সঙ্গত বোধ করেন।

বর্ণ-মালা-পাঠ-কালে সকল বর্ণই অকারান্ত উচ্চারিত হয়।

যে ব্যঞ্জন-বর্ণে স্বর যুক্ত না থাকে, তাহার নিম্নে (্) এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়, ইহাকে হসন্ত চিহ্ন কহে।

মধ্যে স্বর-বর্ণ না থাকিলে দুই বা ততোঽধিক ব্যঞ্জন-বর্ণ যুক্ত হইয়া যায়। এইরূপ বর্ণকে যুক্ত-বর্ণ কহে। যথা—ক্+ম্+অ=ক্ম ইত্যাদি।

কোন কোন যুক্ত-বর্ণের আকার অন্য প্রকার হয়। যথা,—জ্+ঞ্+অ=জ্ঞ, ঙ্+গ্+অ=ঙ্গ, ঞ্+চ্+অ=ঞ্চ, ক্+ষ্+অ=ক্ষ, হ্+ম্+অ=হ্ম ইত্যাদি।

র, ব্যঞ্জন-বর্ণের পরবর্ত্তী হইলে (্র) এবং পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে (র্) এইরূপ হয়। যথা,—শ্+র্+অ=শ্র ; র্+শ্+অ=র্শ।

র্-কারের পরবর্ত্তী চ্, ছ্, জ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, ব্, ভ্, ম্, য্, ল্ বর্ণের প্রায় দ্বিত্ব হইয়া থাকে। যথা—র্+চ্+অ=র্চ্চ ইত্যাদি।

ছ, থ, ধ, ভ এই কয়টি বর্ণের দ্বিত্ব হইলে চ্ছ, ত্থ, দ্ধ, ব্ভ এইরূপ হয়।

৯। ক অবধি ম পর্য্যন্ত পাঁচশটি বর্ণকে স্পর্শ-বর্ণ কহে (১)।

১০। স্পর্শ বর্ণ সমুদয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ইহাদের এক এক ভাগকে বর্গ কহে। প্রথম বর্ণানুসারে বর্গের নাম হয়। যথা,—ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ এবং প-বর্গ। বর্গের বর্ণকে বর্গ্য বা বর্গীয় বর্ণ কহে।

১১। য র ল ব এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণ (২)।

১২। শ ষ স হ ইহাদিগের নাম উষ্ম বর্ণ (৩)।

---

(১) উচ্চারণ-কালে বায়ু, জিহ্বার অগ্র, উপাগ্র, মধ্য ও মূল স্থানকে সম্যক্‌রূপে স্পর্শ করে বলিয়া ইহাদিগকে স্পর্শ বর্ণ কহে।

(২) স্পর্শ ও উষ্ম বর্ণের মধ্যস্থিত বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃস্থ বর্ণ কহে।

(৩) এই গুলির উচ্চারণে উষ্মা অর্থাৎ বায়ুর প্রাধান্য থাকায়, ইহাদিগকে উষ্ম-বর্ণ কহে।

বর্গের ১ম, ৩য় ও ৫ম বর্ণ এবং য র ল ব অল্পপ্রাণ-বর্ণ, আর বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ এবং শ ষ স হ মহাপ্রাণ-বর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়।

১৩। ং ঃ এই দুইটিকে অযোগ-বাহ বর্ণ (১) বলে।

১৪। ঁ অনুনাসিকের চিহ্নমাত্র।

সংজ্ঞা।

১৫। পদ-সিদ্ধির জন্য প্রকৃতির আদি, মধ্য বা অন্তে বর্ণ-বিশেষের উপস্থিতিকে আগম কহে। যথা,—আস্পদ, আরম্ভ, আপতিত (২)।

১৬। প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের যে রূপের পরিবর্ত্তন, তাহাকে আদেশ কহে। যথা—উষিত, শুষ্ক (৩)।

১৭। ই ঈ স্থানে এ; উ ঊ স্থানে ও; ঋ ৠ স্থানে অর্ এবং ঌ স্থানে অল্ আদেশকে গুণ কহে।

১৮। অ আ স্থানে আ; ই ঈ এ ঐ স্থানে ঐ; উ ঊ ও ঔ স্থানে ঔ; ঋ ৠ স্থানে আর্ এবং ঌ স্থানে আল্ আদেশকে বৃদ্ধি কহে (৪)।

১৯। লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ না হওয়াকে নিপাতন কহে।

২০। কোন বর্ণের অদর্শনকে লোপ কহে।

---

(১) প্রাচীন মতে স্বর-ব্যঞ্জন-সংজ্ঞায় ইহাদিগের যোগ না থাকিলেও ণত্ব-ষত্ব-কার্য্য নির্ব্বাহ করে বলিয়া ইহাদিগকে অযোগ-বাহ বলে।

(২) আস্পদ পদে—পদ্ এই প্রকৃতির আদিতে স্কারের, আরম্ভ পদে—রভ্ এই প্রকৃতির মধ্যে ম্কারের এবং আপতিত পদে—পৎ এই প্রকৃতির অন্তে ইকারের আগম হইয়াছে।

(৩) উষিত পদে বস্ এই প্রকৃতির স্থলে উষ্ এবং শুষ্ক পদে ত প্রত্যয়ের স্থলে ক এর আদেশ হইয়াছে।

(৪) বাঙ্গালা ভাষায় ঌ স্থানে আল্ হওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায় না।

সন্ধি।

(Conjunction of Letters) ।

২১। দুই বর্ণের মিলনকে সন্ধি (১) কহে। ঐরূপ মিলনে কখনও পূর্ব্ব বর্ণ, কখনও পর বর্ণ এবং কখনও বা উভয় বর্ণই পরিবর্ত্তিত হয়। যথা—অপ্+জ=অব্জ; আকৃষ্+ত=আকৃষ্ট; উৎ+শ্বাস উচ্ছ্বাস।

(ক) সন্ধি দুই প্রকার। যথা—স্বর-সন্ধি ও ব্যঞ্জন-সন্ধি।

২২। স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয়, তাহাকে স্বর-সন্ধি কহে। (২)

২৩। ব্যঞ্জন-বর্ণে ব্যঞ্জন-বর্ণে বা ব্যঞ্জন-বর্ণে স্বর-বর্ণে যে সন্ধি হয়, তাহাকে ব্যঞ্জন-সন্ধি কহে। যথা,—অপ্+জ=অব্জ; অচ্+অন্ত=অজন্ত।

স্বর-সন্ধি।

(Conjunction of Vowels) ।

২৪। অকার কিংবা আকারের পর, অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—শশ+অঙ্ক=শশাঙ্ক; মহা+অর্ণব=মহার্ণব; সিংহ+আসন=সিংহাসন; মহা+আশয়=মহাশয় ইত্যাদি।

---

(১) একটি শব্দের পরেই আর একটি শব্দের উচ্চারণ করিতে হইলে, অনেক সময়ে উচ্চারণ-স্থানগুলি স্বতই আয়াস-লাঘবার্থ পূর্ব্ব-শব্দের অন্ত্যবর্ণ ও পর শব্দের আদ্যবর্ণ মিলাইয়া স্বতন্ত্র আকারে পরিবর্ত্তিত করে। কুশ আসন এই দুইটি শব্দের পৃথক্ উচ্চারণ যেরূপ আয়াস-সাধ্য 'কুশাসন' এই মিলিত উচ্চারণ তত আয়াস-সাধ্য নহে। এইরূপ বর্ণ-মিলনকে সন্ধি কহে। কখন বা দুইটি নিকটবর্ত্তী বর্ণের কেবল মিলন হয়। যথা,—সম্+আগত=সমাগত ইত্যাদি।

(২) কখন কখন স্বর-ভাবাপন্ন ব্যঞ্জন-বর্ণের সহিত স্বর-সন্ধি হয়। যথা—গো+য=গব্য ইত্যাদি। এ স্থলে 'য' স্বর-ভাবাপন্ন ব্যঞ্জন-বর্ণ।

২৫। ইকার কিংবা ঈকারের পর, ইকার কিংবা ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয়। ঈকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—অতি+ইত=অতীত ; মহী+ইন্দ্র=মহীন্দ্র ; প্রতি+ঈক্ষা=প্রতীক্ষা ; শ্রী+ঈশ=শ্রীশ ইত্যাদি।

২৬। উকার কিংবা ঊকারের পর, উকার কিংবা ঊকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊকার হয়। ঊকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—ভানু+উদয়=ভানূদয় ; কটু+উক্তি=কটূক্তি ; বধূ+উক্তি=বধূক্তি ইত্যাদি।

২৭। ঋকারের পর ঋকার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া ৠকার হয়। ৠকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—ভ্রাতৃ+ঋদ্ধি=ভ্রাতৄদ্ধি ; মাতৃ=ঋণ =মাতৄণ ইত্যাদি।

২৮। অকার কিংবা আকারের পর,ইকার কিংবা ঈকার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া একার হয়। একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—দেব+ইন্দ্র=দেবেন্দ্র ; মহা+ইন্দ্র=মহেন্দ্র ; গণ+ঈশ=গণেশ ; মহা+ঈশ=মহেশ ইত্যাদি।

২৯। অকার কিংবা আকারের পর, উকার কিংবা ঊকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়। ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—চন্দ্র+উদয়=চন্দ্রোদয় ; গঙ্গা+উদক=গঙ্গোদক ; এক+ঊন=একোন ; মহা+ঊর্ম্মি=মহোর্ম্মি ইত্যাদি।

৩০। অকার কিংবা আকারের পর ঋকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া অর্ (১) হয়। অরের অকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং র্

(১) উপসর্গের অকার কিংবা আকারের পর ধাতুর ঋ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া আর হয়। যথা—আ+ঋত=আর্ত্ত।

তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হইলে, অকার বা আকারের পর-স্থিত ঋত শব্দের ঋ স্থানে আর্ হয়। যথা,—শীত+ঋত=শীতার্ত্ত ; ক্ষুধা+ঋত=ক্ষুধার্ত্ত ; অন্য সমাসে হয় না। যথা,—পরম+ঋত=পরমর্ত্ত (কর্ম্মধারয় সমাস)।

পর বর্ণের মস্তকে যায়। যথা,—দেব+ঋষি=দেবর্ষি; উত্তম+ঋণ=উত্তমর্ণ; অধম+ঋণ=অধমর্ণ; মহা+ঋষি=মহর্ষি ইত্যাদি।

৩১। অকার কিংবা আকারের পর, একার কিংবা ঐকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়। ঐকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—জন+এক=জনৈক (১); মত+ঐক্য=মতৈক্য ইত্যাদি।

৩২। অকার কিংবা আকারের পর, ওকার কিংবা ঔকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়। ঔকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা;—জল+ওকাঃ=জলৌকাঃ; মহা+ওষধি=মহৌষধি; চিত্ত+ঔদার্য্য=চিত্তৌদার্য্য; মহা+ঔষধ=মহৌষধ ইত্যাদি।

৩৩। ই ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, ই ঈ স্থানে য্ হয়। য্ পরের স্বরের সহিত পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—যদি+অপি=যদ্যপি; অতি+আচার=অত্যাচার; নদী+অম্বু=নদ্যম্বু; মহী+আদি=মহ্যাদি; অতি+উক্তি=অত্যুক্তি; প্রতি+এক=প্রত্যেক ইত্যাদি।

৩৪। উ ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে,উ ঊ স্থানে ব্ হয়। ব্ পরের স্বরের সহিত পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—অনু+অয়=অন্বয়; বহু+আয়ত=বহ্বায়ত; অনু+এষণ=অন্বেষণ ইত্যাদি।

৩৫। ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, ঋ স্থানে র্ হয়। র্ পরের স্বরের সহিত পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা;—পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়; পিতৃ+উপদেশ=পিত্রুপদেশ ইত্যাদি।

৩৬। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এ স্থানে অয়্, ঐ স্থানে আয়্, ও স্থানে অব্ এবং ঔ স্থানে আব্ হয়। অ বা আ পূর্ব্ববর্ণে এবং পরবর্ত্তী স্বর য়্ বা ব্ কারে যুক্ত হয়। যথা;—শে+অন=শয়ন; নৈ+অক=নায়ক; ভো+অন=ভবন; পৌ+অক=পাবক ইত্যাদি।

(১) বাঙ্গালা ভাষায় জন+এক=জনেক, এইরূপ বারেক, অর্দ্ধেক, শতেক, তিলেক ইত্যাদি পদের প্রয়োগ দেখা যায়।

৩৭। কুলটা প্রভৃতি কতকগুলি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—কুল+অটা=কুলটা (অসতী স্ত্রী বা সতী ভিক্ষুকী); সীম+অন্ত=সীমন্ত (কেশ-বিন্যাস), অন্যত্র সীমান্ত; অন্য+অন্য=অন্যোন্য (পরস্পর); অন্যত্র অন্যান্য (অপরাপর); সার+অঙ্গ=সারঙ্গ(চাতকাদি); অন্যত্র সারাঙ্গ (মল্ল) দশ+ঋণ=দশার্ণ; শুদ্ধ+ওদন=শুদ্ধোদন; স্ব+ঈর=স্বৈর; অক্ষ+ঊহিনী=অক্ষৌহিণী; প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ়; দামন্+উদর=দামোদর (১); গো+অক্ষ=গবাক্ষ; গো+ঈশ্বর=গবেশ্বর, গবীশ্বর ইত্যাদি।

সমাস হইলে ওষ্ঠ ও ওতু শব্দপরে বিকল্পে অবর্ণের লোপ হয়। যথা—বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ; স্থূল+ওতু=স্থূলোতু, স্থূলৌতু (২)ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন-সন্ধি।

(Conjunction of Consonants)।

৩৮। চ কিংবা ছ পরে থাকিলে ত্ বা দ্ স্থানে চ্ হয়। যথা,—উৎ+চারণ=উচ্চারণ; শরদ্+চন্দ্র=শরচ্চন্দ্র ইত্যাদি।

৩৯। জ কিংবা ঝ পরে থাকিলে, ত্ বা দ্ স্থানে জ্ হয়। যথা;—সৎ+জন=সজ্জন, বিপদ্+জাল=বিপজ্জাল; কুৎ+ঝটিকা=কুজ্ঝটিকা।

৪০। পদের অন্তস্থিত ত্ কিংবা দ্কারের পর, শ থাকিলে, ত্ কিংবা দ্ স্থানে চ্ এবং শ স্থানে ছ হয়। যথা;—উৎ+শৃঙ্খল=উচ্ছৃঙ্খল; তদ্+শ্রবণ=তচ্ছ্রবণ ইত্যাদি।

৪১। পদের অন্তস্থিত ত্ কিংবা দকারের পর হ থাকিলে ত্ স্থানে দ্ এবং হ্ স্থানে ধ্ হয়। যথা; উৎ+হত=উদ্ধত; উৎ+হার=উদ্ধার; তদ্+হিত=তদ্ধিত ইত্যাদি।

---

(১) এস্থলে নিপাতনে ন্ কারের লোপ হইল। ঐরূপ আত্মাদর, আত্মোন্নতি ইত্যাদি।
(২) অসমাসে যথা,—তব+ওষ্ঠ=তবৌষ্ঠ।

৪২। চ্ কিংবা জ্ এর পর ন থাকিলে, ন স্থানে ঞ হয়। যথা—যাচ্+না=যাচ্ঞা, যজ্+ন=যজ্ঞ, রাজ্+নী=রাজ্ঞী ইত্যাদি।

৪৩। ত্ বা দ্ স্থানে, ট কিংবা ঠ পরে থাকিলে ট্, ড কিংবা ঢ পরে থাকিলে ড্ হয়। যথা—বৃহৎ+টঙ্কশালা=বৃহট্টঙ্কশালা; উৎ+ডয়ন=উড্ডয়ন ইত্যাদি।

৪৪। ষ্ কারের পর, ত্ কিংবা থ থাকিলে ত স্থানে ট এবং থ স্থানে ঠ হয়। যথা;—আবিষ্+ত=আবিষ্ট; ষষ্+থ=ষষ্ঠ ইত্যাদি।

৪৫। ল পরে থাকিলে ত্ দ্ বা ন্ স্থানে ল্ হয়। যথা;—বিদ্যুৎ+লতা=বিদ্যুল্লতা; তদ্+লিখিত=তল্লিখিত (১) ইত্যাদি।

৪৬। পঞ্চমবর্ণ ভিন্ন বর্গীয় বর্ণ, শ, ষ, স বা হ পরে থাকিলে পদ-মধ্যস্থিত ন্ বা ম্ স্থানে ং হয়। যথা,—দন্+শন দংশন; প্রশন্+সা=প্রশংসা; বৃন্+হিত=বৃংহিত; কম্+স=কংস ইত্যাদি।

৪৭। যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে, পদ-মধ্য-স্থিত ন্ বা ম্ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা,—বন্+চনা=বঞ্চনা; কন্+টক=কণ্টক; লুন্+ঠন=লুণ্ঠন; মন্+ডল=মণ্ডল; কম্+প=কম্প; গম্+তব্য=গন্তব্য; শাম্+ত=শান্ত ইত্যাদি।

৪৮। অন্তঃস্থ অথবা উষ্মবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। যথা,—সম্+যম=সংযম, কিম্+বা=কিংবা, সম্+বাদ=সংবাদ; সম্+শয়=সংশয়। সম্ শব্দের পর রাজ্ শব্দ থাকিলে হয় না (২)। যথা;—সম্+রাজ্=সম্রাজ্।

৪৯। যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে, পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে

---

(১) বিদ্বান্+লেখক=বিদ্বাঁল্লেখক। ন স্থানে ল হইলে পূর্ব্ব বর্ণ অনুনাসিক হয়।

(২) সম্রাজ্ শব্দ যে অর্থে প্রসিদ্ধ, সেই অর্থেই হইবে না, অন্য স্থলে হইবে। যথা,—সংরাট্ (চন্দ্র)।

সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ অথবা অনুস্বার হয়। যথা,—সম্+গতি=সঙ্গতি, সংগতি ; সম্+জাত=সঞ্জাত, সংজাত ইত্যাদি।

৫০। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ অথবা য র ল ব হ পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত ক্, চ্, ট্, ত্, প্ স্থানে যথাক্রমে গ্, জ্, ড্, দ্, ব্ হয়। যথা,—বাক্+জাল=বাগ্জাল (১); অচ্+অন্ত=অজন্ত ; ষট্+আনন=ষড়ানন (২) ; জগৎ+ঈশ=জগদীশ ; অপ্+জ=অব্জ ইত্যাদি।

৫১। পঞ্চম বর্ণ পরে থাকিলে, পদের অন্ত-স্থিত বর্গীয় প্রথম বর্ণ স্থানে বিকল্পে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয় (৩)। যথা ;—দিক্+নাগ=দিঙ্নাগ, প্রাক্+মুখ=প্রাঙ্মুখ ইত্যাদি।

৫২। ময়-মাত্র-প্রভৃতি প্রত্যয়ের ম পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত বর্গীয় প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা,—চিৎ+ময়=চিন্ময় ; কিঞ্চিৎ+মাত্র=কিঞ্চিন্মাত্র ইত্যাদি।

৫৩। স্বরবর্ণের পরস্থিত ছকারের দ্বিত্ব হয়। যথা,—পরি+ছেদ=পরিচ্ছেদ, তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া, গৃহ+ছিদ্র=গৃহচ্ছিদ্র ইত্যাদি।

৫৪। বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ কিংবা শ, ষ, স পরে থাকিলে, পঞ্চম বর্ণ ভিন্ন সমস্ত বর্গীয় বর্ণ স্থানে সেই বর্গের প্রথম বর্ণ হয়। যথা,—বিপদ্+কাল=বিপৎকাল ; ক্ষুধ্+ক্ষাম=ক্ষুৎক্ষাম, লিভ্+সা=লিপ্সা ; মদ্+ত=মত্ত ; সম্পদ্+সুখ=সম্পৎ-সুখ ইত্যাদি।

---

(১) ১ম ও ২য় বর্ণ এবং শ, ষ, স পরে থাকিলে হয় না। যথা,—বাক্+কলহ=বাক্-কলহ, বাক্+চাতুর্য্য=বাক্চাতুর্য্য ইত্যাদি।

(২) ২য় পৃষ্ঠায় (১) টীকা দেখ। পদের অন্তস্থিত না হইলে হয় না। যথা,—বচ্+অন=বচন।

(৩) পক্ষান্তরে তৃতীয় বর্ণও হয়। যথা,—দিগ্নাগ, প্রাগ্মুখ ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না।

বিরাম অর্থাৎ কোন বর্ণ পরে না থাকিলেও বর্গের পঞ্চম বর্ণ ভিন্ন পদান্ত-স্থিত বর্গীয় বর্ণ স্থানে সেই বর্গের প্রথম বর্ণ হয়। যথা,— সংবিদ্‌—সংবিৎ, শরদ্‌—শরৎ, সমিধ্‌—সমিৎ ইত্যাদি।

৫৫। উৎ উপসর্গের পরস্থিত স্থা ও স্তন্ভ ধাতু (৮৯ সূত্র) নিষ্পন্ন শব্দের সকারের লোপ হয়। যথা ;—উৎ+স্থান=উত্থান, উৎ+স্থাপন =উত্থাপন, উৎ+স্তম্ভ=উত্তম্ভ ইত্যাদি।

৫৬। বর্গের ১ম বা ২য় বর্ণ পরে থাকিলে, পুম্‌স্‌ শব্দের ম্‌ স্থানে অনুস্বার হয়। যথা,—পুম্‌স্‌+কোকিল=পুংস্কোকিল ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত বর্ণ অথবা ক্ষ বা খ্য পরে থাকিলে স্‌কারের লোপ হয়। যথা,— পুম্‌স্‌+জাতি=পুংজাতি ; পুম্‌স্‌+লিঙ্গ=পুংলিঙ্গ ; পুম্‌স্‌+খ্যাতি= পুংখ্যাতি।

বিসর্গ-সন্ধি।

৫৭। বিসর্গ স্থানে, চ ছ পরে থাকিলে শ্‌, ট ঠ পরে থাকিলে ষ্‌, এবং ত থ পরে থাকিলে স্‌ হয়। যথা ;—নিঃ+চিন্ত=নিশ্চিন্ত ; ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার ; ইতঃ+ততঃ=ইতস্ততঃ ইত্যাদি।

৫৮। ক, খ, প বা ফ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে স্‌ হয়। যথা ;— নমঃ+কার=নমস্কার ; ভাঃ+কর=ভাস্কর ; নিঃ+পত্তি=নিষ্পত্তি(১); নিঃ+ফল=নিষ্ফল। প্রাতঃকাল, প্রাতঃকৃত্য, দুঃখ, পুনঃপ্রাপ্ত, অন্তঃপাতী, নভঃ-প্রদেশ, পয়ঃ-প্রবাহ, তেজঃপুঞ্জ, শ্রেয়ঃ-কল্প, মনঃ-কল্পিত ইত্যাদি স্থলে সন্ধি হয় না।

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে অথবা কোন বর্ণ পরে না থাকিলে, পদের অন্তস্থিত র্‌ ও স্‌ স্থানে বিসর্গ হয়। এই সকল বিসর্গকে যথাক্রমে র্‌-জাত ও স্‌-জাত বিসর্গ কহে। পুনঃ

---

(১) ঐ স্‌ ইকার বা উকারের পরস্থিত হইলে ষ্‌ হয়;

প্রাতঃ, অন্তঃ, স্বঃ, অহঃ ইত্যাদি শব্দের বিসর্গ ও ঋকারান্ত শব্দের সম্বোধনের বিসর্গ র্-জাত এবং বহিঃ, মনঃ, বয়ঃ, অতঃ, ততঃ, প্রাদুঃ ইত্যাদি শব্দের বিসর্গ স্-জাত বিসর্গ।

৫৯। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ অথবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অকার ও অকারের পরস্থিত স্-জাত বিসর্গ, উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয়। যথা ;—মনঃ+গত=মনোগত ; সদ্যঃ+জাত=সদ্যোজাত ; তেজঃ+ময়=তেজোময় ; তেজঃ+রূপ=তেজোরূপ ইত্যাদি। অন্য বর্ণ পরে হয় না। যথা ;—তপঃ+সাধন=তপঃসাধন।

৬০। অকার পরে থাকিলে অকার ও অকারের পরস্থিত স্-জাত বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয় এবং পরবর্ত্তী অকারের লোপ হয়। লুপ্ত অকারের চিহ্ন থাকে (১)। যথা,—মনঃ+অভীষ্ট=মনোঽভীষ্ট ; বয়ঃ+অধিক=বয়োঽধিক ; ততঃ+অধিক=ততোঽধিক ইত্যাদি।

৬১। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত র্-জাত বিসর্গ স্থানে র্ হয় (২)। যথা—অন্তঃ+আত্মা=অন্তরাত্মা ; অন্তঃ+গত=অন্তর্গত ; প্রাতঃ+আশ=প্রাতরাশ ; অন্তঃ+হিত=অন্তর্হিত। অহঃ+অহঃ=অহরহঃ ; অহঃ+নিশ=অহর্নিশ ইত্যাদি।

৬২। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে, অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে র্ হয়। যথা—নিঃ+আকার=নিরাকার ; দুঃ+নাম=দুর্নাম ; মুহুঃ+মুহুঃ=মুহুর্মুহুঃ ; আশিঃ+বাদ=আশীর্ব্বাদ। (৩) ইত্যাদি।

---

(১) বাঙ্গালা ভাষায় লুপ্ত অকারের চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখা যায় না।

(২) অহন্ শব্দের ন্ স্থানে বিসর্গ হয়। রাত্রি শব্দ পরে থাকিলে অহঃ পদের স্থানে অহো আদেশ হয়। যথা,—অহঃ+রাত্র=অহোরাত্র। কর শব্দ পরে থাকিলে অহঃ এর বিসর্গ স্থানে স্ হয়। যথা,—অহঃ+কর=অহস্কর।

(৩) ধাতু-সম্বন্ধীয় র পরে থাকিলে ইকারাদি হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—

৬৩। র্‌কারের পর রকার বা ঢ্‌ কারের পর ঢকার থাকিলে পূর্ব্ব-স্থিত র্‌কার বা ঢ্‌ কারের লোপ হয় এবং ঋ ভিন্ন পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—নির্‌+রোগ=নীরোগ, চক্ষুর্‌+রোগ=চক্ষূরোগ; রুঢ্‌+ঢ=রূঢ়, মুঢ্‌+ঢ=মূঢ় ইত্যাদি। অন্যত্র যথা;—দৃঢ়।

৬৪। অকার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, অকারের পরস্থিত স্‌জাত বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যথা,—অতঃ+এব=অতএব (১); তপঃ+আধিক্য=তপআধিক্য ইত্যাদি।

৬৫। মনস্‌+ঈষা=মনীষা, পতৎ+অঞ্জলি=পতঞ্জলি, বন+পতি=বনস্পতি, আ+পদ=আস্পদ, তৎ+কর=তস্কর, অটৎ+বী=অটবী, আ+চর্য্য=আশ্চর্য্য, প্রায়+চিত্ত=প্রায়শ্চিত্ত, পর+অক্ষ=পরোক্ষ, হরি+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র (ঋষি বুঝাইলে), পর+পর=পরস্পর, কপি+স্থ=কপিত্থ, বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি, ষট্‌+দশ=ষোড়শ ইত্যাদি পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

ক। উপসর্গ ও উপপদের সহিত ধাতুর নিত্য সন্ধি হয় (২)। যথা,—প্র+ঈরিত=প্রেরিত, প্রাদুঃ+ভাব=প্রাদুর্ভাব।

আশিস্‌+বাদ=আশিঃ+বাদ=আশীর্‌+বাদ=আশীর্ব্বাদ। শাস্‌ ধাতুর স্‌ স্থানে জাত র্‌ বলিয়া উহা ধাতু সম্বন্ধীয় র।

ভোঃ পদের বিসর্গের লোপ হয়। যথা,—ভোঃ+নভোমণ্ডল=ভো নভোমণ্ডল।

(১) "ন বিসর্জ্জনীয়-লোপে পুনঃ সন্ধিঃ" বাঙ্গালা ভাষায় কখন কখন বিসর্গান্ত পদের বিসর্গের লোপ না করিয়া, কখন বা বিসর্গের লোপ করিয়া সন্ধি করিতে দেখা যায়। বিসর্গের লোপ না করিয়া যথা,—মনোযোগ, শিরোভাগ; বিসর্গের লোপ করিয়া যথা,—মনাগুন, মনাগ্নি, মনান্ধকার, মনান্তর; শিরোপরি ইত্যাদি। পরন্তু মনাগুন প্রভৃতি পদ অপপ্রয়োগ বলিয়া গণ্য।

(২) সন্ধির্নিত্যঃ সমাসেষু নিত্যো ধাতূপসর্গয়োঃ।
সূত্রেষ্বপি ভবেন্নিত্যঃ প্রকৃতি-প্রত্যয়েষু চ।
অতোঽন্যত্র ভবেৎ সাধো সন্ধিস্তু পুরুষেচ্ছয়া॥"

খ। প্রকৃতির সহিত প্রত্যয়ের নিত্য সন্ধি হয়। যথা,—গম্+তব্য=গন্তব্য; শাম্+ত=শান্ত ইত্যাদি।

গ। সমাস স্থলে নিত্য সন্ধি হয়। যথা,—পুরুষ+উত্তম=পুরুষোত্তম ইত্যাদি।

ঘ। সন্ধি-সূত্র যথা-সম্ভব স্ত্রী-প্রত্যয়, সমাস, তদ্ধিত ও কৃদন্তে প্রযুক্ত হয়।

ঙ। বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ-কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে সন্ধি হয়। যেথানে সন্ধি করিলে শ্রুতিকটু হয় বা ছন্দের পতন হয়, সেথানে সন্ধি করা হয় না।

চ। সংস্কৃত শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের সন্ধি প্রচলিত নাই। যথা,—গরু+আনয়ন=গর্ব্বানয়ন এইরূপ পদ হইবে না।

ছ। বাঙ্গালা ভাষায় বাক্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পদের সন্ধি হয় না। যথা,—আমি+আসিতেছি=আম্যাসিতেছি, এইরূপ হইবে না।

ঞ। হে, অহে, অহো, লো প্রভৃতি অব্যয় শব্দের অন্ত্য স্বরের সহিত অন্য বর্ণের সন্ধি হয় না। যথা,—হে ঈশ্বর, অহো ঈশান ইত্যাদি।

অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী।

১। নিম্নলিখিত সংহিত পদগুলির সন্ধি-বিচ্ছেদ কর।

অদ্যাপি, মহার্ণব, অভীষ্ট স্বাদূদক, পিত্রন, গণেশ, মহোল্লাস, মহর্ষি, অবেক্ষণ, লম্বোদর, বিপুলৈশ্বর্য্য, পর্য্যালোচনা, স্বাগত, গায়ক, পবন, ভাবুক, সচ্চরিত্র, উজ্জ্বল, উড্ডীন, জগচ্ছরণ্য, উদ্ধৃত, বাঙ্ময়, তট্টীকা, জিঘাংসা, উৎকৃষ্ট, দিগম্বর, পরিচ্ছদ, দিঙ্মণ্ডল, যণ্মুখ, জগন্নাথ, চিন্ময়, ক্ষুৎপিপাসা, নিশ্চয়, দুস্তর, ভাস্কর, নিষ্ফল, অকুতোভয়, অন্তর্যামী, চতুর্মুখ, দুরূহ, নীরস, রূঢ়, ভোঈশ্বর।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি-যোজনা কর।

শর+অসন, উত্তম+ঋণ, অভি+ইষ্+ত, গাত্র+উৎ+স্থান পরি+উষিত, উত্তম+ঔষধ, হে+অম্বিকে, গৌরো+অ, ভৌ+ইনী, চে+অন, সঞ্চৈ+অক, উৎ+স্তম্ভিত, বাক্+মনঃ, রজঃ+তমঃ, সর্ব্বতঃ+ভাবে, স্বর্+রাজ্য চতুঃ+আনন, সম্+বিৎ, দ্রষ্+তা, সু+অচ্ছ, যথা+ইষ্+ত, উৎ+শলিত, পুনঃ+রাজ্য, পুনঃ+প্রাপ্ত, পুনঃ+বার, নিদাঘ+ঋত, পরম+ঋত, আ+ঋত।

৩। সন্ধি করিবার উদ্দেশ্য কি?

৪। সন্ধি করিলে শ্রুতি-কটু হয়, এমন কয়েকটি স্থলের উল্লেখ কর।

৫। সৎ+জ্ঞান, পরাক্+মুখ সন্ধি করিলে কি কি পদ হইবে?

৬। বশম্বদ, সম্বাদ, কিম্বা, প্রিয়ম্বদা, সম্বর্দ্ধনা পদে যদি ভুল থাকে সংশোধন কর।

৭। যশঃ+ইন্দু সন্ধি করিলে কি পদ হইবে? এবং মিলিত পদ যশেন্দু না হইবার হেতু নির্দ্দেশ কর।

৮। বচ্+অন=বচন, অচ্+অন্ত=অজন্ত; যাবৎ+ঈয়=যাবতীয়, তৎ+ঈয=তদীয় স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সন্ধি হইবার হেতু নির্দ্দেশ কর।

ণত্ব-বিধান।

৬৬। ঋ, র্, ষ্ এই তিন বর্ণের পরস্থিত পদ মধ্য-গত ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা,—ঋণ, বর্ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি। পদের অন্তস্থিত হইলে হয় না। যথা,—উপকারিন্, ব্রহ্মন্, মধুর ভাষিন্ ইত্যাদি।

৬৭। ঋ, র্, ষ্ এই তিন বর্ণের পর অনুস্বার, স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ কিংবা য ব হ ব্যবধানে থাকিলেও পরবর্ত্তী ন, মূর্দ্ধন্য হইয়া থাকে (১)। যথা,—বৃংহণ, দর্পণ, কৃষাণ ইত্যাদি।

৬৮। পূর্ব্ব সূত্রে লিখিত বর্ণ-ব্যতিরিক্ত অন্যবর্ণ ব্যবধানে থাকিলে ন, মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা,—অর্চ্চনা, রচনা, রটনা, মূর্দ্ধন্য ইত্যাদি।

৬৯। বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের ন, মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা,—করেন, ধরেন, পারেন, মারেন ইত্যাদি

৭০। পূর্ব্বপদে ঋ, র্, ষ্, ও পরপদে ন থাকিলে, প্রায়ই মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা,—দুর্নাম, বৃষযান, হরিনাথ, ত্রিনয়ন, বারি নিধি ইত্যাদি।

৭১। প্র, পূর্ব্ব, পর, অপর প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত অহ্নের ন,মূর্দ্ধন্য হয়। যথা,—প্রাহ্ণ, পূর্ব্বাহ্ণ, পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ ইত্যাদি।

৭২। পর, পার, রাম, চান্দ্র, নার ও উত্তর শব্দের পরস্থিত অয়ন শব্দের ন, মূর্দ্ধন্য হয়। যথা,—পরায়ণ, পারায়ণ, রামায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ, উত্তরায়ণ ইত্যাদি।

---

(১) সংস্কৃত-মূলক শব্দের ন, মূর্দ্ধন্য হয়। অন্য ভাষার শব্দে সর্ব্বত্র ণত্ব ও ষত্ব বিধানের কার্য্য হয় না—যথা—তুরান, কোরান, ফ্রান্স, জর্ম্মনি, সাক্সনি ইত্যাদি।

৭৩। প্র, নির্, অন্তর্, অগ্র, শর, ইক্ষু, প্লক্ষ, আম্র, খদির প্রভৃতি শব্দের পরবর্ত্তী বন, শব্দের ন, মূর্দ্ধন্য হয়। যথা,—প্রবণ, শরবণ, ইক্ষুবণ, প্লক্ষবণ, আম্রবণ ইত্যাদি।

৭৪। প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গের এবং অন্তর্ শব্দের পরস্থিত নদাদি (১) ধাতুর ন, মূর্দ্ধন্য হয়। যথা ;—প্রণাম, পরিণাম, পরিণয়, প্রণোদন, প্রাণ, প্রণাশ। কিন্তু নশ্ ধাতুর শ্ পরিবর্ত্তিত হইলে হয় না ; যথা,—প্রনষ্ট।

ক। উক্ত প্র প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত গদাদি (২) ধাতুর পরবর্ত্তী নি উপসর্গের ন, মূর্দ্ধন্য হয়। যথা ;—প্রণিপাত, প্রণিধি ইত্যাদি।

খ। প্র, প্রভৃতির পরবর্ত্তী খ্যা, ভা, ভূ, পূ, কম্, গম্, প্যায়্ ও বেপ্ ধাতুর পরস্থিত কৃৎপ্রত্যয়ের ন, মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—প্রখ্যাপন ইত্যাদি।

৭৫। অগ্রণী, গ্রামণী, শূর্পণখা ; অগ্র-হায়ণ ; বয়স্ অর্থে ত্রিহায়ণ ; রসার্থে লবণ শব্দের ন, মূর্দ্ধন্য হইয়া থাকে।

৭৬। দ্রাক্ষাবন, রম্ভাবন, বিষপান, গিরিনদী, স্বর্ণদী, প্রভৃতি শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়।

৭৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ণকার স্বাভাবিক—

আপণ, তূণীর, পাণি, বাণ, তুণ, গোণী,
বণিক্ কফোণি, পণ বেণু, বীণা, ঘোণী,
কোণ, কণা, কিণ, বাণী, চাণক্য, নিক্বণ,
গুণ, গণ, স্থাণু, অণু, মাণিক্য, কঙ্কণ,
শিঞ্জাণ, গণিকা, বেণী, পুণ্য, শণ, মণি,
নিপুণ, কল্যাণ, ঘুণ, চণক, বিপণি। ইত্যাদি।

---

(১) নদ্, নম্, নশ্, হন নী, মু, নুদ্, অন্, হন্।
(২) গদ্, পদ্, পত্, দা, ধা, হন্, নদ্, মা, যা, বপ্, বহ্, শম, দি, দিহ্।

ষত্ব-বিধান।

৭৮। অ আ ভিন্ন স্বর-বর্ণ এবং ক্ ও র্ এই সকল বর্ণের পরস্থিত পদ-মধ্যবর্ত্তী কৃত (১) স, মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা,—জিগীষা, পরিষ্কার, নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

৭৯। চসাৎ প্রত্যয়ের স, মূর্দ্ধন্য ষ হয় না। যথা,—বারিসাৎ, অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ ইত্যাদি।

৮০। উপসর্গের ইকার বা উকারের পরস্থিত স্থা, সিধ্, সিচ্, সন্জ্, সদ্, সেব্, সহ্ প্রভৃতি ধাতুর স, মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা;—নিষ্ঠা, অনুষ্ঠান; নিষেধ, প্রতিষেধ; নিষেক, অভিষেক; নিষঙ্গ; পরিষদ্; নিষেবিত; দুর্ব্বিষহ ইত্যাদি। কিন্তু সুষ্ঠু-ব্যতিরেকে, সু উপসর্গের পরস্থিত স্থা ধাতুর স, মূর্দ্ধন্য ষ হয় না। যথা;—সুস্থ, সুস্থির।

৮১। সংজ্ঞা বুঝাইলে ইকারাদি স্বরবর্ণের পরস্থিত সেনা শব্দের স, মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা;—সুষেণ ইত্যাদি। সংজ্ঞা না বুঝাইলে হয় না। যথা;—কুরুসেনা, যদুসেনা ইত্যাদি।

৮২। সু, বি, নির্, দুর্ উপসর্গের পরস্থিত সম শব্দের স, মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা;—সুষম, বিষম ইত্যাদি।

৮৩। সমাস হইলে মাতৃ ও পিতৃ শব্দের পরস্থিত স্বসৃ শব্দের প্রথম স, মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা;—মাতৃষসা, পিতৃষসা।

৮৪। সু, বি, নির্, দুর্ উপসর্গের পরস্থিত স্বপ্ ধাতুর স্থানে সুপ আদেশ হইলে ঐ সুপের স, মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা;—সুষুপ্ত ইত্যাদি।

৮৫। সহ্ ধাতু স্থানে সাট্, শাস্ ধাতু স্থানে শিস্ ও বস্ ধাতু স্থানে উস আদেশ হইলে উহাদের স, মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা,—তুরাষাট্, শিষ্য, উষিত।

---

(১) এখানে কৃত অর্থে প্রত্যয়, আগম ও আদেশ হইতে উৎপন্ন বুঝিতে হইবে।

৮৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ষ্‌কার নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—ভূমিষ্ঠ, অম্বষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ, কুষ্ঠ, গোষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, অগ্নিষ্টোম, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি।

৮৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ষকার স্বাভাবিক,—

প্রদোষ, বৃষভ, ষণ্ড, কুষ্মাণ্ড, আমিষ,
ঈর্ষ্যা, বৃষ, কষ্ট, যূষ, ভিষক্‌, মহিষ,
সর্ষপ, ঔষধ, ভাষা, ষট্‌ অভিলাষ,
যোষিৎ, অমর্ষ, মুষ্ক, উষ্মা, মেষ, মাষ,
হৃষীক, ষোড়শ, রাষ্ট্র, তুষার, পরুষ,
উষ্ট্র, শীর্ষ, বিষ, শ্লেষ্ম, কষায়, পৌরুষ,
কষ্মা, শষ্প শেষ গ্রীষ্ম, পুষ্কর, পাষাণ,
ঊষা, পুষ্প, বাষ্প, ভীষ্ম, ঊষর, বিষাণ। ইত্যাদি।

অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী।

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সংশোধন কর।

দুস্কৃতি, ভৎর্সণা, পরিমান, পাষান, আবিস্কার, শুশ্রুসা, যন্ত্রনা, প্রনিপাত, সুস্মপ্ত, পরিবর্দ্ধণ, পোষিত, শিস্ত, সহধর্ম্মিনী, নিরীক্ষন, নিষন্ন, গিরিতরঙ্গিনী, সম্মার্জ্জণী, অন্বেষন, পর্য্যটণ, প্রার্থণা, চরন, অতর্কনীয়, বরনীয়।

২। সুদর্শন ও মর্দ্ধণ্য শব্দের ন, মর্দ্ধণ্য ণ হয় না কেন?

৩। সুষমা, নিষেধ ও দিদৃক্ষা পদের ষকার কি কি সূত্রানুসারে হইল?

নাম-প্রকরণ।

৮৮। ধাতু ও প্রত্যয় ভিন্ন, অর্থযুক্ত বর্ণ বা বর্ণ-সমূহকে নাম (১) শব্দ বা প্রাতিপদিক কহে।

৮৯। ক্রিয়াবাচককে ধাতু কহে।

---

(১) যে সার্থক শব্দ স্বীয় মুখ্যার্থ প্রতিপাদন জন্য প্রথমাদি বিভক্তির অপেক্ষা করে, তাহাকে নাম কহে। শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা।

৯০। নাম ও ধাতুকে প্রকৃতি কহে।

৯১। প্রকৃতির উত্তর যাহা হয়, তাহাকে প্রত্যয় কহে। প্রত্যয় পাঁচ প্রকার। যথা,—বিভক্তি, স্ত্রী, তদ্ধিত, ধাত্ববয়ব ও কৃৎ।

৯২। নামের উত্তর কে, দ্বারা, হইতে প্রভৃতি এবং ধাতুর উত্তর ইতেছি, ইতেছ, ইতেছে প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে বিভক্তি কহে।

৯৩। স্ত্রীলিঙ্গে নামের উত্তর আপ্, ঈপ্ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে স্ত্রী প্রত্যয় বলে।

৯৪। ধাতুর উত্তর সন্, যঙ্ প্রভৃতি এবং নামের উত্তর ক্যঙ্ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে ধাত্ববয়ব কহে।

৯৫। ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বাচ্যে তব্য, অনীয় প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে কৃৎ কহে।

৯৬। শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে ষ্ণি, ষ্ণ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে তদ্ধিত বলে।

৯৭। প্রকৃতি বিভক্তি যুক্ত হইলে তাহাকে পদ কহে।

৯৮। পদ (১) প্রধানতঃ দ্বিবিধ; যথা—নামপদ ও ক্রিয়াপদ। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম ও অব্যয় নাম-পদের অন্তর্ভূত।

---

(১) "সুপ্‌তিঙন্তং পদমিতি ক্রমদীশ্বরঃ।"

কেহ বলেন পদ ত্রিবিধ। যথা—বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া। সর্ব্বনামের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ্য-রূপে, কতকগুলি বা বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; অব্যয়ের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ্যবৎ এবং কতকগুলি বিশেষণবৎ।

প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণদিগের মতে পদ চতুর্ব্বিধ। যথা;—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত। তন্মধ্যে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম ও অধিকাংশ অব্যয় নাম-পদের অন্তর্গত; অবশিষ্ট অব্যয়ের মধ্যে প্র-আদি বিংশতিটি উপসর্গ আর হে, ও, এবং, না, কেন, বটে প্রভৃতি অব্যয় নিপাত-সংজ্ঞক। বিভক্তি-যুক্ত ধাতুকে আখ্যাত বা ক্রিয়াপদ কহে।

বিশেষ্য (Noun)।

৯৯। শ্বেত, কৃষ্ণ; মৃদু, তীক্ষ্ণ; সূক্ষ্ম, স্থূল ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যাহাকে বিশেষ করা যায়, তাহাকে বিশেষ্য কহে।

গো, মনুষ্য, পক্ষী, পতঙ্গ; রাম, গঙ্গা, অগ্নি, বায়ু; শুক্লতা, কোমলতা, গুরুত্ব, কাঠিন্য ও নিক্ষেপ, আকর্ষণ, গতি, পাঠ ইত্যাদি পদ গুলি বিশেষ্য।

পদার্থ বা বস্তু মাত্রেরই এক একটি নাম আছে, সেই নামকেই বিশেষ্য কহে। দেশ-ভেদে এই নামের বিভিন্নতা ঘটিলেও পদার্থ একই থাকে। যেমন 'গো' একটি পদার্থের নাম, দেশ-ভেদে উহা অন্য নামে অভিহিত হইলেও উহা সেই একই পদার্থ। শ্বেতাদি শব্দ দ্বারা উহাকে উহার স্বজাতীয় হইতে পৃথক্ করা যায়, অতএব 'গো' শব্দ (১) বিশেষ্য।

১০০। নীল, লোহিতাদি বর্ণ-বাচক পদ কখনও বিশেষ্য, কখনও বা বিশেষণ হয়। যখন বর্ণ-মাত্রের বোধক হয়, তখন বিশেষ্য এবং যখন গুণ-বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন বিশেষণ। যথা,—"নীল, পীত ও লোহিত এই তিনটি মূল বর্ণ" এস্থলে নীলাদি পদ বিশেষ্য "শ্রীকৃষ্ণ পীত বসন পরিধান করিতেন" এস্থলে পীত পদ বিশেষণ।

১০১। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি কতকগুলি জাতিবাচক শব্দ কখন বিশেষ্য, কখনও বা বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা;—"ব্রাহ্মণ হিন্দু

---

(১) শব্দ চতুর্ব্বিধ; যথা;—রূঢ়, যৌগিক, যোগরূঢ় ও লক্ষক (বাক্যপ্রকরণ দ্রষ্টব্য) রূঢ় শব্দ আবার জাতি-দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়া-ভেদে চারি প্রকার। চাতুর্বিধ্যমেব রূঢ়ানামিতি যদুক্তং দণ্ডাচার্য্যৈঃ;—

"শব্দৈরেব প্রতীয়ন্তে জাতি-দ্রব্য-গুণ ক্রিয়াঃ।
চাতুর্বিধ্যাদমীষান্তু শব্দ উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ॥"
"গৌঃ শুক্লশ্চলো ডিত্থইতি চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ।"

গো শব্দে গোত্বাদি জাতি, শুক্ল শব্দে শুক্লত্বাদি গুণ, চল শব্দে চলনাদি ক্রিয়া এবং ডিত্থ শব্দে ডিত্থাদি দ্রব্য লক্ষিত হইতেছে। দ্রব্য অর্থে ব্যক্তি বা সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে।

সমাজের শিক্ষক” এস্থলে ব্রাহ্মণ বিশেষ্য এবং “পরশুরাম, ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়াচারী ছিলেন” এস্থলে ব্রাহ্মণ পদ বিশেষণ।

১০২। এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দ যখন সংখ্যামাত্রের বোধক হয়, তখন বিশেষ্য এবং যখন কোন পদের সংখ্যা-বোধক হয় তখন বিশেষণ। যথা,—“এক আর একে দুই হয়” এস্থলে ‘দুই’ সংখ্যা-বাচক বিশেষ্য এবং “দুই জনে আসিতেছে” এস্থলে ‘দুই’ সংখ্যা-বাচক বিশেষণ।

বিশেষ্যের লিঙ্গ, পুরুষ (১), বচন ও বিভক্তি (২) আছে।

লিঙ্গ (৩) (Gender)।

১০৩। লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা,—পুংলিঙ্গ, ক্লীব-লিঙ্গ ও স্ত্রী-লিঙ্গ।

বাঙ্গালা ভাষায় পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে, আকারগত কোন প্রভেদ দেখা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ ব্যতীত শব্দ মাত্রকেই পুংলিঙ্গ বলা হয়।

রাজা, পুত্র, বালক ইত্যাদি শব্দ পুংলিঙ্গ।

দধি, মধু, জল, ফল, বন, গমন, শয়ন ইত্যাদি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

রাজ্ঞী কন্যা, বালিকা ইত্যাদি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

---

(১) বিশেষ্য মাত্রেই প্রথম পুরুষ। কেবল সর্ব্বনামের পুরুষ-ভেদ হইয়া থাকে।

(২) অর্থ-বিশেষে ও শব্দ-বিশেষ-যোগে বিভক্তি-যুক্ত যে সকল বিশেষ্য পদ, বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, ক্রিয়ার সহিত তাহাদের অন্বয় থাকে না; সুতরাং ঐ সকল বিশেষ্য, কারক নহে। সেই জন্য এস্থলে অন্যান্য ব্যাকরণ লেখকের ন্যায় “কারক” না লিখিয়া “বিভক্তি” লিখিত হইল।

(৩) পদ-সংস্কারের জন্য প্রযোজ্য চিহ্ন বা সঙ্কেত-বিশেষের নাম লিঙ্গ (এই সংজ্ঞাটি পারিভাষিক)।

“স্ত্রীলিঙ্গমপি পুংলিঙ্গং ক্লীবলিঙ্গমিতি ত্রিধা। শব্দ-সংস্কার-সিদ্ধ্যর্থং ভাষয়া নাম ভিদ্যতে। স্ত্রীলিঙ্গং পুংলিঙ্গং নপুংসকলিঙ্গমিত্যপি ত্রিধা ভিদ্যতে। তত্র স্ত্রীলিঙ্গত্বাদিকং ন স্ত্রীত্বাদিবাচকং তটস্তটীতটমিত্যাদৌ প্রকৃত্যর্থস্য তটাদেঃ স্ত্রীত্বাদ্যনুগতাবযোগ্যতাপত্তেঃ পরন্তু স্ত্রীলিঙ্গত্বাদিনা পরিভাষিতত্বমাত্রম্। পরিভাষায়াঃ প্রযোজনঞ্চেহ পদ-সংস্কারঃ।
শব্দশক্তি প্রকাশিকা।

অনেকে বলেন,—যে সকল শব্দ পুরুষ জাতির বোধক, তাহারা পুংলিঙ্গ এবং যে সকল শব্দ স্ত্রী-জাতির বোধক তাহারা স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষ বা স্ত্রীজাতির বোধক না হইলেও বৃক্ষ, চন্দ্র প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ বা লতা, জ্যোৎস্না প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ফলতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানানুসারে শব্দের লিঙ্গ-নির্দ্দেশ হয়, অর্থানুসারে হয় না।

স্বাভাবিক স্ত্রীলিঙ্গ।

১০৪। ভূমি, বিদ্যুৎ, সরিৎ (১), লতা, বনিতা (২) ইত্যাদির বাচক শব্দ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ। যথা,—মৃত্তিকা, সৌদামিনী, নিম্নগা, বল্লী, যোষিৎ ইত্যাদি।

১০৫। ক্তি, তা, অ, ঙ, অনি, অন, উ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা ;—শক্তি, শুক্লতা, প্রশংসা, চিন্তা, ধরণি, ধারণা, চমূ ইত্যাদি।

১০৬। প্রায় সমুদয় আকারান্ত শব্দ (৩) স্ত্রীলিঙ্গ। যথা ;—মেধা কন্যা, দশা, গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি।

১০৭। বিংশতি অবধি নব-নবতি পর্য্যন্ত সংখ্যা-বাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

১০৮। অগ্রণী, সেনানী, সুধী প্রভৃতি ভিন্ন ঈকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা ;—লক্ষ্মী, কাশী, আমলকী, মালতী।

১০৯। ক্বিপ্ (৬৩৯) প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি বিশেষ্য শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা ;—বিপদ্, প্রতিপদ্, ক্ষুধ্, তৃষ্, ধুর্ (৪) শ্রী, হ্রী, ধী, ভী, ইত্যাদি।

---

(১) "ভূমি বিদ্যুৎ সরিল্লতা-বনিতাভিধানানি।"

(২) সরিদ্বাচক হইলেও যাদঃ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ এবং বনিতা-বাচক হইলেও দার শব্দ পুংলিঙ্গ ও কলত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

(৩) বাহা, বিশ্বপা-প্রভৃতি ভিন্ন।

(৪) ক্ষুধ্, তৃষ্, ধুর্ প্রভৃতি কতিপয় ক্বিবন্ত শব্দ আকারান্তও হয়।

স্ত্রী-প্রত্যয়।

১১০। স্ত্রীলিঙ্গে অকারান্ত শব্দের উত্তর আপ্ হয়। প্ ইৎ (১) যায়। যথা,—কৃশ—কৃশা; অন্ধ—অন্ধা; সরল—সরলা; প্রথম—প্রথমা; দ্বিতীয়—দ্বিতীয়া ইত্যাদি।

১১১। আপ্ প্রত্যয় করিলে অক-ভাগান্ত শব্দের ককারের পূর্ব্ববর্ত্তী অ স্থানে ই (২) হয়। যথা—নায়ক—নায়িকা; পাচক—পাচিকা; বালক—বালিকা ইত্যাদি।

১১২। জাতিবাচক অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ (৩) হয়। প্ ইৎ যায়। ঈপ্ হইলে শব্দের অন্ত্য অকারের লোপ হয়। যথা,—সিংহ—সিংহী, মৃগ—মৃগী, শৃগাল—শৃগালী ইত্যাদি।

গো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গবীও হয়।

১১৩। ঈপ্ হইলে মৎস্য ও মনুষ্য শব্দের যকারের লোপ হয়। যথা;—মৎস্য—মৎসী, মনুষ্য—মনুষী ইত্যাদি।

১১৪। মাতৃ, স্বসৃ, যাতৃ, ননন্দৃ বা ননান্দৃ ও দুহিতৃ ভিন্ন স্ত্রীলিঙ্গ ঋকারান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা;—দাতৃ—দাত্রী, কর্ত্তৃ—কর্ত্রী ইত্যাদি।

১১৫। ইন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা,—গুণিন্—গুণিনী, তপস্বিন্—তপস্বিনী ইত্যাদি।

---

(১) গুণ-বৃদ্ধি প্রভৃতি কোন কার্য্যের নিমিত্ত যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, অথচ কার্য্যকালে থাকে না তাহার নাম ইৎ। বাঙ্গালা ভাষায় এস্থলে প্‌কার ইতের কোন প্রয়োজন নাই। কেবল প্রচলিত নিয়মানুরোধে লিখিত হইল।

(২) অষ্টকা, উপত্যকা, অধিত্যকা, অলকা, কন্যকা প্রভৃতির হয় না।

(৩) অজ প্রভৃতির হয় না। যথা;—অজা, কোকিলা, চটকা, অশ্বা, দ্বিজা, বড়বা, মক্ষিকা, পিপীলিকা, বলাকা, পত্তিকা, মূষিকা, শূদ্রা (তজ্জাতীয়া স্ত্রী), শূদ্রী (শূদ্র-ভার্য্যা) ইত্যাদি। সমাসে মহৎ শব্দের পরবর্ত্তী শূদ্র শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা;—মহাশূদ্রী।

১১৬। অন্‌ভাগান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ (১) হয়। ঈপ্ পরে, উপধা (২) অকারের লোপ হয়। যথা,—রাজন্—রাজ্ঞী, সীতানামন্—সীতানাম্নী ইত্যাদি।

১১৭। বন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয় (৩)। ব স্থানে উ হয়। যথা,—শ্বন্—শুনী (৪) ইত্যাদি।

১১৮। যে সকল প্রত্যয়ের ট্, ষ্, ঋ বা উ ইৎ যায়, সেই সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দ (৫) এবং নদাদি (৬) শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। ট্ ইৎ যথা,—ঈদৃশ—ঈদৃশী, জলচর—জলচরী, হিরণ্ময়—হিরণ্ময়ী, পঞ্চম—পঞ্চমী, ষষ্ঠ—ষষ্ঠী। ষ্ ইৎ (৭) যথা—বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী, নর্ত্তক—নর্ত্তকী, রজক—রজকী। ঋ ইৎ যথা,—সৎ—সতী,—ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যতী। উ ইৎ যথা,—শ্রীমৎ—শ্রীমতী, বিদ্যাবৎ বিদ্যাবতী, গরীয়স্—গরীয়সী,

---

(১) বহুব্রীহি সমাস স্থিত অন্ ও অস্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা ;—অনন্যকর্ম্মা, মহাযশাঃ ইত্যাদি। সংখ্যাবাচক অন্‌ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রী-প্রত্যয় হয় না। যথা ;—পঞ্চকন্যা ইত্যাদি।

(২) অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে উপধা বা উপান্ত্য বর্ণ কহে।

(৩) যজ্বন্ প্রভৃতির উত্তর ঈপ্ হয় না। মন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর ডাপ্ হয়। ড ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয়। যথা ;—সীমন্+ডাপ্=সীমা।

(৪) মঘবন্+ঈপ্=মঘোনী, মঘবতী, যুবন্+ঈপ=যূনী, যুবতী (হ্রস্বান্ত যুবতি পদও হয়), ধীবন্+ঈপ্=ধীবরী ; গোদাবন্+ঈপ্=গোদাবরী ; বিভাবন্+ঈপ্=বিভাবরী ইত্যাদি পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

(৫) শিক্ষক মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রকার প্রত্যয়ান্ত শব্দের কতকগুলি উদাহরণ দিয়া ছাত্রগণকে মৌখিক উপদেশদ্বারা যথাসম্ভব বুঝাইয়া দিবেন। ইৎ কার্য্য কৃৎ-তদ্ধিতে দ্রষ্টব্য।

(৬) নদ, দেব, চর, চৌর, গৌর, কন্দর, তরুণ, কদল, বদর, আমলক, সূচ, হরীতক, বিভীতক, নট, মণ্ডল ইত্যাদি।

শোণ, কপণ, কল্যাণ, পুরাণ, কমল, বিকট, উদার, চণ্ড, ঈশ্বর, সাধারণ, বিসঙ্কট, সহায়, বিশাল প্রভৃতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ও ঈপ্ উভয়ই হয়।

(৭) যে সকল শব্দের উপান্তে য থাকে, তাহাদের উত্তর প্রায়ই ঈপ্ হয় না। যথা,—কৌশল্যা, শৈব্যা ইত্যাদি।

বিদ্বস্—বিদুষী (১)। নদাদি যথা,—নদ—নদী, দেব—দেবী, গৌর—গৌরী, নট—নটী, মণ্ডল—মণ্ডলী ইত্যাদি।

১১৯। অচ্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা,—প্রাচ্—প্রাচী, অবাচ্—অবাচী। প্রত্যচ্—প্রতীচী, উদচ্—উদীচী পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

১২০। জায়া অর্থে ব্রহ্মন্, রুদ্র, ভব, সর্ব্ব, মৃড়, ইন্দ্র, বরুণ শব্দের উত্তর আনী হয়। ব্রহ্মন্ শব্দের ন্-কারের লোপ হয়। যথা,—ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, ভবানী, ইন্দ্রাণী, বরুণানী ইত্যাদি।

১২১। জায়া অর্থে ব্রাহ্মণাদি-জাতি-বাচক শব্দের উত্তর ঈপ্ (২) হয়। যথা,—ব্রাহ্মণী, গোপী, চণ্ডালী, যবনী ইত্যাদি। কিন্তু বৈশ্য শব্দের উত্তর আপ্ হয়। যথা,—বৈশ্য—বৈশ্যা।

১২২। জায়া অর্থে মাতুল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে মাতুলানী (৩) হয়।

১২৩। উপাধ্যায়, আচার্য্য, ক্ষত্রিয় ও সূর্য্য শব্দের উত্তর স্ত্রী-প্রত্যয় করিলে, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন পদ হয়। যথা—

উপাধ্যায়———উপাধ্যায়ানী, উপাধ্যায়ী (উপাধ্যায়-স্ত্রী);
উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়া (স্বয়ং অধ্যাপিকা)।

আচার্য্য———আচার্য্যানী (৪) (আচার্য্য স্ত্রী);
আচার্য্যা (স্বয়ং ব্যাখ্যাত্রী)।

ক্ষত্রিয়———ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয়া (ক্ষত্রিয় জাতীয়া);
ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিয়-পত্নী)।

সূর্য্য———সূর্য্যা (দেবতা স্ত্রী); সূরী (মানবী স্ত্রী—কুন্তী)।

---

(১) বস্ ভাগান্ত শব্দের, ব স্থানে উ হয়।

(২) যে সকল জাতিবাচক শব্দের অন্তে পালক শব্দ থাকে, তাহাদের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা;—গোপালিকা ইত্যাদি।

(৩) মাতুলী ও মাতুলা পদও হয়।

(৪) আচার্য্যানী পদের ন মূর্দ্ধন্য হয় না।

১২৪। বহুব্রীহি সমাস হইলে পদ ও দন্ত স্থানে যে পদ্ ও দৎ আদেশ হয়, তাহার উত্তর ঈপ্ হয়। যথা,—ত্রিপদ্—ত্রিপদী, চতুষ্পদ—চতুষ্পদী। সুদৎ—সুদতী শুভ্রদৎ—শুভ্রদতী ইত্যাদি।

১২৫। বহুব্রীহি সমাসে সংজ্ঞা বুঝাইলে নখ ও মুখ শব্দের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—শূর্পণখা, গৌরমুখা ইত্যাদি। সংজ্ঞা না বুঝাইলে তাম্রনখী ইত্যাদি।

১২৬। বহুব্রীহি সমাস হইলে যে সকল স্বাঙ্গ-বাচক (১) শব্দের উপধা স্থানে সংযুক্ত বর্ণ থাকে, তাহাদের ও ভুজ শব্দের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা;—চারুনেত্রা, লোল-জিহ্বা; চতুর্ভুজা ইত্যাদি।

১২৭। বহুব্রীহি সমাস হইলে সহ, নঞ্ ও বিদ্যমান শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে, অবয়ববোধক শব্দের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—সকেশা, অকেশা ইত্যাদি।

১২৮। ইকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্ (২) হয়। যথা;—শ্রেণি, শ্রেণী; অবনি, অবনী; সূচি, সূচী; ভূমি, ভূমী; বেদি, বেদী; রাজি, রাজী ইত্যাদি।

সখি শব্দের উত্তর নিত্য ঈপ্ হয়। যথা;—সখি—সখী।

---

(১) বহুব্রীহি সমাস হইলে অঙ্গ, কণ্ঠ, জঙ্ঘা, শৃঙ্গ, কর্ণ, দন্ত, ওষ্ঠ, পুচ্ছ, মুখ, কেশ প্রভৃতি শব্দের উত্তর বিকল্পে ঈপ্ হয়। যথা;—কৃশাঙ্গা, কৃশাঙ্গী; কোকিল-কণ্ঠা, কোকিল-কণ্ঠী; বিম্বোষ্ঠা, বিম্বোষ্ঠী; সুমুখা, সুমুখী; সুকেশা, সুকেশী ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাস হইলে যে সকল অবয়ববাচক শব্দে দুয়ের অধিক স্বরবর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর আপ্ হয়। যথা; চন্দ্রবদনা, চারুদশনা ইত্যাদি। নাসিকা ও উদর শব্দের উত্তর বিকল্পে হয়। যথা;—কৃশোদরা, কৃশোদরী ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাস হইলে ঊধস্ শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। ঈপ্ পরে ঊধস্ স্থানে ঊধন্ হয়। উপান্ত্য অকারের লোপ হয়। যথা;—কুণ্ডোধ্নী, ঘটোধ্নী।

(২) মতি বুদ্ধি, শক্তি প্রভৃতি ক্তি প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর হয় না। অগ্নি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে অগ্নায়ী এবং মনু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে মনায়ী ও মনাবী পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

১২৯। গুণ-বাচক উকারান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে ঈপ্ হয়। যথা ;—সাধু,—সাধ্বী, সাধু ; গুরু—গুর্ব্বী, গুরু ; তনু—তন্বী, তনু ইত্যাদি। সংযোগোপান্ত উকারান্ত গুণবাচক শব্দের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা ;—পাণ্ডু, বন্ধু, মঞ্জু প্রভৃতি।

১৩০। কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কিঞ্চিৎ রূপান্তর হয়। যথা ;—শ্বশুর—শ্বশ্রূ ; নৃ বা নর—নারী ইত্যাদি।

১৩১। কতকগুলি শব্দের অর্থ-ভেদে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর হয়। যথা ;—অরণ্য অরণ্যানী (বৃহদরণ্য)।

হিম হিমানী (১) (হিম-সংহতি)।

(ক) কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ এরূপ আছে, যে, তাহাদের উত্তর কোন প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ করা যায় না। এরূপ শব্দের স্ত্রীবোধক শব্দ প্রস্তুত করিতে হইলে ভিন্ন শব্দ দ্বারা বা অন্য শব্দ যোগে সাধিত হয়। যথা,—পুরুষ—স্ত্রী ; ঋষি—ঋষি-পত্নী, ভ্রাতা—ভ্রাতৃজায়া, হরি—হরি প্রিয়া ইত্যাদি।

১৩২। পদ্ম + বৎ + ঈপ্—পদ্মাবতী ; অমর + বৎ + ঈপ্—অমরাবতী ; সমান পতি যাহার সে সপত্নী : ঐরূপ পঙ্ক-পত্নী, বীর পত্নী, এক-পত্নী, পতিব্রত্নী, অন্তর্ব্বত্নী ইত্যাদি পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

১৩৩। বিশেষণ শব্দ বিশেষ্যের লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। যথা ;—সুশীল লক্ষ্মণ, আর্য্যা জানকী, সুরস ফল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ-কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণের লিঙ্গ নির্দ্দেশ হয়। যথা ;—"সীতা একান্ত-মুগ্ধ স্বভাবা ও নিতান্ত সরল-হৃদয়া ; লক্ষ্মণের এই তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং গঙ্গাপার হইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া লক্ষ্মণকে বারংবার তাহার উদ্যোগ করিতে

(১) এইরূপ যবন—যবনানী (যবন—লিপি), যব—যবানী (দুষ্ট যব) ইত্যাদি।

কহিতে লাগিলেন।" এস্থলে সন্তুষ্ট ও উৎসুক স্ত্রীলিঙ্গ পদের বিশেষণ হইলেও পুংলিঙ্গ-বৎ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সম্বোধন-স্থলে এ নিয়মের প্রায়ই অন্যথাভাব দেখা যায় না। যথা; হে গঙ্গে; হে মুনে; হা দেবি বসুন্ধরে; হা কুল-গুরো বশিষ্ঠ ইত্যাদি।

(ক) সংস্কৃত ভাষায় কলত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও দার শব্দ পুংলিঙ্গ মধ্যে গণিত হয়, এই দুই শব্দ স্ত্রী-বোধক হইলেও, উহাদের বিশেষণে কোন প্রকার স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হয় না।

(খ) বাঙ্গালা ভাষায় পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের বিশেষণের রূপ-গত কোন প্রভেদ দেখা যায় না। কিন্তু কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ লেখক অমৃত-নিস্যন্দি বাক্য, পানোপযোগি জল, মহৎ বন লিখিয়াছেন; এইরূপ প্রয়োগও বিরল।

বাঙ্গালা স্ত্রী-প্রত্যয়।

(১) স্ত্রীলিঙ্গ বুঝাইতে কতিপয় জাতিবাচক শব্দের উত্তর তজ্জাতীয়া স্ত্রী অর্থে নী প্রত্যয় হয়। যথা,—কলু—কলুনী, ধোপা—ধোপানী, জেলে—জেলেনী, কামার—কামারণী, কুমার—কুমারণী হাড়ি—হাড়িনী ইত্যাদি।

ক। কতিপয় জাতি বাচক শব্দের উত্তর ইনী প্রত্যয় হয়। শব্দের অন্ত্যস্বরের লোপ হয়। যথা,—সাপ—সাপিনী, বাঘ—বাঘিনী, চাতক—চাতকিনী, পাগল—পাগলিনী, ইত্যাদি।

(২)। সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে অশুদ্ধ নিম্নলিখিত স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় প্রায়শঃ পদ্যে প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—মাতঙ্গিনী, ভুজঙ্গিনী, কুরঙ্গিণী, গৃধিনী, চাতকিনী, শ্যামাঙ্গিনী, সুকেশিনী, হেমাঙ্গিনী, শূদ্রাণী, অধিনী, ইত্যাদি।

(৩)। কতিপয় জাতিবাচক শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় হয়। শব্দের অন্ত্যস্বরের লোপ হয়। যথা,—পাঁঠা—পাঁঠী, ভেড়া—ভেড়ী, ঘোড়া—ঘোড়ী ইত্যাদি।

(৪) কতিপয় সম্পর্ক-বাচক শব্দের উত্তর পত্নী অর্থে ঈ প্রত্যয় হয়। শব্দের অন্ত্য স্বরের লোপ হয়। যথা;—কাকা—কাকী, খুড়া—খুড়ী, মামা—মামী ইত্যাদি।

(৫) কতকগুলি নিপাতন-সিদ্ধ। যথা,—বাপ—মা, শ্বশুর—শাশুড়ী, ননদাই—ননদ, পিসে—পিসী ঠাকুর-দাদা—ঠাকুর মা, মেসো—মাসী জ্যেঠা—জ্যেঠী বা জ্যেঠাই, আজ্জা—আজ্জী বা আই ইত্যাদি।

(৬) অবস্থা বা বয়োঽনুসারে কতকগুলি শব্দের নিপাতনে নিম্নলিখিত রূপ হয়।

যথা,—বুড়া—বুড়ী, বর—বৌ, বর—কনে, ছেলে—মেয়ে, মদ্দা—মাদী, বেটা—বেটী, দাদা—দিদি ইত্যাদি।

(৭) স্ত্রীবাচক শব্দ পূর্ব্বে বা পরে যোগ করিয়া পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। যথা,—মানুষ—মেয়ে মানুষ, হাঁস—মাদীহাঁস, গয়লা—গয়লা-বৌ, হাড়ি—হাড়ি-বৌ ইত্যাদি।

অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী।

১। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলিকে পুংলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গে গুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত কর। কৃষ্ণ, সায়ন্তনী, পরিচারিকা, জননী, পারদর্শী, যুবরাজ, প্রাভাতিক, প্রেয়সী, শুভকরী, ধীমান্, রুক্মিণী, জ্যেষ্ঠ, বরুণানী, কৃশাঙ্গী, মাদৃশী, কনীয়সী, স্বামিনী, বিধাতা, গুণী, সখা, প্রণয়ী, পরাঙ্মুখ, বলা, তেজস্বিনী।

২। স্বাভাবিক স্ত্রীলিঙ্গ কাহাকে কহে? ইহার দশটি উদাহরণ দাও।

৩। শব্দের উত্তর "স্ত্রীলিঙ্গ ঈপ্" এবং "জায়া অর্থে ঈপ্" বলিবার তাৎপর্য্য কি? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

পুরুষ (১) (Person)।

১৩৪। পুরুষ তিন প্রকার। যথা,—উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ (২)। উত্তম পুরুষ (First person) যেমন,—আমি, আমরা ইত্যাদি; মধ্যম পুরুষ (Second person) যেমন,—তুমি, তোমরা ইত্যাদি এবং তদ্ভিন্ন যাবতীয় শব্দ প্রথম পুরুষ। (Third person) বুঝায়। যেমন—তিনি, তাঁহারা; আপনি, আপনারা; মনুষ্য, মনুষ্যেরা ইত্যাদি।

বিভক্তি (Termination)।

১৩৫। বিভক্তি দুই প্রকার। যথা,—শব্দ-বিভক্তি ও ধাতু-বিভক্তি।

---

(১) কোন কোন বৈয়াকরণের মতে—
"কারকের আশ্রয়কে পুরুষ কহে।"
"যে সকল পদে কারক আছে তাহাদের নাম পুরুষ।"

(২) বক্তা উত্তম পুরুষ, যাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হয়, তিনি মধ্যম পুরুষ এবং যাহার উদ্দেশে বা যাহার বিষয় বলা হয়, তাহা প্রথম পুরুষ।

১৩৬। নামের উত্তর যে বিভক্তি হয়, তাহাকে শব্দ বিভক্তি (১) কহে। শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার। যথা,—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, ও সপ্তমী বিভক্তি।

বচন (২) (Number)।

১৩৭। প্রত্যেক বিভক্তির দুই বচন আছে। যথা,—এক বচন ও বহুবচন। এক বচনে একটি বস্তুর আর বহুবচনে একাধিক বস্তুর বোধ হয় (৩)।

এক বচনের বিভক্তির স্থিরতা নাই। অনেক স্থলে অর্থ বুঝিয়া বিভক্তি-নির্ণয় করিতে হয়। শব্দের উত্তর 'দিগ' শব্দের যোগ করিয়া তাহাতে একবচনের বিভক্তি সংযোজিত করিলেই প্রথমা-ভিন্ন বিভক্তির বহুবচনের রূপ সাধিত হয়।

প্রথমার এক বচনে বিভক্তির প্রায়ই কোন চিহ্ন থাকে না। বহু-বচনে শব্দের উত্তর রা বিভক্তি যুক্ত হয়। কিন্তু নির্জীব পদার্থের উত্তর বহুবচনে রা বিভক্তি হয় না। সকল, সমূহ, রাশি, গুলি, চয়, নিচয়, সমুদয়, জাত প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বহুবচন সূচিত হয়। যথা—নদী সকল, মেঘ-সমূহ, জল-রাশি, নক্ষত্রগুলি, পুষ্প-চয়, কমল-নিচয়, বৃক্ষ-সমুদয়, দ্রব্য-জাত ইত্যাদি।

---

(১) ইহা দ্বারা সংখ্যা ও কারকের বোধ হয়।

(২) কোন কোন বৈয়াকরণের মতে—

"যাহা সংখ্যা-মাত্রের বোধক তাহাকে বচন কহে।"

একত্ব ও বহুত্ব-বোধক শক্তিকে বচন কহে।

(৩) দুই জন, শত উপাসক ইত্যাদি স্থলে জন ও উপাসক পদে বহুত্ববোধক বিভক্তি না থাকিলেও অর্থতঃ উহারা বহুবচন।

দ্বন্দ্ব, মিথুন, দম্পতী, দল, সম্প্রদায়, শ্রেণী প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের এক বচনেই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

জাতি অর্থে শব্দের উত্তর বহুবচনের বিভক্তি প্রযুক্ত হয় না। যথা;—তিনি কুসুম চয়ন করিতেছেন, মৎস্যের গাত্রে শল্ক আছে, পশুর গাত্রে লোম আছে, বানর বৃক্ষে আরোহণ করে, ইত্যাদি স্থলে—কুসুম সকল, মৎস্য সকলের, পশুদিগের, বানরেরা, বলিবার আবশ্যকতা হয় না।

শব্দ-বিভক্তির মূল।

১। আদিম বাঙ্গালা-ভাষায় স্বার্থে 'ক' প্রত্যয়ান্ত পদের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—ভীষ্মক, শিখণ্ডীক, পাদপক, দূতক ইত্যাদি।

২। এই স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় প্রথমা-দ্বিতীয়া বিভক্তি-নির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হওয়ায়, অর্থ-বোধ দুরূহ হয়। যথা,—

"ভীষ্মক মারিতে যায দেব জগন্নাথে।" কবীন্দ্র।

"শিখণ্ডীক দেখিয়া পাণ্ডবা অনুতাপ;"

৩। কালক্রমে কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-কারকে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য কর্ম্মে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হইতে থাকে। এই 'এ' বিভক্ত্যন্ত কর্ম্মকারক বর্ত্তমান বাঙ্গালায় অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা।" নরোত্তম-বিলাস।

৪। স্বার্থে 'ক' প্রত্যয়ান্ত পদে দ্বিতীয়া-জ্ঞাপক 'এ' বিভক্তি যুক্ত হইয়াই যে, অধুনা 'কে' বিভক্তি হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমত হয়।

৫। প্রথমার বহুবচন-বোধক 'আদি' শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'আদিক' শব্দ নিষ্পন্ন হয়, এই 'আদিক' শব্দই সম্ভবতঃ কালে 'দিগ' শব্দে পরিণত হইয়া থাকিবে। যথা,—"রামচন্দ্রাদিক বৈছে গেলা বৃন্দাবনে। নরোত্তম বিলাস।

৬। 'দ্বারা' এই সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত শব্দ হইতে তৃতীয়া বিভক্তি-বোধক 'দিয়া' বিভক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

অন্য শব্দের সহিত কর্ত্তৃ-শব্দের বহুব্রীহি সমাসে ক-কারের আগমে 'অন্য কর্ত্তৃক' পদ হয়। এইরূপ শব্দের কর্ত্তৃক অংশ কিরূপে তৃতীয়া-বিভক্তির সূচক হইল, তাহা ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু-গণের চিন্তনীয়।

৭। 'হিন্তে' এই প্রাকৃত বিভক্তি ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া 'হইতে' বিভক্তিতে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়।

৮। 'কেরক' শব্দের অপভ্রংশে কালে 'এর' বা 'র' ষষ্ঠী বিভক্তির সূচক হইয়া উঠিয়াছে। যথা,—"ক্ষত্রজাতিকেরক বোধ লঙ্কাকাণ্ড।" তুলসী দাস।

৯। সংস্কৃত 'তস্' প্রত্যয়ের উত্তর আধারার্থে 'এ' সংযুক্ত হইয়া কালে সপ্তমী বিভক্তি-সূচক 'তে' বিভক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে উদাহরণগুলি গৃহীত।

শব্দ-বিভক্তি।

	এক বচন	বহুবচন
প্রথমা	অ (১)	রা
দ্বিতীয়া	কে	দিগ (২) কে
তৃতীয়া	দ্বারা	
চতুর্থী	কে	
পঞ্চমী	হইতে	
ষষ্ঠী	র	
সপ্তমী	এ, য়, তে	

---

(১) এক বচনের বিভক্তির চিহ্ন একরূপ নহে। কোন কোন স্থানে প্রথমার একবচনে—তে এ, য়, কে প্রভৃতিও হয়। যথা,—'অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ নৃপেতে, লোকে বলে, ঘোড়ায় ঘাস খায়, রামকে বনে গমন করিতে হইয়াছিল ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ার এক বচনে—রে, য়, এ প্রভৃতিও হয়। যথা,—রামেরে কহিও, তোমায় বলিব, হেন জনে মারিলে নাহিক কোন পাপ ইত্যাদি।

তৃতীয়ার একবচনে—এ, য়, দিয়া করিয়া, তে প্রভৃতিও হয়। যথা,—খাদ্য দ্রব্য দন্তে পিষ্ট হয়, নৌকায় আনীত হইল, পথ দিয়া যাইতেছে, কলসী করিয়া জল তুলিতেছে, কালিদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। "কর্তৃক" শব্দও তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, কিন্তু ইহা অনেকের অনুমোদনীয় নহে।

চতুর্থীর একবচনে—রে, য়, এ প্রভৃতিও হয়। যথা,—গ্রহবিপ্রেরে দান করিল, তোমায় দিলাম, 'দুর্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি' ইত্যাদি।

পঞ্চমীর এক বচনে—এ, য়, দিয়া প্রভৃতিও হয়। যথা—দৈবজ্ঞমুখে শুনিলাম, ক্রীড়ায় ক্লান্ত হইল, চোক দিয়া জল পড়িতেছে, আমার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হয় না ইত্যাদি।

সপ্তমীর একবচনে—তে, য় প্রভৃতিও হয়। যথা,—ভূমিতে পতিত হইল, শয্যায় শয়ন করিল ইত্যাদি।

(২) কেহ কেহ বিবেচনা করেন—দিগ্ শব্দ বিভক্তির অংশ নয়; একবচনে ও বহুবচনে (প্রথমা-ভিন্ন) বিভক্তির আকার একই। বহুবচন বুঝাইবার জন্য 'দিগ' শব্দ যোজিত হয়। 'দিগ' শব্দ, সকল, সমূহ, গণ ইত্যাদি শব্দের এক পর্য্যায়-ভুক্ত।

শব্দ-রূপ করিবার নিয়ম।

১৩৮। শব্দের পরস্থিত অ বিভক্তির লোপ হয়। যথা;—মানব + অ = মানব, হরি + অ = হরি ইত্যাদি।

১৩৯। বিভক্তির র ও ত পরে থাকিলে অকারান্ত শব্দের উত্তর এ হয়। একার পরে থাকিলে, শব্দের অন্ত্য অকারের লোপ হয়। যথা—মানবেরা; মনের (১), মনেতে (২) ইত্যাদি।

১৪০। প্রথমার বহুবচনে রা এবং দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'দিগ' শব্দের পরিবর্ত্তে সকল, সমূহ, গণ, কুল, ব্রজ, চয়, নিচয়, রাশি, গুলা, গুলি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, তৎপরে একবচনের বিভক্তির যোগ করিয়া শব্দ রূপ করিতে হয়। যথা;—পর্ব্বতসকল, মানবসকলকে, লোক-সমূহদ্বারা, ধূলিরাশি হইতে, বালকগণের ইত্যাদি।

১৪১। বিভক্তি পরে থাকিলে সখি শব্দের ইকার স্থানে আকার হয়। যথা,—সখি—সখা, সখাকে, সখার ইত্যাদি।

১৪২। ঋকারান্ত শব্দের ঋ স্থানে আ হয়। যথা,—মাতৃ—মাতা, পিতৃ—পিতা; মাতাকে, পিতাকে ইত্যাদি।

১৪৩। চ্-কারান্ত ও শ্-কারান্ত শব্দের চ্ ও শ্ স্থানে ক্ (৩), জ্-কারান্ত শব্দের জ্ স্থানে কতকগুলির ক্, ও কতকগুলির ট্, এবং ষ্-কারান্ত শব্দের ষ্ স্থানে ট্, হয়। যথা,—বাচ্—বাক্; দিশ্—দি ; বণিজ্—বণিক্, সম্রাজ্—সম্রাট্; ষষ্—ষট্; দিক্ হইতে, বণিকের ইত্যাদি।

---

(১) বাঙ্গালায় বিসর্গান্ত শব্দের বিসর্গের প্রায়ই লোপ হয়।

(২) এইরূপ সপ্তম্যন্ত পদ পদ্যে ব্যবহৃত হয়।

(৩) বিশ্ শব্দের শ্ স্থানে ট্ হয়। যথা,—বিশ্—বিট্।

১৪৪। অৎ, মৎ, বৎ ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অৎ স্থানে আঁন্ হয়। যথা ;—মহান্, শ্রীমান্, বিদ্যাবান্, শ্রীমানের, বিদ্যাবান্‌কে ইত্যাদি। ক্লীবলিঙ্গে হয় না। যথা,—সৎ, মহৎ ইত্যাদি।

১৪৫। দ্-কারান্ত বা ধ্-কারান্ত শব্দের দ্ বা ধ্ স্থানে ৎ হয়। যথা,—শরদ্—শরৎ, বিপদ্—বিপৎ, ক্ষুধ্—ক্ষুৎ, সমিধ্—সমিৎ।

১৪৬। অন্-ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অন্ স্থানে আ হয়। যথা,—রাজন্—রাজা, ক্ষণজন্মন্—ক্ষণজন্মা, মঘবন—মঘবা, শ্বন্—শ্বা, আত্মন্—আত্মা। ক্লীবলিঙ্গে ন্‌কারের লোপ হয়। যথা,—কর্ম্মন্—কর্ম্ম। অহন্ শব্দের ন্ স্থানে ঃ হয়। যথা, অহন্—অহঃ।

১৪৭। ইন্-ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ইন্ স্থানে ঈ হয়। যথা—গুণিন্—গুণী, জ্ঞানিন্—জ্ঞানী। ক্লীবলিঙ্গে ন্‌কারের লোপ হয়। যথা—উপযোগি, অবশ্যম্ভাবি ইত্যাদি।

১৪৮। অস্-ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অস্ স্থানে আঃ হয়। যথা,—উচ্চ-শিরস্—উচ্চশিরাঃ, মহাতেজস্—মহাতেজাঃ; ক্লীবলিঙ্গে আঃ হয় না। যথা,—মনস্—মনঃ। পুম্‌স্ শব্দের প্রথমার একবচনে পুমান্ হয়।

১৪৯। কতকগুলি বস্-ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের বস্ স্থানে বান্ আর কতকগুলির আঃ হয়। যথা,—বিদ্বস্—বিদ্বান্; উচ্চৈঃশ্রবস্—উচ্চৈঃশ্রবাঃ ইত্যাদি।

১৫০। ঈয়স-ভাগান্ত শব্দের ঈয়স্ স্থানে ঈয়ান্ হয়। যথা,—শ্রেয়স্—শ্রেয়ান্। ক্লীবলিঙ্গে হয় না। যথা,—শ্রেয়স্—শ্রেয়ঃ।

১৫১। হ্-কারান্ত শব্দের মধ্যে কতকগুলির হ্ স্থানে ৎ হয়। যথা,—উপানহ্—উপানৎ। কতকগুলির হ্ স্থানে আন্ ও কতকগুলির হ্ স্থানে ট্ হয়। যথা,—অনডুহ্—অনড্বান্, তুরাষাহ্—তুরাষাট্।

শব্দ-রূপ (Declension)।

মানব।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	মানব	মানবেরা
দ্বিতীয়া	মানবকে	মানবদিগকে
তৃতীয়া	মানব দ্বারা	মানবদিগ দ্বারা
চতুর্থী	মানবকে	মানবদিগকে
পঞ্চমী	মানব হইতে	মানবদিগ হইতে
ষষ্ঠী	মানবের	মানবদিগের
সপ্তমী	মানবে (১)	মানব সকলে (২) / সকল মানবে
সম্বোধনে	হে মানব !	

এই আদর্শে অন্যান্য অকারান্ত শব্দের রূপ করিতে হইবে। আকারান্ত, ইকারান্ত, উকারান্ত প্রভৃতি শব্দের উত্তর কেবল বিভক্তি যোগ করিলেই শব্দ-রূপ সাধিত হয়।

---

(১) সপ্তমীর একবচনে অকারান্ত শব্দের উত্তর প্রায়ই এ, আকারান্ত শব্দের উত্তর য় এবং ইকারান্ত, ঈকারান্ত, উকারান্ত প্রভৃতি শব্দের উত্তর তে বিভক্তি হয়। যথা,—বৃক্ষে, গঙ্গায় এবং ভূমিতে, নদীতে, উরুতে ইত্যাদি।

(২) তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনে যথাক্রমে দিগের দ্বারা ও দিগের হইতে বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। সপ্তমীর বহুবচনে প্রায়ই 'দিগ' শব্দ যোগে রূপ করা হয় না। 'মানব দিগেতে,' এরূপ স্থলে সকল প্রভৃতি শব্দের যোগে রূপ করিতে দেখা যায়। কখন কখন একই শব্দে একাধিক বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—'দশরথ সুমন্ত্রকে দিয়া রামকে' ডাকাইলেন, এস্থলে সুমন্ত্র শব্দে 'কে' ও 'দিয়া' এই দুইটি বিভক্তির যোগ হইয়াছে। এইরূপ মানবদিগের হইতে, মানবদিগের দ্বারা ইত্যাদি পদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৫২। ঋকারান্ত এবং অৎ-অন্-ইন্-অস্-ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনান্ত পদের উত্তর অন্যান্য বিভক্তির চিহ্ন যোগ করিলে প্রায়ই শব্দ-রূপ সাধিত হইয়া থাকে। যথা,—ভ্রাতাকে, ভ্রাতাদিগকে, শ্রীমান্‌কে, শ্রীমান্‌দিগকে; দুরাত্মাকে, দুরাত্মাদিগকে; গুণীকে, গুণীদিগকে; বিদ্বান্‌কে, বিদ্বান্‌দিগকে; অপ্সরাকে, অপ্সরাদিগকে ইত্যাদি।

'দিগ' বাঙ্গালা বহুত্ব-বোধক বিভক্তি; সুতরাং 'দিগ' বিভক্তি পরে থাকিলে, সমাসের নিয়মানুসারে কোন কার্য্য হয় না; পরন্তু সকল-সমূহ-গণাদি বহুত্ব-বোধক সংস্কৃত শব্দ যোগ করিবার সময় সমাসের নিয়মানুসারে (২৪৯ সূত্র) কার্য্য হইবে। যথা,—কর-দাতৃগণকে (১), দ্বিষৎকুলের, মহাত্ম-গণের, বিদ্রোহি-সমূহদ্বারা, বিদ্বৎ-সমাজ হইতে, অপ্সরোগণ দ্বারা ইত্যাদি।

সম্বোধন-পদ।

সচরাচর কথা কহিবার সময় সম্বোধনে প্রথমান্ত পদই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু লিখিত ভাষায় প্রায়ই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সম্বোধন পদের ব্যবহার দেখা যায়। যে সকল শব্দের রূপান্তর হয়, তাহাদের রূপ-ভেদ সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

---

(১) বাঙ্গালা শব্দের সহিত যোগ কালে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। যথা;—করদাতাদিগকে ইত্যাদি। 'পিতৃ' সংস্কৃত শব্দ, ঠাকুর বাঙ্গালা শব্দ, উভয়ের সমাসে পিতাঠাকুর, ঐরূপ মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি পদ হইয়া থাকে।

১৫৩। অকারান্ত এবং অন্ ও ইন্ ভাগান্ত শব্দের সম্বোধনে রূপ-ভেদ হয় না। যথা,—হে লক্ষ্মণ, হে ব্রহ্মন্, হে গুণিন্, হে পরোপকারিন্ ইত্যাদি।

১৫৪। স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত শব্দের আকার স্থানে একার হয়। যথা,—হে দুর্গে, হে গঙ্গে ইত্যাদি। কিন্তু অম্বা শব্দের আকার হ্রস্ব হয়। যথা,—হে অম্ব (১)। কিন্তু মা শব্দের রূপ-ভেদ হয় না। যথা,—হে মা।

১৫৫। ইকারান্ত শব্দের ইকার স্থানে একার হয়। যথা,—হে মুনে, হে সখে ইত্যাদি।

১৫৬। ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ঈকার স্থানে ইকার হয় (২)। যথা,—হে ভগবতি। পুংলিঙ্গে হয় না। যথা,—হে সুধী।

১৫৭। উকারান্ত শব্দের উকার স্থানে ওকার হয়। যথা,—হে সাধো, হে গুরো ইত্যাদি।

১৫৮। ঊকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ঊকার স্থানে উকার হয়। যথা,—হে বধু। পুংলিঙ্গে হয় না। যথা,—হে স্বয়ম্ভূ।

১৫৯। ঋকারান্ত শব্দের ঋ স্থানে অর্ হয়। যথা,—পিতৃ—পিতর্—পিতঃ; মাতৃ—মাতর্—মাতঃ ইত্যাদি।

১৬০। অৎ ভাগান্ত শব্দের ৎ ও বিদ্বস্ শব্দের স স্থানে ন্ হয়। যথা,—হে ভগবন্, হে মতিমন্, হে বিদ্বন্ ইত্যাদি।

---

(১) অম্বা শব্দের সম্বোধনে অম্ব পদ হয়। কিন্তু সমাসান্তে স্থিত হইলে অম্বা শব্দ অকারান্ত হয় না। যথা—হে জগদম্বে।

(২) ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত শ্রী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনে দীর্ঘ ঈকার, হ্রস্ব হয় না। যথা,—হে শ্রী।

কারক (১)।

১৬১। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় আছে, তাহাকে কারক কহে।

১৬২। কারক ছয় প্রকার। যথা,—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

কর্ত্তা (Nominative)।

১৬৩। যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে বা করায়, তাহাকে কর্ত্তা কহে।

১৬৪। কর্তৃ-বাচ্য প্রয়োগে কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—শিশু-খেলিতেছে, লোকে বলে, ঘোড়ায় ঘাস খায় ইত্যাদি।

১৬৫। কতকগুলি কৃদন্ত পদের যোগে কর্ত্তায় (২) ষষ্ঠী হয়। যথা,—আমার পিপাসা, তোমার যাওয়া, হরির শয়ন ইত্যাদি।

তব্য, অনীয়, য প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে কর্ত্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। যথা,—বালকের পাঠ্য, বা বালক দ্বারা পাঠ্য ইত্যাদি।

১৬৬। বিদ্, মন্, বুধ্ ও পূজ্ এবং তদর্থ-বোধক ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানে ক্ত প্রত্যয় হইলে, সেই ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদের যোগে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হয়। যথা,—আমার বিদিত, সকলের পূজিত, তাঁহার মত ইত্যাদি।

১৬৭। সমাপিকা ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে 'তে' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে, কর্ত্তায় দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—আমায় বা আমার সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল ; আমাকে বা আমার অবশ্যই

---

(১) "ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্," ক্রিয়ানিমিত্তত্বং কারকত্বম্"। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় থাকে তাহাকে কারক বলে। ইহাতে ক্রিয়ার বিশেষণও কারক মধ্যে গণ্য হইতে পারে ; কিন্তু বিশেষণ পদের স্বতন্ত্র কারকত্ব নাই ; সুতরাং ক্রিয়ার বিশেষণকে কারক বলা যায় না।

(২) এখানে কৃদন্ত পদ যে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই ধাতুর ক্রিয়াসাধক কর্ত্তা বুঝিতে হইবে।

করিতে হইবে। 'করিতে থাকে', 'হইতে থাকে' প্রভৃতি স্থলে হইবে না। যথা, — শিশু বয়োবৃদ্ধি-সহকারে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে থাকে ইত্যাদি।

১৬৮। ন -পূর্ব্বক 'লে'-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া, 'নয়' এই সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে থাকিলে, কর্ত্তায় দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয় (১)। যথা, — আমাকে বা আমার না গেলে নয়।

১৬৯। দুই কর্ত্তার এক বিধ ক্রিয়াস্থলে কর্ত্তায় এ, য়, তে বিভক্তিও হয়। যথা—চোরে চোরে বা ভ্রাতায় ভ্রাতায় পরামর্শ করিতেছে; কখন বা শেষ পদে বিভক্তি থাকে। যথা,—পিতা-পুত্রে গমন করিতেছে, স্ত্রী-পুরুষে কথা কহিতেছে ইত্যাদি।

১৭০। যেখানে ণিজন্ত দৃশ্ ধাতু 'প্রতীয়মান' অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেখানে কর্তৃ-পদে কে বিভক্তি হয়। যথা, — "পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে ছোট দেখায়" অর্থাৎ ক্ষুদ্রবৎ প্রতীয়মান হয়। এইরূপ "তোমাকে কৃশ দেখাইতেছে" ইত্যাদি।

১৭১। কর্ম্মবাচ্য-প্রয়োগে কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—ব্যাঘ্র দ্বারা হরিণ আক্রান্ত হইয়াছে (২)।

ক। কর্ম্ম-বাচ্যে কর্তৃ-কারকে ষষ্ঠী বিভক্তিও হয়। যথা,—রামায়ণ কাহার রচিত? এই কাব্য ভগবান্ বাল্মীকির রচিত।

১৭২। কোন পদার্থে অন্য কিছু আরোপ করিয়া বর্ণনা করিলে ঐ

---

(১) বক্তার ইচ্ছানুসারে কতকগুলি ক্রিয়ার যোগে কর্তৃ-কারকে ষষ্ঠী হয়। যথা, —আমার ভাল লাগে না; তোমার সহে না; ইঁহার রোচে না; তাঁহার সহিত কাহারও বনে না ইত্যাদি।

(২) 'আমাকে করিতে হইবে' এই প্রয়োগকে কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ বলা যায়। 'ময়া কর্ত্তব্যম্'; সংস্কৃতে 'কর্ত্তব্যম্.' প্রাকৃতে 'করিঅব্বম্' এই প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় 'করিতে হইবে' হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে 'কে' তৃতীয়াবিভক্তি-সূচক।

পদার্থকে উদ্দেশ্য এবং ঐ আরোপিত পদকে বিধেয় কহে। যথা,—"বিদ্যা অমূল্য ধন।" এস্থলে বিদ্যা উদ্দেশ্য ও ধন বিধেয়

স্বাভাবিক বস্তুকে প্রকৃতি এবং তাহার অবস্থান্তরকে বিকৃতি কহে। যথা,—অম্ল যোগে দুগ্ধ দধি হয়। এস্থলে দুগ্ধ প্রকৃতি এবং দধি বিকৃতি। উদ্দেশ্য ও বিধেয় এবং প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়ে এক কারক।

কর্ম্ম (Accusative)।

১৭৩। যাহা করা যায়, তাহাকে কর্ম্ম (১) কহে।

১৭৪। কর্তৃ-বাচ্য প্রয়োগে কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—রামকে বল।

১৭৫। অপ্রাণি-বাচক শব্দের পরস্থিত কে বিভক্তির লোপ (২) হয়। যথা—গাড়ী আন, ফল পাড়। কিন্তু অপ্রাণি-বাচক শব্দের পর টি বা টা যোগ হইলে বিকল্পে কে বিভক্তি হইবে। যথা—লাউটি বা লাউটাকে কাট ইত্যাদি।

১৭৬। কর্ম্ম-কারক-স্থলে উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি পদে বিভক্তি থাকে। যথা,—মাতাকে পরম দেবতা জ্ঞান করিবে; দুগ্ধকে দধি করিতেছে। এই গাড়ীকে ফিটন বলে, সেই ফলকে ম্যাঙ্গোষ্টিন্ বলে ইত্যাদি।

---

(১) এখানে করা যায় অর্থে—যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, বলা যায় ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

"ক্রিয়তে যৎ তৎ কর্ম্ম।" "ক্রিয়াব্যাপ্যং কর্ম্ম।" কর্ত্তুর্ব্যাপারৈর্যৎ সাধ্যতে তৎ কর্ম্ম।" "ফলাশ্রয়ঃ কর্ম্ম, ব্যাপারাশ্রয়ঃ কর্ত্তা।"।

(২) সমাসের ব্যাস বাক্যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদেও কে বিভক্তি হয়। যথা,—বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন ইত্যাদি।

১৭৭। মনুষ্য-ভিন্ন প্রাণি-বাচক শব্দের পরস্থিত কে বিভক্তির বিকল্পে লোপ হয়। যথা,—মৃগ ধর বা মৃগকে ধর ইত্যাদি।

১৭৮। কতকগুলি (১) ক্রিয়ার দুইটি কর্ম্ম থাকে, তাহার একটিকে প্রধান বা মুখ্য (২), এবং অপরটিকে অপ্রধান বা গৌণ কর্ম্ম কহে। কেবল গৌণ কর্ম্মে বিভক্তির যোগ হয়। যথা,—শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। এস্থলে গৌণ কর্ম্ম গুরু পদে বিভক্তি যুক্ত হইল।

১৭৯। কতকগুলি কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—রাজার দর্শন, শোকের সংবরণ, গন্ধের আঘ্রাণ, আমার রক্ষক, সকলের স্রষ্টা ইত্যাদি।

১৮০। বিস্ময়-স্থলে কর্ম্মকারকে বিভক্তি থাকে না। যথা,—এমন সুন্দর পুরুষ কখনও দেখি নাই!

১৮১। কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—তিনি ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত হইলেন, শ্যাম সর্প দ্বারা দষ্ট হইল ইত্যাদি স্থলে তিনি ও শ্যাম কর্ম্মকারক।

করণ (Instrumental)।

১৮২। ক্রিয়া সাধনের সর্ব্বপ্রধান উপায়কে করণ (৩) কহে।

---

(১) জিজ্ঞাসা, প্রার্থনা, প্রদর্শন, কথনার্থক প্রভৃতি

(২) ক্রিয়ার সহিত যে কর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয় আছে, তাহাকে মুখ্য ও যে কর্ম্ম অন্য কারক হইতে পারে, তাহাকে গৌণকর্ম্ম কহে।

(৩) সাধকতমং করণম্, কর্ত্রধীনং সাধনং, যদধীনা কর্ত্তুঃ প্রবৃত্তিঃ স হেতুরিতি সাধনহেত্বোর্ভেদঃ।

কোন ক্রিয়া সাধন করিতে যে যে উপকরণের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে কর্ত্তার ঈপ্সিত প্রধান উপকরণ বা সাধনকে করণ কারক কহে; আর যাহা কর্ত্তার প্রয়োজক অর্থাৎ কর্ত্তা যাহার অধীন হইয়া কার্য্য করে, তাহাকে হেতু পদ কহে। করণ কারকের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় থাকে; হেতু পদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় থাকে না। যথা—

১৮৩। করণ-কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—অগ্নি দ্বারা পাক করিতেছে, যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতেছে, হাত দিয়া খাইতেছে, মস্তকে করিয়া লইয়া যাইতেছে, কর্ণে শ্রবণ করা যায়, রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন ইত্যাদি।

১৮৪। ক্রীড়ার্থ ধাতুর করণে বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না। যথা ;—তিনি তাস, দাবা, সতরঞ্চ বা পাশা খেলিতেছেন।

সম্প্রদান (Dative)।

১৮৫। যাহাকে কোন বস্তু দান করা যায় বা দিতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে সম্প্রদান (১) কহে। সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়।

১৮৬। পূজা, অনুগ্রহ অথবা ফলকামনা-পূর্ব্বক যাহাকে দান করা যায়, তাহাকেই সম্প্রদান কহে। যথা,—ব্রাহ্মণকে ধন দিতেছে, দরিদ্রকে অন্ন দাও, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান করিতেছে ইত্যাদি।

অপাদান (Ablative)।

১৮৭। যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি চলিত, ভীত, গৃহীত, উৎপন্ন, পরাজিত, অন্তর্হিত, বিরত, রক্ষিত বা নিবারিত হয়, তাহাকে অপাদান কহে।

তিনি ক্রোধে অসি দ্বারা আঘাত করিতেছেন। এস্থলে 'অসি' আঘাত ক্রিয়ার প্রধান উপকরণ বা সাধন এবং এই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হওয়ায় 'অসি' করণকারক হইল; কিন্তু ক্রোধ আঘাত ক্রিয়ার সাধন নয়, ক্রোধের অধীন হইয়া অথবা ক্রোধপ্রযুক্ত কর্ত্তা আঘাত করিতেছে। সুতরাং ক্রোধ কর্ত্তার প্রযোজক মাত্র, আঘাত ক্রিয়ার সহিত অন্বিত নহে ; অতএব ইহা হেতুপদ।

(১) স্বত্ব ত্যাগ না করিলে সম্প্রদান হয় না। যথা,—রজককে বস্ত্র দাও, এস্থলে স্বত্ব ত্যাগ না হওয়ায় সম্প্রদান হইল না।

ক। দেয় বস্তুর দানে সম্প্রদান হয় না। যথা—রাজাকে রাজস্ব দিতেছে, ভৃত্যকে বেতন দিলাম ইত্যাদি।

১৮৮। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি (১) হয়। যথা—বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে, ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইতেছে, মেঘে বৃষ্টি হয়, জলে বাষ্প হয়, তিনি আহারে বিরত হইলেন, পাঠে ক্ষান্ত হইলেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন ইত্যাদি।

১৮৯। যাহা হইতে শ্রবণ বা উপদেশ গ্রহণ করা যায়, তাহাও অপাদান কারক। যথা,—লক্ষ্মণ মুখে শুনিলাম, গুরু-সকাশে উপদিষ্ট হইলাম ইত্যাদি।

অধিকরণ (Locative)।

১৯০। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কহে।

১৯১। অধিকরণ-কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—"রাম রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।"

.৯২। অধিকরণ তিন প্রকার। যথা,—কালাধিকরণ, আধারাধিকরণ ও ভাবাধিকরণ। যথা,—গ্রীষ্মে মেঘোদয়ে, চিত্তে আনন্দোদয় হয়।

১৯৩। যে সময়ে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, ঐ সময়কে কালাধিকরণ কহে। যথা,—রাত্রিতে চন্দ্র উদিত হয়।

১৯৪। যে স্থানে কোন কার্য্য হয়, সেই স্থানকে আধারাধিকরণ কহে। যথা,—বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে।

আধারাধিকরণ তিন প্রকার। যথা,—ঐকদেশিক, বৈষয়িক ও ব্যাপক। ঐকদেশিক যথা,—কাননে সিংহ আছে অর্থাৎ কাননের একদেশে সিংহ আছে। বৈষয়িক যথা,—ধর্ম্মে মতি আছে অর্থাৎ ধর্ম্ম-

---

(১) কখন কখন ভয়-শব্দ-যোগে অপাদানে ষষ্ঠী হয়। যথা,—দস্যুর ভয়, চোরের ভয় ইত্যাদি। বক্তার বলিবার ইচ্ছাকে বিবক্ষা বলে। এইরূপ পঞ্চমী স্থলে ষষ্ঠীকে বিবক্ষা হেতু ষষ্ঠী বলে। 'আমা হইতে একার্য্য সিদ্ধ হইবে না' এস্থলেও আমা-হইতে বিবক্ষা হেতু তৃতীয়া স্থলে পঞ্চমী।

বিষয়ে মতি আছে। ব্যাপক যথা,—তিলে তৈল আছে, অর্থাৎ তিল ব্যাপিয়া তৈল আছে (১)।

১৯৫। যাহার ক্রিয়া অন্য কর্ত্তার ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করে, তাহাকে ভাব কহে। যথা,—সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হইল। এস্থলে "সূর্য্যের উদয়" অন্ধকারের দূর হওয়ার কাল নির্ণয় করিতেছে বলিয়া "সূর্য্যোদয়ে" ভাবে সপ্তমী।

অধিকরণ কারকে দিবস প্রভৃতি কালবাচক এবং বাটী প্রভৃতি স্থানবাচক পদে কখন কখন সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন থাকে না। যথা,—আমি সে দিবস বলিয়াছিলাম, এখন বাটী যাইব না।

কখন কখন বাক্যাংশ বা বাক্য, কারকরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—"কিরূপে তাঁহার চিত্ত-বিনোদন সম্পাদন করিতে হয়," এস্থলে 'চিত্ত-বিনোদন সম্পাদন করিতে' এই বাক্যাংশ 'হয়' এই ক্রিয়ার কর্ত্তৃকারক।

"না জানি কি সর্ব্বনাশ ঘটিবেক," এস্থলে 'কি সর্ব্বনাশ ঘটিবেক," এই বাক্য "না জানি" ক্রিয়ার কর্ম্ম।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কারকের বিভক্তি-নির্ণয় সহজ ব্যাপার নহে। প্রায় সকল কারকেই একাকার বিভক্তি দেখা যায়। যথা, -লোকে বলে, শত্রুগণে বিনাশিব, হাতে মারে, দীনে দাও, পাঠে ক্ষান্ত, ধর্ম্মে মতি ; ঘোড়ায় খায়, আমায় দাও, রণসজ্জায় সজ্জিত, তোমায় দিলাম. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, শয্যায় শয়ন ইত্যাদি। এ অবস্থায় শিক্ষার্থিগণ বাক্যের অর্থানুসারে কারক-নির্ণয়ে

---

(১) বোপদেব আধারাধিকরণ চারি প্রকার স্বীকার করিয়াছেন। "সামীপ্যাশ্লেষ-বিষয়ৈর্ব্যাপ্ত্যাধারশ্চতুর্ব্বিধঃ।" গঙ্গায় গিয়াছেন অর্থাৎ গঙ্গার তীরে গিয়াছেন এস্থলে লক্ষণাশক্তি দ্বারা গঙ্গাতীরে গিয়াছেন, বুঝাইতেছে। সুতরাং অতিরিক্ত সামীপ্যাধার-স্বীকারের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

প্রবৃত্ত হইবেন। কালে ভাষার উন্নতি-সহকারে বিভক্তির আকার স্থিরীকৃত হইলে, এরূপ গোলযোগ নিবারিত হইতে পারে।

অর্থ-বিশেষ ও শব্দ-বিশেষ-যোগে বিভক্তি।

প্রথমা।

১৯৬। আহ্বান করাকে সম্বোধন কহে। সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। সম্বোধন পদের পূর্ব্বে প্রায়ই হে, অহে, ভোঃ, অয়ি প্রভৃতি সম্বোধন-সূচক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—হে বিভো, ভো নভোমণ্ডল, অয়ি জীবিত-নাথ! সম্বোধন-পদ প্রযুক্ত হইলে অন্য বাক্যের আকাঙ্ক্ষা থাকে।

১৯৭। সম্বোধনের বহুবচনে কর্ত্তৃ-কারকের বহুবচনের ন্যায় রূপ হয়। যথা,—হে বালকেরা, হে ভ্রাতৃ-গণ ইত্যাদি।

১৯৮। যে স্থলে ক্রিয়া-পদ নাই, কেবল কোন পদের প্রয়োগ হয়, তাহার উত্তর প্রথমা বিভক্তি (১) হইয়া থাকে। যথা,—বৃক্ষ, লতা, নদী, দিক্, রাজা ইত্যাদি।

১৯৯। মিথ্যা, বৃথা, ইতি, বলিয়া, দিয়া, নামে প্রভৃতি শব্দের যোগে প্রথমা বিভক্তি হয় (২)। যথা,—পুত্র বিনা সংসার মিথ্যা, ধর্ম্ম বিনা জীবন বৃথা, নিবেদন ইতি. তাহাকে বন্ধু বলিয়া জানি, নক্ষত্র-গহনের মধ্য দিয়া, গ্রামের ভিতর দিয়া, রঘু নামে রাজা ইত্যাদি।

---

(১) ইহাকে লিঙ্গার্থে বা ক্রিয়া-রাহিত্যে প্রথমা কহে।

(২) সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর বিনা, ব্যতীত, ব্যতিরেকে, ভিন্ন, ছাড়া প্রভৃতি যোগ করিতে হইলে, কেহ কেহ আমাবিনা তোমা-ব্যতিরেকে, আপনাভিন্ন এইরূপ লিখিয়া থাকেন; কিন্তু বহুবচনে প্রথমার বহুবচনান্ত পদের উত্তর উক্ত শব্দ সকলের যোগ করেন, যেমন আমরা বিনা ইত্যাদি।

দ্বিতীয়া।

২০০। বিনা শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বিনা তপস্যায় ইত্যাদি। বিনা ও ব্যতীত শব্দ পরে থাকিলে, ঐ দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—ধন বিনা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, অধ্যয়ন ব্যতীত জ্ঞান হয় না।

২০১। ধিক্ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—তোমায় ধিক্, তোমার জীবনে ধিক্।

২০২। ক্রিয়ার বিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে দ্বিতীয়ার চিহ্ন থাকে না। যথা,—কুশলে আছেন, সুখে থাকুন, শীঘ্র যাও ইত্যাদি।

২০৩। ব্যাপ্তি-অর্থে পথ ও কালবাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়; কিন্তু বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না। যথা,—বিন্ধ্যগিরি বহু ক্রোশ বিস্তৃত; দুই বৎসর পড়িলাম ইত্যাদি।

তৃতীয়া।

২০৪। হেতু (১) অর্থে ও প্রয়োজনার্থ শব্দ-যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—ভয়ে কাঁপিতেছে, আমাদের ধনে প্রয়োজন নাই, "কি ফল বিলাপে তব কি ফল রোদনে" ইত্যাদি।

২০৫। নাম, জাতি প্রভৃতি শব্দের উত্তর ভেদ বুঝাইতে তৃতীয়া বা সপ্তমী হয়। যথা,—কালিদাস নামে কবি, জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন; ইহাদ্বারা কালিদাসকে অন্য লোক ও জাতি হইতে পৃথক্ করা হইতেছে।

---

(১) অতীত কারণকে হেতু এবং ভাবী কারণকে নিমিত্ত কহে। যথা,—"ভয়ে কাঁপিতেছে" এস্থলে অগ্রে ভয় হইয়াছে, পরে কাঁপিতেছে। 'চলিলাম বাহিরেতে সমীর-সেবনে' অর্থাৎ সমীর সেবন করিব বলিয়া চলিলাম।

ক। উপলক্ষণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—"সহস্র প্রসূন-নেত্রে আছে অবস্থিত" এস্থলে 'প্রসূন-নেত্রে' উপলক্ষণে তৃতীয়া।

২০৬। মনস্ শব্দের যোগে ব্যক্তিবাচক শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা,—তাঁহাকে নমস্কার। অন্যত্র যথা,—মাতৃ-চরণে নমস্কার ইত্যাদি।

পঞ্চমী।

২০৭। কাল-পরিমাণ ও পথ-পরিমাণার্থে প্রথম কাল বা পথবাচক শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা,—বৈশাখ হইতে চৈত্র ১২ মাস; যশোহর হইতে কলিকাতা ৩২ ক্রোশ।

২০৮। বসিয়া প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থ বুঝাইলে ঐ ক্রিয়ার অধিকরণ পদে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা,—ছাদ হইতে (ছাদে বসিয়া) চন্দ্র দেখিতেছে, বৃক্ষ হইতে (বৃক্ষে উঠিয়া) দেখিতেছি।

২০৯। আরম্ভ অর্থে এবং পৃথক্ ও অন্যার্থ শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা,—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত; ধান্য হইতে তূষ পৃথক্। মিত্র ভিন্ন অন্য কে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ? ইত্যাদি স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির লোপ হয় বুঝিতে হইবে।

২১০। তুলনায় উৎকর্ষ বুঝাইতে পূর্ব্ব পদের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—স্বর্গ হইতে মাতা গরীয়সী।

ষষ্ঠী।

২১১। হেতু ও হেতু-বাচক শব্দ পরে থাকিলে, পূর্ব্ব পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—বিপদের হেতু, সুখের নিমিত্ত, তাহার জন্য পীড়ার কারণ ইত্যাদি। তরে, লাগিয়া প্রভৃতি হেতুবাচক শব্দ পদ্যে ব্যবহৃত হয়। কখন কখন 'তরে' যোগে বিভক্তির চিহ্ন থাকে না।

২১২। অপেক্ষা ও অপেক্ষার্থ শব্দ পরে থাকিলে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

কোন কোন স্থানে বিভক্তির চিহ্ন থাকে না। যথা,—তুমি আমার চেয়ে বড়, তরু অপেক্ষা গিরি সারবান্ ইত্যাদি।

২১৩। সম্বন্ধে (১) ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—আমার গৃহ, তোমার বস্ত্র ইত্যাদি।

২১৪। তুল্য ও তুল্যার্থ শব্দ-যোগে ষষ্ঠী হয়। যথা,—পিতার তুল্য শ্রদ্ধেয়, মাতার ন্যায় হিতৈষিণী, বিদ্যার মত ধন ইত্যাদি।

২১৫। নির্দ্ধারে (২) ষষ্ঠী ও সপ্তমী হয়। যথা,—তিনি দাতার অগ্রগণ্য, শঠের শিরোমণি; কবি-মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ।

২১৬। সহার্থ শব্দ-যোগে ষষ্ঠী হয়। যথা,—মূর্খের সহবাস বিপৎ-কারণ ইত্যাদি।

২১৭। কখন কখন বিশিষ্ট, নির্ম্মিত, জাত, যোগ্য প্রভৃতি অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—গুণের (গুণ বিশিষ্ট) দেবর; মৃত্তিকার (মৃত্তিকা নির্ম্মিত) পাত্র, বৃদ্ধ বয়সের (বৃদ্ধ-বয়োজাত) সন্তান, সুখের (সুখময়ী) ঊষা, পুরস্কারের (যোগ্য) উপযুক্ত ইত্যাদি।

২১৮। দুই বিশেষ্যের অভেদ কল্পনা স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—শোকের ঝড় অর্থাৎ শোকরূপ ঝড়; লঙ্কার পঙ্কজ-রবি, অর্থাৎ লঙ্কারূপ পঙ্কজের রবি; সুখের সাগর অর্থাৎ সুখরূপ সাগর ইত্যাদি।

২১৯। প্রতি, উপরি, সমীপ, অধঃ, অধীন, পর, মধ্যে, পশ্চাৎ, পক্ষে প্রভৃতি শব্দ ও তাহাদের বাচক শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়। যথা,—

---

(১) সম্বন্ধ, অবয়বাবয়বিত্ব, জন্য-জনকত্ব, স্ব-স্বামিত্ব, কার্য্য কারণ-ভাব আধারাধেয়-ভাব প্রভৃতি অনেক-বিধ। যথা,—বৃক্ষের পত্র—এস্থলে বৃক্ষ অবয়বী এবং পত্র অবয়ব; অতএব পত্র ও বৃক্ষের অবয়বাবয়বিভাব সম্বন্ধ হইল, ঐরূপ দ্রুপদের তনয়া—জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ। পিতার আলয়—স্ব-স্বামিত্ব সম্বন্ধ; অগ্নির উত্তাপ—কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ, কলসের জল—আধারাধেয় ভাব সম্বন্ধ ইত্যাদি।

(২) জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার উৎকর্ষাপকর্ষ দ্বারা সজাতীয় হইতে পৃথক্ করণের নাম নির্দ্ধার।

সিংহের প্রতি, চাঁদের পানে, আকাশের দিকে; ছাদের উপরি, প্রাচীরের উর্দ্ধে, গাছের উপরে ; গঙ্গার সমীপে, গৃহের নিকটে, গরুর কাছে ; পর্ব্বতের অধঃ, বৃক্ষের নিম্নে, গাছের নীচে ; রাজার অধীন, ক্রোধের বশীভূত, রাগের বশে ; বৃষ্টির পর, তাহার অনন্তর, পড়ার শেষে ; গৃহের মধ্যে, খনির অভ্যন্তরে, ঘরের ভিতরে ; ইন্দুরের পশ্চাৎ, ঘোড়ার পিছে ; রাজার পক্ষে ; পিতার অনুগত (১) ইত্যাদি।

কখন কখন প্রতি যোগে বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—সুশীল শিক্ষা প্রতি মনোযোগী, মণ প্রতি ইত্যাদি।

২২০। কখন কখন পূরণার্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—পাঁচের (পঞ্চম) প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি।

২২১। কখন কখন সপ্তমী বিভক্তি স্থানে ষষ্ঠীর প্রয়োগ হয়। যথা, —"সীতা তথায় দুই যমজ তনয় প্রসব করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই" এস্থলে তাহার অর্থ তদ্বিষয়ে। ইহাকেও বিবক্ষা হেতু ষষ্ঠী বলা যায়।

সপ্তমী।

২২২। নিমিত্তার্থে সপ্তমী ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—"চলিলাম বাহিরেতে সমীর-সেবনে" (সমীর-সেবনের নিমিত্ত) হোমের (হোম নিমিত্ত) ঘৃত ইত্যাদি।

২২৩। ক্রিয়ার সহিত অন্বয় না থাকায়, সম্বোধন ও সম্বন্ধ পদ কারক-মধ্যে গণ্য হয় না।

অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী।

১। কারক কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ স্থলে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হয়?

---

(১) অনুসার, অনুযায়ী, অনুগমন, অনুকূল, অনুজ প্রভৃতি যে সকল শব্দের আদিতে 'অনু' এই উপসর্গ আছে, সেই সকল শব্দ পরে থাকিলে, পূর্ব্বপদে প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

২। নিম্নলিখিত ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত পদগুলির ষষ্ঠী বিভক্তির কারণ লিখ।

প্রভুর বিদিত, প্রভুর রক্ষক, প্রভুর গৃহ, প্রভুর সদৃশ, প্রভুর অগ্রগণ্য, প্রভুর সহিত, প্রভুর প্রতি, প্রভুর নিকট, প্রভুর স্নানোদক, প্রভুর বশীভূত, প্রভুর পক্ষে, প্রভুর গমন, প্রভুর অনুগত।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যে যে যে পদে যে যে কারক আছে, তাহা লিখ।

দ্বিজ-তনয় অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, দেবতাদিগকে বলি দিবার নিমিত্ত বন হইতে স্বহস্তে নানা বৃক্ষের ফল-পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতেছেন।

৪। সর্ব্বপ্রকার কারক-বিশিষ্ট চারিটি বাক্য রচনা কর।

বিশেষণ (Adjective)।

২২৪। যদ্দ্বারা কাহাকে বিশেষ করা যায় অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা কাহারও গুণ বা অবস্থাদির প্রকাশ হয়, তাহাকে বিশেষণ কহে।

বিশেষণ ত্রিবিধ;—বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ।

বিশেষ্যের বিশেষণ (১) বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থাদি প্রকাশ করে। যথা,—বিদ্বান্ মনুষ্য, যুবা পুরুষ ইত্যাদি স্থলে 'বিদ্বান্' পদে মনুষ্যের গুণ এবং 'যুবা' পদে পুরুষের অবস্থা প্রকাশিত হইতেছে।

বিশেষণ, বিশেষ্যের অর্থের সঙ্কোচ-বিধান করে। মনুষ্য শব্দে সকল মনুষ্যকে বুঝায়, কিন্তু বিদ্বান্ মনুষ্য বলিলে, মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্, কেবল তাঁহাদিগকে বুঝায়।

যে সকল বিশেষণ স্বভাব-সিদ্ধ, সে সকল প্রায়ই পূর্ব্বে থাকে, আর যে সকল বিশেষণ কারণান্তরাপেক্ষ, সে গুলি প্রায়ই পরে থাকে। যথা,—"স্বভাব-ধীর রাম সীতার অপবাদ-শ্রবণে চঞ্চলচিত্ত হইলেন"। এরূপ স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষণকে উদ্দেশ্য বিশেষণ এবং পরবর্ত্তী বিশেষণকে বিধেয় বিশেষণ কহে।

---

(১) বিশেষ্যের বিশেষণ বলিলে বিশেষ্য-ভাবাপন্ন সর্ব্বনামেরও বিশেষণ বুঝিতে হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বনাম শব্দের পূর্ব্বে বিশেষণের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না। তুই এক স্থলে প্রয়োগ আছে। যথা,—"অক্ষম আমি কবি-কীর্ত্তি লাভে অভিলাষী", "পাপকারিণী আমি গিয়া দেখিলাম" "মূর্খ তিনি, যিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেন"।

২২৫। অতিশয়, সমুদায়, প্রসর, অর্দ্ধ, বিশেষ, সত্য, পাপ, কল্যাণ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ কখন বিশেষ্য, কখন বা বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা,—অতিশয় শীত হইয়াছে, আগ্রহাতিশয়-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন; সমুদায় ব্যাপার অবলোকন করিলাম; সেই সমুদায় লক্ষ্মণকে দেখাইলেন; "প্রসর যেরূপ সরঃ ঊর্দ্ধে শোভা পায়", "দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট-প্রসর" ইত্যাদি।

বিশেষ্যের উল্লেখ না থাকিলে, বিশেষণ শব্দও কখন কখন বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা—বিজ্ঞেরা কহেন, তুয়েরই অবয়ব-গত সৌসাদৃশ্য আছে, আমার এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; ইত্যাদি স্থলে 'বিজ্ঞ' 'তুই' এবং 'বক্তব্য' বিশেষণ হইলেও বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

২২৬। যাহা বিশেষণের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে, তাহাকে বিশেষণের বিশেষণ কহে। যথা,—পরম পবিত্র, অতিশয় লজ্জিত, অতি অদ্ভুত ইত্যাদি।

২২৭। যাহা ক্রিয়ার অবস্থা প্রকাশ করে, তাহাকে ক্রিয়ার বিশেষণ (১) কহে। যথা,—ধীরে ধীরে যাইতেছে, শীঘ্র আসিতেছে, সহসা বলিল ইত্যাদি।

---

(১) শীঘ্র, সত্বর, অবশ্য, মিথ্যা, সতত, নিরন্তর, প্রায়, অকস্মাৎ হঠাৎ, অচিরাৎ, যুগপৎ, সহসা ইত্যাদি। এবং অল্পে অল্পে, আস্তে আস্তে, কানে কানে, পুনঃপুনঃ, মুহুর্মুহুঃ, ভূয়োভূয়ঃ, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, বার বার, ঘন ঘন ইত্যাদি যুগ্ম শব্দগুলি ক্রিয়ার বিশেষণ।

বহুব্রীহি সমাস করিয়া যে সকল শব্দের শেষে এ বা য় বিভক্তি এবং পূর্ব্বক বা পুরঃসর শব্দ থাকে, তাহারা প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা,—অবিলম্বে রথ প্রস্তুত

ক। কখন কখন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের পরে "মাত্র" প্রত্যয় করিলে ক্রিয়ার বিশেষণ হয়। যথা,—'কুশ ও লবকে দেখিবামাত্র সভামণ্ডপে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল', 'তিনি শ্রবণ-মাত্র বিস্মিত হইলেন'।

খ। কখন কখন 'করিয়া', 'দিয়া' প্রভৃতি অব্যয় শব্দ-যোগে ক্রিয়ার বিশেষণ সূচিত হয়। যথা,—ভাল করিয়া পড়, মন দিয়া শুন, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া গ্রহণ করিবে ইত্যাদি।

গ। তস্, চশস্, চ্বৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ অব্যয় ও প্রায়শঃ ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা,—বস্তুতঃ তিনি বলেন নাই, ক্রমশঃ বল, তীরবৎ ছুটিতেছে ইত্যাদি।

সর্ব্বনাম (Pronoun)।

২২৮। সকল নামের পরিবর্ত্তে যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে সর্ব্বনাম কহে।

প্রায়ই বিশেষ্য পদ, বাক্য বা বাক্যাংশের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনামের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

২২৯। পুনরুক্তি-দোষ পরিহার করিবার নিমিত্ত বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনামের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

২৩০। যে সকল সর্ব্বনাম বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, তাহারা বিশেষ্য-স্থানীয়। যথা,—অস্মদ্, যুষ্মদ্, ভবৎ, অদস্, ইদম্ প্রভৃতি।

কর, অবিরল-ধারায় বৃষ্টি হইল, বিনয়-পূর্ব্বক নিবেদন করিল, সস্নেহ-সম্ভাষণ-পুরঃসর কহিতে লাগিলেন ইত্যাদি।

সুখে, আনন্দে, বেগে, বিক্রমে, ত্বরায়, নিশ্চয়, আদরে, যত্নে, পুলকে, কুশলে, সঙ্গে, সমভিব্যাহারে, উদ্দেশে প্রভৃতি পদ ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—'পূর্ব্বমুখে সুখে গজ-গমনে চলিল'; 'আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয়-ঘোষণা'; 'তীরবৎ ছুটে বেগে মৃগ-আক্রমণে'; 'বহুক্ষণ শিলাসহ বিক্রমে যুঝিয়া'; 'ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি'; 'জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি'; সকলে কুশলে আছেন? ইত্যাদি।

অধিকাংশ সর্ব্বনাম বিশেষণ। যথা—সর্ব্ব, এক, একতর, একতম, অন্য, অন্যতর, অন্যতম, ইতর, পর, অপর ইত্যাদি।

২৩১। সর্ব্ব, উভ, উভয়, এক, একতর, একতম, অন্য, অন্যতর, অন্যতম, ইতর, পর, অপর, স্ব, যদ্, তদ্ (১), এতদ্, কিম্, ইদম্, অদস্ (২), যুষ্মদ্, অস্মদ্, ভবৎ (৩) ইত্যাদি সংস্কৃত সর্ব্বনাম, শব্দগুলির উত্তর প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আছে।

কতকগুলি সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে রূপের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল—

---

(১) যদ্, তদ্, ইদম্, অদস্, কিম্ প্রভৃতি সর্ব্বনাম বিশেষণ হইতে পারে।

(২) ইদমস্তু সন্নিকৃষ্টং সমীপতরবর্ত্তি চৈতদো রূপম্।
অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টং তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ ॥

(৩) যুষ্মদ্, অস্মদ্ ও ভবৎ সংস্কৃত সর্ব্বনাম শব্দ ; সমাস-কালে বা যখন উহাদের উত্তর কোন সংস্কৃত প্রত্যয় যোগ করা যায়, তখন উহাদের অবিকৃত বা বিকৃত ভাবের উত্তর প্রত্যয়-যোগে শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যথা,—যুষ্মদীয়, অস্মদ্দেশীয়, অস্মদীয়, যাদৃশ, তাদৃশ, ত্বদীয়, মদীয়, ভবাদৃশ, ভবদীয় ইত্যাদি।

কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, প্রাকৃত ভাষার 'তুমম্' হইতে তুমি, 'অহম্মি' হইতে আমি এবং 'অপ্পণ' হইতে আপনি সর্ব্বনাম শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে।

আত্মন্ হইতে অপ্পণ (আত্মাদেরপ্পণাদিশ্চ) প্রাকৃত ; বোধ হয়, তাহা হইতে বাঙ্গালায় আপন শব্দ গৃহীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু আমরা ঐ শব্দ সংস্কৃত সর্ব্বনাম ভবৎ শব্দের অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি। হিন্দী আপ্ শব্দও আত্মন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন ; উহাও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়। নিজে বা স্বয়ং অর্থেও আপন শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

বাঙ্গালায় আত্মন্ ও ভবৎ শব্দের রূপ-গত কোন প্রভেদ দেখা যায় না ; কেবল কেহ কেহ ষষ্ঠীর একবচনে নিজের অর্থে 'আপনার' এবং মহাশয়ের অর্থে 'আপনকার' পদের প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

সংস্কৃত সর্ব্বনাম শব্দ	বাঙ্গালা সর্ব্বনাম শব্দ।			
	সম্ভ্রম-সূচক।		অসম্ভ্রম-সূচক	
	প্রথমার এক বচনে যে রূপ হয়।	দ্বিতীয়াদি বিভক্তি-যোগ কালের রূপ।	প্রথমার এক বচনে যে রূপ হয়।	দ্বিতীয়াদি বিভক্তি-যোগ কালের রূপ।
অস্মদ্	আমি	আমা	মুই	মো
যুষ্মদ্	তুমি	তোমা	তুই	তো
ভবৎ	আপনি	আপনা		
যদ্	যিনি (১)	যাঁহা	যে	যাহা, যা
তদ্	তিনি	তাঁহা	সে	তাহা, তা
ইদম্	ইনি	ইঁহা	এ	ইহা, এ
অদস্	উনি	উঁহা	ও, ঐ	উহা, ও
এতদ্	এই	ইঁহা	এ, এই	ইহা, এ
কিম	কে, কেহ	কাঁহা	কে	কাহা, কা(২)

২৩২। বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বনাম শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ জন্য রূপভেদ হয় না।

২৩৩। কোন বস্তু বা ব্যক্তি নিকটে থাকিলে, তাহার পরিবর্ত্তে ইনি, এ, এই বা ইহা ব্যবহৃত হয়, আর অপেক্ষাকৃত দূরে থাকিলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা সঙ্কেত-বিশেষে উনি, ও, ঐ বা উহা শব্দ ব্যবহৃত হয়।

---

(১) যিনি, তিনি, ইনি, উনি, সম্ভ্রম সূচক স্থলে, মুই গ্রাম্যভাষায় এবং তুই অসম্ভ্রম ও স্নেহ-প্রদর্শন-স্থলে ব্যবহৃত হয়।

(২) তৃতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর একবচনে কিসের দ্বারা, কিসে থেকে কিসের এবং কিসে পদও হয়।

কয়েকটি সর্ব্বনামের প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তির রূপ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	আমি	আমরা
দ্বিতীয়া	আমাকে	আমাদিগকে
প্রথমা	তুমি	তোমরা
দ্বিতীয়া	তোমাকে	তোমাদিগকে
প্রথমা	আপনি	আপনারা
দ্বিতীয়া	আপনাকে	আপনাদিগকে
প্রথমা	যিনি	যাঁহারা
দ্বিতীয়া	যাঁহাকে	যাঁহাদিগকে
প্রথমা	তিনি	তাঁহারা
দ্বিতীয়া	তাঁহাকে	তাঁহাদিগকে
প্রথমা	ইনি	ইঁহারা
দ্বিতীয়া	ইঁহাকে	ইঁহাদিগকে
প্রথমা	উনি	উঁহারা
দ্বিতীয়া	উঁহাকে	উঁহাদিগকে
প্রথমা	এই	ইঁহারা
দ্বিতীয়া	ইঁহাকে	ইঁহাদিগকে
প্রথমা	কে	কাহারা
দ্বিতীয়া	কাহাকে	কাহাদিগকে

অন্যান্য বিভক্তির রূপ মানব শব্দের ন্যায়।

২৩৪। বাঙ্গালা ভাষায় সমাস-স্থলে বা প্রত্যয়-যোগে 'সর্ব্ব' সর্ব্ব-

নামের ব্যবহার দেখা যায়। যথা,—সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র, সর্ব্বথা, সর্ব্বদা ইত্যাদি।

গদ্যে 'সর্ব্ব' সর্ব্বনামের স্বতন্ত্র-রূপে ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না। কেবল পদ্যে অপভ্রষ্ট-রূপে প্রথমার একবচনে সবে, সবা; দ্বিতীয়ার এক বচনে সবারে; ষষ্ঠীর একবচনে সবাকার ইত্যাদি পদ প্রচলিত আছে। কখন কখন আমা, তোমা, তাহা প্রভৃতি সর্ব্বনামের যোগে অপভ্রষ্ট 'সর্ব্ব' সর্ব্বনামের ব্যবহার দেখা যায়। যথা,—আমা সবা, তোমা সবা, তো সবারে, সে সবারে ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায় 'সকল' শব্দ বিশেষণ, বাঙ্গালা ভাষায়ও উহা বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,—"সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া" ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি 'সকল' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, তাহা সংস্কৃত 'সর্ব্ব' সর্ব্বনাম হইতে উৎপন্ন। যথা,—"সকলে আলেখ্য-দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন" ইত্যাদি।

কখন কখন আমা, তোমা, তাহা ইত্যাদি সর্ব্বনামের যোগেও 'সকল' সর্ব্বনামের ব্যবহার দেখা যায়। যথা,—আমরা সকলে, তোমরা সকলে, সে সকল, তাহারা সকলে ইত্যাদি।

অব্যয় (Indeclinable)।

২৩১। যে সকল শব্দ, সকল লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তিতে একরূপ, তাহাদের নাম অব্যয় (১)।

---

(১) "সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্ব্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্ব্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্॥"

বাঙ্গালা ভাষায় তথা যথা প্রভৃতি অব্যয়ে বিভক্তির যোগ দেখা যায়। যথা—"প্রতিহারী তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক অষ্টাবক্র-সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল", "হা নাথ! কোথায় রহিলে?" ইত্যাদি।

অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি লুপ্ত থাকে। কতকগুলি অব্যয় বিশেষ্য-বৎ। যথা,—আজি, এখন, কখন, যখন, যবে, অদ্য, অন্যদা, অস্তম, একদা, কদা, দিবা, প্রাতঃ, শম্, শ্বস্, সায়ম, স্বর্, হ্যস্ ইত্যাদি।

কতকগুলি অব্যয় বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—আর, কেমন, কেবল, সহিত, অতি, ঈষৎ, উচ্চৈঃ, কিঞ্চিৎ, নানা, পুনঃ, ভূয়ঃ মিথ্যা, মৃষা, বৃথা, শনৈঃ, সম্যক্ ইত্যাদি।

আঃ, আজি, আর, (১), আহা, ই, ইস্, উস্, উহু, এখন, এবে, ও, ওঃ, কখন, কবে, কভু কাজেকাজেই, কালি, কি, কিবা, কেন, কেননা, কেমন, কেবল, কোন, খানা, খানি, গাছা, গাছি, চাইকি, চাইতে, ছি, ছিছি, টা, টি, টী, তখন, তবু, তবে, তাই, তেমন, দিয়া, নহিলে, না, বলিয়া, বটে, ভাল, মরি মরি, যখন, যবে, যাই, যেন যেমন, যেহেতু, সনে, সহিত, হইতে, হাহা, হাঁ, ইত্যাদি বাঙ্গালা অব্যয়।

নিম্নলিখিত সংস্কৃত অব্যয়গুলি বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে।

অচিরাৎ, অতএব, অতি, অতীব, অথচ, অথবা, অদ্য, অধঃ, অধি, অধিকন্তু, অধুনা, অনু, অন্তর, অন্যথা, অন্যদা, অপি, অধি, অরে, অলম্, অবশ্যম্, অস্তু, অস্তম্, অহো, আঃ, ইতি, ইদানীং, ইহ, ঈষৎ, উচ্চৈঃ, উপ, একদা, এব, এবং, কদা, কিঞ্চিৎ, কিন্তু, কিম্, কিংবা, খলু, চিরম্, ঝটিতি, তৎ, ততঃ, তথা, তদা, তদানীম্, তাবৎ, তিরস্, তূষ্ণীম্, দিবা, ধিক্, ন, নচেৎ, নতুবা, নমঃ, নানা, নির্, পরন্তু, পশ্চাৎ, পুনঃ, পুরঃ, পুরা, পৃথক্, প্রতি, প্রত্যুত, প্রভৃতি, প্রাক্, প্রাতঃ প্রাদুঃ, প্রায়ঃ, ভূয়ঃ, ভোঃ, মিথ্যা, মুহুঃ, মৃষা, যৎ, যতঃ, যথা, যদি, যদ্যপি, যাবৎ, যুগপৎ, রে, বরং, বহিঃ, বিনা, বৃথা, শনৈঃ, শম্, শশ্বৎ, শ্রৎ, শ্বস্, সংবৎ, সদা, সদ্যঃ,

(১) 'আর' এই অব্যয় কখন কখন সর্ব্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—"আমার মত পাষণ্ড ও পাষাণ-হৃদয় আর নাই", এখানে 'আর' অর্থে অন্য কেহ।

সনা, সমন্তাৎ, সম্, সম্প্রতি, সম্যক্, সর্ব্বথা, সর্ব্বদা, সহ, সহসা, সাক্ষাৎ, সায়ম্, সুতরাং, স্বয়ম্, স্বর্, স্বস্তি, হঠাৎ, হা, হে, হ্রস্ ইত্যাদি।

২৩৬। প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ—ধাতুর পূর্ব্বে থাকিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, ইহাদিগকে উপসর্গ কহে।

অব্যয় শব্দ নানা ভাগে বিভক্ত। যথা,—সংযোজক, বিয়োজক, সঙ্কোচক, বিস্ময়াদি-সূচক, অনুকার-বোধক, সমুচ্চয়-সূচক, সম্বোধন-সূচক, বিভক্তি-সূচক, বাক্যালঙ্কার-সূচক ইত্যাদি।

২৩৭। যে সকল অব্যয় এক পদের বা এক বাক্যের সহিত অন্য পদের বা বাক্যের যোজনা করে, তাহারা সংযোজক অব্যয়। যথা,—এবং, ও, আর, অথচ, অধিকন্তু, সুতরাং, অতএব ইত্যাদি।

২৩৮। যে সকল অব্যয়, পদ ও বাক্য প্রভৃতির অন্বয় পৃথক করিয়া দেয়, তাহাদিগকে বিয়োজক কহে। যথা,—নচেৎ, নয়ত, নহিলে, প্রত্যুত, কিংবা, বা, তথাপি, অন্যথা ইত্যাদি।

২৩৯। যে সকল অব্যয় অর্থের সঙ্কোচ-বিধান করে, তাহাদিগকে সঙ্কোচক অব্যয় কহে। যথা,—কিন্তু, পরন্তু, বরং ইত্যাদি।

২৪০। যে সকল অব্যয় বিস্ময়, শোক হর্ষ প্রভৃতি আন্তরিক ভাব প্রকাশিত করে, তাহাদিগকে বিস্ময়াদি-সূচক কহে। যথা,—হায়, আহা, মরি ইত্যাদি।

২৪১। কতকগুলি অব্যয় উপমা-সূচক। যথা,—ন্যায়, যেমন, তেমন, যেরূপ, সেরূপ ইত্যাদি।

২৪২। কতকগুলি অব্যয় দ্বারা অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ করা যায়। যথা,—ঝন্ ঝন্, টন্ টন্, টক্ টক্, ঠক্ ঠক্, টং টং, ঢং ঢং, মর্ মর্, শর্ শর্, শন্ শন্ ইত্যাদি।

২৪৩। 'ও' প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয়কে সমুচ্চয় সূচক কহে। যথা,—আমিও সেইস্থানে যাইব ইত্যাদি।

২৪৪। কতকগুলি অব্যয় সম্বোধন-সূচক। যথা, অয়ি, অরে, হে, অহে, ভো, হ্যাদে, রে ইত্যাদি।

২৪৫। যে সকল অব্যয় বিভক্তির সূচনা করে, তাহাদিগকে বিভক্তি-সূচক অব্যয় কহে। যথা,—কে, দ্বারা, হইতে, অপেক্ষা, অবধি ইত্যাদি।

২৪৬। যে সকল অব্যয় প্রযুক্ত হইয়া কোথাও কোন অর্থই প্রকাশ করে না, কোথাও অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করে, কোথাও বা অর্থের বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করে, তাহাদিগকে বাক্যালঙ্কার কহে। যথা,—"তাই ত, ঠিক্ যেন আর্য্যপুত্র হর-ধনু উত্তোলন করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন," "বৎস! বলিতে কি, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম," ইত্যাদি স্থলে 'তাই ত', 'বলিতে কি', শব্দ বাক্যালঙ্কার অব্যয়।

২৪৭। কি, কই, কোথা, কেন প্রভৃতি অব্যয় প্রায়ই প্রশ্ন-বোধক।

অব্যয়ের ব্যবহার বাক্য-প্রকরণে দ্রষ্টব্য।]

সমাস (Compound words)।

২৪৮। পরস্পর অন্বয় থাকিলে দুই বা তদধিক পদের একপদীভাবকে সমাস (১) কহে।

২৪৯। সমাস করিলে সমস্যমান পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের বিভক্তির লোপ হয়। শেষপদে বিভক্তি যুক্ত হয়।

২৫০। সমাসের সংখ্যা-বিষয়ে অনেক মত-ভেদ আছে। কোন কোন

---

(১) সমস্যতে সংক্ষিপ্যতে অনেন ইতি সমাসঃ।

সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষিপ্ত করা; যথা,—রাজার পুত্র = রাজপুত্র; এস্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ করিয়া পদকে সংক্ষিপ্ত করা হইল।

ব্যাকরণ-লেখকের মতে সমাস ছয় প্রকার। যথা,—দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব। কেহ কেহ চারি প্রকার স্বীকার করেন। যথা—দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব। তন্মতে কর্ম্মধারয় ও দ্বিগু, তৎপুরুষের অন্তর্গত। কাহারও মতে সমাস অষ্টবিধ। যথা,—দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব, নিত্য ও উপপদ। উপপদ তৎপুরুষেরই অবান্তর ভেদ-মাত্র। নিত্য সমাস সর্ব্বসমাসের অন্তর্গত।

২৫১। সমাসদ্বারা বাক্য সংক্ষিপ্ত ও সুশ্রাব্য হয়। বঙ্গীয় কবিগণ কখন কখন ছন্দের অনুরোধে সমাস করেন না। ফলতঃ সমাস করা বা না করা প্রায়ই প্রয়োগ-কর্ত্তার ইচ্ছাধীন। সমাস করা হইলে, সেই পদকে সমস্ত-পদ এবং সমাসের অবয়বীভূত পদ-সমূহকে বিশ্লিষ্ট করিলে যে বাক্য হয়, তাহাকে ব্যাস-বাক্য, সমাস-বিগ্রহ বা বিগ্রহ-বাক্য বলিয়া থাকে। শ্রুতি-কটু স্থলে সমাস না করাই ভাল।

দ্বন্দ্ব (Copulative)।

২৫২। সর্ব্ব-পদার্থ-প্রধান দ্বন্দ্ব অর্থাৎ যে সকল পদের সমাস করা যায়, তাহাদের প্রত্যেকের অর্থ প্রধান-রূপে প্রতীয়মান হইলে দ্বন্দ্ব সমাস হয় (১)।

---

(১) দ্বন্দ্ব সমাস তিন প্রকার। যথা,—ইতরেতর, সমাহার ও একশেষ। পরস্পর অপেক্ষাহেতু একক্রিয়-সম্বন্ধ বুঝাইলে যে দ্বন্দ্ব সমাস হয়, তাহাকে ইতরেতর কহে। যথা,—দেব ও অসুর=দেবাসুর। সমাহার দ্বন্দ্বে সমাহার দ্বারা এককালে সংহতিরূপে অনেক পদের অর্থ প্রতীতি হয়। যথা,—অহি ও নকুল=অহি-নকুল। একশেষ দ্বন্দ্বে যে যে পদে সমাস করা যায়, তন্মধ্যে একটি মাত্র পদ অবশিষ্ট থাকে এবং পদসংখ্যানুসারে বচন প্রযুক্ত হয়। যথা,—তিনি ও তুমি ও আমি=আমরা। সংস্কৃত ভাষায় এই সমাসের বহুল উদাহরণ পাওয়া যায়; বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল।

২৫৩। দ্বন্দ্ব সমাস হইলে, এবং, ও, আর প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়ের লোপ হয় (১)।

২৫৪। দ্বন্দ্ব সমাসে অপেক্ষাকৃত অল্প-স্বর-বিশিষ্ট পদ প্রায়ই পূর্ব্বে থাকে। যথা,—হংস ও সারস=হংস-সারস; কাক ও কোকিল=কাক-কোকিল ইত্যাদি।

২৫৫। দ্বন্দ্বসমাসে অপেক্ষাকৃত পূজনীয় পদ প্রায়ই প্রথমে বসে। যথা,—গুরু ও শিষ্য=গুরু-শিষ্য, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন=যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন।

২৫৬। ঋতু ও নক্ষত্র-বাচক শব্দের আনুপূর্ব্ব্য (২) অনুসারে পদ-বিন্যাস করিতে হয়। যথা,—হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত=হেমন্ত-শিশির-বসন্ত; কৃত্তিকা ও রোহিণী—কৃত্তিকা-রোহিণী ইত্যাদি।

২৫৭। ব্রাহ্মণাদি জাতি-বাচক শব্দের আনুপূর্ব্ব্য অনুসারে পদ-স্থাপন করিতে হয়। যথা,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র।

২৫৮। সমান গোত্র ও সমান বিদ্যা বুঝাইলে দ্বিপদ-দ্বন্দ্ব (৩) সমাসে ঋকারান্ত শব্দ ও পুত্রশব্দ (৪) পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকারান্ত শব্দের ঋ স্থানে আকার হয়। যথা,—সমান গোত্র—মাতা ও পিতা=মাতা-পিতা; পিতা ও পুত্র=পিতা-পুত্র। সমান বিদ্যা—হোতা ও পোতা=হোতা-পোতা। অন্যত্র, জামাতা ও পুত্র=জামাতৃ-পুত্র।

২৫৯। পতি শব্দ পরে থাকিলে জায়া শব্দ স্থানে বিকল্পে দম্ বা জম্ হয়। যথা,—জায়া ও পতি=জায়াপতি, জম্পতি, দম্পতি।

---

(১) কোন কোন প্রসিদ্ধ পুস্তকে সমাস হইলেও, সমস্ত পদের মধ্যে সংযোজকাদি অব্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যথা,—'ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ সাদর ও সস্নেহ-সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন'; 'যথোচিত সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ-পূর্ব্বক বিদায় লইয়া' ইত্যাদি।

(২) ঋতুর প্রাদুর্ভাব ও নক্ষত্রের উদয়-কৃত বুঝিতে হইবে। সমাক্ষর হইলেই হইবে, অন্যথা হইবে না। যথা,—গ্রীষ্ম-বসন্ত।

(৩) ত্রিপদ দ্বন্দ্বে হইবে না। যথা,—হোতা, পোতা ও যষ্টা—হোতৃ-পোতৃ-যষ্টা।

(৪) কোন মতে পুত্রার্থ শব্দ পরে থাকিলেও হইবে। যথা—দুহিতাত্মজ ইত্যাদি।

২৬০। অহঃ ও নিশা = অহর্নিশ, রাত্রি ও দিবা = রাত্রিন্দিব, কুশ ও লব = কুশী-লব ইত্যাদি পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

তৎপুরুষ। (Determinative)।

২৬১। উত্তর-পদার্থ প্রধান তৎপুরুষ অর্থাৎ যে সমাসে সমস্যমান পদ-দ্বয়ের মধ্যে উত্তর (পর) পদের অর্থ প্রধান-রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহে।

২৬২। তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার। যথা,—দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী তৎপুরুষ। তৎপুরুষ-সমাসে দ্বিতীয়াদি-বিভক্ত্যন্ত পদ প্রায়ই পূর্ব্বে থাকে।

২৬৩। দ্বিতীয়া-বিভক্তি-যুক্ত পদের সহিত পর পদের সমাসকে দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ কহে। যথা,—বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন, (১) শাখাকে গত = শাখা-গত, নিরয়ে গামী = নিরয়গামী ; চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী (২), সতত কাল ব্যাপিয়া সঞ্চরমাণ = সতত-সঞ্চরমাণ ; চিরকাল ব্যাপিয়া অনুকূল = চিরানুকূল ; ঘনরূপে সন্নিবিষ্ট = ঘন-সন্নিবিষ্ট (৩) ; ঐরূপ অবশ্যকর্ত্তব্য ইত্যাদি।

২৬৪ তৃতীয়া-বিভক্তি-যুক্ত পদের সহিত পরপদের সমাসকে তৃতীয়া-তৎপুরুষ কহে। যথা,—সর্প দ্বারা দষ্ট = সর্পদষ্ট (৪) ; স্ব দ্বারা উপার্জ্জিত = স্বোপার্জ্জিত ; তাহা দ্বারা কৃত = তৎকৃত ; শিরোদ্বারা ধার্য্য

---

(১) দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত শ্রিত, অতীত, আপন্ন, প্রাপ্ত, গামী, গত প্রভৃতি পদের দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

(২) ব্যাপ্তি বুঝাইলে কাল-বাচক দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত অন্য পদের দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয়।

(৩) পূর্ব্ব পদ ক্রিয়ার বিশেষণ ও পরপদ কৃৎপ্রত্যয়ান্ত হইলেও দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয়।

(৪) কর্তৃ-বিহিত তৃতীয়ান্ত পদের সহিত কৃদন্ত পদের তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয়।

শিরোধার্য্য ; তুষার দ্বারা মণ্ডিত = তুষার-মণ্ডিত ; অগ্নি দ্বারা দগ্ধ = অগ্নি-দগ্ধ ; স্বভাব দ্বারা সুন্দর = স্বভাব-সুন্দর (১) ; প্রকৃতি দ্বারা মধুর প্রকৃতি-মধুর ; এক দ্বারা ঊন = একোন (২) ; জন দ্বারা শূন্য = জনশূন্য ; ধন দ্বারা হীন = ধনহীন ; শ্রী দ্বারা যুক্ত = শ্রীযুক্ত ; ত্বরা দ্বারা অন্বিত = ত্বরান্বিত ইত্যাদি।

২৬৫। চতুর্থী-বিভক্তি-যুক্ত পদের সহিত পরপদের সমাসকে চতুর্থী-তৎপুরুষ কহে। যথা,—ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত = ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত, সৎপাত্রকে দত্তা = সৎপাত্র-দত্তা, যূপের নিমিত্ত দারু = যূপদারু (৩) ইত্যাদি।

২৬৬। পঞ্চমী-বিভক্তি-যুক্ত পদের সহিত পর পদের সমাসকে পঞ্চমী-তৎপুরুষ কহে যথা,—কারা হইতে মুক্ত = কারা-মুক্ত, সর্প হইতে ভীত = সর্প-ভীত, বাম হইতে ইতর = বামেতর, পদ হইতে চ্যুত = পদচ্যুত, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় = প্রাণ-প্রিয়, উত্তর হইতে উত্তর = উত্তরোত্তর ইত্যাদি।

২৬৭। ষষ্ঠী-বিভক্তি-যুক্ত পদের সহিত পর পদের সমাসকে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ কহে। যথা,—গঙ্গার জল = গঙ্গা-জল (আধারাধেয়ভাব সম্বন্ধ) ; রাজার ধন = রাজধন (স্ব স্বামিত্ব) ; হস্তীর দন্ত = হস্তি-দন্ত (অবয়বাবয়বিত্ব) ; কালীর দাস = কালিদাস (৪) ; কুক্কুটীর অণ্ড = কুক্কুটাণ্ড (৫) ;

---

(১) কলহ, মিশ্র, সুন্দর, মধুর প্রভৃতি শব্দের সহিত তৃতীয়ান্ত পদের তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয়।

(২) ঊনার্থ ও যুক্তার্থ শব্দের সহিত তৃতীয়ান্ত পদের তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয়।

(৩) প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব না থাকিলে হইবে না। রন্ধনের নিমিত্ত স্থালী, এস্থলে প্রকৃতি বিকৃতি-ভাব না হওয়ায় ষষ্ঠী-তৎপুরুষ হইবে।

(৪) সংজ্ঞার্থে কখন কখন ঈপ্ ও আপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হয়।

(৫) অণ্ডাদি শব্দ পরে থাকিলে কুক্কুটী, অজা, ছাগী প্রভৃতি শব্দের পুংবদ্ভাব হয়।

অজার দুগ্ধ=অজদুগ্ধ; ছাগীর দুগ্ধ=ছাগদুগ্ধ; ভ্রূর কুটি=ভ্রূকুটি (১); অহের পূর্ব্ব (পূর্ব্বভাগ)=পূর্ব্বাহ্ণ (২); পথের অর্দ্ধ=পথার্দ্ধ বা অর্দ্ধপথ (৩); পথের রাজা=রাজ-পথ; শ্বর (আগামী দিনের) পর (পরবর্ত্তী দিন)=পরশ্বঃ ইত্যাদি।

২৬৮। সপ্তমী-বিভক্তি-যুক্ত পদের সহিত পর পদের সমাসকে সপ্তমী-তৎপুরুষ কহে। যথা,—জলে পতিত=জল-পতিত; মাসে দেয় (ঋণ)= মাস-দেয়; শাস্ত্রে প্রবীণ=শাস্ত্র-প্রবীণ (৪); রণে পণ্ডিত=রণ-পণ্ডিত; বচনে চতুর=বচন-চতুর; পূর্ব্বাহ্ণে কৃত=পূর্ব্বাহ্ণ-কৃত; নরের মধ্যে অধম =নরাধম (৫); পুরুষ মধ্যে উত্তম=পুরুষোত্তম ইত্যাদি।

নঞ্ সমাস।

২৬৯। নঞ্ শব্দ প্রথমে থাকিয়া পরবর্ত্তী প্রথমা-বিভক্তি-যুক্ত পদের সহিত যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহার নাম নঞ্ (৬) তৎপুরুষ।

২৭০। সমাস-কালে স্বরবর্ণ পরে থাকিলে বিকল্পে নঞ্ স্থানে

---

(১) কুটিশব্দ পরে থাকিলে ভ্রূ স্থানে ভ্রু বা ভৃ আদেশ হয়। যথা,—ভ্রুকুটি, ভৃকুটি।

(২) ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে একদেশবাচী (প্র, পূর্ব্ব, মধ্য, সায়ম্, পর ও অপর) শব্দের পরবর্ত্তী অহন্ শব্দ স্থানে অহ্ন আদেশ হয়।

(৩) পথিন্ প্রভৃতি শব্দের পরবর্ত্তী অর্দ্ধ প্রভৃতি ও শ্ব শব্দের পরবর্ত্তী পর শব্দের পূর্ব্ব-নিপাত হয়। এইরূপ স্থলে ষষ্ঠ্যন্ত পদের পর-নিপাত হয় বলিয়া এই সমাসকে পর-নিপাত কহে। পথার্দ্ধ অর্থে কিয়ৎপরিমাণ পথ ও অর্দ্ধপথ অর্থে ঠিক অর্দ্ধেক পথ।

(৪) শৌণ্ড, প্রবীণ, পণ্ডিত, কুশল, নিপুণ, দক্ষ, সাহসিক, চতুর, ধূর্ত্ত, বিশারদ প্রভৃতি শব্দের সহিত সপ্তম্যন্ত পূর্ব্বপদের তৎপুরুষ সমাস হয়।

(৫) নির্দ্ধার অর্থে বিহিত সপ্তম্যন্ত পদের সহিতই তৎপুরুষ সমাস হয়।

(৬) 'তৎ-সাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥'

সাদৃশ্য, অভাব, অভেদ, অল্পতা, অপ্রশস্ততা, বিরোধ এই ছয় প্রকার অর্থে নঞ্ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,—অব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ-সদৃশ, অপাপ—পাপের অভাব, অঘট—ঘটভিন্ন, অমুদরী—অল্পোদরী, অকেশী—অপ্রশস্তকেশী, অসুর—সুরবিরোধী। নঞ্ শব্দের স্বার্থেও ব্যবহার আছে। যথা,—কূপার (সমুদ্র), অকূপার (সমুদ্র)।

অন্ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে অ হয় (১)। যথা,—ন+উক্ত =অনুক্ত; ন+পেয়=অপেয়। অন্যত্র যথা,—ন+অতিদূর=অনতি-দূর, নাতিদূর; ন+গ=অগ, নগ ইত্যাদি।

উপপদ সমাস।

২৭১। কোন কোন কৃদন্ত পদ উপপদের (২) সহযোগ-ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই সকল উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের সমাসকে উপপদ সমাস কহে।

২৭২। উপপদ সমাসের ব্যাস-বাক্য প্রথমান্ত বহুব্রীহির ন্যায় হয়। যথা,—কুম্ভকে করে যে এই অর্থে কুম্ভকার; এইরূপ জলজ, ভুজগ, আতপত্র, গিরিশ, প্রীতি-প্রদ, ইন্দ্রজিৎ, মৃগাবিৎ (৬৩৯। গ) ইত্যাদি। কৃদন্ত পদ স্বতন্ত্র প্রয়োজ্য হইলে উপপদ সমাস হয় না। যথা—মাতৃ দুগ্ধ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)।

কর্ম্মধারয় (৩) (Appositional)।

২৭৩। বিশেষণ পদের সহিত বিশেষ্য পদের সমাসকে কর্ম্মধারয় কহে। এই সমাসেও পরপদের অর্থ-প্রাধান্য থাকে। সমস্যমান পদ-দ্বয়ের মধ্যে "যে", "অথচ", "এমন", "ই" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকে। যথা,—সৎ যে জন=সজ্জন, রক্ত এমন অশোক =রক্তাশোক ইত্যাদি।

---

(১) 'নাকো নবেদা নকুলশ্চ নক্রো নাসত্য নক্ষত্র নপাচ্চ নভ্রাট্।
নপুংসকং বৈ নমুচির্নখঞ্চ নাদেশমেতেষু বদন্তি ধীরাঃ।'

(২) যে সকল শব্দের পর ট্, ড্, অণ্, ণিন্, ক্বিপ্ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কৃৎ প্রত্যয়ের বিধান আছে, ঐ সকল শব্দকে উপপদ বলে।

(৩) একাধার তৎপুরুষকে কর্ম্মধারয় কহে। শুক্ল ভল্লুক পদে শুক্লত্ব ও ভল্লুকত্ব একাধারে বর্ত্তমান থাকায়, কর্ম্মধারয় সমাস হইল।

২৭৪। পরপদকে বিশেষ্য-রূপে কল্পনা করিয়া দুই বিশেষণ পদেও কর্ম্মধারয় হয়। যথা,—পরম যে ধার্ম্মিক = পরম-ধার্ম্মিক।

২৭৫। অভেদ-কল্পনা স্থলে কখন কখন দুই বিশেষ্য পদে কর্ম্মধারয় হয়। যথা,—দয়াই গুণ = দয়াগুণ, গণ্ডই স্থল = গণ্ডস্থল ইত্যাদি।

২৭৬। একই বিশেষ্যের গুণবাচক হইলে দুই বিশেষণ পদেও কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা,—নীল অথচ উজ্জ্বল = নীলোজ্জ্বল, হৃষ্ট অথচ পুষ্ট = হৃষ্ট-পুষ্ট, প্রিয় অথচ হিত = প্রিয়-হিত।

২৭৭। কর্ম্মধারয় সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পরে থাকিলে, পূর্ব্বস্থিত বিশেষণ শব্দের পুংবদ্‌ভাব হয়। যথা,—শুক্লা প্রতিপদ্ = শুক্ল প্রতিপদ, কৃষ্ণা যে চতুর্দ্দশী = কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ইত্যাদি।

২৭৮। বর্ণ-বাচক পদের সহিত বর্ণ-বাচক পদের কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা,—হরিত অথচ অরুণ = হরিতারুণ ইত্যাদি।

২৭৯। পূর্ব্ব ও উত্তর কাল বুঝাইলে, ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদের কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা,—অগ্রে সুপ্ত পশ্চাৎ উত্থিত = সুপ্তোত্থিত; পূর্ব্বে স্নাত পশ্চাৎ অনুলিপ্ত = স্নাতানুলিপ্ত এইরূপ বদ্ধ-তাড়িত ইত্যাদি।

২৮০। সাধারণ ধর্ম্ম-বাচক পদের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উপমান-বাচক (১) পদের সমাস হয়। যথা—মৃণাল প্রায় ধবল = মৃণাল-ধবল; এইরূপ শিরীষ-সুকুমার, ঘন-শ্যাম, হস্তি-মূর্খ, শশ-ব্যস্ত ইত্যাদি।

---

(১) যাহাদ্বারা উপমা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমান এবং যাহাকে উপমা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমেয় কহে। উপমা বুঝাইবার জন্য প্রায়, ন্যায়, যেমন, যেরূপ, সমান, সদৃশ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

উপমিত সমাস।

২৮১। সাধারণ ধর্ম্মবাচক পদের প্রয়োগ না থাকিলে, উপমান-বাচক পদের সহিত উপমেয় পদের যে সমাস হয়, তাহাকে উপমিত সমাস কহে। এই সমাসে কেবল উপমেয় পদে উপমানের সাদৃশ্য বোধ হয়। যথা,—মুখ কমল সদৃশ=মুখ-কমল, মুখ চন্দ্রপ্রায়=মুখ-চন্দ্র, পুরুষ পুঙ্গব (১) প্রায়=পুরুষ-পুঙ্গব, নর সিংহপ্রায়=নর-সিংহ ইত্যাদি।

রূপক সমাস।

২৮২। যে সমাসে উপমেয় পদে উপমানের আরোপ হইয়া থাকে, তাহাকে রূপক-সমাস কহে। যথা,—মুখরূপ চন্দ্র=মুখচন্দ্র, বিদ্যারূপ রত্ন=বিদ্যারত্ন।

২৮৩। কখন কখন ষষ্ঠী বিভক্তিও রূপ-শব্দ-বোধক হয়। যথা,—"শোকের ঝড় বহিল সভাতে" শোকের ঝড় অর্থাৎ শোকরূপ ঝড়।

২৮৪। উপমান-উপমেয়ে অভেদ কল্পনা হইলে রূপক হয়। অতিসাম্য-বশতঃ এই অভেদের কল্পনা হইয়া থাকে। ভিন্ন জাতীয় বস্তুদ্বয়ের অতি-সাম্য-প্রদর্শনার্থ যে অভেদের আরোপ হয়, তাহাকে রূপক কহে। বিশেষণ উপমান গত হইলে রূপক, উপমেয়-গত হইলে উপমিত এবং উভয়-গত হইলে উভয়ের সঙ্কর হইবে। অর্থাৎ যে স্থলে উপমানের অর্থ-প্রাধান্য আছে, সেখানে রূপক, যে স্থলে উপমেয়ের অর্থ-প্রাধান্য আছে, সেখানে উপমিত এবং যে স্থলে উভয়ের অর্থ-প্রাধান্য আছে, সেখানে উভয়ের সঙ্কর হইবে। যথাক্রমে উদাহরণ যথা,—বিকসিত মুখপদ্ম,

---

(১) "স্যুরুত্তরপদে ব্যাঘ্র-পুঙ্গবর্ষভ-কুঞ্জরাঃ। সিংহ-শার্দ্দূল-নাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ। ব্যাঘ্র-পুঙ্গব, ঋষভ, কুঞ্জর, সিংহ, শার্দ্দূল, নাগ প্রভৃতি শব্দ, শব্দের পরে বসিলে শ্রেষ্ঠার্থ বুঝায়। যথা,—পুরুষ-সিংহ অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ।

সহাস্য মুখ-পদ্ম ও রমণীয় মুখ-পদ্ম। বিকসিত মুখ-পদ্ম স্থলে বিকাস-ধর্ম্ম উপমান পদ্ম-গত হওয়ায় রূপক, সহাস্য মুখ-পদ্ম-স্থলে হাস উপমেয় মুখ-গত হওয়ায় উপমিত এবং রমণীয় মুখ-পদ্ম স্থলে রমণীয়তা, উপমান পদ্ম ও উপমেয় মুখ, উভয়-গত হওয়ায়, উভয়ের সঙ্কর অর্থাৎ রূপক ও উপমিত উভয় সমাসই হইতে পারে।

অলুক্ সমাস।

২৮৫। সমাসে কোন কোন স্থলে পূর্ব্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না (১)। এইরূপ সমাসকে অলুক্-সমাস কহে।

২৮৬। তৎপুরুষে সপ্তমীর লুকের স্থিরতা নাই। কোন স্থানে লুক্ (লোপ) হয়, কোন স্থানে হয় না, এবং কোথাও বা বিকল্পে হয়। যথা,—

লুক্—গৃহস্থ, মধ্যস্থ ইত্যাদি। অলুক্—যুধিষ্ঠির, অন্তেবাসী ইত্যাদি।

বিকল্প—বনেচর, বনচর; খেচর, খচর ইত্যাদি।

২৮৭। কোন কোন স্থলে তৎপুরুষে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—বাচস্পতি, গোষ্পদ, ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি।

২৮৮। অলুক্ সমাসের যে সকল উদাহরণ প্রদর্শিত হইল, তৎসমস্ত সংস্কৃতানুযায়ী। বাঙ্গালা ভাষায় অলুক্ সমাসের উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং উক্ত পদ সকল বাঙ্গালা ভাষায় নিপাতন-সিদ্ধ বলাই সঙ্গত।

মধ্য-পদ-লোপি-কর্ম্মধারয়।

২৮৯। কর্ম্মধারয় সমাসে কখন কখন সমস্যমান দুই পদই বিশেষ্য এবং ব্যাস-বাক্যে উভয়ের মধ্যে নামক, মিশ্রিত, অধিক, আরূঢ় প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকে। সমাস-কালে ঐ মধ্যপদের লোপ হয়, এই জন্য

(১) কোন্ কোন্ স্থলে লোপ হয় না, তাহা শিষ্ট-প্রয়োগ দেখিয়া জানিতে হইবে।

ইহাকে মধ্য-পদ-লোপি-কর্ম্মধারয় (১) সমাস কহে। যথা,—প্রস্রবণ নামক গিরি = প্রস্রবণ-গিরি, পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন, এক অধিক ত্রিংশৎ = একত্রিংশৎ ইত্যাদি।

২৯০। এই সমাসে দশ, বিংশতি, ত্রিংশৎ শব্দ পরে থাকিলে দ্বি, ত্রি ও অষ্টন্ শব্দের স্থানে যথাক্রমে দ্বা, ত্রয়ঃ ও অষ্টা আদেশ হয় এবং চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি ও নবতি শব্দ পরে বিকল্পে হয়। যথা, —দ্ব্যধিক দশ = দ্বাদশ, ত্র্যধিক দশ = ত্রয়োদশ, অষ্টাধিক দশ = অষ্টাদশ, দ্ব্যধিক বিংশতি = দ্বাবিংশতি, ত্র্যধিক ত্রিংশৎ = ত্রয়স্ত্রিংশৎ, দ্ব্যধিক চত্বারিংশৎ = দ্বাচত্বারিংশৎ, দ্বিচত্বারিংশৎ ইত্যাদি।

২৯১। অশীতি শব্দের সহিত দ্বি, ত্রি ও অষ্টন্ শব্দের সমাস হইলে যথাক্রমে দ্ব্যশীতি ত্র্যশীতি ও অষ্টাশীতি পদ হয়।

২৯২। এক ও ষষ্ শব্দের সহিত দশ শব্দের সমাস হইলে যথাক্রমে একাদশ ও ষোড়শ পদ নিপাতনে হয়। যথা,—একাধিক দশ = একাদশ, ষড়ধিক দশ = ষোড়শ।

দ্বিগু (Numeral)।

২৯৩। সংখ্যা-পূর্ব্বক কর্ম্মধারয়কে দ্বিগু সমাস (২) বলে।

২৯৪। দ্বিগু সমাসে পাত্র, যুগ, ভুবন প্রভৃতি ভিন্ন অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয় এবং ঐ ঈবন্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা—ত্রিপদী, চতুষ্পদী, পঞ্চবটী, শতাব্দী, ত্রিলোকী। পাত্রাদি যথা,—পঞ্চপাত্র, চতুর্যুগ, ত্রিভুবন। পঞ্চন্ ও দশন্ শব্দের সহিত মূল শব্দের সমাস হইলে বিকল্পে ঈ হয়। যথা,—দশমূলী, দশমূল।

---

(১) ঈদৃশ স্থানে প্রথম বিশেষ্যটি বিশেষণ-স্থানীয়, তজ্জন্য ইহাকে কর্ম্মধারয় বলা হয়।

(২) এই সমাসে পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাবাচক শব্দ, পরপদের বিশেষণ-স্বরূপ হইয়া (সমাহার) এককালে তদ্বোধক বস্তুর বোধ জন্মাইয়া থাকে।

২৯৫। ত্রি শব্দের সহিত ফল শব্দের সমাস হইলে আকারান্ত হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা,—ত্রিফলা।

২৯৬। দ্বিগু সমাসের পরস্থিত নদী শব্দের ঈ স্থানে অ এবং অহন্ শব্দের ন্-কারের লোপ হয়। যথা,—পঞ্চনদ, সপ্তাহ, দ্ব্যহ, ত্র্যহ।

বহুব্রীহি (Relative)।

২৯৭। অন্য-পদার্থ-প্রধান বহুব্রীহি অর্থাৎ যে কয়েক পদে সমাস করা যায়, তাহাদের প্রতিপাদ্য পদার্থ না বুঝাইয়া তদর্থ বিশিষ্ট অন্য পদার্থের বোধ জন্মিলে বহুব্রীহি (১) হয়। বহুব্রীহি সমাসান্ত পদ বিশেষণ হয়। এই সমাসের ব্যাস-বাক্যে একটি যদ্ শব্দের পদ প্রয়োগ করিতে হয়।

২৯৮। বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ পদ ও সপ্তম্যন্ত পদ প্রায়ই পূর্ব্বে থাকে। যথা,—শীর্ণ কলেবর যাহার=শীর্ণ-কলেবর, প্রসন্ন সলিল যাহার (যে নদীর)=প্রসন্ন-সলিলা, দশ আনন যাহার=দশানন, কৃত কর্ম্ম যাহা দ্বারা=কৃত-কর্ম্মা, কৃত অঞ্জলি যাহা দ্বারা=কৃতাঞ্জলি, গলৎ অশ্রু যাহা হইতে=গলদশ্রু, প্রিয় ভূষণ যাহার (যে স্ত্রীর) প্রিয়ভূষণা (২),

---

(১) বহুব্রীহি সমাস, সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ-ভেদে দুই প্রকার। সমস্যমান পদ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন হইলে তাহাকে সমানাধিকরণ বা সাধিকরণ এবং তাহা না হইলে তাহাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি কহে। যথা—নীল অম্বর যাহার সেই নীলাম্বর (বলরাম); পিণাক পাণিতে যাহার তিনি পিণাক-পাণি (শিব)।

বহুব্রীহি সমাস তদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান ও অতদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান-ভেদে আরও দুই প্রকার; সমস্যমান পদের অর্থ সমাস বাক্যে থাকিলে তদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান হয়। যথা—ত্রি লোচন যাহার ত্রিলোচন (শিব)। তাহার অন্যথা হইলে অতদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান হয়। যথা—হত কংস যাহা দ্বারা হত-কংস (কৃষ্ণ)।

(২) প্রিয় প্রভৃতি শব্দের বিকল্পে পর-নিপাত হয়। যথা,—প্রিয় ভূষণ যাহার (যে স্ত্রীর)=ভূষণ প্রিয়া বা প্রিয়-ভূষণা; এইরূপ ছন্ন মতি যার সে মতিচ্ছন্ন বা ছন্নমতি ইত্যাদি।

ধর্ম্মে বুদ্ধি যাহার=ধর্ম্মবুদ্ধি, পাপে মতি যাহার=পাপ-মতি, শূল পাণিতে যাহার=শূল-পাণি (১), শিলী মুখে যাহার=শিলী-মুখ ইত্যাদি।

২৯৯। বহুব্রীহি সমাসে কখন কখন উত্তর পদের লোপ হয়। যথা,—মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যাহার (যে স্ত্রীর) সে মৃগনয়না ('নয়ন' এই উত্তরপদের লোপ হইয়াছে); বিদ্যুতের আভার ন্যায় আভা যাহার তাহা বিদ্যুদাভ; গোর অক্ষির ন্যায় গোলাকার যাহা তাহা গবাক্ষ; গজের আননের ন্যায় আনন যাহার সে গজানন ইত্যাদি।

৩০০। বহুব্রীহি সমাসে কখন কখন মধ্যপদের লোপ হয়। যথা,—শূর্প সদৃশ নখ যাহার (যে স্ত্রীর) সে শূর্প ণখা ('সদৃশ' এই মধ্যপদের লোপ হইয়াছে); পদ্ম সদৃশ (সুন্দর) লোচন যাহার সে পদ্মলোচন ইত্যাদি।

৩০১। বহুব্রীহি সমাসে পরবর্ত্তী ধনুঃ শব্দ স্থানে ধন্বন্ ও ধর্ম্ম শব্দ স্থানে ধর্ম্মন্ আদেশ হয় (২)। যথা,—সু (সুন্দর) ধনুঃ যাহার সে সুধন্বা, ঐরূপ, গাণ্ডীব-ধন্বা; সমান ধর্ম্ম যাহার সে সমান-ধর্ম্মা ইত্যাদি।

৩০২। বহুব্রীহি সমাসে সহ স্থানে বিকল্পে স হয়। যথা—সহ (সমান) উদর যাহার সে সোদর, সহোদর। সাগ্নি, সাঙ্গ ইত্যাদি স্থলে নিত্যই স হয়।

৩০৩। বহুব্রীহি সমাসে নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ ঈকারান্ত ও ঊকারান্ত শব্দ, ঋকারান্ত শব্দ ও উরস্ প্রভৃতি (৩) শব্দের উত্তর ক হয়। যথা—মৃত পত্নী যাহার সে মৃত-পত্নীক; প্রোষিত ভর্ত্তা যাহার (যে স্ত্রীর) সে

---

(১) প্রহরণার্থক পদের সহিত সমাস হইলে সপ্তম্যন্ত এবং ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদের পর-নিপাত হয়। প্রহরণার্থক না হইলেও বীণাপাণি, কুশ-হস্ত, শ্রী-কণ্ঠ, বাণী-কণ্ঠ প্রভৃতি স্থলেও পর-নিপাত হয়।

(২) সংজ্ঞা বুঝাইলে বিকল্পে হয়। যথা—পুষ্প ধনুঃ যাহার সে পুষ্প-ধন্বা বা পুষ্পধনুঃ। বাঙ্গালায় ফুলধনু পদেরও প্রয়োগ দেখা যায়।

(৩) উরস্ সর্পিস্, উপানহ, পুম্স্, অনডুহ, পয়স্, নৌ, লক্ষ্মী, দধি, মধু, শালী, নির্ ও নঞ্-পূর্ব্বক অর্থ ইত্যাদি।

প্রোষিত-ভর্তৃকা ; বিশাল উরঃ যাহার সে বিশালোরস্ক, ন (নাই) অর্থ যাহার তাহা অনর্থক ইত্যাদি।

৩০৪। কতকগুলি শব্দের উত্তর বিকল্পে ক হয়। যথা,—অধিক বয়ঃ যাহার সে অধিকবয়স্ক, অধিক-বয়াঃ এইরূপ অন্যমনস্ক, অন্যমনাঃ ইত্যাদি।

৩০৫। পরস্পর একবিধ ক্রিয়া বুঝাইলে পূর্ব্ব পদ আকারান্ত ও পর পদ ইকারান্ত হয়। যথা,—দণ্ড দ্বারা দণ্ড দ্বারা যে যুদ্ধ দণ্ডাদণ্ডি ; ঐরূপ কেশাকেশি, হস্তাহস্তি, মুষ্ট্যামুষ্টি ইত্যাদি।

৩০৬। সু, উৎ. সুরভি ও পূতি শব্দের পরস্থিত গন্ধ শব্দের উত্তর নিত্য এবং উপমান-বাচক শব্দের পরস্থিত গন্ধ শব্দের উত্তর বিকল্পে ই হয়। যথা, –সু (শোভন গন্ধ যাহার=সুগন্ধি (১) ঐরূপ সুরভি-গন্ধি, পূতি-গন্ধি ; পদ্ম-গন্ধি, পদ্ম-গন্ধ ইত্যাদি।

৩০৭। অল্প সংযোগ বুঝাইলে গন্ধ শব্দের উত্তর নিত্য ই হয় ; যথা. —ঘৃত-গন্ধি; (ব্যঞ্জন) দধি-গন্ধি (অন্ন) ইত্যাদি।

৩০৮। বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ পদ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ পদ প্রায়ই পুংলিঙ্গের ন্যায় হয় এবং পরবর্ত্তী স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত শব্দ অকারান্ত এবং গো শব্দের ও স্থানে উ হয়। যথা—ভগ্না শাখা যাহার তাহা ভগ্ন-শাখ, বীতা স্পৃহা যাঁহার তিনি বীতস্পৃহ ; শীতা গো (কিরণ) যাহার সে শীতগু (চন্দ্র) ইত্যাদি।

৩০৯। বহুব্রীহি সমাসে দ্বি ও অন্তর্ শব্দের এবং সম্ ও প্রতি উপসর্গের পরবর্ত্তী অপ্ শব্দের অ স্থানে ঈ আদেশ হয়। সমস্ত পদ অকারান্ত হয়। যথা, দ্বি (দুই দিকে) অপ যাহার তাহা দ্বীপ, অন্তর্ অপ্ যাহার তাহা অন্তরীপ, এইরূপ সমীপ, প্রতীপ ইত্যাদি। অনূপ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ।

---

(১) নিত্য সম্বন্ধে ই হয়, কদাচিৎ সম্বন্ধে হয় না ; যথা,—সুগন্ধি পুষ্প, সুগন্ধ বায়ু।

(১) সংজ্ঞা বুঝাইলে নাভি শব্দের ইকার স্থানে অ হয়। যথা,—পদ্ম নাভিতে যাহার পদ্মনাভ (বিষ্ণু), ঊর্ণা নাভিতে যাহার ঊর্ণনাভ (মাকড়সা)। ঊর্ণা শব্দের আকার হ্রস্ব হয়। সংজ্ঞা না বুঝাইলে যথা,—গভীর-নাভি ইত্যাদি।

(২) জায়া শব্দ স্থানে জানি আদেশ হয়। যথা,—যুবতী জায়া যাহার সে যুবজানি ঐরূপ সীতাজানি ইত্যাদি।

(৩) নঞ্, দুর্, সু শব্দের পরস্থিত প্রজা ও নঞ্, দুর্, সু, মন্দ ও অল্প শব্দের পরস্থিত মেধা শব্দের উত্তর অস্ হয়। যথা.—যাহার প্রজা নাই সে অপ্রজাঃ; যাহার মেধা নাই সে অমেধাঃ ইত্যাদি।

(৪) ঈপ্ পরে বিষ্ণু, কুম্ভ প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত পাদ শব্দ স্থানে পদ্ আদেশ হয়। যথা,—বিষ্ণুর পাদ হইতে উৎপত্তি যাহার (যে স্ত্রীর) সে বিষ্ণুপদী ইত্যাদি। অন্যত্র যথা, বিষ্ণুপাদ।

(৫) সংখ্যাবাচক শব্দ, সু ও উপমান-বাচক শব্দের উত্তর পাদ শব্দের স্থানে পাৎ আদেশ হয়। কিন্তু হস্ত্যাদির উত্তর হয় না। যথা,—সহস্র পাদ যাহার সে সহস্র-পাৎ; ব্যাঘ্রের ন্যায় পাদ যাহার সে ব্যাঘ্র-পাৎ। অন্যত্র হস্তি-পাদ।

(৬) বয়স্ বুঝাইতে সংখ্যাবাচক শব্দের পরস্থিত দন্ত শব্দ স্থানে দৎ (দতৃ) আদেশ হয়। এবং সংজ্ঞা বুঝাইতে স্ত্রীলিঙ্গে দন্ত স্থানে দৎ হয়। যথা—দ্বি দন্ত যাহার (যে বৎসতরীর) সে দ্বিদতী; সু দন্ত যাহার (যে স্ত্রীর) সে সুদতী। অন্যত্র সমদন্তী।

(৭) দ্বি, ত্রি, শব্দের পরবর্ত্তী মূর্দ্ধন্ শব্দের উত্তর ষ হয়, অ থাকে। অ-পরে অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয়। যথা,—দ্বি মূর্দ্ধা যাহার সে দ্বি-মূর্দ্ধ; অন্যত্র যথা,—বহুমূর্দ্ধা ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব (Indeclinable)।

৩১০। পূর্ব্ব-পদার্থ প্রধান অব্যয়ীভাব অর্থাৎ যে সমাসে পূর্ব্ব পদের অর্থ প্রধান-রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস কহে। এই সমাসে প্রায়ই অব্যয় শব্দ পূর্ব্বে থাকে।

৩১১। অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যয় শব্দ বিভক্তির অর্থ, বীপ্সা, সামীপ্য, পর্য্যন্ত যোগ্যতা, অনতিক্রম, পশ্চাৎ বা অভাব প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

বিভক্তির অর্থে——ভূতকে অধি অর্থাৎ অধিকার করিয়া অর্থে অধিভূত ঐরূপ অধ্যাত্ম · উষায় প্রত্যূষ (১)।

বীপ্সা——দিনে দিনে প্রতিদিন, গৃহে গৃহে প্রতিগৃহ, ক্ষণে ক্ষণে অনুক্ষণ।

সামীপ্য——কূলের সমীপে উপকূল।

পর্য্যন্ত——জানু পর্য্যন্ত আজানু, সমুদ্র পর্য্যন্ত আসমুদ্র।

যোগ্যতা——রূপের যোগ্য অনুরূপ।

অনতিক্রম——শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া যথাশক্তি, এইরূপ যথাকাল, যথাবিধি, যথার্থ।

পশ্চাৎ——অর্থের পশ্চাৎ অন্বর্থ।

অভাব——বিঘ্নের অভাব নির্ব্বিঘ্ন, মক্ষিকার অভাব নির্ম্মক্ষিক (২)।

আধিক্য——ঋদ্ধির আধিক্য সমৃদ্ধি।

৩১২। অব্যয়ীভাব সমাসে, সম্, পরস্, প্রতি, অনু শব্দের পরবর্ত্তী অক্ষি শব্দের উত্তর অ হয়। অ-পরে ইকারের লোপ হয়। যথা,—অক্ষির প্রতি প্রত্যক্ষ, অক্ষির পরঃ পরোক্ষ, অক্ষির সমীপে সমক্ষ ইত্যাদি।

---

(১) সমাসে কতকগুলি অন্ ও অস্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর অ হয়। অ পরে থাকিলে অন্ত্য স্বরাদি বর্ণের লোপ হয়। যথা,—অধিরাজ, অনুলোম ; প্রত্যূষ ইত্যাদি।

(২) অব্যয়ীভাব সমাসে আকারান্ত শব্দ অকারান্ত হয়। যথা,—গঙ্গার অনু—অনুগঙ্গ ইত্যাদি।

৩১৩। ভূমির সমত্ব সমভূমি, দক্ষিণকে প্রগত প্রদক্ষিণ প্রভৃতি পদ অব্যয়ীভাব সমাসে নিপাতন-সিদ্ধ।

নিত্য সমাস।

৩১৪। যে সমাসের বিগ্রহ-বাক্যে সমস্যমান পদ দ্বারা অর্থ-প্রকাশ হয় না, অন্য পদ দ্বারা অর্থ প্রকাশ করিতে হয়, তাহাকে নিত্য সমাস কহে। যথা,—অন্য গৃহ = গৃহান্তর, ঈষৎ পিঙ্গল = আপিঙ্গল, কেবল জল = জলমাত্র, অধিক ঈশ্বর = অধীশ্বর, দুষ্ট জন = দুর্জ্জন, অত্যন্ত মধুর = সুমধুর ইত্যাদি।

৩১৫। নিত্য সমাসে সমস্ত পদ যদি কোন পুংলিঙ্গ শব্দের বোধক হয়, তাহা হইলে শেষ-স্থিত আকারান্ত শব্দ অকারান্ত হয়। যথা,—বেলাকে উৎক্রান্ত = উদ্বেল, শৃঙ্খলাকে উৎক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি।

যে যে পদে যে যে সমাসের বিধান হইল, সেই সেই পদে প্রয়োগানুসারে অন্য সমাসও হইয়া থাকে। বাক্যের মধ্যে সমস্ত পদ যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, তদনুসারে তাহার ব্যাস-বাক্য হইবে। "রামেশ্বর পদের অর্থানুসারে ইহাতে কখন 'ষষ্ঠী তৎপুরুষ' কখন 'বহুব্রীহি', কখন বা 'কর্ম্মধারয়' সমাস হইতে পারে। এইরূপ যথার্থ, অন্বর্থ, সমৃদ্ধি প্রভৃতি পদ সমাস-বিশেষের মধ্যে লিখিত থাকিলেও "যথাভূত অর্থ যাহার তাহা যথার্থ", "অনুগত অর্থ যাহার তাহা অন্বর্থ", "সম্যক্ ঋদ্ধি সমৃদ্ধি" এই রূপ বাক্য-ভেদে অন্যান্য স্থলেও ভিন্ন ভিন্ন সমাস করা যায়।

সমাসের পরিশিষ্ট।

৩১৬। সমাসে পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষণ-ভাবাপন্ন মহৎ (১) শব্দ স্থানে মহা

(১) অন্যত্র যথা,—মহতের আশ্রয় = মহদাশ্রয় ইত্যাদি।

আদেশ হয়। যথা,—মহান্ যে পুরুষ=মহাপুরুষ, মহৎ যে ধনুঃ= মহাধনুঃ, মহৎ মূল্য যাহার=মহামূল্য, মহতী মতি যাহার=মহামতি ইত্যাদি।

৩১৭। তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয় ও দ্বিগু সমাসে রাজন্, অহন্ ও সখি শব্দের উত্তর ষ্ হয়। অ থাকে, অ পরে অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয়। যথা,—মহান্ রাজা=মহারাজ, পর যে অহঃ=পরাহ, প্রিয় যে সখা= প্রিয়সখ। কিন্তু মধ্য প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত অহন্ শব্দ স্থানে অহ্ন আদেশ হয়। যথা,—মধ্যাহ্ন ইত্যাদি।

৩১৮। চক্ষু না বুঝাইলে অক্ষি শব্দের উত্তর ষ হয়, অ থাকে। যথ—গোর অক্ষি প্রায় গবাক্ষ। অন্যত্র যথা,—বিপ্রাক্ষি।

বহুব্রীহি সমাসে অক্ষি শব্দের উত্তর ষ হয়, অ থাকে। যথা,— বিশাল অক্ষি যাহার সে বিশালাক্ষ ইত্যাদি।

৩১৯। সংখ্যাবাচক শব্দ, অব্যয় শব্দ অংশবোধক পূর্ব্বাদি শব্দ ও বর্ষা, সঙ্খ, অহন্, পুণ্য ও দীর্ঘ শব্দের পরবর্ত্তী রাত্রি শব্দের উত্তর অ হয়। যথা,—সপ্ত রাত্রির সমাহার—সপ্তরাত্র; রাত্রির পূর্ব্ব ভাগ—পূর্ব্বরাত্র; বর্ষার রাত্রি—বর্ষা-রাত্র এইরূপ অহোরাত্র, দিবারাত্র ইত্যাদি।

৩২০। পুরুষ ও পথিন্ শব্দ পরে থাকিলে কু শব্দ স্থানে বিকল্পে কা হয়। যথা,—কুৎসিত যে পুরুষ=কাপুরুষ, কুপুরুষ।

৩২১। স্বরবর্ণ এবং রথ ও তৃণ শব্দ পরে থাকিলে কু স্থানে কৎ আদেশ হয়। যথা,—কু যে অন্ন=কদন্ন। কু এমন অর্য্য=কদর্য্য ইত্যাদি।

৩২২। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে দিব্ শব্দের স্থানে দ্যু আদেশ হয়। যথা,—দিব লোক=দ্যুলোক ইত্যাদি।

৩২৩। সমাসান্ত পথিন্, অপ্, পুর্ শব্দের উত্তর অ হয়;

অ পরে পথিন্ শব্দের অন্ত্যস্বরাদিবর্ণের লোপ হয়। যথা,—জলে পন্থা= জলপথ, বিরুদ্ধ পন্থা=বিপথ, অন্তর্ অপ্ যাহার তাহা অন্তরীপ ইত্যাদি।

৩২৪। তব্য, অনীয় ও য প্রত্যয়ান্ত পদ পরে থাকিলে অবশ্যম্ শব্দের ম্কারের কখন কখন লোপ হয়। যথা,—অবশ্যম্ কর্ত্তব্য= অবশ্য-কর্ত্তব্য। অন্যত্র যথা, —অবশ্যম্ভাবী।

৩২৫। সংজ্ঞা বুঝাইলে বিশ্ব শব্দের অকারের বৃদ্ধি হয়। যথা,— বিশ্বের মিত্র বিশ্বামিত্র, ঐরূপ বিশ্বাবসু, বিশ্বানর।

৩২৬। সংজ্ঞা বুঝাইলে উদক শব্দ স্থানে উদ আদেশ হয়। যথা,— ক্ষীর উদক যাহার ক্ষীরোদ, অচ্ছ উদক যাহার তাহা অচ্ছোদ ইত্যাদি।

ধি শব্দ পরে থাকিলে উদক স্থানে উদ আদেশ হয়। যথা,—উদধি।

৩২৭। পক্ষ, তীর্থ, পত্নী, বন্ধু, পিণ্ড প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে সমান স্থানে স আদেশ হয়। যথা,—সপক্ষ, সতীর্থ ইত্যাদি।

৩২৮। রূপ গোত্র, বর্ণ, ধর্ম্ম, জাতীয়, উদর্য্য প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে সমান স্থানে বিকল্পে স হয়। যথা, সমান রূপ যাহার=সরূপ, সমানরূপ ইত্যাদি।

৩২৯। সমাসে পূর্ব্বস্থিত ন্কারান্ত শব্দের ন্কারের লোপ হয়। যথা,—ধনী জন=ধনি-জন, রাজার বংশ=রাজ-বংশ, গুণীর গণ= গুণি-গণ, জ্ঞানী যে জন, জ্ঞানি-জন, মহিমার সাগর=মহিম-সাগর, মহাত্মার গণ=মহাত্ম গণ ইত্যাদি।

৩৩০। দন্তাদি শব্দ পরে থাকিলে শ্বন্ শব্দের ন্ লোপ ও উপান্ত্য স্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—শ্বার দন্তের ন্যায় দন্ত যাহার=শ্বাদন্ত, শ্বার পদের ন্যায় পদ যাহার শ্বাপদ ইত্যাদি।

৩৩১। সমাসে বস্ ভাগান্ত শব্দ পূর্ব্ব পদ হইলে বসের স্ স্থানে ঃ এবং শ্কারান্ত শব্দের শ্ স্থানে ক্ হয়। যথা,—বিদ্বস্+কুল=

বিদ্বৎকুল, এইরূপ বিদ্বজ্জন; দিক্ (দিশ্) অম্বর যাঁহার তিনি দিগম্বর।

৩৩২। সংজ্ঞা বুঝাইলে অষ্টন্ শব্দ স্থানে অষ্টা আদেশ হয়। যথা,—অষ্টন্ (অষ্ট ধাতুমধ্যে) পদ (শ্রেষ্ঠ) যাহা=অষ্টাপদ (স্বর্ণ), অষ্ট (অষ্টাঙ্গ), বক্র যাহার—অষ্টাবক্র ইত্যাদি।

চৌর বুঝাইলে তস্কর (তৎ অর্থাৎ তাহা করে যে); সংজ্ঞা বুঝাইলে বৃহস্পতি (বৃহৎ অর্থাৎ বাক্যের পতি); বনের পতি—বনস্পতি প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

বাঙ্গালা সমাস।

৩৩৩। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত বা অপভ্রষ্ট সংস্কৃত পদের সহিত বাঙ্গালা পদের এবং বাঙ্গালা পদের সহিত অন্য ভাষা হইতে গৃহীত পদের সমাস দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা ভাষায় এক পদের সহিত অন্য পদের সমাস করিলে প্রথম পদের অন্ত্য বা পর পদের আদ্য বর্ণের প্রায়ই লোপ হয়।

দ্বন্দ্ব—বাপ ও বেটা—বাপ-বেটা, এইরূপ মেয়ে-ছেলে বা ছেলে-মেয়ে, চাল-দাল, পথ-ঘাট, কম-বেশী, বৌ-বেটা, জল-কাদা, ধোওয়া-পোঁছা ইত্যাদি।

তৎপুরুষ—২য়া—আধ্ (অৰ্দ্ধভাবে) পোড়া—আধ-পোড়া, ঐরূপ আধ-সিদ্ধ, আধ-মরা।

৩য়া—রূপা দ্বারা বাঁধান—রূপা-বাঁধান, ঐরূপ তুলি-আঁকা ঢেঁকি-ছাঁটা, দা-কাটা, মন-গড়া, মধু-মাখা, বিষ-পোরা, হাত-গড়া, চূণ-মাখা।

৪র্থী—পারাণীর নিমিত্ত কড়ি—পারাণী-কড়ি, বিয়ের নিমিত্ত পাগলা—বিয়ে-পাগলা।

৫মী—গাছ হইতে পাড়া—গাছ-পাড়া, আগা হইতে গোড়া—আগা-গোড়া, বিলাত হইতে ফেরত—বিলাত-ফেরত।

৬ষ্ঠী—ঠাকুরের পো—ঠাকুরপো, ঠাকুরের ঝি—ঠাকুরঝি, ঐরূপ মৌ-চাক, ফুল-বাগান, ডাক-গাড়ী, রান্না-ঘর, মাল-গাড়ী।

৭মী—গাছে পাকা—গাছ-পাকা, ঘরে গড়া—ঘর-গড়া, মনে মরা—মন-মরা।

নঞ্—ন কাল—আকাল, ন লক্ষ্মী–আলক্ষ্মা, ন কেজো—অকেজো।

উপপদ—গালকে ভরে যে—গাল-ভরা, ঐরূপ বর্ণ-চোরা, মন-চোরা, ছেলে ধরা, ঘর-পোড়া, ধামা-ধরা, গায়ে-পড়া, ভুঁই-ফোঁড়, হাত-ধরা, হাঁ-করা।

কর্ম্মধারয়—দুই দিক—দুদিক।

রূপক উপমিত—বাবাই জীবন—বাবাজীবন, (বাবাজী বা বাপাজী,) চাঁদের ন্যায় মুখ—চাঁদমুখ, গজের দাঁতের তুল্য দাঁত—গজদাঁত।

পর নিপাত—সিদ্ধ আলু—আলুসিদ্ধ, পড়া তেল—তেলপড়া, ভাজা মাছ—মাছ-ভাজা, এক খান—খানেক।

মধ্যপদ-লোপী—জলে থাকার মত জিয়ন্ত—জলজিয়ন্ত, হাতে টানা পাখা—হাতপাখা, টানে চালিত পাখা—টানাপাখা, মৌ সঞ্চয়ী মাছি—মৌমাছি।

দ্বিগু—ত্রি মোহানার সমাহার—ত্রি-মোহনী, চৌমাথার সমাহার—চৌমাথা, তিন মাথার সমাহার—তেমাথা।

বহুব্রীহি সমাসে অন্ত্যপদে এ বা ও যুক্ত হয়। যথা,—গঙ্গাজল লইয়া শপথ করে যে সে গঙ্গাজলে, খাটচুল যাহার সে খাটচুলো, কটা চোক যাহার সে কটাচোকো, চিরুণীর ন্যায় দাঁত যাহার সে চিরুণ দেঁতো, দুই পা যাহার সে দোপেযে, দুইমুখ যাহার সে দোমুখো, পাঁচসের পরিমাণ যাহার তাহা পাঁচসেরী বা পশুরী, আট মাস বয়সে প্রসূত যে সে আটাসে, বিশ গজ পরিমাণ যাহার তাহা বিশগজী বা বিশগজা, অল্প আয়ু যাহার সে অল্পেয়ে, হত ভাগ্য যাহার সে হতভাগা, কাল মুখ যাহার সে কালামুখো, গজের দাঁতের ন্যায় দাঁত যাহার সে গজদেঁতো, নাক কাটা যাহার সে নাককাটা, কান কাটা যার সে কানকাটা, পেট মোটা যার সে পেটমোটা, নাই বুঝ যাহার সে অবুঝ, নাই সুমার (পরিমাণ) যাহার তাহা অসুমার, বিগত তাল যাহার সে বেতালা, নাই বন্দোবস্ত যাহার তাহা বেবন্দোবস্ত, বদ্ধ দম (শ্বাস প্রশ্বাস) যাহার সে বেদম, পেট ভাতে থাকে যে, সে পেটভেতো, নাই নাম যাহাতে তাহা বেনামী, দুই (কৃশতা-স্থূলতা) হারায় যে সে দোহারা।

অব্যয়ীভাব—মণপ্রতি—মণকরা, জনপ্রতি—জনপিছু, মিলের অভাব—গরমিল বা অমিল, হাজিরের অভাব গরহাজির।

বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভাষা মিশ্রিত সমস্ত পদ যথা—জজ-আদালত, পুলিশ-সাহেব, ষ্টাম্প-কাগজ, জেল-দারোগা, জল-সাগু, দুধ-সাগু, টিকিট-ঘর ইত্যাদি।

অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী।

১। নিম্নলিখিত সমস্ত পদগুলির ব্যাসবাক্য ও সমাসের নাম লিখ।

স্বার্থশূন্য, ভয়-কম্পিত-কলেবরে, চরণারবিন্দ, সুষুপ্তি-সম্ভূত, ছায়াবৃক্ষ পর্ণকুটীর, গতাসু-প্রায়, রাজাধিরাজ, বদ্ধাঞ্জলিপুটে, হেমপীঠ, আদ্যোপান্ত।

২। নিম্নলিখিত ব্যাসবাক্যে যে যে পদ হইবে লিখ।

পাঠে নিবিষ্ট মনঃ যাহার, কায়ের অর্দ্ধ, জীবন পর্য্যন্ত, অর্দ্ধভাবে উত্থিত জন্ম অবচ্ছিন্ন যাহাতে, বাল বৃদ্ধ ও বনিতা, আমাদের মত বিধা যাহার, নিদ্রা হইতে উত্থিত, দুর (মন্দ) বিপাক (পরিণাম) যাহার, কঙ্কাল অবশিষ্ট যাহার, বিদ্বান্ জন, একদ্বারা উন, স্নানের নিমিত্ত উদক, জামাতার যত্ন, মহতী মায়া যাহার (যে স্ত্রীর,), ন (নাই) যত্ন-

যাহাতে (যে ক্রিয়াতে), চন্দ্র (সুখস্পর্শ) আতপ (কিরণ) যাহাদ্বারা তাঁহা, সম্ (সম্যক্ চরিতার্থ) কাম (বাসনা) যাহার, দ্রষ্টুম্ (দেখিবার নিমিত্ত) কাম (বাসনা) যাহার (১). প্রতিগত ফল, প্রতিগত ধ্বনি, মুখের অভিগত, গুণে উত্তম, গুণে অধম, দন্ত-সমূহের রাজা. প্রকৃষ্টরূপে ফুল্ল, তিনি কর্ত্তা যাহার।

৩। দুই পদের সমাস-স্থলে কোন্ সমাসে পূর্ব্ব পদের প্রাধান্য, কোন্ সমাসে পর পদের প্রাধান্য, কোন্ সমাসে উভয় পদেরই প্রধান্য থাকে? এবং কোন্ সমাসে কোন পদেরই প্রাধান্য থাকে না? প্রত্যেকের এক একটি উদাহরণ লিখ।

তদ্ধিত (Nominal Affix)।

৩৩৪। ণকার ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে শব্দের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয় (২)। যথা,—শিব—শৈব।

৩৩৫। তদ্ধিত প্রত্যয়ের য বা স্বরবর্ণ পরে থাকিলে শব্দের অন্ত-স্থিত অ, আ, ই, ঈ এই চারি বর্ণের লোপ ও অন্তস্থিত উবর্ণের গুণ হয় এবং অব্যয় শব্দের (৩) অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয়।

৩৩৬। তদ্ধিত প্রত্যয়ের ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে ন্কারান্ত শব্দের ন্কারের লোপ হয়। যথা,—রাজন্—রাজ্য ইত্যাদি।

---

(১) মনঃ ও কাম শব্দ পরে থাকিলে, সম্ ও তুম্ এর ম্কারের লোপ হয়।

(২) সুভগ, অধিদেব, অধিভূত, পরলোক, সর্ব্বলোক, সুহৃৎ, সদৃশ প্রভৃতি শব্দের উভয় পদের এবং দ্বিবর্ষ, ত্রিবর্ষ, চতুর্ব্বর্ষ, অগ্নি-দেবতা, পিতৃ-দেবতা প্রভৃতি শব্দের দ্বিতীয় পদের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়। ঊর্দ্ধদেহ প্রভৃতি শব্দের বিকল্পে হয়।

'ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা' এস্থলে ত্রৈবার্ষিক শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহাতে ত্রৈবার্ষিক পদের প্রয়োগ অশুদ্ধ হইলেও বহুকালাবধি বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে। ব্যাপ্তি অর্থে ত্রৈবার্ষিক যাগ, অতীত অর্থে ত্রিবার্ষিক গ্রন্থ ইত্যাদি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ণকার ইৎ-কার্য্য সর্ব্বত্র হয় না।

সুহৃদ্ + ষ্ণ্য = সৌহার্দ্দ্য ও সৌহৃদ্য এবং সুহৃদ্—ষ্ণ = সৌহার্দ্দ ও সৌহৃদ পদের প্রয়োগ দেখা যায়।

(৩) বর্ষ—বার্ষিক, পৃথা—পার্থ, অত্রি—আত্রেয়, কুন্তী—কৌন্তেয়; গুরু—গৌরব, অকস্মাৎ—আকস্মিক (আরাৎ প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয় না। যথা,—আরাতীয়, শাশ্বতিক, সৌষ্ঠব ইত্যাদি।

৩৩৭। ঋ, ও, ঔ তিন বর্ণের পরস্থিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের য স্বরবর্ণের ন্যায় কার্য্য করে। যথা,—মাতুল, পঞ্চদশ, ত্রিংশ ইত্যাদি।

৩৩৮। ড ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের এবং বিংশতি শব্দের তি ভাগের লোপ হয়। যথা,—পিত্র্য, গব্য, নাব্য ইত্যাদি।

৩৩৯। ণকারেৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ব্যাকরণ, ন্যায়, দ্বার, ব্যাস, স্বস্তি প্রভৃতি শব্দের আদ্যবর্ণের পরস্থিত য্ ও ব্ স্থানে যথাক্রমে ইয়্ ও উব্ হয় (১)।

৩৪০। কতকগুলি তদ্ধিত প্রত্যয় (২) পরে বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের স্ত্রী-প্রত্যয়ের লোপ হয়।

৩৪১। ষ্ণি।—অপত্য অর্থে সুমিত্রা-দশরথ-প্রভৃতির উত্তর ষ্ণি হয়। ষ্ ও ণ্ ইৎ যায়। যথা—সুমিত্রা + ষ্ণি = সৌমিত্রি, দশরথ + ষ্ণি = দাশরথি, দ্রোণ + ষ্ণি = দ্রৌণি ইত্যাদি।

৩৪২। ষ্ণায়ন।—দক্ষ প্রভৃতির উত্তর অপত্যার্থে ষ্ণায়ন (৩) হয়। ষ্ ও ণ্ ইৎ যায়। যথা—দক্ষ + ষ্ণায়ন = দাক্ষায়ণ, দ্বীপ + ষ্ণায়ন = দ্বৈপায়ন ইত্যাদি।

৩৪৩। ষ্ণ্য।—গর্গ-প্রভৃতির (৪) উত্তর অপত্যার্থে ষ্ণ্য হয়। ষ্ ও ণ্ ইৎ যায়। যথা,—গর্গ + ষ্ণ্য = গার্গ্য, বৎস + ষ্ণ্য = বাৎস্য, চণক + ষ্ণ্য = চাণক্য, জমদগ্নি + ষ্ণ্য = জামদগ্ন্য, দিতি + ষ্ণ্য = দৈত্য ইত্যাদি।

---

(১) ব্যবহার, ব্যায়াম, স্বাগত, স্বঙ্গ, প্রভৃতি শব্দের হয় না।
(২) তর, তম, ইষ্ঠ, ঈয়স্ ইমন্, তা, ত্ব, কল্প ইত্যাদি।
(৩) দক্ষ, শকট, যুগন্ধর, বদর, দ্বীপ, নড় প্রভৃতি।
(৪) গর্গ, বৎস, চণক, তৃক্ষ, মনু, দিতি, যজ্ঞবল্ক, জমদগ্নি, শণ্ডিল, মুদ্গল, ভিষজ ইত্যাদি।

৩৪৪। ষ্ণ।—শিবাদির (১) উত্তর অপত্যার্থে ষ্ণ প্রত্যয় হয়। ষ্ ও ণ্ ইৎ যায়। যথা,—শিব+ষ্ণ=শৈব, কশ্যপ+ষ্ণ=কাশ্যপ, ভৃগু+ষ্ণ=ভার্গব ইত্যাদি।

৩৪৫। ইক্ষ্বাকু+ষ্ণ=ঐক্ষ্বাক, মনু+ষ্ণ্য=মনুষ্য, মনু+ষ্ণ=মানুষ, কেকয়+ষ্ণ+ঈপ্=কৈকেয়ী, কেকয়ী, কেকেয়ী, স্বয়ম্ভু+ষ্ণ=স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি নিপাতন-সিদ্ধ।

৩৪৬। ষ্ণ প্রত্যয় পরে সংখ্যাবাচক শব্দের পরস্থিত মাতৃ শব্দের উত্তর ডুর হয়। ড্ ইৎ যায়। যথা,—দ্বি-মাতৃ+ষ্ণ=দ্বৈমাতুর, ষট্-মাতৃ+ষ্ণ=ষাণ্মাতুর ইত্যাদি।

৩৪৭। ষ্ণ প্রত্যয় পরে কন্যা শব্দ স্থানে কনীন আদেশ হয়। যথা,—কন্যা+ষ্ণ=কানীন।

৩৪৮। ষ্ণেয়।—অপত্যার্থে আপ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং অত্রি প্রভৃতির (২) উত্তর ষ্ণেয় প্রত্যয় হয়। ষ্ ও ণ ইৎ যায়। যথা,—গঙ্গা+ষ্ণেয়=গাঙ্গেয়, অত্রি+ষ্ণেয়=আত্রেয় ইত্যাদি।

৩৪৯। ষ্ণেয় প্রত্যয় পরে থাকিলে মৃকণ্ডু প্রভৃতির অন্তস্থিত উ বর্ণের লোপ হয়। যথা,—মৃকণ্ডু+ষ্ণেয়=মার্কণ্ডেয় ইত্যাদি।

৩৫০। ষ্ণিক।—অপত্যার্থে রেবতী প্রভৃতির উত্তর ষ্ণিক হয়। ষ্ ও ণ্ ইৎ যায়। যথা,—রেবতী+ষ্ণিক=রৈবতিক এইরূপ দ্বারপালিক, আশ্বপালিক ইত্যাদি।

৩৫১। ণীয়।—অপত্যার্থে পিতৃ ও মাতৃ শব্দের পরস্থিত স্বসৃ শব্দের

---

(১) শিবাদি—শিব, ককুৎস্থ, বিশ্রবণ, রবণ, মৃতণ্ড, ঊর্ণনাভ, পৃথা, সপত্নী, কশ্যপ, কুশিক, বিশ্বানর, শরদ্বত, পুনর্ভূ, পুত্র, দুহিতৃ, ভৃগু, মরীচি, বশিষ্ঠ, কুৎস, গৌতম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বসুদেব, যদু, পুরু, কুরু, মনু, দ্রুপদ, পর্ব্বত ইত্যাদি।

(২) অত্রি, বিমাতৃ, মৃকণ্ডু, গঙ্গা প্রভৃতি।

উত্তর ঈয় হয়। ণ্ ইৎ যায়। যথা,—পিতৃস্বসৃ+ঈয়=পিতৃষ্বস্রীয়, ঐরূপ মাতৃষ্বস্রীয়।

৩৫২। অপত্যার্থে যে সকল প্রত্যয় বিহিত হইল, সেই সকল প্রত্যয় এবং ইয়, কণ্, ঈন, ষ্ণীক প্রভৃতি প্রত্যয় অন্যান্য অর্থেও হইয়া থাকে; সকল শব্দের উত্তর সকল প্রত্যয় হয় না। প্রয়োগানুসারে প্রত্যয় করিতে হয়। যথা,—জল সম্বন্ধীয় অর্থে জল+ঈয়=জলীয়, কিন্তু জল+ষ্ণ্য= জাল্য 'জল-সম্বন্ধীয়' অর্থের বোধক হইবে না।

৩৫৩। 'তাহা জানে' বা 'অধ্যয়ন করে' অর্থে—ব্যাকরণ+ষ্ণ= বৈয়াকরণ, ঐরূপ নৈয়ায়িক, তার্কিক, বৈদান্তিক, পৌরাণিক, বৈদিক ইত্যাদি।

৩৫৪। 'তাঁহার উক্ত' বা 'কৃত' অর্থে—ঋষি+ষ্ণ=আর্ষ, পতঞ্জলি +ষ্ণ=পাতঞ্জল, ক্ষুদ্রা+ষ্ণ=ক্ষৌদ্র, মক্ষিকা+ষ্ণ=মাক্ষিক ইত্যাদি।

৩৫৫। 'তদ্দ্বারা রঞ্জিত' অর্থে—মঞ্জিষ্ঠা+ষ্ণ=মাঞ্জিষ্ঠ, হরিদ্রা+ ষ্ণ=হারিদ্র, লাক্ষা+ষ্ণিক=লাক্ষিক ইত্যাদি।

৩৫৬। 'তিনি ইহার দেবতা' অর্থে—বিষ্ণু+ষ্ণ=বৈষ্ণব, শিব+ষ্ণ =শৈব, শক্তি+ষ্ণ=শাক্ত, গণপতি+ষ্ণ্য গাণপত্য।

৩৫৭। 'তাহাতে ভব' (১) অর্থে—গ্রাম+ষ্ণ্য গ্রাম্য, গ্রাম+ঈন= গ্রামীণ, পুনঃপুনঃ+ষ্ণিক=পৌনঃপুনিক, অকস্মাৎ+ষ্ণিক=আকস্মিক, বহিস্+ষ্ণ্য=বাহ্য, সূর্য্য+ঈয়=সৌরীয়, পুষ্য+ষ্ণ=পৌষ (২), সুর+ ষ্ণ=সৌর; ঐরূপ নাগারক, আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ইত্যাদি।

৩৫৮। 'ভক্ত,' 'সমূহ' ও 'তাহার ইহা' অর্থে—ষ্ণ প্রত্যয় করিলে স্ত্রী শব্দের উত্তর নণ্ হয়, ন থাকে। যথা,—স্ত্রী+ষ্ণ=স্ত্রৈণ।

---

(১) ভব অর্থে এ স্থলে জাত, স্থিত, সংক্রান্ত প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

(২) সূর্য্য, অগস্ত্য, তিষ্য, পুষ্য শব্দের য্-কারের লোপ হয়।

৩৫৯। 'তাহার যোগ্য' অর্থে—ছেদ+য=ছেদ্য দণ্ড+য=দণ্ড্য, বধ+য=বধ্য, অর্ঘ+য=অর্ঘ্য ইত্যাদি।

৩৬০। বয়স্ অর্থে—পঞ্চবর্ষ বয়স্ ইহার পঞ্চবর্ষ+ঈয়=পঞ্চবর্ষীয়।

৩৬১। 'তাহা হইতে আগত' অর্থে—পিতৃ+ষ্ণ=পৈতৃক।

৩৬২। অনপেত (যুক্ত) অর্থে পথ, ধর্ম্ম, অর্থ ও ন্যায় শব্দের উত্তর য হয়।—যথা; ধর্ম্ম+য=ধর্ম্ম্য ঐরূপ ন্যায্য ইত্যাদি।

৩৬৩। 'তাহাতে সাধু' অর্থে—অতিথি+ষ্ণেয়=আতিথেয় ঐরূপ সামাজিক, সাংগ্রামিক ইত্যাদি।

৩৬৪। 'তাহার ইহা' অর্থে—সম্রাজ্+ষ্ণ্য=সাম্রাজ্য, শরীর+ষ্ণ=শারীর, পশুপতি+ষ্ণ=পাশুপত, ঐরূপ গব্য, পিত্র্য, ভারতবর্ষীয়, পার্থিব ইত্যাদি।

৩৬৫। ষ্ণ্য ও ঈন ভিন্ন প্রত্যয় পরে থাকিলে যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দ-স্থানে একবচনে ত্বদ্ ও মদ্ আদেশ হয়। যথা,—ত্বদীয়, মদীয়, বহুবচনে যুষ্মদীয়, অস্মদীয়।

৩৬৬। ভবৎ ও অন্য শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় করিলে যথাক্রমে ভবদ্ ও অন্যদ্ আদেশ হয়। যথা,—ভবদীয়, অন্যদীয়।

৩৬৭। ঈয় প্রত্যয় পরে স্ব, পর, রাজন্ প্রভৃতির উত্তর ক হয়। যথা,—স্বকীয় (১), পরকীয়, রাজকীয় (৩৩৬) ইত্যাদি।

৩৬৮। 'তাহার বিকার' অর্থে—সুবর্ণ+ষ্ণ=সৌবর্ণ. ঐরূপ রাজত, পায়স ইত্যাদি।

৩৬৯। 'দেয়' অর্থে—কালবাচক শব্দের উত্তর ষ্ণিক হয়। যথা,—দিনে দেয় দৈনিক, ঐরূপ মাসিক, বার্ষিক, আহ্নিক (২)।

---

(১) স্ব+ঈয়=স্বীয় পদও হয়।

(২) ঈন ভিন্ন প্রত্যয় পরে অহন্ শব্দ স্থানে অহ্ন আদেশ হয়

৩৭০। 'তাহা ইহার পণ্য' অর্থে—তৈল ইহার পণ্য—তৈলিক, তাম্বূল ইহার পণ্য—তাম্বূলিক ইত্যাদি।

৩৭১। 'তাহা ইহার প্রয়োজন' অর্থে—স্বর্গ ইহার প্রয়োজন—স্বর্গ্য, ঐরূপ কাম্য, আয়ুষ্য ইত্যাদি।

৩৭২। 'তাহা ইহার জীবিকা' অর্থে—জাল ইহার জীবিকা—জালিক ঐরূপ ব্যবহারিক (ব্যবহার-জীবী)।

৩৭৩। 'তাহার হিত' অর্থে—যজ্ঞের হিত—যজ্ঞীয়, ঐরূপ সার্ব্বজনীন, সর্ব্বজনীন ; বিশ্বজনীন ইত্যাদি।

৩৭৪। 'তাহা ইহার শীল' অর্থে—তপস্ ইহার শীল—তাপস, ঐরূপ ছত্র (গুরু-দোষাবরণ) ইহার শীল ছাত্র ইত্যাদি।

৩৭৫ 'তাহার ভাব' অর্থে—যথা,—শিশুর ভাব—শৈশব, ঐরূপ সৌজন্য, ঔদার্য্য, ঔদাসীন্য, লাঘব, বার্দ্ধক, বার্দ্ধক্য ইত্যাদি।

৩৭৬। 'তাহার কর্ম্ম' বা 'ভাব' অর্থে—যথা, সেনাপতির কর্ম্ম বা ভাব সৈনাপত্য, ঐরূপ পৌরোহিত্য চৌর্য্য আলস্য, আধিপত্য, সখ্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, সারথ্য, পাণ্ডিত্য, বাণিজ্য ইত্যাদি।

৩৭৭। তদ্ধিত প্রত্যয় পরে অন্-ভাগান্ত ও ইন্ ভাগান্ত শব্দের অন্ ও ইন্ ভাগের লোপ হয়। কিন্তু ইন্-ভাগান্ত শব্দের ইনের পূর্ব্বে যুক্তবর্ণ থাকিলে হয় না। যথা,—রাজার ভাব বা কর্ম্ম রাজন্+ষ্ণ্য=রাজ্য, আত্মার ইহা আত্মীয় ইত্যাদি। পথে কুশল পথিক ; অন্যত্র যথা,—হস্তিন্+ষ্ণ=হাস্তিন ইত্যাদি।

৩৭৮। ভাব ও কর্ম্ম অর্থ-ব্যতিরেকে তদ্ধিত প্রত্যয়ের য পরে থাকিলে অন্-ভাগান্ত শব্দের অন্ ভাগের লোপ হয় না। যথা ;—ব্রহ্মে সাধু—ব্রহ্মণ্য, রাজার অপত্য—রাজন্য, কর্ম্মে উপযুক্ত—কর্ম্মণ্য, মূর্দ্ধায় উৎপন্ন—মূর্দ্ধন্য ইত্যাদি।

৩৭৯। ষ্ণ প্রত্যয় পরে অন্‌ভাগান্ত শব্দের অন ভাগের লোপ হয় না। যথা—যুবার ভাব—যৌবন, পর্ব্বে দেয় বা কৃত—পার্ব্বণ।

৩৮০। বিকারার্থে ষ্ণ প্রত্যয় পরে হেমন্‌ ও অশ্মন্ শব্দের অন্ ভাগের লোপ হয়। যথা—হেমের বিকার—হৈম এইরূপ আশ্ম।

৩৮১। জাতি ভিন্ন অর্থে ব্রহ্মন্ শব্দের অন্ ভাগের লোপ হয়। যথা—ব্রহ্ম ইহার দেবতা—ব্রাহ্ম। জাতি অর্থে যথা,—ব্রহ্মার অপত্য—ব্রাহ্মণ।

৩৮২। 'তাহাতে ইহার নিবাস' অর্থে—যথা,—মগধে ইহার নিবাস—মাগধ, ঐরূপ মৈথিল, পাঞ্চাল ইত্যাদি।

৩৮৩। 'ইহার রাজা' অর্থে—নিষধের রাজা—নৈষধ, ঐরূপ বৈদেহ।

৩৮৪। 'তাহার নিমিত্ত' অর্থে—যথা,—পাদের নিমিত্ত জল—পাদ্য, ঐরূপ অর্ঘ্য, আতিথ্য ইত্যাদি।

৩৮৫। স্বার্থে উক্ত প্রত্যয় সকল যথাসম্ভব হয়। শব্দের অর্থের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। যথা,—বন্ধুই—বান্ধব, মনঃই—মানস, দেবতাই—দৈবত, চোরই—চৌর, ধনীই—ধনিক, ঐরূপ রাক্ষস, কৌতূহল, কারুণ্য, সৈন্য, ভৈষজ্য, চাতুর্ব্বর্ণ্য, নৌকা, একক, বালক। নবই—নব্য, নবীন, নূতন; নূতন পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

৩৮৬। স্বার্থে আরও কতিপয় প্রত্যয় হয়। যথা;—দেবই—দেব+তা=দেবতা, নামই—নামন্+ধেয়=নামধেয়, মৃদ্‌ই—মৃদ্—তিক্+আপ্=মৃত্তিকা ইত্যাদি।

৩৮৭। সমূহ অর্থে জন প্রভৃতির উত্তর তা ও কর্ম্ম প্রভৃতির উত্তর কাণ্ড প্রত্যয় হয়। যথা,—জনের সমূহ—জনতা, কর্ম্মের সমূহ—কর্ম্মকাণ্ড ইত্যাদি।

৩৮৮। ষ্ণি আদি প্রত্যয়, সকল যে যে অর্থে প্রদর্শিত হইল, তদ্ভিন্ন নানা অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,—যিনি ধর্ম্ম আচরণ করেন

তিনি ধার্ম্মিক, পৃথিবীর ঈশ্বর পার্থিব, সর্বভূমির ঈশ্বর সার্ব্বভৌম, চক্ষুঃ দ্বারা নিষ্পন্ন চাক্ষুষ, দ্বারে নিযুক্ত দৌবারিক, বয়সে তুল্য বয়স্য, বিদ্যায় কুশল বৈদ্য, সহসা আইসে সাহসিক, সন্নিপাতের কোপ সান্নিপাতিক, অস্তি (পরলোক আছে) এই বুদ্ধি যাহার আস্তিক, লোকে বিদিত লৌকিক, নরের ধর্ম্মপত্নী নারী, প্রাক্-সম্ভূত প্রাচীন, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ, ইন্দ্রের (আত্মার) চিহ্ন ইন্দ্রিয়, শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) দ্বারা যুদ্ধ করে অর্থে শাক্তীক, কাকতালের ন্যায় কাকতালীয় ইত্যাদি।

৩৮৯। জ্যোতিঃ আছে অর্থে—জ্যোতিস্+ন=জ্যোৎস্না, সাক্ষাৎ দ্রষ্টা—সাক্ষাৎ+ইন্=সাক্ষী, পথে কুশল—পথিন্+ষ্ণ=পান্থ, হ্যস্—গো-দোহ শব্দের উত্তর ীন=হৈয়ঙ্গবীন (সদ্যোজাত ঘৃত) তমস্ (অন্ধকার) আছে ইহার এই অর্থে—তমস্+র=তমিস্রা নিপাতন-সিদ্ধ।

৩৯০। কোন কোন স্থলে ষ্ণ প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা,—মল্লিকার ফুল মল্লিকা, হরীতকীর ফল হরীতকী ইত্যাদি।

১৯১। বহুবচনের অর্থে রাজ-সংজ্ঞক পদের উত্তর বিহিত অপত্য প্রত্যয়ের বিকল্পে লোপ হয়। যথা,—রঘু+ষ্ণ=রঘু, রাঘব ; কুরু+ষ্ণ =কুরু, কৌরব : ঐরূপ যদু, যাদব ইত্যাদি।

৩৯২। বৈশাখী পূর্ণিমাযুক্ত মাস বৈশাখী+ষ্ণ=বৈশাখ, ঐরূপ জ্যৈষ্ঠী+ষ্ণ=জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ী+ষ্ণ=আষাঢ়, শ্রাবণী+ষ্ণ=শ্রাবণ, ভাদ্রী +ষ্ণ=ভাদ্র, আশ্বিনী+ষ্ণ=আশ্বিন, কার্ত্তিকী+ষ্ণ=কার্ত্তিক, মার্গ-শীর্ষী+ষ্ণ=মার্গশীর্ষ, পৌষী+ষ্ণ=পৌষ, মাঘী+ষ্ণ=মাঘ, ফাল্গুনী+ ষ্ণ=ফাল্গুন, চৈত্রী+ষ্ণ=চৈত্র।

৩৯৩। ইত।—'ইহার বা ইহাতে জাত' অর্থে ইত প্রত্যয় হয়। যথা,—কলঙ্ক 'ইহার বা ইহাতে জাত' কলঙ্কিত, ঐরূপ পল্লবিত, পুলকিত, পণ্ডিত, পুষ্পিত, ফলিত, দুঃখিত ইত্যাদি।

৩৯৪। চুঞ্চু, চন।—খ্যাত অর্থে—শব্দের উত্তর চুঞ্চু ও চন প্রত্যয় হয়। যথা—বিদ্যাচুঞ্চু, বিদ্যাচন; ন্যায়চুঞ্চু, ন্যায়চন।

৩৯৫। মাত্র, ডতি।—পরিমাণ অর্থে শব্দের উত্তর মাত্র এবং কিম্ শব্দের উত্তর ডতি প্রত্যয় হয়। যথা,—বিতস্তি পরিমাণ ইহার বিতস্তিমাত্র। ঐরূপ হস্ত-মাত্র, অণু-মাত্র, তন্মাত্র ইত্যাদি। কিম্+ডতি=কতি।

৩৯৬। চ্বৎ।—তুল্যার্থে—শব্দের উত্তর চ্বৎ হয়, বৎ (১) থাকে। চন্দ্রতুল্য—চন্দ্রবৎ, ঐরূপ বিষবৎ, মৃতবৎ ইত্যাদি।

৩৯৭। বতু। পরিমাণার্থে—যদ্, তদ্, এতদ শব্দের উত্তর বতু হয়। বৎ থাকে। উহাদের স্থানে যথাক্রমে যা, তা, এতা আদেশ হয়। যথা,—যাবৎ, তাবৎ, এতাবৎ। ইদম্ ও কিম্ শব্দের উত্তর বতু করিলে ইয়ৎ ও কিয়ৎ পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

৩৯৮। ডিন্।—সংখ্যা-বাচক শন্ ও শৎ ভাগান্ত শব্দের উত্তর পরিমাণার্থে ডিন্ প্রত্যয় হয়। ইন্ থাকে। যথা,—দশন্+ডিন= দশী, ত্রিংশৎ+ডিন্=ত্রিংশী ইত্যাদি। কোন মতে বিংশতি শব্দের উত্তর ডিন্ প্রত্যয় করিয়া বিংশী পদও হয়।

৩৯৯। ত্ব, তা।—ভাবার্থে পদের উত্তর ত্ব ও তা প্রত্যয় হয়। যথা,—গুরুর ভার গুরুত্ব, গুরুতা; ঐরূপ ভীরুত্ব, ভীরুতা; মূর্খত্ব, মূর্খতা, সাধু বা সাধ্বীর ভাব সাধুতা; বুদ্ধিমান্ বা বুদ্ধিমতীর ভাব বুদ্ধিমত্তা; স্বামী বা স্বামিনীর ভাব স্বামিত্ব (৩৬০) ইত্যাদি।

৪০০। ইমন্।—ভাবার্থে নীল প্রভৃতি গুণবাচক শব্দের উত্তর ইমন্ প্রত্যয় হয়। ত্ব ও তা প্রত্যয়ও হয়। যথা,—নীলের ভাব

(১) চ্বৎ-নিষ্পন্ন পদ সমূহ অব্যয়।

নীলিমা (১), নীলত্ব নীলতা, ঐরূপ রক্তিমা, রক্তত্ব, রক্ততা ; মধুরিমা, মধুরত্ব, মধুরতা ইত্যাদি।

৪০১। ইমন্, ঈয়সু, ইষ্ঠ প্রত্যয় পরে থাকিলে বহু-স্বর-বিশিষ্ট শব্দের অন্ত্য স্বরাদি বর্ণের লোপ হয়। যথা,—মহিমা, লঘিষ্ঠ, সাধীয়ান্ ইত্যাদি।

৪০২। ইমন্, ইষ্ঠ ও ঈয়সু প্রত্যয় পরে থাকিলে পৃথু, মৃদু, দৃঢ়, কৃশ, ও ভৃশ শব্দের ঋ স্থানে র হয়।

৪০৩। ইমন্, ইষ্ঠ ও ঈয়সু প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রিয়, গুরু, উরু, হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্থানে যথাক্রমে প্র, গর, বর, হ্রস ও দ্রাঘ আদেশ হয়। যথা,—প্রেম (২), গরিমা, হ্রসিমা, দ্রাঘিমা। বহু+ইমন্=ভূমা, বহু+ইষ্ঠ=ভূয়িষ্ঠ, বহু+ঈয়সু=ভূয়ঃ পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

৪০৪। মতু।—আছে অর্থে শব্দের উত্তর মতু প্রত্যয় হয়, উ ইৎ যায়। যথা,—শ্রী+মতু=শ্রীমান্, ঐরূপ ধীমান্, অংশুমান্, ভানুমান্, আয়ুষ্মান্ ইত্যাদি।

৪০৫। বতু।—যে সকল শব্দের উপান্তে অ, আ, ম এবং অন্তে বর্গের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্ণ বা অ, আ, ম আছে, এরূপ শব্দের উত্তর আছে অর্থে বতু হয়। উ ইৎ যায়। যথা,—গুণ+বতু=গুণবান্, বিদ্যা+বতু=বিদ্যাবান্, লক্ষ্মী+বতু=লক্ষ্মীবান্, বিদ্যুৎ+বতু=বিদ্যুত্বান্, ভাস্+বতু=ভাস্বান্, বি-বস্ (৩)+বতু=বিবস্বান্ ইত্যাদি।

৪০৬। যব, দ্রাক্ষা, গরুৎ, হরিৎ, ককুদ্, উর্ম্মি, ভূমি, কৃমি প্রভৃতির উত্তর বতু না হইয়া মতু হয়। যথা,—ককুদ্মান্, গরুত্মান্, উর্ম্মিমান্, ভূমিমান্ ইত্যাদি।

---

(১) নীল+ইমন্=নীলিমন্ ; তাহার প্রথমার একবচনে নীলিমা ; এইরূপ প্রথমান্ত পদ লিখিত হইবে।

(২) প্র শব্দের অ বর্ণের লোপ হয় না।

(৩) বস্+কিপ্ (ভাববাচ্যে)=ব।

৪০৭। বিন্।—সুজ্, মেধা, অস্‌ভাগান্ত শব্দ এবং মায়া শব্দের উত্তর আছে অর্থে বিন্‌ও হয়। যথা,—মেধাবী, মেধাবান্; তেজস্বী, তেজস্বান্; মায়াবী, মায়াবান্। তপস্ শব্দের উত্তর নিত্য হয়। যথা,—তপস্বী।

৪০৮। ইন্।—একাধিক স্বর-বিশিষ্ট অকারান্ত ও আকারান্ত শব্দের উত্তর আছে অর্থে ইন্ এবং যথাসম্ভব বতু ও বিন্ হয়। যথা,—জ্ঞানী, জ্ঞানবান্; মায়ী, মায়াবান্, মায়াবী ইত্যাদি।

৪০৯। স্থান বুঝাইলে পুষ্কর প্রভৃতির উত্তর নিত্য ইন্ হয়। যথা,—পুষ্করিণী, সরোজিনী ইত্যাদি।

৪১০। আলু।—নিদ্রা, দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে আলু প্রত্যয় হয়। যথা,—নিদ্রালু, দয়ালু, শ্রদ্ধালু ইত্যাদি।

৪১১। ল। চূড়া, শীত, পৃথু, পাংশু, চটু, মণ্ড, মৃদু, শ্যাম, মাংস, বৎস, পেশ প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে ল প্রত্যয় হয়। যথা,—চূড়াল, শীতল, পৃথুল, মাংসল, পেশল ইত্যাদি।

৪১২। আরক।—বৃন্দঃ ও শৃঙ্গ শব্দের উত্তর আছে অর্থে আরক প্রত্যয় হয়। যথা,—বৃন্দ + আরক = বৃন্দারক।

৪১৩। বল।—দন্ত, কৃষি, শিখা, রজস, ঊর্জ্জস প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে বল প্রত্যয় হয়। শেষ-স্থিত স্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—দন্তাবল, কৃষীবল, শিখাবল ঊর্জ্জস্বল। শাদ শব্দের উত্তর বল হয়, অন্ত্য স্বরের লোপ হয়। যথা,—শাদ্বল।

৪১৪। ব।—কেশ, গাণ্ডী, অর্ণস্ প্রভৃতির উত্তর আছে অর্থে ব হয়। যথা—কেশব, গাণ্ডীব, অর্ণব (১) ইত্যাদি।

৪১৫। র। নখ, পাণ্ডু, মধু, মুখ, কেশ, কুঞ্জ, নগ, বন্ধু প্রভৃতি

(১) অর্ণস্ শব্দের স্ কারের লোপ হয়।

শব্দের উত্তর আছে অর্থে র হয়। যথা,—নখর, পাণ্ডুর মধুর, মুখর, কেশর, নগর, বন্ধুর ইত্যাদি।

৪১৬। শ।—রোম, লোম, কর্ক শব্দের উত্তর আছে অর্থে শ হয়। যথা,—রোমশ, লোমশ, কর্কশ।

৪১৭। ইল। জটা, পঙ্ক, ফেন, পিচ্ছা প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে ইল প্রত্যয় হয়। যথা—জটিল, পঙ্কিল ইত্যাদি।

৪১৮। উল, উর।—বাত, দন্ত, বল শব্দের উত্তর আছে অর্থে উল, প্রত্যয় হয়। যথা—বাতুল, দন্তুল ইত্যাদি। দন্ত শব্দের উত্তর উর প্রত্যয়ও হয়। যথা,—দন্তুর।

৪১৯। ত।—পর্ব্বন্ প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে ত হয়। যথা,—পর্ব্বন্ + ত = পর্ব্বত (৩৩৬) ইত্যাদি।

৪২০। ইন, ইমস।—মল শব্দের উত্তর আছে অর্থে ইন ও ঈমস প্রত্যয় হয়। যথা,—মলিন, মলীমস।

৪২১। মিন্, আল।—বাচ্ শব্দের উত্তর আছে অর্থে মিন্ ও আল প্রত্যয় হয়। যথা,—প্রশংসা স্থলে—বাগ্মী (১) এবং নিন্দা স্থলে বাচাল।

৪২২। ব্য, ডুল, ডামহ।—পিতৃ ও মাতৃ শব্দের উত্তর ভ্রাতা অর্থে যথাক্রমে ব্য (২) ও ডুল প্রত্যয় হয়, এবং পিতা অর্থে ডামহ প্রত্যয় হয়। যথা,—পিতৃব্য, মাতুল; পিতামহ, মাতামহ।

৪২৩। মিন্, তি, ঠ, আকিন্।—স্ব শব্দের উত্তর আছে অর্থে মিন্ প্রত্যয় হয়। অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—স্বামী। মূল অর্থে—পক্ষ শব্দের উত্তর তি হয়। যথা,—পক্ষের মূল—পক্ষতি। কুশল অর্থে কর্ম্ম

(১) চ্ স্থানে গ্ নিপাতনে হইল।

(২) ভ্রাতৃ শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে ব্য প্রত্যয় হয়। যথা,—ভ্রাতৃ + ব্য = ভ্রাতৃব্য (ভ্রাতুষ্পুত্র), ভ্রাতৃব্যা (ভ্রাতুষ্পুত্রী)।

শব্দের উত্তর ঠ হয়। যথা,—কর্ম্মে কুশল—কর্ম্মঠ। অসহায় অর্থে এক শব্দের উত্তর আকিন্ প্রত্যয় হয়। যথা,—এক+আকিন্=একাকী।

৪২৪। কল্প, দেশীয়।—ঈষদূন অর্থে শব্দের উত্তর কল্প ও দেশীয় প্রত্যয় হয়। যথা,—ইন্দ্র-কল্প, অশীতিবর্ষ দেশীয় ইত্যাদি।

৪২৫। র, তরট্।—অল্প অর্থে—কুটী শব্দের উত্তর র এবং অশ্ব, বৎস ও ঋষভ শব্দের উত্তর তরট্ প্রত্যয় হয়। যথা,—কুটীর; অশ্বতর, বৎসতরী ইত্যাদি।

৪২৬। স্থানীয়। 'তাহার তুল্য' অর্থে—শব্দের উত্তর স্থানীয় প্রত্যয় হয়। যথা,—পিতার তুল্য—পিতৃ-স্থানীয় ইত্যাদি।

৪২৭। তর, তম, ঈয়সু, ইষ্ঠ।—দুয়ের মধ্যে একের এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে গুণবাচক শব্দের উত্তর যথাক্রমে ঈয়সু ও তর এবং ইষ্ঠ ও তম (১) প্রত্যয় হয়। ঈয়সু প্রত্যয়ের উকার ইৎ যায়। যথা—দুয়ের মধ্যে পটু=পটীয়ান্ (৮০১), পটুতর; বহুর মধ্যে পটু—পটিষ্ঠ, পটুতম; দুয়ের মধ্যে দৃঢ—দ্রঢ়ীয়ান্ (৪০২) দৃঢ়তর; বহুর মধ্যে দৃঢ়—দ্রঢিষ্ঠ, দৃঢ়তম ইত্যাদি।

৪২৮। ইষ্ঠ ও ঈয়সু পরে প্রশস্য শব্দ স্থানে শ্র ও জ্য (২), বৃদ্ধ শব্দ স্থানে বর্ষ ও জ্য, অল্প শব্দ স্থানে অল্প ও কন্ এবং যুবন্ শব্দ স্থানে কন্ ও যব্ হয় ( )। জ্য এর পর ঈয়সুর ঈ স্থানে আ হয়। যথা,—

---

(১) বোপদেব দুয়ের মধ্যে একের এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে গুণবাচক শব্দের উত্তর যথাক্রমে ইষ্ঠ, ঈয়সু এবং ঈয়সু ইষ্ঠ প্রত্যয় স্বীকার করেন। যদ্যপি ব্যাকরণান্তরে "দ্বিবহূনামিত্যনেন ইষ্ঠেয়সোঃ ক্রমোদৃশ্যতে, তথাপি বোপদেবেন ক্রম-বিপরীত-প্রযোগ-দর্শনাৎ ইষ্ঠেয়সূ ঈয়স্বিষ্ঠৌ বা স্ত ইতি কথিতম্।"

(২) শ্র, জ্য প্রভৃতির অন্ত্য স্বরের লোপ হয় না।

(৩) প্রশস্য+ঈয়সু=শ্রেয়ান্, জ্যায়ান; প্রশস্য+ইষ্ঠ=শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ; বৃদ্ধ+ঈয়সু=বর্ষীয়ান্, জ্যায়ান্; বৃদ্ধ+ইষ্ঠ=বর্ষিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, অল্প+ঈয়সু=অল্পীয়ান্, কনীয়ান্; অল্প+ইষ্ঠ=অল্পিষ্ঠ, কনিষ্ঠ; যুবন্+ঈয়সু=কনীয়ান্, যবীয়ান্; যুবন্+ইষ্ঠ=কনিষ্ঠ, যবিষ্ঠ; উরু+ঈয়সু=বরীয়ান্; উরু+ইষ্ঠ=বরিষ্ঠ।

প্রশস্য + ঈয়সু = শ্রেয়স্ (পুংলিঙ্গে—শ্রেয়ান্, স্ত্রীলিঙ্গে শ্রেয়সী); প্রশস্য + ইষ্ঠ = শ্রেষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ; অল্প বা যুবন্ + ঈয়সু = কনীয়ান্; অল্প বা যুবন্ + ইষ্ঠ = কনিষ্ঠ।

৪২৯। ইষ্ঠ ও ঈয়সু পরে বিন্, মতু ও বতু প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা,—বলবৎ + ঈয়সু = বলীয়ান্ ইত্যাদি।

ক। সু, নি প্রভৃতির উত্তর চতরাম্ প্রত্যয় হয়। চ ইৎ যায়। যথা,—সু + চতরাম্ = সুতরাং ইত্যাদি।

৪৩০। সুচ্।—বারার্থে এক, দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর সুচ্ হয়। স্ থাকে। যথা,—দ্বি + সুচ্ = দ্বিঃ, ত্রি + সুচ্ = ত্রিঃ। এক + সুচ্ = সকৃৎ নিপাতন-সিদ্ধ।

৪৩১। চশস্।—বীপ্সা অর্থে শব্দের উত্তর চশস্ হয়; শস্ থাকে। যথা—বহুশঃ, ক্রমশঃ, শতশঃ ইত্যাদি।

৪৩২। ধাচ্।—প্রকারার্থে সংখ্যা-বাচক শব্দের উত্তর ধাচ্ হয়। চ্ ইৎ হয়। যথা,—দ্বিধা, ত্রিধা, বহুধা ইত্যাদি।

৪৩৩। ময়ট্।—বিকার, অবয়ব, ব্যাপ্তি, সংসর্গ প্রভৃতি অর্থে শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় হয়। ট্ ইৎ হয়। যথা,—বিকারার্থে—স্বর্ণের বিকার স্বর্ণময়। অবয়বার্থে—কাষ্ঠময়, দারুময়, মৃন্ময়, দর্ভময়, ঊর্ণাময়। ব্যাপ্তি অর্থে রোগময় (দেহ), জলময়ী (ভূমি)। সংসর্গ অর্থে—ঘৃতময় (ব্যঞ্জন), পাপময় (দেহ)। স্বরূপার্থে—বিষ্ণুময় (জগৎ), ব্রহ্মময় (বিশ্ব), ঐরূপ চিন্ময়, আনন্দ-ময়, জ্ঞান-ময়। পুরীষ অর্থে—গো + ময়ট্ = গোময়। বিকার অর্থে—হিরণ্য + ময়ট্ = হিরণ্ময় পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

৪৩৪। চরট্।—ভূতপূর্ব্ব অর্থে চর প্রত্যয় হয়। যথা—পূর্ব্বদৃষ্ট—দৃষ্টচর ইত্যাদি।

৪৩৫। ক, কার।—অল্প, হ্রস্ব প্রভৃতি অর্থে শব্দের উত্তর ক হয়; অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হয়। যথা,—হ্রস্ব বৃক্ষ—বৃক্ষক, কুৎসিত অশ্ব—অশ্বক, ক্ষুদ্র কন্যা—কন্যকা, মাধবী—মাধবিকা ইত্যাদি। স্বার্থে অহম্ ও নমস্ শব্দের উত্তর কার প্রত্যয় হয়। যথা—অহঙ্কার, নমস্কার।

৪৩৬। থাচ্।—প্রকার অর্থে সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর থাচ্ প্রত্যয় হয়। থা থাকে। এবং তদ্ ও যদ্ শব্দ স্থানে ত ও য হয়। যথা,—সর্ব্বথা, অন্যথা, তথা, যথা।

৪৩৭। ত্র। আধার অর্থে—সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর ত্র প্রত্যয় হয়। তদ্, যদ্ ও কিম্ শব্দ স্থানে ত, য ও কু হয়। যথা,—তত্র যত্র, কুত্র। ইদম্ ও অদস্ শব্দ স্থানে অ আদেশ হয়। যথা—অত্র।

৪৩৮। দা।—কাল অর্থে—যদ্, তদ্, অন্য, এক, সর্ব্ব ও কিম্ শব্দের উত্তর দা হয়। যদ্ ও তদ্ স্থানে য ও ত, সর্ব্ব স্থানে বিকল্পে স এবং কিম্ স্থানে ক হয়। যথা,—যদা, তদা, অন্যদা, একদা, সর্ব্বদা, সদা, কদা।

৪৩৯। এই কালে—অধুনা, সমান দিনে—সদ্যঃ, এই দিনে—অদ্য, এই কালে বা স্থানে—ইহ ইত্যাদি পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

৪৪০। দানীম্।—তদ্ ও ইদম্ শব্দের উত্তর সপ্তমী স্থানে দানীম্ প্রত্যয় হয়। তদ্ স্থানে ত ও ইদম্ স্থানে ই হয়। যথা,—তদানীম্, ইদানীম্।

৪৪১। তন।—উৎপন্ন অর্থে অদ্য প্রভৃতির উত্তর তন প্রত্যয় হয়। যথা;—অদ্যতন, উর্দ্ধতন, অধস্তন, প্রাক্তন ইত্যাদি।

৪৪২। ত্য। উৎপন্ন অর্থে ত্র প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ ও অমা শব্দের উত্তর ত্য হয়। যথা,—অত্রত্য, তত্রত্য, অমাত্য।

৪৪৩। ত্যণ্। উৎপন্ন অর্থে দক্ষিণা, পশ্চাৎ ও পুরস্ শব্দের

উত্তর ত্যণ্ হয়। ত্য থাকে। যথা,—দক্ষিণা+ত্যণ্=দাক্ষিণাত্য, পশ্চাৎ+ত্যণ্=পাশ্চাত্য।

৪৪৪। তয়ট্, অয়ট্।—অবয়বার্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর তয়ট্ প্রত্যয় হয়। যথা,—চতুষ্টয় ইত্যাদি। দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর তয়ট্ ও অয়ট্ প্রত্যয় হয়। যথা,—দ্বিতয়, দ্বয়; ত্রিতয়, ত্রয়; উভ শব্দের উত্তর অয়ট্ করিলে উভয় হয়।

৪৪৫। তস্।—শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তির অর্থে তস্ প্রত্যয় হয়। কিম্, যদ্, ইদম্, তদ্, অদস্, শব্দ স্থানে যথাক্রমে কু, য, ই, ত, অ আদেশ হয়। যথা,—কুতঃ, যতঃ, ইতঃ, ততঃ, অতঃ, স্বতঃ, সর্ব্বতঃ ইত্যাদি।

৪৪৬। স্তাৎ, রি।—দিগ্বাচক শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তির অর্থে স্তাৎ ও রি প্রত্যয় হয়। যথা—অপর+স্তাৎ=পশ্চাৎ, ঊর্দ্ধ+রি=উপরি নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

৪৪৭। ম।—উৎপন্ন অর্থে আদি, মধ্য, প্রথ শব্দের উত্তর ম হয়। যথা,—আদিম, মধ্যম, প্রথম।

৪৪৮। ডিম।—ভব অর্থে অন্ত, অগ্র, পশ্চাৎ শব্দের উত্তর ডিম হয়। ইম থাকে। যথা,—অন্তিম, অগ্রিম, পশ্চিম।

৪৪৯। চিৎ, চন।—কিম্ শব্দ নিষ্পন্ন পদের উত্তর অনিশ্চিতার্থে চিৎ ও চন প্রত্যয় হয়। যথা,—কিঞ্চিৎ, কিঞ্চন; কদাচিৎ, কদাচন। কথঞ্চিৎ (১) কথঞ্চন।

৪৫০। চসাৎ—পরিণত বা দেয় অর্থে শব্দের উত্তর চসাৎ প্রত্যয় হয়। সাৎ থাকে। যথা,—ধূলিসাৎ, বিপ্রসাৎ ইত্যাদি।

৪৫১। চ্বি।—'পূর্ব্বে ছিল না এক্ষণে হইয়াছে' অর্থে ভূ ও কৃ

(১) কিম্ শব্দের উত্তর থম্ প্রত্যয় করিলে কথম্ পদ হয়।

ধাতু-নিষ্পন্ন পদ পরে থাকিলে, চ্বি হয়। কিছুই থাকে না। উপপদের অন্ত্য অ আ ই স্থানে ঈ এবং উ স্থানে ঊ হয়। যথা,—বশীভূত, সজ্জীকৃত, রাশীকৃত, লঘূকরণ, সুমনীভূত (১), অন্যথাভূত, একত্রকরণ, পৃথগ্‌ভূত ইত্যাদি।

৪৫২।—তীয়, থট্।—দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর তীয়, এবং চতুর্ ও ষষ্ শব্দের উত্তর পূরণার্থে (২) থট্ প্রত্যয় হয়; যথা,—দ্বিতীয়, তৃতীয় (ত্রি স্থানে তৃ হয়); চতুর্থ (৩) ষষ্ঠ।

৪৫৩। মট্।—পঞ্চন্, সপ্তন্, অষ্টন্, নবন্, ও দশন্ শব্দের উত্তর পূরণার্থে মট্ হয়। যথা,—পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম।

৪৫৪। ডট্।—পূরণার্থে একাদশন্ হইতে অষ্টাদশন্ পর্য্যন্ত সংখ্যা-বাচক শব্দের উত্তর ডট্ হয়। অ থাকে। যথা,—একাদশ, দ্বাদশ, ষোড়শ (২৯৬ সূত্র), অষ্টাদশ।

৪৫৫। ডট্, তমট্।—বিংশতি প্রভৃতি শব্দের উত্তর ডট্ ও তমট্ প্রত্যয় হয়। ডটের অ ও তমটের তম থাকে। যথা,—বিংশ, বিংশতিতম, ত্রিংশ, ত্রিংশত্তম ইত্যাদি।

৪৫৬। ষষ্টি প্রভৃতি শব্দের উত্তর পূরণার্থে তমট্ প্রত্যয় হয়। যথা—ষষ্টিতম, সপ্ততিতম, অশীতিতম, নবতিতম, ইত্যাদি। অন্য সংখ্যার পর ডট্ও হয়। যথা,—একষষ্টিতম, একষষ্ট ইত্যাদি।

৪৫৭। শতাদি শব্দের উত্তর তমট্ হয়। যথা,—শততম, সহস্র-তম ইত্যাদি।

---

(১) চ্বি প্রত্যয় পরে নমস্, চক্ষুস্, চেতস্, অরুস্, রজস্ রহস্ শব্দের স্কারের লোপ হয়। অব্যয় শব্দের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না।

(২) যদ্দ্বারা কোন সংখ্যা পূর্ণ হয়, তাহাকে পূরণ-বাচক কহে। পূরণার্থবোধক প্রত্যয়কে পূরণ-বাচক প্রত্যয় কহে।

(৩) চতুর্+য=তুর্য্য ও চতুর্+ঈয়=তুরীয় পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

৪৫৮। তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম এবং অব্যয়কে বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয়ে পরিণত করা যায় (১)।

বাঙ্গালা তদ্ধিত।

১। ভাব, কর্ম্ম, উৎপত্তি, সম্বন্ধ ইত্যাদি অর্থে শব্দের উত্তর যথাসম্ভব আই, আনা ইত্যাদি প্রত্যয় হয়।

প্রত্যয়ের আদিতে স্বরবর্ণ থাকিলে শব্দের অন্ত্য অকারের লোপ হয়।

আই—বামনের ভাব বা কর্ম্ম - বামনাই, ঐরূপ বড়াই, সাপাই, বাদসাই ; মোগলের সম্বন্ধীয়—মোগলাই, পাটনায় উৎপন্ন—পাটনাই।

---

(১) ক। বিশেষ্য হইতে বিশেষ্য ; যথা;—দেবতা + ষ্ণ = দৈবত, নগ + র = নগর, পৃথা + ষ্ণ = পার্থ ইত্যাদি।

খ। বিশেষ্য হইতে বিশেষণ ; যথা,—মূল + ষ্ণিক মৌলিক, নিশা + ষ্ণ = নৈশ, অতিথি + ষ্ণেয় = আতিথেয় ইত্যাদি।

ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণিক, ষ্ণেয়, মতু, বতু, আল, আলু, ইত, ইন্, ইয, ইল, ল, উল, ময়ট্, তন ইত্যাদি প্রত্যয় সাহায্যে বিশেষ্যকে বিশেষণে পরিণত করা যায়।

গ। বিশেষ্য হইতে অব্যয় ; যথা,—ক্রম + চশস্ = ক্রমশঃ, চন্দ্র + চ্বৎ = চন্দ্রবৎ, লোক + তস্ = লোকতঃ ইত্যাদি।

ঘ। বিশেষণ হইতে বিশেষ্য ; যথা,—মূর্খ + ত্ব = মূর্খত্ব, বিদ্যাবৎ + তা = বিদ্যাবত্তা, প্রিয় + ইমন্ = প্রেম ইত্যাদি।

ত্ব, তা, ইমন্ এবং ভাবার্থে ষ্ণ, ষ্ণ্য ইত্যাদি প্রত্যয়-সাহায্যে বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত করিতে পারা যায়।

ঙ। বিশেষণ হইতে বিশেষণ ; যথা,—প্রিয় + তর = প্রিয়তর, যাবৎ + ঈয় = যাবতীয়, বলবৎ + ইষ্ঠ = বলিষ্ঠ ইত্যাদি।

চ। বিশেষণ হইতে অব্যয় ; যথা,—এক + দা = একদা, বহু + ঈয়স্ = ভূয়ঃ ইত্যাদি।

ছ। সর্ব্বনাম হইতে বিশেষ্য ; যথা,—তদ্ + ত্ব = তত্ত্ব ইত্যাদি।

জ। সর্ব্বনাম হইতে বিশেষণ ; যথা,—স্ব + ঈয = স্বকীয়, তদ্ + ঈয় = তদীয় ইত্যাদি।

ঝ। সর্ব্বনাম হইতে অব্যয় ; যথা,—সর্ব্ব + তস্ = সর্ব্বতঃ, যদ্ + দা = যদা, কিম্ + ত্র = কুত্র ইত্যাদি।

ঞ। অব্যয় হইতে বিশেষ্য ; যথা,—পুনঃপুনঃ + ষ্ণ্য = পৌনঃপুন্য, নাম + ধেয় = নামধেয় ইত্যাদি।

ট। অব্যয় হইতে বিশেষণ ; যথা,—শশ্বৎ + ষ্ণ = শাশ্বত, পুরা + তন = পুরাতন, ইহ + ষ্ণিক = ঐহিক ইত্যাদি।

ঠ। অব্যয় হইতে অব্যয় ; যথা,—সু + চতরাম্ = সুতরাম্, অধঃ + স্তাৎ = অধস্তাৎ ইত্যাদি।

আনা—বাবুর ভাব—বাবু আনা, ঐরূপ সাহেবিআনা।

আমি—ঘর করে যে—ঘরামি।

আল—রাগ আছে যাহার—রাগাল, ঐরূপ তেজাল।

আলি—চতুরের ভাব ও কর্ম্ম—চতুরালি, ঐরূপ নাগরালি, গৃহস্থালি, ঠাকুরালি, ঘটকালি।

ই——নবাবের ভাব বা কর্ম্ম নবাবি, ঐরূপ—সাহেবি, পণ্ডিতি, মাষ্টারি, কবিরাজি, উকিলি, নায়েবি, দেওয়ানি, চাকরি, আমীরি, বাহাদুরি, সয়তানি, চালাকি, ডাক্তারি, মজুরি; জমিদারের কায্য, সম্পত্তি বা সম্বন্ধ অর্থে জমিদার+ই=জমিদারি, ঐরূপ—গাঁতিদারি, তালুকদারি; ঢোল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে অর্থে ঢোল+ই=ঢুলি, ঐরূপ—ঢাকি, দোকানি ভাণ্ডারি; পোষাকের উপযুক্ত পোষাকি; বাঙ্গালায় জাত বাঙ্গালি, ঐরূপ—হিন্দুস্থানি, পঞ্জাবি, কাবুলি; চালান সম্বন্ধীয়—চালানি, ঐরূপ নীলামি; সুদে খাটান যায় যাহা সুদি; সূতা দ্বারা নির্ম্মিত সূতি, ঐরূপ–রেশমি, পশমি; পাঁচের পূরক—পাঁচই, ঐরূপ–দশই; উৎপন্ন অর্থে—ঢাকাই।

ঈ——কাশ্মীরে উৎপন্ন—কাশ্মীরী ঐরূপ বিলাতী।

উড়ে—সাপ ধরিতে নিপুণ—সাপুড়ে, গাছে উঠিতে পটু—গাছুড়ে, ফাঁস দেয় যে—ফাঁসুড়ে।

উনি—চালা যায় যদ্দারা তাহা চালুনী।

এ—জাল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে–জেলে, ঐরূপ মুটে, বলদে; ফলাহারে পটু—ফলারে; উনিশের পূরক—উনিশে, ঐরূপ বিশে, একুশে, বাইশে; শান্তিপুরে উৎপন্ন শান্তিপুরে; সহরে থাকে যে সে—সহুরে ঐরূপ পাড়াগেঁয়ে।

ও——মাছ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে যে—মেছো।

ওয়ালা—তদ্দারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে অর্থে–ফিরিওয়ালা, মাছওয়ালা, আলুওয়ালা, চুড়িওয়ালা, পাহারাওয়ালা।

করা—বীপ্সা অর্থে—মনকরা, শতকরা।

কার——সম্বন্ধ বুঝাইতে—আপনকার, তথাকার, আগেকার, এখানকার; স্বার্থে বর্ণ (অক্ষর) বাচক শব্দের উত্তর কার হয়। যথা,—অকার, ককার, ইত্যাদি।

খানা, খানি—স্বার্থে খানা খানি হয়। যথা,—থালখানা; মুখখানি।

গিরি——বাবুর ন্যায় আচরণ করা–বাবুগিরি, নবাব-গিরি; কর্ম্ম অর্থে—গুরুগিরি, মুহুরীগিরি, দারোগাগিরি।

গুলা, গুলি—বহুবচনার্থে—গুলা, গুলি প্রত্যয় হয়। যথা,—লোকগুলা, বালকগুলি।

টা, টি, টা, টুকু——স্বার্থে, নিশ্চযার্থে বা অল্পার্থে—গরুটা, ছেলেটি, কলমটা, দুধটুকু, জলটুকু; অবজ্ঞার্থে—মিন্‌সেটা।

ত——পরিমাণার্থে কিম্, যদ্, তদ্, এতদ্, অদস্ শব্দের উত্তর ত প্রত্যয় যোগে কত, যত, তত, এত, অত, পদ হয়।

থা——আধারার্থে থা হয়—যথা, তথা, এথা, ওথা, কোথা।

দার——জীবিকা অর্থে—দোকানদার, পাইকেরদার, বাজনদার।

ন্দাজ——তীর লইয়া যুদ্ধ করে, তীরন্দাজ, ঐরূপ গোলন্দাজ।
পণা——গৃহিণীর কর্ম্ম—গৃহিণীপণা, ধূর্ত্তের কর্ম্ম—ধূর্ত্তপণা।
মন——প্রকারার্থে—কেমন, যেমন, তেমন, এমন, অমন।
ময়——ব্যাপ্তি অর্থে—ঘরময়, মুলুকময়, বাড়ীময়।
মি, ম——ভাব ও কর্ম্ম অর্থে—পাগলার ভাব—পাগলামি—পাগলাম, বোকামি—বোকাম, দুষ্টামি—দুষ্টাম, নষ্টামি—নষ্টাম, ছেলেমি—ছেলেম, পাকামি—পাকাম, বুড়মি—বুড়ম, জ্যেঠামি—জ্যেঠাম।
বে——সময় অর্থে——কবে, যবে, তবে, এবে।
রি——জীবিকা অর্থে——পূজারি, জুয়ারি, ভিখারি।
সই——পরিমাণার্থে——বুকসই, মাথাসই ইত্যাদি।

অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী।

১। নিম্নলিখিত পদগুলি কোন্ কোন শব্দের উত্তর কোন্ কোন্ অর্থে কি কি প্রত্যযে সিদ্ধ হইয়াছে?

ব্রাহ্ম, লঘূকরণ, পার্থিব, গৌবরাজ্য, বশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, স্বীয়, সাপত্ন্য, শারীরিক, ভ্রাতৃবৎ, জানকী, পৌর, নৈশ, সান্ধ্য, ভৌম, শৈব, শৌর্য্য, কনীয়সী, জ্যায়সী, শৌচ, স্বাস্থ্য, যাবতীয় (১), তেজস্বী (২)।

২। তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে কৃপা, সুবর্ণ, বিদ্যা, চতুর, মনস্বী, শব্দ, পাণ্ডু, সুভগা, রাজা, গুণবান্, তমঃ, বিষ্ণু, গো ও দশ এই শব্দ গুলির মধ্যে বিশেষ্যকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত কর।

৩। তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয করিয়া মধুরতাময়, মাধুর্য্যতা, পাপিষ্ঠ, বাহ্যিক, আবশ্যকতা, বলীয়ান্, আধিক্যতা বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি পদ নিষ্পন্ন করা যায়; তথাপি উহাদের মধ্যে কোন কোনটি কিজন্য ব্যাকরণ-দুষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়?

ধাতু-প্রকরণ।

৪৫৯। সংস্কৃত-বাঙ্গালা-ভেদে ধাতু দ্বিবিধ। যথা,—কৃ, ভূ, স্থা, গম্, দৃশ্, ইত্যাদি সংস্কৃত এবং কর্, হ, থাক্, যা দেখ্ ইত্যাদি বাঙ্গালা ধাতু (২)।

(১) অস্ত্যর্থ প্রত্যয় এবং স্বরাদি তদ্ধিত প্রত্যয় ও য পরে ত্কারান্ত ও স্কারান্ত শব্দের বিভক্তি লুপ্ত থাকিলেও তাহারা পদ বলিয়া গণ্য হয় না। উহাদের পদত্ব থাকিলে যাবতীয় বা তেজস্বী পদ (৫০) (৫৯) সন্ধি নিয়মানুসারে অন্যরূপ হইত।

(২) সংস্কৃত ধাতু দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—মূলধাতু ও লাক্ষণিক ধাতু। মূলধাতু যথা,—ভূ, স্থা, গম্ ইত্যাদি। লাক্ষণিক ধাতু যথা,—অর্পি, লালস্, জিজ্ঞাস, শব্দায় ইত্যাদি। বাঙ্গালা ধাতু তিন ভাগে বিভক্ত; যথা,—প্রাকৃত, বিজাতীয় ও যৌগিক।

কতিপয় সংস্কৃত ধাতু, তাহাদের অর্থ এবং প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় পারিণতি।

সংস্কৃত ধাতু	অর্থ	বাঙ্গালাধাতু	সংস্কৃত-ধাতু	অর্থ	বাঙ্গালাধাতু
অন্ক্	অঙ্কন	আঁক	চুম্ব	চুম্বন	চুম্
সম্-অর্পি	সমর্পণ	সঁপ	ছাদি	আচ্ছাদন	ছা
অস্	থাকা	আছ্	ছিদ্	ছেঁড়া	ছিঁড়্
প্র-আপ্	প্রাপ্তি	পা	জাগৃ	জাগরণ	জাগ্
কথ্	কহা	কহ্	জি	জয়	জিত্
কম্প্	কাঁপা	কাঁপ্	জীব্	বাঁচা	বাঁচ্
কুট্ট	কোটা	কুট্	জৄ	জীর্ণ করা	জর্
কুস্থ	কোঁথা	কুঁথ্	জ্ঞা	জানা	জান্
কৃ	করা	কর্	উৎ-ডী	উড়া	উড়্
কৃৎ	কর্ত্তন	কাট্	তৄ	পার হওয়া	তর্
ক্রন্দ্	ক্রন্দন	কাঁদ্	দুহ্	দোহন	দুহ্
ক্রী	ক্রয়	কিন্	দৃশ্	দর্শন	দেখ্
খন্	খোঁড়া	খুঁড়	পরি-ধা	পরিধান	পর্
খাদ্	খাওয়া	খা	ধাব্	ধাবন	ধা
আ-গম্	আসা	আস্	ধৃ	ধরা	ধর্
গ্রন্থ	গাঁথা	গাঁথ্	নী	লওয়া	ল,ন্
গৈ	গান	গা	আ-নী	আনয়ন	আন্
ঘূর্ণ	ঘোরা	ঘুর্	নৃৎ	নৃত্য	নাচ্
ঘৃষ্	ঘর্ষণ	ঘস্	পঠ্	পঠন	পড়্
আ-চম্	আচমন্	আঁচা	পত্	পতন	পড়্
চর্ব্ব্	চর্ব্বণ	চিবা	পা	পান	পি

ফুল্ল	বিকসন	ফুল্
বন্ধ্	বন্ধন	বাঁধ্
বুধ্	জ্ঞান	বুঝ্
ভন্‌জ্	ভাঙ্গা	ভাঙ্গ্
প্র-ভা	প্রভাত হওয়া	পোহা
ভুজ্	ভোগকরা	ভুগ্
ভূ	হওয়া	হ
ভৃ	ভরা	ভর্
ভ্রস্‌জ্	ভাজা	ভাজ্
মদ্	মত্ত হওয়া	মাত্
মন্থ্	মন্থন	মথ্
মর্দ্দ	মর্দ্দন	মাড়্
মস্‌জ্	মগ্ন হওয়া	মজ্
মিশ্র	মিশ্রণ	মিশ্
মৃ	মরণ	মর্
মৃজ্	মাজা	মাজ্
ম্রক্ষ্	মাখা	মাখ্
যুজ্	যোজনা	যুড়
যুধ্	যুদ্ধ করা	যুঝ্
রক্ষ্	রাখা	রাখ্
রন্‌ধ্	রাঁধা	রাঁধ্
রোপি	রোপণ	রু
লগ্	লাগা	লাগ্
লস্ফ্	লাফ দেওয়া	লাফা
বচ্	বলা	বক্
বণ্ট্	বাঁটা	বাঁট
বদ্	বলা	বল্
বপ্	বোনা	বুন্
বৃধ্	বাড়া	বাড়্
বেষ্ট	বেষ্টন	বেড়্
বে	বয়ন	বুন্
ব্যধ্	বেঁধা	বিঁধ্
উপ-বিশ্	বসা	বস্
শিক্ষ্	শিক্ষা	শিখ্
শী	শয়ন	শু
শুষ্	শুষ্ক হওয়া	শুখা
শ্রু	শ্রবণ	শুন্
সিচ্	সেচন	ছেঁচ্
সৃ	সরা	সর্
সজ্জ্	সাজা	সাজ্
স্থা	থাকা	থাক্
স্থাপি	রাখা	থু
উৎ-স্থা	উত্থান	উঠ্
স্ফায়্	স্ফীতি	ফাঁপ
স্না	স্নান	না
হন্	আঘাত	হান্
হস্	হাস্য	হাস্
হৃ	হরণ	হর্

সংস্কৃত ধাতু কিরূপে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে, তাহার কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত হইল। যথা—জ্ঞা-জাণ-জান, স্থা-থক্ক-থাক্, শ্রু-সুণ-শুন্, ক্রী-কিণ-কিন্, জাগৃ-জগ্গ-জাগ্, নৃৎ-নচ্চ্-নাচ্, দৃশ্-দেক্খ-দেখ, বুধ্-বুজ্ঝ-বুঝ্, ভাষ্-ভুক্ক-বক্, স্পৃশ্-ছির্-ছোঁয়্, ক্ষিপ্-ফেল্ল-ফেল্ ইত্যাদি।

বিজাতীয় ধাতু।

আঁট্, উর, কম্, খাট্, গছা, গলা, ঘির, চাট্, চাপ্, চাহ্, ছিটা, জম্, জুটা, ঝুল্, ঝলস্, টল্, টান্, টুট্, ঠেল্, ডর্, ডাক্, ঢাক্, তিত্, তুল্, ধুক্, নেহার্, পঁহুছ্, পশ্, ফেল্, বন্, ভিজ্, মাগ্, মিট্, রটা, রুখ্, লুফ্, সুধা, হাঁক্, হাঁপা ইত্যাদি ধাতু আদিম জাতি বা ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে, অতএব ইহাদিগকে বিজাতীয় ধাতু বলা যায়।

যৌগিক ধাতু।

গমন কর্, শয়ন কর্, প্রদান কর্, প্রস্থান কর্, স্থাপন কর্, হরণ কর্ ইত্যাদি।

৪৬০। ধাতু প্রধানতঃ দুই প্রকার যথা,—অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক। সকর্ম্মক ধাতুগুলির মধ্যে যাহাদের দুইটি কর্ম্ম আছে, তাহাদিগকে দ্বিকর্ম্মক ধাতু কহে।

অকর্ম্মক (Intransitive)।

৪৬১। যাহার কর্ম্ম নাই তাহাকে অকর্ম্মক কহে। যথা,—তিনি কাঁদিতেছেন, তুমি শুইয়াছ, আমি দৌড়িব।

ক্রীড়া, লজ্জা, দর্প, ভয়, উদ্বেগ, শয়ন,
স্থিতি, শান্তি, দীপ্তি, গ্লানি, উৎপত্তি, জীবন,

যত্ন, জরা, মোহ, কম্প, নর্ত্তন, পতন,
সংশয়, বর্ত্তন, হাস, মজ্জন, ধাবন,
পলায়ন, মন্দগতি, সহন, রোদন,
নিমেষ, নিবাস, শব্দ, আর উড্ডয়ন,
ক্রোধ, চেষ্টা, জাগরণ, বিরাম, মরণ,
সিদ্ধি, শুদ্ধি, যুদ্ধ, বৃদ্ধি, প্রমোদ, ভ্রমণ,
অব্যক্ত-ধ্বনন, আর স্পন্দন, উদয়,
এই সব অর্থে ধাতু অকর্ম্মক হয়।

৪৬২। উপসর্গ-যোগে অনেক অকর্ম্মক ধাতুও সকর্ম্মক হয়। যথা,—

ভূ ...হওয়া ;	অনু-ভূ	...	অনুভব করা।
গম্ ...যাওয়া ;	অধি-গম্	...	প্রাপ্ত হওয়া।
শুধ্ ...শুদ্ধ হওয়া ;	পরি-শুধ্	...	পরিশোধ করা।
নম্ ...নত হওয়া।	প্র-নম্	...	প্রণাম করা ইত্যাদি।

সকর্ম্মক (Transitive)।

৪৬৩। যাহার কর্ম্ম আছে তাহাকে সকর্ম্মক কহে। যথা,—পুস্তক পড়িতেছি, ভাত খাইতেছে।

৪৬৪। কখন কখন সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মপদ অনুক্ত থাকে। যথা,—আমি জানি, তুমি শুন।

৩৬৫। কতকগুলি ক্রিয়া-বাচক শব্দের সহিত কৃ প্রভৃতি ধাতুর যোগ করিয়া ধাতু রূপ করা হয় (১)। এই সকল ক্রিয়াকে যৌগিক

---

(১) কতকগুলি বিশেষণ পদের সহিত হওয়া ধাতুর যোগ করিয়াও যৌগিক ক্রিয়া সাধিত হয়। যথা,—"ধাতু-নিঃস্রব প্রবল-বেগে নির্গত হইতেছে," এস্থলে 'নির্গত' পদকে বিশেষণ, 'হইতেছে' পদকে ক্রিয়া স্বীকার করিলে, 'প্রবল-বেগে' এই ক্রিয়া-বিশেষণের অর্থ-সঙ্গতি থাকে না ; সুতরাং ঈদৃশ স্থলে 'নির্গত হইতেছে' পদকে যৌগিক ক্রিয়া স্বীকার করিলে পদান্বয় করা সুসাধ্য হয়।

ক্রিয়া কহে। যথা,—দর্শন করিতেছি, শয়ন কর, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, কাঁদিয়া উঠিল, পড়িয়া গিয়াছে ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়ার পূর্ব্বাংশ দেখিয়া উহা সকর্ম্মক কি অকর্ম্মক, তাহার নির্ণয় করিতে হয়। যথা—আমি চন্দ্র দর্শন করিতেছি, এস্থলে ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য দর্শন, দৃশ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, দৃশ্ ধাতু সকর্ম্মক সুতরাং ক্রিয়াটিও সকর্ম্মক। শয়ন কর, এস্থলে শয়ন, শী ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শী ধাতু অকর্ম্মক সুতরাং ক্রিয়াটিও অকর্ম্মক।

৪৬৬। অকর্ম্মক ধাতু ণিজন্ত (৫০৭সূত্র) হইলে সকর্ম্মক হয়। যথা রামকে জাগাইলাম।

৪৬৭। ক্রিয়া ও কর্ম্মপদ এক ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলে, অকর্ম্মক ধাতুও সকর্ম্মক হয়। যথা—"উচ্চ হাস হাসে না ক রসিক যুবক" 'মায়াকান্না কাঁদিয়া,' 'কি খেলাই খেলিল' ইত্যাদি।

৪৬৮। সকর্ম্মক ধাতু ণিজন্ত হইলে দ্বিকর্ম্মক হয়। যথা—আমি তাঁহাকে পুস্তক দেখাইতেছি।

৪৬৯। অকর্ম্মক ও কতকগুলি (১) সকর্ম্মক ধাতুর অণিজন্ত সময়ের কর্ত্তা ণিজন্ত সময়ে কর্ম্ম হয়। যথা,—সে হাসিতেছে, তাহাকে হাসাইতেছে; তুমি পুস্তক পড়িতেছ, তোমাকে পুস্তক পড়াইতেছে।

৪৭০। উপসর্গ-যোগে কতিপয় সকর্ম্মক ধাতু অকর্ম্মক হয়। যথা,—

ক্ষিপ্	… ক্ষেপণ;	আ-ক্ষিপ্	… দুঃখ করা।
হৃ	… হরণ;	বি-হৃ	… বিহার করা।
ই	… প্রাপ্তি,	উদ্-ই	… প্রকাশ পাওয়া।
বদ্	… বলা;	বি-বদ্	… বিবাদ করা।

(১) গতি-বুদ্ধি ভোজনার্থক ও শব্দ-কর্ম্মক ধাতু। অন্যত্র তৃতীয়া হয়। যথা,—রাম ভাত রাঁধিতেছে, হরি রামকে দিয়া ভাত রাঁধাইতেছে ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ (Verb)।

৪৭১। ধাতুর উত্তর ইলে, ইয়া, ইতে (১) প্রত্যয় এবং ইতেছি, ইতেছ, ইতেছে আদি ২৭টি বিভক্তি (৪৭৯ সূত্র) যোগ করিলে যে সকল পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে ক্রিয়াপদ কহে।

৪৭২। সমাপিকা-অসমাপিকা-ভেদে ক্রিয়া দুই প্রকার।

সমাপিকা (Finite)।

৪৭৩। যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যের সমাপ্তি হয়, তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া কহে। যথা,—'রাম রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন'; 'হইলেন' সমাপিকা ক্রিয়া।

অসমাপিকা (Infinite)।

৪৭৪। যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যের সমাপ্তি হয় না, ক্রিয়ান্তরের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া কহে। যথা,—"রাম রাজা হইয়া", এস্থলে আকাঙ্ক্ষা থাকায়, 'হইয়া' অসমাপিকা ক্রিয়া।

৪৭৫। যে স্থলে এক কর্ত্তার ক্রিয়া অপর কর্ত্তার ক্রিয়ার কারণ-স্বরূপ হয়, সে স্থলে পূর্ব্বক্রিয়া প্রস্তুত করিতে ধাতুর উত্তর 'ইলে' প্রত্যয় হয়। যথা,—আমি আসিলে, তুমি যাইবে।

ক। ক্রিয়াদ্বয়ের যুগপৎ সম্ভাবনা অথবা পৌর্ব্বাপর্য্য বুঝাইতে 'ইলে' প্রত্যয় হয়। যথা,—প্রভাত হইলে, রাম বনে যাইবেন অর্থাৎ যখন প্রভাত হইবে, তখন রাম (বনে) যাইবেন।

৪৭৬। যে স্থলে এক ক্রিয়ার পরে অন্য ক্রিয়ার কার্য্য হইবে, সেই

---

(১) প্রাকৃত 'সুণিঅ' 'দেখিঅ' হইতে বাঙ্গালায় শুনিয়া, দেখিয়া পদ আসিয়াছে; সুতরাং 'ইয়া' ত্বা প্রত্যয় স্থলেই হইয়া থাকে; 'ইতে' 'তুম্' প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে। করিয়া = কৃত্বা, করিতে = কর্ত্তুম্। 'ইলে' প্রত্যয়ে অতীত কালের ভাব আছে।

স্থলে পূর্ব্ব ক্রিয়া প্রস্তুত করিতে ধাতুর উত্তর 'ইয়া' প্রত্যয় হয়। যথা,—আমি খাইয়া যাইব।

৪৭৭। নিমিত্তার্থে ধাতুর উত্তর 'ইতে' প্রত্যয় হয়। যথা,—আমি পড়িতে যাই।

ক। আরম্ভ, আদেশ, সামর্থ্য, বিধি, আবশ্যকতা ইত্যাদি অর্থেও ধাতুর উত্তর 'ইতে' প্রত্যয় হয়। যথা,—পড়িতে লাগিল, লইতে দাও, চলিতে পারে, মিথ্যা কথা বলিতে নাই, আমাকে যাইতে হইবে ইত্যাদি।

খ। যেস্থলে অসমাপিকা ক্রিয়া ও সমাপিকা ক্রিয়ার কার্য্য একসঙ্গে হয়, তথায় অসমাপিকা ক্রিয়া 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত হইয়া দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা,—নাচিতে নাচিতে যাইতেছে, হাসিতে হাসিতে কহিল ইত্যাদি।

ধাতু-বিভক্তি (Termination)।

৪৭৮। ধাতুর উত্তর যে বিভক্তি হয়, তাহাকে ধাতু-বিভক্তি (১) কহে।

৪৭৯। ধাতুবিভক্তি, ইতেছি, ইতেছ, ইতেছে প্রভৃতি ২৭টি।

ধাতু বিভক্তির আকার।

	উত্তম পুরুষ		মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ
বর্ত্তমান	ইতেছি	...	ইতেছ	...	ইতেছে
	ই	...	অ	...	এ (২)
	ই	...	অ	...	উক

(১) ইহা পুরুষ ও কালের বোধ জন্মায়।

(২) কেহ কেহ বলেন, ইতেছি, ইতেছ, ইতেছে প্রভৃতি বিভক্তি গুলি যৌগিক ; ই, অ, এ, বর্ত্তমান কালের মূল বিভক্তি। কাল-গত তারতম্য বুঝাইবার জন্য কখন 'ইতেছ' বিভক্তির সহিত যুক্ত হয় ; কখন বা মূল ধাতুর সহিত যুক্ত হয়। এই 'ইতেছ' বিভক্তি সংস্কৃত শতৃ (অৎ) প্রত্যয় ও অস্ বা আস্ ধাতু নিষ্পন্ন অস্তি বা

	উত্তম পুরুষ		মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ
অতীত	ইলাম	...	ইলে	...	ইল (১)
	ইয়াছি	...	ইয়াছ	...	ইয়াছে
	ইয়াছিলাম	...	ইয়াছিলে	...	ইয়াছিল
	ইতাম	...	ইতে	...	ইত
	ইতেছিলাম	...	ইতেছিলে	...	ইতেছিল
ভবিষ্যৎ	ইব	...	ইবে	...	ইবে (২)

আস্তে ক্রিযাপদের মিলনে উৎপন্ন, অর্থাৎ করিতেছে—কুর্ব্বৎ আস্তে, 'কুর্ব্বৎ' এর অপভ্রংশ 'করিতে', 'অস্তি' বা 'আস্তে'র অপভ্রংশ 'ইছে' মিলিয়া 'করিতেছে' হইয়াছে।

কেহ বা বলেন,—করিতে প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত প্রাকৃত 'অচ্ছি'র মিলনে 'করিতেছে' হইয়াছে। যেহেতু কোন, কোন প্রদেশে 'করিতেছে' স্থলে 'করিতে আছে' এইরূপ পৃথক্ উচ্চারণ হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের বোধ জন্মাইতে 'কুর্ব্বৎ—অস্তি বা আস্তে'র পর ই, অ, এ, বিভক্তির অন্যতমের যোগ করিতে হয়।

(১) অতীত কালের 'আসীৎ' এর অপভ্রংশে 'আছিল' ক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছে। কোন কোন স্থলে 'আছিল' পূর্ণরূপে, কোথাও বা 'ইল' এই অংশ মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ইল' সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধাতুর সহিত যুক্ত হয়, 'আছিল', করিয়া, হইয়া প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিযার পর প্রযুক্ত হয এবং 'ছিল' শতৃ প্রত্যয়ান্ত পদের পর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,—'কুর্ব্বৎ আসীৎ' করিতেছিল। অতীত কালের বিভক্তি—(ক) আম, এ, অ, (খ) ই, অ, এ এইগুলি কাল-গত তারতম্য বুঝাইবার জন্য 'ইল' 'ছিল' প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে।

কৃত্বা, শ্রুত্বা প্রভৃতি পদ বাঙ্গালায় করিয়া, শুনিয়া আকারে পরিণত হইয়াছে। উক্ত 'করিয়া,' 'শুনিয়া' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সংস্কৃত 'অস্তি' বা 'আস্তে' এর অপভ্রংশ 'আছে' এর যোগে বা প্রাকৃত 'অচ্ছি' এর সহিত 'আম' প্রভৃতি বিভক্তির যথা-সম্ভব যোগে 'করিয়াছিলাম' প্রভৃতি অতীতকালের ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হইয়াছে।

অতীত কালের বিভক্তিগুলির মধ্যে যে গুলির আদিতে 'ইত' আছে, সেইগুলি সংস্কৃত পঠিত, হসিত প্রভৃতি ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত 'আম' 'এ' 'অ' এর যোগে উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যায়।

(২) কেহ কেহ বলেন—প্রাকৃত ব্যাকরণকার লঙ্কেশ্বরের মতে "তব্যস্য ইব্ব" সূত্রানুসারে তব্য স্থানে ইব্ব হয়। সংস্কৃতে কর্ত্তব্য পদ প্রাকৃতে 'করিব্ব'। ঐ 'করিব্ব'

৪৮০। কাল ও পুরুষ-ভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয়, বচন-ভেদে রূপ-ভেদ হয় না। কর্ত্তৃ-পদের পুরুষ ও বচনানুসারে ক্রিয়াপদের পুরুষ ও বচন নির্ণয় করিতে হয়।

৪৮১। প্রথম পুরুষ সম্ভ্রান্ত হইলে তাহার ক্রিয়ার শেষে ন যুক্ত হয়। যথা,—মাতা কহিয়াছেন।

ক। ইল, ইয়াছিল, ইত, ইতেছিল এই চারি বিভক্তির পরে 'ইন' যোগ করিতে হয়। যথা—তিনি করিলেন, করিয়াছিলেন, করিতেন বা করিতেছিলেন।

৪৮২। প্রথম পুরুষ হেয় হইলে, অনুজ্ঞা স্থলে ধাতুর শেষে 'উক' যোগ করিতে হয়। যথা,—সে করুক। সম্ভ্রান্ত হইলে 'উন' যুক্ত হয়। যথা,—তিনি করুন।

৪৮৩। মধ্যম পুরুষ হেয় হইলে ক্রিয়ার শেষে 'ই' যোগ করিতে হয়। বর্ত্তমান কালে ও অনুজ্ঞায় ইস্ যোগ করিতে হয়। যথা,—"স্বামীর জীবনকে নিতান্ত অসার ও তুচ্ছ জ্ঞান করিলি। বুঝিলাম, তুই আমার কালরাত্রি হইয়া আসিয়াছিস্, নতুবা আমার জীবন পণ করিবি কেন? তুই ভার্য্যা হইলে, কখনই স্বামীর প্রাণ-বিয়োগ প্রার্থনা করিতিস্ না।"

৪৮৪। 'ইতে' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার পর হওয়া ক্রিয়া থাকিলে পুরুষ-ভেদে ইহার রূপ-ভেদ হয় না। যথা,—আমাকে যাইতে হয়, তোমাকে যাইতে হইয়াছিল, তাহাকে যাইতে হইবে (১)।

হইতে বাঙ্গালায় 'করিব' পদ হইতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যৎ কালের 'ইব' বিভক্তি সংস্কৃত তব্য প্রত্যয় হইতে আগত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

(১) এস্থলে সংস্কৃত যাতব্যম প্রাকৃতে 'যাইঅব্বং' তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'যাইতে হইবে' হইয়াছে। ঐরূপ 'স্থাতব্যম্' হইতে 'থাকিতে হইবে' ইত্যাদি।

কাল (Tense)।

৪৮৫। ক্রিয়ার সময়কে কাল কহে। কাল প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা,—বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

বর্ত্তমান কাল (Present Tense)।

৪৮৬। ক্রিয়ার বিদ্যমানতা-বোধক কালকে বর্ত্তমান কহে। বর্ত্তমান কাল চারিভাগে বিভক্ত। যথা,—বিশুদ্ধ, নিত্য-প্রবৃত্ত, ভূত-সামীপ্য ও ভবিষ্যৎ-সামীপ্য।

৪৮৭। আরব্ধ-ক্রিয়ার পরি-সমাপন পর্য্যন্ত কালকে বিশুদ্ধ বর্ত্তমান কহে। যথা,—বৃষ্টি পড়িতেছে।

৪৮৮। প্রয়োগ-কালে যে ক্রিয়ার বিদ্যমানতা নাই, কিন্তু ঐ ক্রিয়াটি স্বভাবতঃ ঘটিয়া থাকে, তাহাকে নিত্য-প্রবৃত্ত বর্ত্তমান কহে। যথা, —বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়।

৪৮৯। যে ক্রিয়া অব্যবহিত পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে, অথচ বর্ত্তমানে ক্রিয়ার প্রয়োগ হইতেছে, তাহাকে ভূত-সামীপ্য কহে। যথা,—কখন্ আসিলে? 'এই আসিতেছি' এস্থলে আগমন-ক্রিয়া পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে।

৪৯০। যে ক্রিয়া অব্যবহিত পরে ঘটিবে, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রযুক্ত হইতেছে, তাহার কালকে ভবিষ্যৎ-সামীপ্য কহে। যথা —কখন্ যাইবে? 'এই যাইতেছি'; এস্থলে গমন-ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটিবে।

অতীত কাল (Past Tense)।

৪৯১। যে সময়ে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাকে অতীত কাল কহে। অতীত কাল পাঁচ প্রকার। যথা, অদ্যতন, অনদ্যতন, পরোক্ষ, নিত্যভূত ও অসম্পন্ন।

৪৯২। অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহার কালকে অদ্যতন অতীত (১) কহে। যথা,—মেঘ ডাকিল, বজ্র পড়িল।

৪৯৩। কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহার কালকে অনদ্যতন অতীত কহে। যথা,—বজ্র পড়িয়াছে, বৃষ্টি হইয়াছে।

৪৯৪। বহু পূর্ব্বে যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহার কালকে পরোক্ষ অতীত কহে। যথা,—বৃষ্টি হইয়াছিল, হনূমান্ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল।

৪৯৫। যে ক্রিয়া পূর্ব্বকালে স্বভাবতঃ ঘটত, তাহার কালকে নিত্যভূত কহে। যথা,—বর্ষায় অত্যন্ত ক্লেশ হইত।

৪৯৬। যে ক্রিয়ার অসম্পন্নাবস্থায় অন্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার কালকে অসম্পন্ন অতীত কহে। যথা—যখন আমি কহিতেছিলাম, তখন তিনি আসিলেন।

ভবিষ্যৎ কাল। (Future Tense)

৪৯৭। যখন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইবে, সেই কালকে ভবিষ্যৎ কাল কহে। যথা,—আমি করিব, তিনি বলিবেন।

ধাতুরূপ। (Conjugation)।

উত্তমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	প্রথমপুরুষ	কাল
করিতেছি	করিতেছ	করিতেছে	বিশুদ্ধ বর্ত্তমান
করি	কর	করে	নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান
করি	কর	করুক	অনুজ্ঞা
করিলাম	করিলে	করিল	অদ্যতন অতীত

(১) ঐতিহাসিক ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ করিতে প্রায়ই এই কালের ব্যবহার হইয়া থাকে।

উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ	কাল
করিয়াছিলাম	করিয়াছিলে	করিয়াছিল	পরোক্ষ অতীত
করিয়াছি	করিয়াছ	করিয়াছে	অনদ্যতন অতীত
করিতাম	করিতে	করিত	নিত্যভূত অতীত
করিতেছিলাম	করিতেছিলে	করিতেছিল	অসম্পন্ন অতীত
করিব	করিবে (১)	করিবে	ভবিষ্যৎ

৪৯৮। অর্থ বিশেষে ও শব্দ-বিশেষ-যোগেও ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হইয়া থাকে।

৪৯৯। অনুজ্ঞা অর্থে—বর্ত্তমানের বিভক্তি হয়। যথা,—আমি গমন করি, তুমি গমন কর, তিনি গমন করুন ইত্যাদি।

৫০০। নিয়োগ, অনুরোধ, প্রার্থনা সমর্থনা প্রভৃতি অর্থে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বিভক্তি হয়। যথা,—তুমি যাও, তাহাকে এই কথা বলিবে, আমাকে কিছু সাহায্য করুন, আকাশের নক্ষত্রও গণিয়া দিতে পারি ইত্যাদি।

৫০১। বিধি অর্থে—ভবিষ্যতের বিভক্তি হয়। যথা,—পরিমিত আহার করিবে, রাত্রি জাগরণ করিবে না, প্রতি রবিবার সভায় অধিবেশন হইবে ইত্যাদি।

৫০২। জিজ্ঞাসা বা সন্দেহ অর্থে—কখন কখন অতীতকালে ভবিষ্যতের বিভক্তি হয়। যথা,—বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখভোগ লিখিবেন কেন? হয় ত, তিনি এ কাজ করিয়া থাকিবেন ইত্যাদি।

৫০৩। পৌনঃপুন্য-বোধক শব্দের যোগে—কখন কখন অতীত-কালে বর্ত্তমানের বিভক্তি হয়। যথা,—পুনঃপুনঃ নিষেধ করি, তথাপি

(১) স্থান বিশেষে পত্রাদিতে 'করিবা' 'যাইবা' ইত্যাদি পদের প্রয়োগ দেখা যায়।

কুসংসর্গ পরিত্যাগ কর না; বারংবার জিজ্ঞাসা করি, কেন উত্তর দাও না? ইত্যাদি।

৫০৪। যদি, যতক্ষণ, যতদিন, যেন প্রভৃতি শব্দের যোগে ভবিষ্যৎকালে বর্ত্তমানের বিভক্তি হয়। যথা,—যদি আপনি আমার সঙ্গে আইসেন, তবে বড় উপকৃত হই; তুমি যতক্ষণ আমার নিকটে আছ, ততক্ষণ তোমার কোন ভয় নাই; 'যেন জন্মান্তরে তোমার মত গুণের দেবর পাই" ইত্যাদি।

৫০৫। কথন, কদাচ প্রভৃতি শব্দের যোগে অতীত কালে বর্ত্তমানের বিভক্তি হয়। যথা,—কথন এমন মধুর সঙ্গীত শুনি নাই, কদাচ আমি সে স্থানে যাই না।

ধাত্ববয়ব।

৫০৬। ধাতুর উত্তর ণিচ্, সন্ ও যঙ এবং নামের উত্তর ক্যঙ্ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে ধাত্ববয়ব কহে।

ণিজন্ত ধাতু (Causative Verb)।

৫০৭। প্রেরণার্থে ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় হয়। ণিচ্ প্রত্যয়ের ণ্ ও চ্ ইৎ যায়, ই থাকে। ণিচ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুকে ণিজন্ত ধাতু কহে।

৫০৮। চুর্, কথ্ প্রভৃতি সংস্কৃত ধাতু, স্বাভাবিক ণিজন্ত।

৫০৯। ণিচ্ প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্ত্য স্বর ও উপান্ত্য অকারের বৃদ্ধি এবং উপান্ত্য লঘু স্বরের গুণ হয়। যথা,—ভূ+ণিচ্=ভাবি, বস্+ণিচ্=বাসি, মুচ্+ণিচ্=মোচি ইত্যাদি।

৫১০। ণিচ্ করিলে প্রায় সমস্ত আকারান্ত ধাতুর পরে প-কারের আগম হয়। যথা,—জ্ঞা+ণিচ্=জ্ঞাপি, স্থা+ণিচ্=স্থাপি ইত্যাদি।

৫১১। ণিচ্ করিলে ঘট্, ব্যথ্, জন্, ত্বর্, জ্বল্ প্রভৃতি ও ম্‌কারান্ত ধাতুর উপান্ত্য স্বরের বৃদ্ধি হয় না। যথা,—ঘটি, ব্যথি, গমি, ক্রমি ইত্যাদি।

৫১২। ণিচ্ করিলে কতকগুলি ধাতুর রূপের পরিবর্ত্তন হয়। যথা,—ঋ—অর্পি, ভী—ভীষি, পা (রক্ষণার্থ)—পালি, হন্—ঘাতি, অধি-ই—অধ্যাপি, ধূ—ধূনি, দুষ্—দূষি (১) রুহ্—রোপি বা রোহি ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ণিজন্ত ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা,—

	ণিজন্ত ক্রিয়া		ণিজন্ত ক্রিয়া
হইতেছি	হওয়াইতেছি	বলিতেছি	বলাইতেছি
শুনিতেছি	শুনাইতেছি	খাইতেছি	খাওয়াইতেছি
পড়িতেছি	পড়াইতেছি	শুইতেছি	শোয়াইতেছি
ধুইতেছি	ধোয়াইতেছি	লিখিতেছি	লেখাইতেছি

সনন্ত ধাতু (Desiderative Verb)।

৫১৩। ইচ্ছার্থে ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়। স থাকে। সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুকে সনন্ত ধাতু কহে।

৫১৪। কিত্, তিজ্, গুপ্, বধ্, মান্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর স্বার্থে সন্ হয়। যথা—চিকিৎ-স, তিতিক্-স, জুগুপ্-স ইত্যাদি।

৫১৫। সন্ ও যঙ্ প্রত্যয় করিলে ধাতুর স্বর-যুক্ত আদি বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যথা,—মুচ্-মুমুচ্, বিদ্-বিবিদ্, তিজ্-তিতিজ্ ইত্যাদি।

৫১৬। ধাতুর আদিতে যুক্ত বর্ণ থাকিলে, যুক্ত বর্ণের (স্বরসহ) প্রথম বর্ণের দ্বিত্ব (২) হয়। যথা,—শ্রু + সন্ = শুশ্রূ-স (৩)।

---

(১) চিত্তবিকার বুঝাইতে দোষি, দূষি উভয়ই হয়।

(২) কিন্তু শ, ষ, স সংযুক্ত বর্গীয় প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে পরবর্ত্তী স্বরের সহিত বর্গীয় বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যথা,—তুস্ত-স। দ্বিত্ব হইলে পূর্ব্বভাগে বর্গের দ্বিতীয় বা চতুর্থ বর্ণ থাকিলে, উহার স্থানে যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ হয়। হ ও ক-বর্গ থাকিলে যথাক্রমে জ ও চবর্গ হয়। যথা,—হু + সন্ = জুহু-স, কিৎ + সন্ = চিকিৎ-স ইত্যাদি।

(৩) ৫২১ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৫১৭। দ্বিত্ব হইলে ধাতুর পূর্ব্বভাগের অন্তর্গত দীর্ঘস্বরের স্থানে হ্রস্ব স্বর এবং ঋবর্ণ ও অবর্ণের স্থানে ইকার হয়। যথা,—জ্ঞা+সন্=জিজ্ঞা স পা+সন্=পিপা-স ইত্যাদি।

৫১৮। সন্ প্রত্যয় করিলে অনিট্ ধাতু (১) ভিন্ন সকল ধাতুর অন্তে প্রায় ইকারাগম হয়। যথা—বম্+সন=বিবমি স ইত্যাদি। কিন্তু উকারান্ত ধাতু ও গুহ্ প্রভৃতি ধাতুর হয় না।

৫১৯। সন্ প্রত্যয় পরে স্বরবিশিষ্ট ৩য় বর্ণ স্থানে ৪র্থ বর্ণ এবং অন্ত্য চ্ জ্ শ্ ও হ্ স্থানে ক্ হয়। যথা, গুহ্+সন্=জুঘুক্-স, দুহ্+সন্= দুধুক্-স ইত্যাদি।

৫২০। ইকারাগম হইলে রুদ্, বিদ্ ও মুষ্ ভিন্ন ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপান্ত্য হ্রস্ব স্বরের গুণ হয়। যথা—শী+সন্=শিশয়ি-স, লিখ্+সন্= লিলেখি-স ইত্যাদি।

৫২১। ইকারাগম না হইলে ধাতুর অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। যথা—শ্রু +সন্=শুশ্রূ-স ইত্যাদি।

৫২২। সন্ প্রত্যয় পরে ঋ স্থানে ঈর্ ও ওষ্ঠ্যবর্ণের পরস্থিত ঋ স্থানে উর্ হয়। যথা—চিকীর্-স, মুমূর্-স ইত্যাদি।

৫২৩। সন্ প্রত্যয় পরে গ্রহ্, জি, ও হন্ ধাতুর স্থানে জিঘৃক্-স, জিগী-স, জিঘাং-স আদেশ হয়।

৫২৪। সন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে দা, ধ, মা, মি, রভ্, লভ্, শক্ পদ্, পত্ ও আপ্ স্থানে যথাক্রমে দিৎ, ধিৎ, মিৎ, মিৎ, রিপ্, লিপ্, শিক্, পিৎ, পিৎ ও ঈপ্ আদেশ হয়। দ্বিত্ব কার্য্য হয় না। যথা— লিপ্-স, ঈপ্-স ইত্যাদি।

৫২৫। সন্ প্রত্যয় পরে ধাতুর স স্থানে ৎ হয়। যথা,—বস্+ সন্=বিবৎ-স ইত্যাদি।

(১) পরিশিষ্ট দেখ।

৫২৬। মান্ ও বধ্ ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিলে মীমাংস ও বীভৎস ধাতু নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

এই সকল সনন্ত ধাতুর উত্তর প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগে শব্দাদি নিষ্পন্ন হয়। যথা,—পিপাসা, জিজ্ঞাসা, প্রতিবিধিৎসিতে, জিজ্ঞাসিলেন ইত্যাদি।

যঙন্ত ধাতু (Frequentative Verb)।

৫২৭। রুচ্ ও শুভ্ ভিন্ন এক স্বর-বিশিষ্ট ব্যঞ্জনাদি ধাতুর উত্তর পুনঃপুনঃ বা অতিশয় অর্থে যঙ্ প্রত্যয় হয়। য থাকে। উৎপন্ন ধাতুকে যঙন্ত ধাতু কহে।

৫২৮। যঙন্ত ধাতুর দ্বিত্ব হইলে পূর্ব্বভাগের অ, ই, উ স্থানে আ, এ, ও হয়। যথা,—জ্বল্—জাজ্বল্য, দীপ্—দেদীপ্য, দুল্—দোদুল্য ইত্যাদি। যঙন্ত ধাতু আত্মনেপদী হয়।

৫২৯। ঋকারোপান্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগের ঋ স্থানে অরী হয়। যথা, —সৃপ্—সরীসৃপ্য ইত্যাদি।

৫৩০। ম্‌কারান্ত ও ল্‌কারান্ত ধাতু এবং দন্‌শ্, জপ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর যঙ্ করিলে, তাহার পূর্ব্বভাগের পর ম্‌কারের আগম হয়। অ স্থানে আ হয় না। যথা—গম্—জঙ্গম্য, চল্—চঞ্চল্য ইত্যাদি।

ধাতুর উত্তর যঙ্ প্রত্যয়ের বিকল্পে লোপ হয়। যঙ্ প্রত্যয়ের লোপ হইলে, তাহাকে যঙ্‌লুক্ কহে। যথা,—জঙ্গম্, চঞ্চল্, সরীসৃপ্, ইত্যাদি। যঙ্-লুগন্ত ধাতু পরস্মৈপদী হয়।

নাম-ধাতু (Nominal Verb)।

৫৩১। কতকগুলি শব্দ অর্থ-বিশেষে প্রত্যয়-যুক্ত হইয়া ধাতু হয়। এইরূপ ধাতুকে নাম-ধাতু কহে

৫৩২। তপস্ প্রভৃতি শব্দের উত্তর 'করা' অর্থে ক্যঙ্ হয়। য থাকে। যথা,—তপস্+ক্যঙ্=তপস্য ইত্যাদি।

৫৩৩। শব্দ, বৈর, কলহ শব্দের উত্তর 'করা' অর্থে ক্যঙ্ হয়; য থাকে। অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—শব্দায় ইত্যাদি।

৫৩৪। বাষ্প, উষ্ম, ফেন, ধূম শব্দের উত্তর 'উদ্বমন' অর্থে ক্যঙ্ হয়। যথা,—বাষ্পায়, ধূমায় ইত্যাদি।

৫৩৫। শীঘ্র, চপল, বিমনস্, দুর্মনস শব্দের উত্তর 'পূর্ব্বে ছিল না, এক্ষণে হইয়াছে' অর্থে ক্যঙ্ হয়। বিমনস্ ও দুর্মনস্ শব্দের অন্ত্য স্কারের লোপ হয়। যথা,—বিমনায়, দুর্মনায় ইত্যাদি।

৫৩৬। কর্ত্তৃ-বাচক উপমানের উত্তর 'আচরণ' অর্থে ক্যচ্ হয়। য থাকে। যথা,—দণ্ডের ন্যায় আচরণ করে অর্থে—দণ্ডায় ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি শব্দের অন্ত্য স্বরের স্থানে আ করিয়া নাম-ধাতু নিষ্পন্ন করা হয়। যথা,—বেত—বেতা, ঠেঙ্গা—ঠেঙ্গা, লাঠি—লাঠা, বঁটি-বঁটা—ইত্যাদি।

বাঙ্গালা নাম-ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা,—বেতাইতেছে, ঠেঙ্গাইতেছে, লাঠাইতেছে, বঁটাইবে ইত্যাদি।

বাচ্য (Voice)।

৫৩৭। বাচ্য প্রধানতঃ দুই প্রকার। যথা,—কারক বাচ্য ও ভাব-বাচ্য। কারক-বাচ্য (১) ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা,—কর্ত্তৃ-বাচ্য, কর্ম্ম-বাচ্য, করণ-বাচ্য, সম্প্রদান-বাচ্য, অপাদান-বাচ্য ও অধিকরণ-বাচ্য; অতএব বাচ্য সমুদায়ে সাত প্রকার।

(১) প্রত্যয় দ্বারা যে অর্থ উক্ত হয়, তাহাই বাচ্য। যখন যে কারকের অর্থে প্রত্যয় হয়, তখন সেই বাচ্য।

৫৩৮। সমাপিকা ক্রিয়া সকল কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হয়।

৫৩৯। যেখানে ক্রিয়াপদ প্রধান-রূপে কর্ত্তৃ-পদের সহিত অন্বিত (১), তাহাকে কর্ত্তৃবাচ্য (Active Voice) কহে। যথা,—বালক শয়ন করিতেছে।

৫৪০। যেখানে ক্রিয়াপদ প্রধান-রূপে কর্ম্ম-পদের সহিত অন্বিত, তাহাকে কর্ম্মবাচ্য (Passive Voice) কহে। যথা,—ধাত্রীদ্বারা বালক শায়িত হইয়াছে (২)।

৫৪১। যেখানে ক্রিয়াপদ কেবল ধাত্বর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে ভাববাচ্য (Intransitive Passive Voice) কহে। যথা,—শয়ন করা হইতেছে (৩)।

৫৪২। ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলে কর্ত্তৃ-বাচ্যের প্রয়োগকে কর্ম্মবাচ্যে এবং কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগকে কর্ত্তৃ-বাচ্যে পরিবর্ত্তিত করা যায়। কর্ত্তৃ-বাচ্যে কর্ত্তায় প্রথমা, কর্ম্মে দ্বিতীয়া এবং কর্ত্তার পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয়। কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তায় তৃতীয়া, কর্ম্মে প্রথমা এবং কর্ম্মের পুরুষানুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয়।

---

(১) অর্থাৎ কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তৃ-পদের পুরুষাদির সহিত ক্রিয়ার পুরুষাদির একতা থাকে। ঐরূপ কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মপদের পুরুষাদির সহিত ক্রিয়ার পুরুষাদির একতা থাকে।

(২) কর্ম্মবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ স্থলেই কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ দেখা যায় কর্ত্তৃ-পদ প্রায়ই উহ্য থাকে। যথা,—সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, মুখারবিন্দ লক্ষিত হইতেছে, সীতা পরিগৃহীতা হইবেন ইত্যাদিস্থলে আমাদিগ-দ্বারা, আমা-দ্বারা, রাম দ্বারা ইত্যাদি কর্ত্তৃপদ উহ্য। কেহ কেহ 'অতিবাহিত' 'লক্ষিত' ও 'পরিগৃহীতা' পদকে যথাক্রমে 'সময়', 'মুখারবিন্দ' ও 'সীতা' পদের বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করেন, সুতরাং তন্মতে বাঙ্গালা ভাষায় কর্ম্মবাচ্যের আবশ্যকতা লক্ষিত হয় না।

(৩) ভাববাচ্যে প্রায়ই অর্থদ্বারা কর্ত্তৃ-পদের বোধ হয়, প্রয়োগ থাকে না। পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয় না, সর্ব্বদা প্রথম পুরুষের ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। যথা,— 'শয়ন হইতেছে' এস্থলে অর্থ দ্বারা আমার, তোমার বা আপনার এবং 'যাইতে হইবে' এস্থলে অর্থদ্বারা আমাকে, তোমাকে বা আপনাকে কর্ত্তৃ-পদ উহ্য আছে, বুঝিতে হইবে।

৫৪৩। ক্রিয়া অকর্ম্মক হইলে, কর্ত্তৃ-বাচ্যের প্রয়োগকে ভাববাচ্যে ও ভাববাচ্যের প্রয়োগকে কর্ত্তৃ-বাচ্যে পরিবর্ত্তিত করা যায়। কর্ত্তৃ-বাচ্যের প্রয়োগকে ভাববাচ্যে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, কর্ত্তায় ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি এবং ক্রিয়া প্রথম পুরুষের হয়।

কর্ত্তৃ-বাচ্য—বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন।

কর্ম্মবাচ্যে—বাল্মীকি দ্বারা রামায়ণ রচিত হয়।

কর্ম্মবাচ্য—লক্ষ্মণ দ্বারা সুমন্ত্র আহূত হইলেন।

কর্ত্তৃ-বাচ্যে—লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন।

কর্ত্তৃ-বাচ্য—আমি যাইব।

ভাববাচ্যে—আমার যাওয়া হইবে।

ভাববাচ্য—তোমার যাওয়া হইবে।

কর্ত্তৃ-বাচ্য—তুমি যাইবে।

কৃৎপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ কর্ত্তার বিশেষণ হইলে কর্ত্তৃ-বাচ্য, কর্ম্মের বিশেষণ হইলে কর্ম্মবাচ্য ইত্যাদি-রূপে কথিত হয় এবং ভাববাচ্যে প্রত্যয় করিলে যে সমস্ত পদ নিষ্পন্ন হয়, সেই সকল পদ বিশেষ্য-ভাবে থাকিয়া কেবল ধাতুর অর্থ প্রকাশ করে।

কর্ত্তৃ বাচ্য	পাচক	যে পাক করে
কর্ম্ম-বাচ্য	কর্ত্তব্য	যাহা করা যায়
করণ-বাচ্য	শ্রবণ	যদ্দ্বারা শ্রবণ করা যায়
সম্প্রদান-বাচ্য	দানীয়	যাহাকে দান করা যায়
অপাদান-বাচ্য	প্রভব	যাহা হইতে উৎপন্ন হয়
অধিকরণ-বাচ্য	শয্যা	যাহাতে শয়ন করা যায়
ভাব-বাচ্য	গমন	যাওয়া

৫৪৪। কর্ত্তার সাহায্য-ব্যতিরেকে কর্ম্ম, 'স্বয়ং নিষ্পন্ন হইতেছে' এ

রূপ প্রতীয়মান হইলে, কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-বাচ্য (Passive Active voice) হয়। যথা,—মেঘ করিয়াছে, শীত করিতেছে, গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল, পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে ছোট দেখায়, বরফ শুক্লবর্ণ দেখায় ইত্যাদি।

কৃদন্ত।

৫৪৫। যে কৃৎ প্রত্যয়ের ক বা ঙ্ ইৎ যায়, তদ্ভিন্ন কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপান্ত্য হ্রস্ব স্বরের গুণ হয়। যথা,—ভী+অল্=ভয়; রুদ্+অনট্=রোদন।

৫৪৬। ঞ্ ও ণ্ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য স্বরের ও উপধা অকারের বৃদ্ধি, আকারান্ত ধাতুর উত্তর য এবং হন্ স্থানে ঘাত্ আদেশ হয়। যথা,—ভূ+ঘঞ্=ভাব; পঠ্+ঘঞ্=পাঠ; স্থা+ণিন্=স্থায়িন্; হন্+ঘঞ্=ঘাত।

৫৪৭। ঘঞ্, অনট্ প্রভৃতি প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্তস্থিত এ, ঐ, ও, ঔ স্থানে আ হয়। যথা—বে+ঘঞ্=বায়, গৈ+অনট্=গান, সো+ণক=সায়ক ইত্যাদি।

৫৪৮। কৃৎ প্রত্যয় পরে ণিচের ইকারের লোপ (১) হয়। যথা,—পালি+অনট্=পালন।

৫৪৯। ঘ্ ইৎ প্রত্যয় পরে ধাতুর চ স্থানে ক্ এবং জ্ স্থানে গ্ (২) হয়। যথা,—বচ্+ঘ্যণ্=বাক্য, ভজ্+ঘঞ্=ভাগ।

---

(১) শ ইৎ প্রত্যয়, আলু, ইষ্ণু, বা ইত্নু, প্রভৃতি প্রত্যয় পরে এবং ইকারাগমে হয় না।

(২) অর্থ-বিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যথা,—বচ্+ঘ্যণ্=বাক্য (কথা), বাচ্য (কথন-যোগ্য); নি-যুজ্+ঘ্যণ্=নিয়োজ্য (প্রভু), নিয়োজ্য (ভৃত্য) ইত্যাদি।

৫৫০। ড্ ইৎ প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয়। যথা,—প্র-ভূ+ডু=প্রভু।

৫৫১। খ্ ইৎ প্রত্যয় পরে ধাতুর পূর্ব্বে ম্‌কারের আগম হয়। যথা,—বিশ্ব-ভৃ+খ্+আপ্=বিশ্বম্ভরা।

৫৫২। প্ ইৎ প্রত্যয় পরে হ্রস্ব-স্বরান্ত ধাতুর উত্তর ত্‌কারের আগম হয়। যথা, ভৃ+ক্যপ্=ভৃত্য।

৫৫৩। চতুর্থ বর্ণের পর কৃৎ প্রত্যয়ের ত্ স্থানে ধ্ এবং চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা,—যুধ্+ক্ত=যুদ্ধ, লভ্+ক্ত=লব্ধ।

৫৫৪। ত পরে থাকিলে হ্‌কারান্ত ধাতুর হ্ স্থানে ঢ্ ও কৃৎ প্রত্যয়ের ত স্থানেও ঢ হয়। যথা,—রুহ্+ক্ত=রূঢ় (৬৩ সূত্র)।

৫৫৫। ত পরে নহ্ ধাতুর হ্ স্থানে ধ্ হয় এবং স্নিহ্, মুহ্ (১), ও দহ্, দুহ্ ইত্যাদি ধাতুর অন্ত্য হ্ স্থানে গ্ এবং প্রত্যয়ের ত স্থানে ধ হয়। যথা,—নহ্+ক্ত=নদ্ধ; মুহ্+ক্ত=মুগ্ধ, মূঢ়; দহ্+ক্ত= দগ্ধ ইত্যাদি।

৫৫৬। য পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য ওকার স্থানে অব্ এবং ঔকার স্থানে আব্ হয়। যথা,—ভূ+য=ভব্য, ভূ+ঘ্যণ্=ভাব্য।

৫৫৭। স পরে থাকিলে চ্, ছ্, জ্, শ্, ষ্ এবং হ্ স্থানে ক্ হয়। যথা,—বচ্+স্যমান=বক্ষ্যমাণ (৭৮ সূত্র)।

৫৫৮। তব্য ও তৃন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে দৃশ্, সৃজ্ ধাতুর ঋ স্থানে র (২) হয়। যথা,—দ্রষ্টব্য, স্রষ্টা ইত্যাদি।

৫৫৯। ক্ত, তব্য, তৃন্, স্যতৃ প্রভৃতি প্রত্যয় করিলে যে সকল ধাতুর উত্তর ইকারাগম-বিধি আছে (পরিশিষ্ট দেখ) তাহাদের উত্তর ইকারাগম

(১) মুহ্ ধাতুর বিকল্পে হয়।

(২) কৃষ্, মৃষ্, স্পৃশ্, তৃপ্, দৃপ্, সৃপ্ ধাতুর বিকল্পে হয়

হইবে। যথা,—ব্যথ্+ক্ত=ব্যথিত; জ্ঞা+ণিচ্+ক্ত=জ্ঞাপিত। আপ্+সন্+ক্ত=ঈপ্সিত; লালা+ক্যঙ্=লালায় (নাম-ধাতু)+ক্ত =লালায়িত ইত্যাদি।

[ক্ত]

৫৬০। অতীত কালে কর্ত্তৃ-বাচ্যে, গত্যর্থ ধাতু এবং অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর ক্ত হয়। ত থাকে, ক ইৎ যায়। যথাসম্ভব ধাতুর উত্তর ইকারের আগম হয়। যথা,—যা+ক্ত=যাত; শী+ক্ত=শয়িত (১); জাগৃ +ক্ত=জাগরিত ইত্যাদি।

৫৬১। অতীত কালে কর্ম্মবাচ্যে সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর ক্ত হয়। যথা, পঠ+ক্ত=পঠিত,—কৃ+ক্ত=কৃত, সম্-কৃ+ক্ত=সংস্কৃত, পরি-কৃ+ক্ত =পরিষ্কৃত (২)।

৫৬২। ক্ত প্রত্যয় পরে যম্, রম্, নম্, গম্, তন্, মন্, হন্, ক্ষণ্ প্রভৃতি ধাতুর অন্ত্য বর্ণের লোপ হয়। যথা,—যম্+ক্ত=যত, রম+ ক্ত=রত, নম্+ক্ত=নত, মন্+ক্ত=মত ইত্যাদি।

৫৬৩। ক্ত প্রত্যয় করিলে যদি ইকারাগম না হয়, তবে মকারান্ত ধাতুর উপান্ত্য অকারের বৃদ্ধি হয়। যথা,—ক্লম্+ক্ত=ক্লান্ত, শম্+ক্ত =শান্ত, বম্+ক্ত=বান্ত, কম্+ক্ত=কান্ত, ভ্রম্+ক্ত=ভ্রান্ত ইত্যাদি।

৫৬৪। ক্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে শ্কারান্ত ধাতু, ভ্রস্জ্, সৃজ্, যজ্, মৃজ্ ও প্রচ্ছ্ ধাতুর অন্ত্য বর্ণ স্থানে ষ্ হয়। যথা—দৃশ্+ক্ত =দৃষ্ট, সৃজ্+ক্ত=সৃষ্ট, মৃজ্+ক্ত=মৃষ্ট ইত্যাদি।

---

(১) শী ও জাগৃ ধাতুর অন্ত্য স্বরের গুণ হয়।

(২) ভূষা অর্থে সম্ ও পরি এই দুই উপসর্গের পর কৃ ধাতু থাকিলে, তাহার পূর্ব্বে সুকারের আগম হয়। অন্যত্র সম্+কর=সংকর, পরি+কর=পরিকর। অর্থ বিশেষে 'উপ' এই উপসর্গের পর কৃ ধাতু থাকিলে সুকারের আগম হয়। যথা,— উপ+কর=উপস্কর (মসলা); অন্যত্র উপ+করণ=উপকরণ।

৫৬৫। ক্ত প্রত্যয় পরে দন্‌শ্‌ প্রভৃতি ধাতুর উপান্ত্য ন্‌কারের লোপ হয়। যথা, দন্‌শ + ক্ত = দষ্ট, রন্‌জ্‌ (১) = ক্ত = রক্ত, সন্‌জ + ক্ত = সক্ত, বন্‌ধ্‌ + ক্ত = বদ্ধ, স্তন্‌ভ্‌ + ক্ত = স্তব্ধ, বি + স্রন্‌ভ্‌ + ক্ত = বিস্রব্ধ, ভ্রন্‌শ + ক্ত = ভ্রষ্ট, ধ্বন্‌স্‌ + ক্ত = ধ্বস্ত, মন্‌থ + ক্ত = মথিত, গ্রন্‌থ্‌ + ক্ত = গ্রথিত ইত্যাদি।

বন্‌চ প্রভৃতি ধাতুর উপান্ত্য ন্‌কারের লোপ হয় না। যথা,—বন্‌চ্‌ + ক্ত = বঞ্চিত (২৭ সূত্র), ঐরূপ বৃংহিত (৪৬ সূত্র), বন্দিত ইত্যাদি।

৫৬৬। ক্ত প্রত্যয় পরে যজ্‌, ও ব্যধ্‌ ধাতুর য স্থানে ই; বচ্‌, বস্‌, বদ্‌, বহ্‌, বপ্‌ ও স্বপ্‌ ধাতুর ব স্থানে উ এবং ভ্রস্‌জ্‌ (২), গ্রহ্‌ ও প্রচ্ছ্‌ ধাতুর র স্থানে ঋ হয়। যথা,—যজ্‌ + ক্ত = ইষ্ট, ব্যধ্‌ + ক্ত = বিদ্ধ, বচ্‌ + ক্ত = উক্ত, বস্‌ + ক্ত = উষিত, বদ্‌ + ক্ত = উদিত, বহ্‌ + ক্ত = ঊঢ় (৫৫৪ সূত্র), বপ্‌ + ক্ত = উপ্ত, স্বপ্‌ + ক্ত = সুপ্ত, ভ্রস্‌জ্‌ + ক্ত = ভৃষ্ট, গ্রহ্‌ + ক্ত = গৃহীত (৩), প্রচ্ছ + ক্ত = পৃষ্ট।

৫৬৭। ক্ত প্রত্যয় পরে জন্‌, খন্‌, স্থা, ধা, দা, মা, গৈ, হ্বে, পা, ব্যে, স্ফায়্‌ ধাতুর স্থানে যথাক্রমে জা, খা, স্থি, হি, দৎ, মি, গী, হূ, পী, বী, স্ফী, আদেশ হয়। যথা—জন্‌ + ক্ত = জাত ঐরূপ খাত, স্থিত, হিত, দত্ত (৪), মিত, গীত, হূত, পীত, বীত, স্ফীত।

৫৬৮। ক্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে ঋকারান্ত ধাতুর ঋ স্থানে ঈর্‌ হয়, কিন্তু পৃ ধাতুর ঋ স্থানে উর্‌ হয়, এবং প্রত্যয়ের ত স্থানে ন হয়।

---

(১) ক্ত ক্তি, তব্য আদি প্রত্যয় পরে ভজ্‌, ভুজ্‌, ত্যজ্‌, যুজ্‌, অন্‌জ্‌, রন্‌জ্‌, সন্‌জ্‌, রিচ্‌, পৃচ্‌, প্রভৃতি ধাতুর জ্‌ ও চ্‌ স্থানে ক্‌ হয়।

(২) বর্গের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ণ এবং উষ্মবর্ণ পরে থাকিলে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্থিত স্‌কারের লোপ হয়।

(৩) গ্রহ্‌ ধাতুর উত্তর আগমের ই, দীর্ঘ হয়।

(৪) স্বরান্ত উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে বিকল্পে হয়। যথা,—আ-দা + ক্ত = আদত্ত বা আত্ত

যথা,—শৄ + ক্ত = শীর্ণ, জৄ + ক্ত = জীর্ণ, দৄ + ক্ত = দীর্ণ, তৄ + ক্ত = তীর্ণ পৄ + ক্ত = পূর্ত্ত (১)।

৫৬৯। গ্লৈ, ম্লৈ, হা লূ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে ত স্থানে ন হয়। হা ধাতুর আকার স্থানে ঈ হয়। যথা,—ম্লৈ + ক্ত = ম্লান, হা + ক্ত = হীন, লূ + ক্ত = লূন।

৫৭০। মদ্ ভিন্ন দ্‌কারান্ত ও র্‌কারান্ত ধাতুর উত্তর ত প্রত্যয়ের ত স্থানে ন এবং ঐ সকল দ্‌কারান্ত ধাতুর দ্ স্থানেও ন হয়। যথা,—ভিদ্ + ক্ত = ভিন্ন, ছিদ্ + ক্ত = ছিন্ন, পূর্ + ক্ত = পূর্ণ ইত্যাদি।

৫৭১। দী, মী, লী, ডী, রুজ্, বিজ্, ক্ষি, ভন্‌জ্, মস্‌জ, প্যায় ও বক্রার্থ ভুজ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয়ের ত স্থানে ন হয়। প্যায়্ স্থানে পী আদেশ হয় এবং ঐ সকল জ্‌কারান্ত ধাতুর জ্ স্থানে গ্ হয়। যথা,—দীন, মীন, লীন, ডীন, রুগ্ন, বিগ্ন, ক্ষীণ (২), ভগ্ন, মগ্ন, পীন ও ভুগ্ন। আহারার্থ ভুজ্ + ক্ত = ভুক্ত।

৫৭২। সিব্, দিব্, ষ্ঠিব্, ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে ব স্থানে ঊ হয়। যথা,—স্যূত, দ্যূত ইত্যাদি।

৫৭৩। ক্ষৈ, শুষ্, পচ্, শো, সো, ফল্ (৩), ত্বর্, ধাব্, কৃশ্ আ-বে, প্র-বে, শ্যৈ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে যথাক্রমে ক্ষাম, শুষ্ক, পক্ব, শিত, সিত, ফুল্ল, তূর্ণ, ধৌত, কৃশ, ওত, প্রোত, শীত পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

৫৭৪। ক্ষুধ্, বস্, পূজার্থ অন্‌চ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে ইকারাগম হয়। যথা,—ক্ষুধিত, উষিত, অঞ্চিত, পূজিত, অর্চ্চিত, ত্বরিত ইত্যাদি।

৫৭৫। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ক্ত হয়। যথা,—জীব্ + ক্ত =

---

(১) এস্থলে প্রত্যয়ের ত স্থানে ন হইবে না।

(২) ক্ত প্রত্যয়ের ত পরে থাকিলে ক্ষি ধাতুর ইকার দীর্ঘ হয়। ভাববাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যে হয় না। কর্ম্ম বা ভাববাচ্যে ক্ষি + ক্ত = ক্ষিত। (৩) অনুপসর্গ।

জীবিত (বাঁচা), হস্ + ক্ত = হসিত (হাসা), ভাষ্ + ক্ত = ভাষিত (বাক্য), যা + ক্ত = যাত (গমন), চেষ্ট + ক্ত = চেষ্টিত (কার্য্য) সম-ঈহ্ + ক্ত = সমীহিত (বাসনা) ইত্যাদি।

৫৭৬। অর্থভেদে ঋণ, ঋত ; বিন্ন, বিত্ত ; ত্রাণ, ত্রাত ; ঘ্রাণ, ঘ্রাত ; নির্ব্বাণ, নির্ব্বাত ; আশ্বস্ত, আশ্বসিত প্রভৃতি পদ ক্ত-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন।

৫৭৭। ইচ্ছার্থ, পূজার্থ ও জ্ঞানার্থ ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে ক্ত প্রত্যয় হয়। যথা,—ইষ্ + ক্ত = ইষ্ট, পূজ্ + ক্ত = পূজিত, বিদ্ + ক্ত = বিদিত, মন্ + ক্ত = মত ইত্যাদি।

৫৭৮। তব্য, অনীয়—ধাতুর উত্তর কর্ম্ম ও ভাব-বাচ্যে তব্য ও অনীয় প্রত্যয় হয়। যথা,—শ্রু + তব্য = শ্রোতব্য, শ্রু + অনীয় = শ্রবণীয় ; ঐরূপ দাতব্য, দানীয় ; পূজিতব্য, পূজনীয় ইত্যাদি।

৫৭৯। য—স্বরান্ত ধাতু, সহ্, শক্, পবর্গান্ত ধাতু, উপসর্গ-হীন গদ্, মদ্, চর্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে য হয়। য পরে থাকিলে খন্ ও আকারান্ত ধাতুর অন্ত্যস্বরাদি বর্ণ স্থানে এ হয়। যথা,—শ্রু + য = শ্রব্য, সহ্ + য = সহ্য, শক্ + য = শক্য, রম্ + য = রম্য, গদ্ + য = গদ্য, মদ্ + য = মদ্য চর্ + য = চর্য্যা, দা + য = দেয়, অনু-স্থা + য = অনুষ্ঠেয়, খন্ + য = খেয়।

আ—চর্ + য = আচার্য্য (গুরু) অন্যত্র আচর্য্য, মা + য + আপ্ = মায়া, ছো + য + আপ্ = ছায়া, জন্ + য + আপ্ = জায়া প্রভৃত পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

৫৮০। ঘ্যণ্—ঋকারান্ত ও ব্যঞ্জন-বর্ণান্ত ধাতুর উত্তর কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে ঘ্যণ্ হয়। ঘ্ ও ণ্ ইৎ যায়। যথা—কৃ + ঘ্যণ্ = কার্য্য, ঋ + ঘ্যণ্ = আর্য্য ; ঐরূপ ধার্য্য, বোধ্য, হাস্য, ভোগ্য, ভোজ্য ইত্যাদি।

অবশ্যম্ভাব অর্থ বুঝাইলে উবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর ঘ্যণ্ হয়। যথা,—শ্রু + ঘ্যণ্ = শ্রাব্য ইত্যাদি।

৫৮১। অমা + বস্ + ঘ্যণ্ + আপ্ = অমাবস্যা ও অমাবাস্যা পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

৫৮২। ক্যপ্—কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে কৃ, ভৃ, শাস্-প্রভৃতি ধাতু এবং ভাব-বাচ্যে ব্রহ্মন্, পিতৃ, মাতৃ, গো, স্ত্রী প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত হন্ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ হয়, ক্ ও প্ ইৎ যায়। যথা,—কৃ + ক্যপ্ = কৃত্য, ঐরূপ ভৃত্য, শিষ্য (১), স্তু + ক্যপ্ = স্তুত্য। ব্রহ্মন্-হন্ + ক্যপ্ + আপ্ = ব্রহ্মহত্যা; ঐরূপ পিতৃ-হত্যা, মাতৃ-হত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা (২) ইত্যাদি।

৫৮৩। রাজন্ সূ + ক্যপ্ = রাজসূয়, সৃ + ক্যপ্ = সূর্য্য, ভৃ + ক্যপ্ + আপ্ = ভার্য্যা (৩) প্রভৃতি পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

৫৮৪। শী, ব্রজ্, যজ্, বিদ্, চর্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় করিলে পদগুলি স্ত্রীলিঙ্গ ও আকারান্ত হয়। যথা,—শয্যা, বিদ্যা, চর্য্যা ইত্যাদি।

৫৮৫। অনট্—ভাব-বাচ্যে এবং কর্ত্তৃ-ভিন্ন কারক-বাচ্যে ধাতুর উত্তর অনট্ হয়। ট্ ইৎ যায়, অন থাকে। ভাববাচ্যে—ভুজ্ + অনট্ = ভোজন, সিচ্ + অনট্ = সেচন, অব-সো + অনট্ = অবসান। কর্ম্ম-বাচ্যে গৈ + অনট্ = গান। করণবাচ্যে চর্ + অনট = চরণ, নী + অনট্ = নয়ন, শ্রু + অনট্ = শ্রবণ, ভূষ্ + অনট্ = ভূষণ। অপাদানবাচ্যে—জন্ + অনট্ + ঈপ্ = জননী। অধিকরণবাচ্যে—শী + অনট্ = শয়ন, স্থা + অনট্ = স্থান ইত্যাদি।

---

(১) ক ইৎ প্রত্যয় পরে শাস্ ধাতুর স্থানে শিষ্ হয়।

(২) হন্ ধাতুর ন্ স্থানে ত্ হয়।

(৩) মুগ্ধ-বোধ মতে ক্যপ্, মতান্তরে ঘ্যণ্।

৫৮৬। অন—ণিজন্ত ধাতু ও বন্দ্, বিদ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাব-বাচ্যে অন প্রত্যয় হয়। অন প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ও আকারান্ত হয়। যথা,—ধারি+অন=ধারণা, যাতি+অন=যাতনা, বন্দ্+অন=বন্দনা, বিদ্+অন=বেদনা, সান্ত্ব্+অন=সান্ত্বনা, আ রাধ্+অন=আরাধনা।

৫৮৭। নঙ্—যজ্, যত্, স্বপ্, প্রচ্ছ্, যাচ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে নঙ্ হয়, ঙ্ ইৎ যায়। নঙ্ পরে প্রচ্ছ ধাতুর ছ স্থানে শ হয়। যথা,—যজ্+নঙ=যজ্ঞ। ঐরূপ যত্ন, স্বপ্ন, প্রশ্ন, যাচ্ঞা ইত্যাদি।

৫৮৮। অ—শন্স্ ধাতু এবং সনন্ত, যঙন্ত ও নাম-ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অ হয়। যথা—প্রশংসা ; জিজ্ঞাসা, মীমাংসা, চিকীর্ষা ; লালসা ; অসূয়া, কণ্ডূয়া, তপস্যা ইত্যাদি।

তুলা, ইচ্ছা, তারা, ধারা, লেখা, রেখা (১), ভিক্ষা, তন্দ্রা, স্পর্দ্ধা প্রভৃতি শব্দ অ-প্রত্যয়ে নিপাতন-সিদ্ধ।

৫৮৯। ঙ—চিন্তি, পূজি, কথি, চর্চ্চি, স্পৃহি প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ঙ প্রত্যয় হয় ; ঙ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ও আকারান্ত হয়। যথা,—চিন্তা, পূজা, কথা, চর্চ্চা, স্পৃহা, আশা, দোলা, পীড়া, দয়া, ঘটা, ব্যথা, ত্বরা, কৃপা, নিদ্রা ইত্যাদি।

অন্তর্, শ্রৎ ও উপসর্গ-পূর্ব্বক আকারান্ত ধাতুর উত্তর ঙ প্রত্যয় হয়। যথা,—অন্তর্দ্ধা, শ্রদ্ধা, সংজ্ঞা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি।

৫৯০। অল্—ভাববাচ্যে ও কর্তৃ-ভিন্ন কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর অল্ হয়। ল্ ইৎ যায়, অ থাকে। যথা,—ভী+অল্=ভয়, বি—উহ্ +অল্=ব্যূহ ; ঐরূপ বেদ, জয়, ক্ষয়, হর্ষ, মদ (২), নিলয়, আশ্রয়, নিরয়, সংকল্প, উপচয়। হন্+অল্=বধ (হন্ স্থানে বধ্ আদেশ হয়)।

---

(১) লিখ্+অ=লেখা, রেখা (রলয়োরভেদঃ)।

(২) অনুপসর্গ মদ্ ধাতু।

৫৯১। ঘঞ্—ভাব-বাচ্যে ও কর্ত্তৃ-ভিন্ন (১) কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর ঘঞ্ হয়। অ থাকে। যথা,—পচ্+ঘঞ্=পাক, দা+ঘঞ্=দায়; বি-অব-সো+ঘঞ্=ব্যবসায়, উপ-অধি-ই+ঘঞ্=উপাধ্যায়, ইতিহ-অস্+ঘঞ্=ইতিহাস, রন্জ্+ঘঞ্=রাগ; ঐরূপ ত্যাগ, ভঙ্গ, সঙ্গ, নিবাস, প্রবাস, ভোগ, রোগ।

অদ্+ঘঞ্=ঘাস (অদ্ স্থানে ঘস্ আদেশ হয়), চি+ঘঞ্=কায়, সম্-হন্+ঘঞ্=সঙ্ঘ পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

৫৯২। ঘঞ্ প্রত্যয় পরে কোন কোন স্থলে উপসর্গের হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয় (২)। যথা,—প্রতি-হৃ+ঘঞ্=প্রতীহার (দ্বার); ঐরূপ নীবার, নীহার, প্রতীকার, পরীবাদ, অতীসার ইত্যাদি। মনুষ্য বুঝাইলে হয় না। যথা—নিষাদ।

৫৯৩। ক্তি—ভাববাচ্যে ও কর্ত্তৃ-ভিন্ন কারক-বাচ্যে ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় হয়। ক্ ইৎ যায়, তি থাকে। ক্ত প্রত্যয় পরে যে সকল নিয়ম বিহিত হইয়াছে, ক্তি প্রত্যয় স্থলেও প্রায় সেই সকল নিয়মের কার্য্য হইবে। যথা—মন্+ক্তি=মতি, মুচ্+ক্তি=মুক্তি, ক্ষণ+ক্তি=ক্ষতি, যজ+ক্তি=ইষ্টি (৫৬৬), গ্লৈ+ক্তি=গ্লানি, বি-অন্জ্+ক্তি=ব্যক্তি, সম্ অস্+ক্তি=সমষ্টি, হা+ক্তি=হানি (৩), মূর্চ্ছ্+ক্তি=মূর্ত্তি (৪), প্র-সূ+ক্তি=প্রসূতি (৫), পদ্-হন্+ক্তি=পদ্ধতি ইত্যাদি।

---

(১) কদাচিৎ কর্ত্তৃবাচ্যেও ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা,—পন্চ্+ঘঞ্ (কর্ত্তৃবাচ্যে)=পঙ্ক, অতি-সৃ+ঘঞ্=অতিসার ইত্যাদি।

(২) "উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং ক্বিব্ ঘঞাদৌ কচিদ্ভবেৎ।

এই নিয়ম কোথাও নিত্য, কোথাও বিকল্পে হয়, কোথাও বা এই নিয়মানুসারে কার্য্য হয় না। যথা,—নীহার; প্রতিহার, প্রতীহার; বিহার।

(৩) এ স্থলে হা ধাতুর আ স্থানে ঈ হয় না।

(৪) র্কারের পরবর্ত্তী ধাতুর ছ ও ব এর লোপ হয়।

(৫) অপাদান বাচ্যে মাতা, কর্ম্মবাচ্যে সন্তান ও ভাববাচ্যে উৎপত্তি অর্থ হয়।

৫৯৪। অথু:—বেপ্, বম্, স্ফূর্জ্জ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অথু হয়। যথা,—বেপ্+অথু=বেপথু ইত্যাদি

৫৯৫। শতৃ।—পরস্মৈপদী ও উভয়পদী (১) ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে কর্ত্তৃ-বাচ্যে শতৃ প্রত্যয় হয়। অৎ থাকে। যথা,—গল্+শতৃ=গলৎ, অস্=শতৃ=সৎ (২), জ্বল্+শতৃ=জ্বলৎ, জীব্+শতৃ=জীবৎ (৩), ইত্যাদি।

৫৯৬। শান।—আত্মনেপদী বা উভয়পদী ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে কর্ত্তৃ-বাচ্যে শান হয়। আন থাকে। অকারের পর হইলে শান স্থানে মান হয়। যথা-সম্ভব গুণ-কার্য্য হয়। যথা,—শী+শান—শয়ান, বৃত্+শান=বর্ত্তমান, বৃধ্+শান=বর্দ্ধমান ঐরূপ লম্বমান, বেপমান, যজমান, বিরাজমান; যঙন্তধাতু—রোরুদ্যমান, দেদীপ্যমান। সনন্ত ধাতু—জিজ্ঞাসমান। নামধাতু—দুর্ম্মনায়মান, শব্দায়মান ইত্যাদি।

জন্ ধাতুর উত্তর শান প্রত্যয় করিলে জায়মান হয়।

৫৯৭। ঋকারান্ত ধাতুর ঋ স্থানে রিয় এবং বিদ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর য হয়। যথা,—মৃ+শান=ম্রিয়মাণ, বিদ্+শান=বিদ্যমান, দীপ +শান=দীপ্যমান ইত্যাদি।

৫৯৮। আস্ ধাতুর উত্তর শান প্রত্যয়ে আসীন হয়।

৫৯৯। ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে শান হয়; শান হইলে ধাতুর পরে যকারের আগম হয়। ঐ য পরে দা, ধা, মা, গৈ, পা, হা ও স্থা ধাতু স্থানে যথাক্রমে দী, ধী, মী, গী, পী, হী ও স্থী আদেশ হয়। যথা,—দা+

---

(১) পরিশিষ্ট দেখ।

(২) শতৃপ্রত্যয় পরে অস্ ধাতুর অকারের লোপ হয়।

(৩) অমিত্র অর্থে দ্বিষ্ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয়ে দ্বিষৎ পদ হয়; ইহাতে ক্রিয়ার অর্থ নাই। সংস্কৃতে ভ্বাদি তুদাদি দিবাদি চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর অ হয় সেই সেই স্থানে শানস্থানে মান হয়। দিবাদি ধাতুর উত্তর অকারান্ত যকারের আগম হয়, সুতরাং উহাও অকারান্ত। এইরূপ যঙন্ত, সনন্ত ধাতুও অকারান্ত।

শান=দায়মান, অনু—মা+শান=অনুমীয়মান। গ্রহ্. প্রচ্ছ প্রভৃতি ধাতুর স্থানে গৃহ্, পৃচ্ছ্ প্রভৃতি আদেশ হয়। যথা,—গৃহ্যমাণ, পৃচ্ছ্যমান ইত্যাদি। ইকারান্ত ও উকারান্ত ধাতুর হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা—উপচীয়মান, স্তূয়মান ইত্যাদি।

৬০০। স্যতৃ।—পরস্মৈপদী বা উভয়পদী ধাতুর উত্তর ভবিষ্যৎ কালে কর্ত্তৃ-বাচ্যে স্যতৃ হয়। স্যৎ থাকে। যথা,—ভূ+স্যতৃ=ভবিষ্যৎ, ভাবষ্য (১)।

৬০১। স্যমান।—আত্মনেপদী বা উভয়পদী ধাতুর উত্তর ভবিষ্যৎ-কালে কর্ত্তৃবাচ্যে স্যমান হয়। প্রয়োগানুসারে ইকারাগম ও গুণকার্য্য হয়। যথা,—উদ্-পদ্+স্যমান=উৎপৎস্যমান (৫৪সূত্র)।

৬০২। পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে স্যমান প্রত্যয় হয়। যথা,—বচ্+স্যমান=বক্ষ্যমাণ (৫৫৭সূত্র) ইত্যাদি।

৬০৩। ক্বসু, কান।—পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর অতীত কালে কর্ত্তৃ-বাচ্যে যথাক্রমে ক্বসু ও কান হয়। ক্বসু ও কান পরে থাকিলে ধাতুর দ্বিত্ব কার্য্য হয়। ক্বসুর বস্ ও কান প্রত্যয়ের আন থাকে। যথা—যুধ্+কান=যুযুধান ইত্যাদি।

বিদ্ ধাতুর উত্তর শতৃ স্থানে ক্বসু হয়। যথা,—বিদ্+শতৃ স্থানে ক্বসু=বিদ্বস্।

৬০৪। তৃন্, ণক।—ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ-বাচ্যে তৃন্ ও ণক প্রত্যয় হয়। তৃ ও অক থাকে। যথা,—কৃ+তৃন্=কর্ত্তা, যুধ্+তৃন্=যোদ্ধা, বুধ্+তৃন্=বোদ্ধা, পা+তৃন্=পাতা, হু+তৃন্=হোতা. জি+তৃন্=জেতা, সূ+তৃন্=সবিতা, রচি+তৃন্=রচয়িতা,স্থাপি+তৃন্=স্থাপয়িতা। নী+ণক=নায়ক, পচ্+ণক=পাচক, পরি-অট্+ণক=পর্য্যাটক,

(১) ভবিষ্য পুরাণ, এস্থলে স্যতৃ প্রত্যয়ের ৎ লোপ হয়।

কৃ+ণক=কারক, দা+ণক=দায়ক (৫৪৬ সূত্র), গৈ+ণক=গায়ক, জনি+ণক=জনক ইত্যাদি।

বারি-বহ্+ণক=বলাহক (মেঘ) পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

৬০৫। ষক।—নৃৎ, রন্জ্ ও খন্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ষক প্রত্যয় হয়। অক থাকে। যথা,—নৃৎ+ষক=নর্ত্তক, রন্জ্+ষক=রজক (১), খন্+ষক=খনক ইত্যাদি।

৬০৬। থক, টনণ।—গৈ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে থক ও টনণ্ প্রত্যয় হয়। টনণ্ এর অন থাকে। যথা,—গৈ+থক=গাথক ; গৈ +টনণ্=গায়ন।

৬০৭। অন।—নন্দি প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ-বাচ্যে অন প্রত্যয় হয়। যথা,—নন্দি+অন=নন্দন, ক্রুধ্+অন=ক্রোধন, কুপ্+অন= কোপন,জন-অর্দ্দি+অন=জনার্দ্দন, মধু-সূদ্+অন=মধু-সূদন ইত্যাদি।

৬০৮। ণ।—শ্বস্, ব্যধ্, তন্, দা প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণ হয় ; অ থাকে। যথা,—ব্যধ্+ণ=ব্যাধ, দা+ণ=দায়, রম্—ণিচ্+ ণ=রাম ইত্যাদি। দু ধাতুর উত্তর বিকল্পে হয়। যথা,=দাব, দব।

৬০৯। ষণ্। কর্ম্ম পদের পরস্থিত ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ-বাচ্যে ষণ হয় ; অ থাকে। যথা,—কুম্ভ-কৃ+ষণ্=কুম্ভকার ; ঐরূপ, স্বর্ণকার, শাস্ত্রকার, কর্ম্মকার, সূত্রধার, দ্বারপাল, তন্তুবায় ইত্যাদি।

৬১০। অন্। পচাদি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ-বাচ্যে অন্ হয়। অ থাকে ; যথা—সৃপ্+অন্=সর্প, চর্+অন্=চর, ফুল্ল্+অন্=ফুল্ল, দিব্+ অন্=দেব, ধৃ+অন্=ধর, দায়-অদ্+অন্ দায়াদ। চর্+অন্= চরাচর (২) ঐরূপ্ চলাচল পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

---

(১) ষক প্রত্যয় পরে রন্জ্ ধাতুর উপান্ত্য ন্‌কারের লোপ হয়।

(২) চর ও অচর পদে সমাস করিয়াও চরাচর পদ হয়।

৬১১। কর্ম্ম পদের পরস্থিত হৃ, বহ্, ধৃ ধাতুর উত্তর অন্ হয়। যথা,—রোগ-হর, গন্ধবহ, মহীধর ইত্যাদি।

উপপদের পরবর্ত্তী অর্হ্ ধাতুর উত্তর অন্ হয়। যথা—পূজার্হ, নিন্দার্হ, ধন্যবাদার্হ ইত্যাদি।

রাত্রি শব্দের পরস্থিত চর্ ধাতুর উত্তর অন্ প্রত্যয় করিলে রাত্রিচর ও রাত্রিঞ্চর পদ হয়।

৬১২। ক।—প্রী, কৄ, গৄ, জ্ঞা (১) এবং যে সকল ধাতুর উপধা স্থানে ই বা উ আছে, সেই সকল ধাতুর উত্তর কর্তৃ-বাচ্যে ক হয়, অ থাকে। প্রী স্থানে প্রিয় আদেশ হয়। যথা,—প্রী + ক = প্রিয়, বুধ্ + ক = বুধ, কাম-দুহ্ + ক + আপ্ = কামদুঘা (২)।

৬১৩। ট। কর্তৃবাচ্যে কর্ম্মকারকের পরবর্ত্তী কৃ ধাতুর উত্তর ট হয়। অ থাকে। যথা,—দিবাকর, কিঙ্কর, পুষ্টিকর, বলকর, স্বাস্থ্যকর, বিভাকর ইত্যাদি।

অগ্র ও পুরস্ শব্দের পরস্থিত সৃ ধাতুর উত্তর কর্তৃ-বাচ্যে ট হয়। যথা,—অগ্রসর, পুরঃসর ইত্যাদি।

৬১৪। টক্। অধিকরণ কারকের পরবর্ত্তী চর্ ধাতুর উত্তর কর্তৃ-বাচ্যে টক্ হয়, অ থাকে। যথা,—পার্শ্বচর, বনচর, বনেচর, খচর, খেচর (১৯১), জলচর, ভূচর ইত্যাদি।

৬১৫। কর্ম্ম উপপদে থাকিলে হন্ ও গৈ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে টক্ হয়, অ থাকে। হন্ স্থানে ঘ্ন আদেশ হয়। যথা,—পিতৃঘ্ন, বাতঘ্ন, শত্রুঘ্ন (৩), কৃতঘ্ন, সাম — গৈ + টক্ = সামগ (৪)।

---

(১) জ্ঞা ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গ থাকিলে ড প্রত্যয় হয়।
(২) ক প্রত্যয় পরে দুহ্ ধাতুর হ্ স্থানে ঘ হয়।
(৩) হন্ ধাতুর হ স্থানে ঘ হইলে ন মূর্দ্ধন্য হয় না।
(৪) টক্ পরে ঐকারের লোপ হয়।

৬১৬। ড। হন্, জন্, গম্ প্রভৃতি ধাতু এবং কারক পদ বা উপ-সর্গের পরস্থিত আকারান্ত ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ড হয়; অ থাকে। যথা,—ক্লেশ-অপ-হন্+ড=ক্লেশাপহ, অনু-জন্+ড=অনুজ, গিরি-শী+ড=গিরিশ, বি-আ-ঘ্রা+ড=ব্যাঘ্র, আতপ ত্রৈ+ড=আতপত্র, পূর্ণি-মা+ড+আপ্=পূর্ণিমা, বসু-ধা+ড+আপ্=বসুধা, বিশাল-দা+ড=বিশারদ, দায় আ-দা+ড=দায়াদ, আশু-গম্+ড=আশুগ, ভুজ-গম্+ড=ভুজগ, সু-ধে+ড+আপ্=সুধা, নি শো+ড+আপ্=নিশা।

বিহায়স্-গম্+ড=বিহগ, উরস্-গম্+ড=উরগ, ত্বরা-গম্+ড=তুরগ পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

৬১৭। খ, খশ্।—নিম্নলিখিত পদগুলি কর্তৃবাচ্যে খ ও খশ্ প্রত্যয়-যোগে সিদ্ধ হয়।

পর—তপ্+খ=পরন্তপ—শত্রুপীড়ক।

ললাট—তপাখ্=ললাটন্তপ—ললাট-তাপকারী (সূর্য্য)।

প্রিয়—বদ্+খ=প্রিয়ংবদ—প্রিয়বাদী।

বশ—বদ+খ=বশংবদ—বশবর্ত্তী।

সর্ব্ব—কষ+খ=সর্ব্বঙ্কষ—পাপ।

অভ্র—কষ্+খ=অভ্রঙ্কষ—মেঘস্পর্শী।

বিশ্ব—ভৃ+খ+আপ্=বিশ্বম্ভরা—পৃথ্বী।

পুর—ধৃ+খ+ঈপ্=পুরন্ধ্রী—পতি-পুত্রবতী নারী।

পতি—বৃ+খ+আপ্=পতিংবরা—পতি-নির্ব্বাচন-কারিণী।

সর্ব্ব—সহ্+খ+আপ্=সর্ব্বংসহা—পৃথ্বী।

বসু—ধৃ+খ+আপ্=বসুন্ধরা—পৃথ্বী।

পুর—দৃ+খ=পুরন্দর—ইন্দ্র।

ধন—জি+খ=ধনঞ্জয়—অর্জ্জুন।

ভয়—কৃ+খ=ভয়ঙ্কর—ভয়ানক।

শুভ—কৃ+খ=শুভঙ্কর—হিতকারী।

স্তন—ধে+খশ্=স্তনন্ধয়—স্তন্যপায়ী।

জন—এজি+খশ্=জনমেজয়—পরীক্ষিৎপুত্র।

৬১৮। নিম্নস্থ পদগুলি কর্ত্তৃবাচ্যে খ ও খশ্ প্রত্যয়ে নিপাতনসিদ্ধ :

অরুস্—তুদ্+খশ্=অরুন্তুদ—মর্ম্মপীড়ক।

অসূর্য্য—দৃশ্+খশ্=অসূর্য্যম্পশ্য—যে সূর্য্য দেখে নাই।

স্বয়ম্—বৃ+খ+আপ=স্বয়ংবরা—স্বয়ং-বর-নির্ব্বাচয়িত্রী।

ইরা—মদ্+খ=ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি।

ধুর—ধৃ+খ=ধুরন্ধর—ভারবহ।

ভুজ—গম্+খ= { ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম } ... সর্প।

ত্বরা—গম্+খ= { তুরঙ্গ, তুরঙ্গম } ... অশ্ব।

বিহায়স্-গম্+খ= { বিহঙ্গ, বিহঙ্গম } ... পক্ষী।

পত—গম্+খ= { পতঙ্গ, পতঙ্গম } ... পক্ষী, সূর্য্য।

৬১৯। খি।—আত্মন্, উদর ও কুক্ষি শব্দের পরস্থিত ভৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ-বাচ্যে খি প্রত্যয় হয়; ই থাকে। যথা—আত্মম্ভরি ইত্যাদি।

৬২০। খ্য।—আপনাকে মানে যে এই অর্থে মন্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে খ্য হয়, য থাকে। যথা,—কৃতার্থম্মন্য, বিজ্ঞম্মন্য, অভিজ্ঞম্মন্য ইত্যাদি।

৬২১। ডু।—স্বয়ং, সম্, বি, শম্ ও প্র-পূর্ব্বক ভূ ধাতুর উত্তর ডু হয়; উ থাকে। কর্ত্তৃ-বাচ্যে যথা—বি-ভূ + ডু = বিভু ঐরূপ প্রভু, স্বয়ম্ভু। শম্—ভূ + ডু = শম্ভু পদ অপাদান-বাচ্যে হয়।

৬২২। ণিন্।—গ্রহ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণিন্ হয়, ইন্ থাকে। যথা—গ্রহ্ + ণিন্ = গ্রাহী; কৃ + ণিন্ = কারী, বদ্ + ণিন্ = বাদী, স্থা + ণিন্ = স্থায়ী ইত্যাদি।

ভবিষ্যদর্থে আগামী, ভাবী প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হয়।

উপসর্গ ও উপপদের পরবর্ত্তী ধাতুর উত্তর ণিন্ হয়। যথা,—অধি—কৃ + ণিন্ = অধিকারী, ঐরূপ মিত্র-দ্রোহী, প্রিয়বাদী, সত্যবাদী ইত্যাদি।

৬২৩। কর্ম্মপদের পরবর্ত্তী হন্ ধাতুর উত্তর ণিন্ হয়। যথা,—পিতৃঘাতী (৫৪৬), মিত্রঘাতী ইত্যাদি।

৬২৪। ইন্।—শ্রম্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ইন্ হয়। যথা,—শ্রমী, রক্ষী, মন্ত্রী, জয়ী, সংযমী ইত্যাদি।

৬২৫। ঘিনুণ্।—যুজ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর শীলার্থে কর্ত্তৃবাচ্যে ঘিনুণ্ হয়। ঘ ও ণ ইৎ যায়, ইন্ থাকে। যথা,—যুজ্ + ঘিনুণ্ = যোগী, বি-বিচ্ + ঘিনুণ্ = বিবেকী, অনু-রন্জ্ + ঘিনুণ্ = অনুরাগী ইত্যাদি।

৬২৬। ইষ্ণু।—শীল, ধর্ম্ম ও কুশল অর্থে ভ্রাজ্, উৎ + পত্, অলং + কৃ, নির্ + আ + কৃ, ভূ, চর, সহ্, রুচ্, বৃত্, বৃধ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ইষ্ণু প্রত্যয় হয়। যথা,—সহ্ + ইষ্ণু = সহিষ্ণু, বৃধ্ + ইষ্ণু = বর্দ্ধিষ্ণু ইত্যাদি।

৬২৭। ঞ্উক।—শীলার্থে ভূ, গম্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ঞ্উক প্রত্যয় হয়। উক থাকে। যথা,—ভূ + ঞ্উক = ভাবুক।

৬২৮। স্নুক্।—শীলার্থে ভূ, জি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে স্নুক্ প্রত্যয় হয়। স্নু থাকে। যথা,—জি + স্নুক্ = জিষ্ণু ইত্যাদি।

৬২৯। ক্নু।—শীলার্থে ক্ষিপ্. ত্রস্, গৃধ্, ধৃষ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্নু প্রত্যয় হয়। ক ইৎ যায়। যথা,—গৃধ্+ক্নু=গৃধ্নু, ধৃষ্+ক্নু=ধৃষ্ণু ইত্যাদি।

৬৩০। রু, ষাক।—শীলার্থে শদ্, মি ভী প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে রু এবং বৃ ধাতুর উত্তর ষাক প্রত্যয় হয়। ষাক প্রত্যয়ের আক থাকে। রু পরে মি স্থানে মে হয়, যথা—শদ্+রু=শক্রু (১), ঐরূপ মেরু, ভীরু ইত্যাদি। বৃ+ষাক=বরাক।

৬৩১। ঘুর কুর।—শীলার্থে মিদ্, ভাস্. ভন্জ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ঘুর প্রত্যয় হয়। উর থাকে। যথা,—মিদ্+ঘুর=মেদুর ঐরূপ ভাস্বর, ভঙ্গুর।

শীলার্থে ভিদ্, ছিদ্, বিদ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে কুর প্রত্যয় হয়। উর থাকে। যথা,—বিদ+কুর=বিদুর ইত্যাদি।

৬৩২। ক্ষ্বরপ্।—শীলার্থে নশ্, জি, গম্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ষ্বরপ্ প্রত্যয় হয়। বর থাকে। যথা,—নশ্+ক্ষ্বরপ্=নশ্বর ইত্যাদি।

৬৩৩। উক।—শীলার্থে জাগ্ ধাতুর এবং যঙন্ত যজ্, জপ্ বদ্ ও দন্শ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে উক প্রত্যয় হয়। যথা,—জাগৃ+উক=জাগরূক, দন্শ (যঙ লুক্)+উক=দন্দশূক ইত্যাদি।

৬৩৪। র।—শীলার্থে নম্, কম্, হিন্স্, স্মি, কম্প্, অ-জস্, দীপ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে র হয়। যথা,—নম্+র=নম্র, ঐরূপ হিংস্র, অজস্র ইত্যাদি।

৬৩৫। উ।—শীলার্থে আ-পূর্ব্বক শন্স্ ধাতু, ইষ্, ভিক্ষ্ ধাতু ও সনন্ত ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে উ হয়। যথা,—আ-শন্স্+উ=আশংসু, ইষ্+উ=ইচ্ছু (ইষ্ স্থানে ইচ্ছ্), ভিক্ষ্+উ=ভিক্ষু, ঐরূপ জিজ্ঞাসু, পিপাসু, মুমূর্ষু, বুভুক্ষু, জিগীষু, চিকীর্ষু, শুশ্রূষু, ঈপ্সু, জিঘাংসু ইত্যাদি।

---

(১) শদ্ ধাতুর দ স্থানে ৎ হইবে।

৬৩৬। বর।—শীলার্থে ঈশ্, স্থা, ভাস্, যঙন্ত-যা প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে বর প্রত্যয় হয়। যথা—ঈশ্ + বর = ঈশ্বর, ঐরূপ স্থাবর, ভাস্বর, যাযাবর ইত্যাদি।

৬৩৭। ক্মর।—শীলার্থে অদ্, ঘস্, সৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্মর প্রত্যয় হয়; মর থাকে। যথা,—অদ্ + ক্মর = অদ্মর ইত্যাদি।

৬৩৮। বিণ্।—কর্ম্মপদের পরবর্ত্তী ভজ্, বহ্, সহ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে বিণ্ হয়। কিছুই থাকে না। যথা,—দুঃখ-ভজ্ + বিণ্ = দুঃখ-ভাক্, তুরা-সহ্ + বিণ্ = তুরাষাট্ ইত্যাদি।

৬৩৯। ক্বিপ্।—ভাব ও কারক বাচ্যে ভ্রাজাদি ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ হয়। ক্বিপ্ প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না। যথা,—বি-ভ্রাজ + ক্বিপ্ = বিভ্রাট্, বি-দ্যুৎ + ক্বিপ্ = বিদ্যুৎ, সম্-রাজ্ + ক্বিপ্ = সম্রাট্, সংরাট্, ভূ + ক্বিপ্ = ভূ ইত্যাদি।

ক। উপপদের পরবর্ত্তী সদ্, সূ, দ্বিষ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ হয় যথা,—সভা-সদ্ + ক্বিপ্ = সভাসৎ, বীর-প্র-সূ + ক্বিপ্ = বীরপ্রসূ, ইন্দ্র-জি + ক্বিপ্ = ইন্দ্রজিৎ, সেনা-নী + ক্বিপ্ = সেনানী, তনুচ্ছৎ (১) ইত্যাদি।

খ। ব্রহ্মন্, ভ্রূণ, বৃত্র শব্দের পরবর্ত্তী হন্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ হয়। যথা,—ব্রহ্মহা, বৃত্রহা ইত্যাদি।

গ। নহ্, বৃৎ, বৃষ্, ব্যধ্, রুহ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ হয়। উপসর্গের বা উপপদের অন্ত্য স্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—উপানৎ, নীবৃৎ, প্রাবৃট্, মৃগাবিৎ, বীরুৎ ইত্যাদি।

ঘ। কতকগুলি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়। এবং নিষ্পন্ন পদ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা,—সম্-পদ্ + ক্বিপ্ = সম্পৎ, ঐরূপ বিপৎ, আপৎ, প্রতিপৎ, চিৎ ইত্যাদি।

---

(১) ক্বিপ্, মন্, ত্র প্রত্যয় পরে ছাদি ধাতুর আকার স্থানে অ হয়। ক্ত প্রত্যয়

৬। গম্ + ক্বিপ্ = জগৎ, ঋতু-যজ্ + ক্বিপ্ = ঋত্বিক্, প্র-অন্চ্ + ক্বিপ্ = প্রাক্, অব-অন্চ্ + ক্বিপ্ = অবাক্, সম্-অন্চ্ + ক্বিপ্, = সম্যক্, তিরস্ + অন্চ্ + ক্বিপ্ = তির্য্যক্, ধ্যৈ + ক্বিপ্ = ধী, শ্রি + ক্বিপ্ = শ্রী, সৃজ্ + ক্বিপ্ = স্রক্, আ-শাস্ + ক্বিপ্ = আশিস্, বি-যম্ + ক্বিপ্ = বিয়ৎ, ক্রব্য-অদ্ + ক্বিপ্ = ক্রব্যাৎ ইত্যাদি পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

৬৪০। শ।—উপপদের পরস্থিত বিদ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে শ প্রত্যয় হয়। অ থাকে। বিদ্ স্থানে বিন্দ্ আদেশ হয়। যথা,—গো-বিদ্ + শ = গোবিন্দ, অর-বিদ্ + শ = অরবিন্দ ইত্যাদি

উপপদের পরস্থিত ধারি ধাতুর উত্তর শ হয়। যথা,—কর্ম্মধারি + শ = কর্ম্মধারয়।

কৃ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে শ হয়। কৃ স্থানে ক্রিয় আদেশ হয়। যথা,—কৃ + শ + আপ্ = ক্রিয়া। মৃগি + শ + আপ্ = মৃগয়া (১)।

৬৪১। কি।—কর্ম্মকারক ও উপসর্গের পর-স্থিত ধা ধাতুর উত্তর কারক ও ভাব-বাচ্যে কি প্রত্যয় হয়, ই থাকে। কর্ত্তৃবাচ্যে—বিধি (বিধাতা)। করণ-বাচ্যে—আধি,—ব্যাধি। অধিকরণ বাচ্যে—জলধি, বারিধি, পয়োধি। ভাব-বাচ্যে—বিধি (বিধান), সন্ধি-পরিধি ইত্যাদি।

৬৪২। টক্ ও ক্বিপ্।—সমান শব্দ ও উপমান-বাচক কতিপয় সর্ব্বনাম শব্দের পরস্থিত দৃশ্ ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে টক্ ও ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়। টক্ এর অ থাকে, ক্বিপ্ প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না। টক্ ও ক্বিপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে সমান, ইদম্, কিম্, তদ্, যদ্, অন্য, অস্মদ্, যুষ্মদ্, এতদ্, ভবৎ, অদস্ শব্দ স্থানে যথাক্রমে স, ঈ, কী, তা, যা, অন্যা, মা, ত্বা, এতা, ভবা, অমু আদেশ হয়। যথা,—সমান – দৃশ্ + টক্ = সদৃশ ;

পরে বিকল্পে হয়। যথা,—তনু-ছাদি + ক্বিপ্ = তনুচ্ছৎ, ছাদি + মন্ = ছদ্ম, ছাদি + ত্র = ছত্র, আ-ছাদি + ক্ত = আচ্ছাদিত, আচ্ছন্ন।

(১) মৃগ-যা + ক্বিপ্ = মৃগয়া বা অন্য মতে মৃগ + যক্ + আপ্ = মৃগয়া।

ঈদৃশ, কীদৃশ, তাদৃশ, অন্যাদৃশ; অস্মদ্—দৃশ্+টক্=মাদৃশ; যুষ্মদ্—দৃশ্+টক্=ত্বাদৃশ (এক বচনার্থে); অস্মাদৃশ, যুষ্মাদৃশ (বহুবচনার্থে)। সমান দৃশ+ক্বিপ্=সদৃক্; ঐরূপ ঈদৃক্, কীদৃক্, তাদৃক্, যাদৃক্ ইত্যাদি।

৬৪০। ত্রিমক্।—কতকগুলি ধাতুর উত্তর কর্ম্মাদিবাচ্যে ত্রিমক্ প্রত্যয় হয়। ত্রিম থাকে। যথা,—কৃ+ত্রিমক্=কৃত্রিম, দা+ত্রিমক্ দত্রিম (১) ইত্যাদি।

৬৪৪। খল্।—ঈষৎ, সু বা দুব পূর্ব্বক ধাতুর উত্তর ভাব ও কর্ম্ম-বাচ্যে খল্ হয়; খলের অ থাকে (২) যথা,—ঈষৎ-কর, সুকর, দুষ্কর, দুস্ত্যজ, দুর্ব্বহ, দুস্তর, দুঃসহ, দুর্লভ ইত্যাদি।

৬৪৫। খল্ ও অন। সু বা দুর্-পূর্ব্বক দৃশ্, ধৃষ্, মৃষ্, যুধ্ ও শাস্ ধাতুর-উত্তর কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে খল্ ও অন প্রত্যয় হয়। খলের অ থাকে। যথা,—সুদর্শ, সুদর্শন; দুর্দ্ধর্ষ, দুর্দ্ধর্ষণ; সুযোধ, সুযোধন; দুর্যোধ, দুর্য্যোধন; দুঃশাস, দুঃশাসন।

৬৪৬। ত্র।—নী, স্তু, শস্, দন্শ্, দো ও পত্ ধাতুর উত্তর করণ-বাচ্যে ত্র প্রত্যয় হয়। যথা,—নী+ত্র=নেত্র, ঐরূপ স্তোত্র, শস্ত্র, দংষ্ট্রা, দাত্র, পত্র।

৬৪৭। ইত্র।—পূ, চর্, বহ্, খন্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ইত্র প্রত্যয় হয়। যথা,—পূ+ইত্র=পবিত্র, এরূপ চরিত্র, বহিত্র, খনিত্র ইত্যাদি।

যে ধাতুর উত্তর যে বাচ্যে যে প্রত্যয় বিহিত হইল, তাহার উত্তর অন্য বাচ্যেও সেই প্রত্যয় হয়। ইহা প্রয়োগানুসারে বুঝিতে হইবে (৩)।

---

(১) ত্রিমক্ প্রত্যয় পরে থাকিলে দা স্থানে দৎ আদেশ হয়।

(২) এস্থলে খ ইৎ জন্য ধাতুর পূর্ব্বে মকারের আগম হইবে না।

(৩) "কৃত্যো ল্যুৎ যত্র বিহিতাস্তত্র নূনং ভবন্তি তে।
কৃদ্ধোঃ কভাব ইত্যুক্তেরন্যত্রাপি প্রয়োগতঃ ॥"

কৃৎ প্রত্যয়ের সাহায্যে ধাতু হইতে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম ও অব্যয় এই চারি প্রকার পদই নিষ্পন্ন হয়। যথা,—কৃ+অনট্=করণ; গম্+তব্য=গন্তব্য; অস্+মদ্=অস্মদ্; বহ্+ইস্=বহিস্ ইত্যাদি।

বিশেষ্য শব্দ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহার উত্তর ক্ত, তব্য, অনীয়, য, শতৃ, শান, ক্তবতু, স্যমান, তৃন্, ণক, ণিন্, অন, ঘন্, ক, ট, ড, উ, উক, ক্বিপ্ প্রভৃতি যথা-সম্ভব যোগ করিলে বিশেষণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

বিশেষণ শব্দ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহার উত্তর ক্যপ্, ঘ্যণ্, অনট্, অন, নঙ্, অ, ঙ, অল্, ঘঞ্, ক্তি ইত্যাদি প্রত্যয় যথাসম্ভব যোগ করিলে বিশেষ্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

বাঙ্গালা-কৃদন্ত।

১। অন—ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর অন প্রত্যয় হয়। যথা,—চলন, মিলন, ফলন ইত্যাদি।

২। অন্ত—কর্ত্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর অন্ত প্রত্যয় হয়। যথা,—ফুটন্ত, জ্বলন্ত, নিবন্ত, ঘুমন্ত, জাগন্ত, বাড়ন্ত, উঠন্ত ইত্যাদি।

৩। আ—ভাব ও কর্ত্তৃ-প্রভৃতি বাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় হয়। যথা,—ভাববাচ্যে—করা, দেখা, থাকা, বসা, পরা, বলা ইত্যাদি। কর্ত্তৃ-বাচ্যে—চোরা (যে চুরি করে), কর্ম্মবাচ্যে—করা (যাহা কৃত হইয়াছে,) যেমন করা কাজ, ঐরূপ পড়া বই, শুনা কথা ইত্যাদি; করণ-বাচ্যে—ধরা (যদ্দ্বারা ধরা যায়) ইঁদুর ধরা (কল); বহা (যদ্দ্বারা বহা যায়) ইট বহা (গাড়ী) ইত্যাদি।

৪। আই—কর্ম্মবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর আই প্রত্যয় হয়। যথা,—ঢালাই, চোলাই, বদলাই, চোলাই, কলাই, ধোলাই।

৫। আনি—করণ ও ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর আনি প্রত্যয় হয়। যথা,—পারানি, জ্বালানি, হাঁপানি, লাফানি ইত্যাদি।

৬। ইয়ে—কর্ত্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর ইয়ে প্রত্যয় হয়। যথা,—বলিয়ে (যে বলিতে পারে), ঐরূপ কহিয়ে, গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে।

৭। উনি—ভাব ও কর্ত্তৃ-প্রভৃতি বাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর উনি প্রত্যয় হয়। যথা,—রাঁধে যে রাঁধুনি, ধরে যে ধরুণি, যদ্দ্বারা ছাঁকা যায় ছাঁকুনি, ঐরূপ ছেঁচুনি; (স্থান ভেদে সিউনি বা সেঁউতি), *মউান; ভাববাচ্যে—কাঁদুনি, শুননি, আঁটুনি, বকুনি, চাউনি ইত্যাদি।

৮। উনে—কর্ত্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর উনে প্রত্যয় হয়। যথা,—যে অধিক খাইতে পারে সে খাউনে. যে ভাঙ্গে-ভাঙ্গুনে, যে চলিতে পারে—চলুনে।

৯। ওয়া ও ইবা—ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর ওয়া ও ইবা প্রত্যয় হয়। যথা,—পাওয়া, খাওয়া, যাওয়া, লওয়া, চাওয়া; পাইবা, খাইবা, যাইবা, লইবা, চাইবা ইত্যাদি।

এই সকল ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যের ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের প্রয়োগ দেখা যায়; যথা—পাইবার বা পাওয়ার জন্য, খাইবার বা খাওয়ার নিমিত্ত, যাইবার বা যাওয়ার কালে, লইবার বা লওয়ার সময়, চাইবার বা চাওয়ার কারণ ইত্যাদি; আবার এই সকল ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত শব্দের উত্তর নিমিত্তার্থে এ প্রত্যয়-যোগে অসমাপিকা ক্রিয়াবৎ শব্দের বহুল প্রয়োগ পদ্যে দেখা যায়। যথা,—'তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক', 'খাইবারে ক্ষীর সর অবশ্য যাইব' ইত্যাদি স্থলে বিন্ধিবারে (বিদ্ধ করিতে), খাইবারে (খাইতে) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

১০। তা—কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে, কতকগুলি ধাতুর উত্তর তা প্রত্যয় হয়। যথা—ধরৃতা, করৃতা ইত্যাদি:

১১। তি—ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর তি প্রত্যয় হয়। যথা—বাড়্‌তি, কম্‌তি, চল্‌তি ইত্যাদি।

১২। ন—কতকগুলি ণিজন্ত ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বাচ্যে ন প্রত্যয় হয়। যথা,—খাওয়ান, লওয়ান, বলান, করান, মাথান ইত্যাদি।

১৩। না—কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর না প্রত্যয় হয়। যথা,—দেনা পাওনা, গাওনা ইত্যাদি।

অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী।

১। ধাতু কাহাকে বলে?

২। কি প্রকারে অকর্ম্মক ধাতুকে সকর্ম্মক এবং সকর্ম্মক ধাতুকে অকর্ম্মক করা যায়? উদাহরণ দিয়া লিখ।

৩। প্রত্যয় ও উপসর্গ যোগ করিয়া কৃ ও গম্ ধাতু হইতে যতগুলি পদ বা শব্দ সাধন করিতে পার, সেই গুলি লিখ।

৪। কোন্ কোন্ ধাতুর উত্তর কি কি প্রত্যয়-যোগে নিম্নলিখিত পদগুলি সিদ্ধ হইয়াছে?

উদ্বাহ, শত্রুঘ্ন, লালসা, আযত্ত, শয্যা, জিগীষা, পুরোহিত, ধৌত, সদৃশ, ইচ্ছা, প্রাণ, বিধেয় দুরপনেয়, নির্ঘাত, ব্যতীত, বিমূঢ়, প্রাসাদ, প্রাবৃট্, অধ্যবসায়, জায়া, জাগ্রৎ, আসীন, ম্লান, প্রতীয়মান, পরিত্রাণ, অন্বেষণ, আকাঙ্ক্ষা, শঙ্কর।

৫। সনন্ত অভিপূর্ব্বক আপ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কি পদ হইবে?

রচনা-শিক্ষা।

বাক্য-প্রকরণ।

১। অভিপ্রায় প্রকাশ জন্য যে সকল পদের প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। ঐ সম্বন্ধের নাম আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি।

২। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি-যুক্ত পদ-সমূহকে বাক্য (১) কহে।

৩। আকাঙ্ক্ষা—অর্থ-বোধ-জন্য এক পদের পর অন্য পদের সম্বন্ধ শ্রবণেচ্ছা। যথা,—'আমি বাটী' বলিবামাত্র 'যাইতেছি' বা 'যাইব' ক্রিয়ার শ্রবণেচ্ছা—আকাঙ্ক্ষা।

৪। যোগ্যতা—অর্থবোধ-কালে পদ-সকলের পরস্পর অপ্রতি-বন্ধকতা। যথা—জল-সেক। এই পদে যোগ্যতা আছে; যেহেতু সেচন ক্রিয়া জল দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু অগ্নিসেক পদে অর্থ সংলগ্ন না হওয়ায় যোগ্যতা নাই।

৫। পরিহাসাদি স্থলে যোগ্যতা না থাকিলেও বাক্য হইবে (২)।

৬। আসত্তি—অব্যবধানে পদ-প্রয়োগের নাম আসত্তি। যথা— গুরুর উপদেশ শুন, এস্থলে প্রথমে 'গুরুর' পরে 'উপদেশ' অনন্তর 'শুন' এই কথাগুলি অনেকক্ষণ পরে পরে উচ্চারণ করিলে আসত্তি থাকে না।

---

(১) "বাক্যং স্যাৎ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।"

(২) "পুরাণে নবীন বিদ্যা হ'য়েছে আমার। রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার॥
দ্রৌপদী কাঁদিয়া কহে বাছা হনুমান। কহ কহ কৃষ্ণকথা অমৃত সমান॥
পরীক্ষিৎ কীচকেরে করিয়া সংহার। সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার॥"

৭। শব্দার্থ (১) তিন প্রকার। যথা,—বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ।

৮। ঐরূপ অর্থ-ভেদে শব্দও তিন প্রকার। যথা,—বাচক, লক্ষক ও ব্যঞ্জক।

৯। শব্দার্থ-বোধ জন্য শব্দের তিন প্রকার শক্তি আছে। যথা,—অভিধা-শক্তি, লক্ষণা-শক্তি এবং ব্যঞ্জনা-শক্তি।

১০। অভিধা দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে বাচ্যার্থ বা অভিধেয়, লক্ষণা দ্বারা যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঞ্জনা শক্তি দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ কহে।

অভিধা-শক্তি।

১১। যদ্দ্বারা শব্দের বাচ্যার্থ (প্রকৃত অর্থ) প্রতীয়মান হয়, তাহাকে অভিধাশক্তি কহে।

১২। অভিধা-শক্তি জ্ঞানের উপায় পাঁচ প্রকার। যথা,—ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্ত-বাক্য ও ব্যবহার। যথাক্রমে উদাহরণ। যথা,—পাচক অর্থে পাককর্ত্তা, গো সদৃশ গবয়; গো শব্দে সশৃঙ্গ-লাঙ্গুল চতুষ্পদ গল-কম্বল-সমন্বিত জীব; দারু অর্থে কাষ্ঠ; জনক-জননী প্রভৃতির নিকটস্থ ভৃত্যাদির প্রতি আদেশে বালকাদির পদার্থ-জ্ঞান।

---

(১) রূঢ়-যৌগিক-যোগরূঢ়-ভেদে শব্দ তিন প্রকার।

যাহা প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রাচীন সঙ্কেতানুসারে কোন প্রসিদ্ধার্থের বোধক হয়, তাহাকে রূঢ় শব্দ কহে। যথা,—জল, ঘট, পট ইত্যাদি।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থানুসারে যাহার অর্থ করা হয়, তাহাকে যৌগিক কহে। যথা,—কর্ত্তা, সাধক, পাচক ইত্যাদি।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থানুসারে যাহার অর্থ করা হয়, অথচ সাধারণ পদার্থকে না বুঝাইয়া কোন প্রসিদ্ধার্থের বোধক হয়, তাহাকে যোগ-রূঢ় কহে। যথা,—পঙ্কজ, হস্তী, পার্থ ইত্যাদি।

লক্ষণা-শক্তি

১৩। শব্দের বাচ্যার্থ দ্বারা তাৎপর্য্য-বোধের ব্যাঘাত হইলে যে শক্তি দ্বারা প্রকৃত অর্থের প্রতীতি হয়, তাহার নাম লক্ষণা।

"বাণিজ্যে দেশ ধনশালী হয় এস্থলে বাচ্যার্থ না বুঝাইয়া লক্ষণাদ্বারা দেশ 'পদে' দেশস্থ লোক বুঝাইতেছে।

ব্যঞ্জনা-শক্তি।

১৪। অভিধাশক্তি বা লক্ষণাশক্তির কার্য্যশেষ হইলে, যে শক্তি-দ্বারা শব্দের অন্তর্নিহিত একটী বিশেষ তাৎপর্য্যের প্রতীতি হয়, তাহাকে ব্যঞ্জনা-শক্তি কহে। এই শক্তি দ্বারা অতি সূক্ষ্মার্থের প্রকাশ পায়।

যথা—গঙ্গায় ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। এস্থলে অভিধাশক্তি দ্বারা গঙ্গা অর্থে ভগীরথ-খাত জল-প্রবাহ; লক্ষণা-শক্তি দ্বারা গঙ্গা অর্থে—গঙ্গা নদীর উপকূল; এবং ব্যঞ্জনা শক্তি দ্বারা গঙ্গা অর্থে—অতি শীতল ও পাবন স্থানের বোধ জন্মিতেছে।

১৫। আবার এরূপ কতকগুলি বাক্য আছে, যাহাদের প্রত্যেক শব্দের বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে, বাক্যের প্রকৃত অর্থ অবগত হওয়া যায় না; পরন্তু জাতীয় প্রচলিত রীতানুসারে সেই সেই বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহাকেও লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা শক্তির কার্য্য বলা যাইতে পারে। যথা,—

তিনি মানব-লীলা সংবরণ করিয়াছেন—তিনি মরিয়াছেন।

ইহা তাঁহার পক্ষে অনুকূল গলহস্ত—ইহা তাঁহার হিতকর।

গণ্ডের উপর বিস্ফোটক—বিপদের উপর বিপদ্।

অরণ্যে রোদন করিলাম—বৃথা চেষ্টা করিলাম।

গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য—গুরুর আদেশ অবশ্য-প্রতিপাল্য।

বিন্দু-বিসর্গও জানি না—কিছুই জানি না।

তাপিত প্রাণ শীতল হইল—দুঃখ দূর হইল।

আমার পা চলিতেছে না—গমনে ইচ্ছা নাই।

ইহার পাণি-গ্রহণ করিলাম—ইহাকে বিবাহ করিলাম।

তিনি উষ্ণ হইয়া উঠিলেন—তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন।

আমার মুখ ভোঁতা হইল—আমার কথায় ফল হইল না।

মশা মারিতে কামান পাতা—সামান্য কার্য্যে বৃহৎ উদ্যোগ।

নির্ম্মক্ষিক প্রদেশ—নির্জ্জন স্থান।

রচনা।

১৬। সান্বয়-পদ-সমূহের একত্র গ্রন্থন বা সমাবেশের নাম রচনা সুতরাং 'আমি যাইব' ইহাও একটি রচনা। কেবল অন্বিত পদ-সমূহের একত্র সমাবেশ করিলেই সুষ্ঠু রচনা হয় না; যেহেতু রচনায় উদ্দেশ্য, বিষয়, ভাবুকতা, কল্পনা ও সংযোগ-নিপুণতা আবশ্যক; ইহাদের কতিপয়ের বা সমুদায়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুসারে রচনার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ-সম্পাদিত হয়।

রচনা শাস্ত্র ভেদে কল্পনা, যুক্তি ও ভাবুকতা-প্রধান হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ বিষয়-ভেদে, কোন রচনা যুক্তি-প্রধান, কোনটি কল্পনা-প্রধান, কোনটি বা ভাবুকতা-প্রধান হওয়া উচিত। যেমন, কোন কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইলে, উহাতে কল্পনা বা ভাবুকতা অধিক-পরিমাণে থাকা আবশ্যক, তাহা না হইলে সুপাঠ্য হইতে পারে না। কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, যুক্তি ও চিন্তা-প্রধান হওয়া আবশ্যক, উহাতে কল্পনার ভাগ অধিক থাকিলে বিষয়োচিত গাম্ভীর্য্যের লোপ হয়।

রচনার ভাষা সর্ব্বথা সরল বা সহজ-বোধ্য হওয়া উচিত। প্রাঞ্জলতা, ভাষাগত উৎকর্ষের বিশেষ লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন পদ-সমূহের সংযোগ-নিপুণতা না থাকিলে ভাষা চিত্ত-হারিণী হয় না। বিষয়-ভেদে, লেখক সরল বা গাঢ়ভাব-ব্যঞ্জক শব্দের ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু পদ-সমূহের পরিমাণ-সামঞ্জস্য রক্ষা করা উচিত।

প্রত্যেক ভাষায় বাক্য-রচনার এক একটি স্বতন্ত্র রীতি আছে। রীতিই ভাষার জীবন; রীতি পরিত্যাগ করিয়া লিখিলে অনেক স্থলেই সম্যক্ রূপে অর্থ-বোধ হয় না। অনেক লেখক ভাষার রীতির প্রতি কিছু-মাত্র লক্ষ্য রাখেন না। এরূপ লেখায় ভাষার অর্থের কিরূপ বৈলক্ষণ্য হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। রাম কহিলেন, "তিনি সে স্থানে যাইবেন না" এস্থলে কে যাইবেন না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। 'রাম যাইবেন না', অথবা 'অন্য লোক যাইবে না', তাহার নির্ণয় সহজ নহে। ঐ বাক্যে যদি 'রাম যাইবেন না', এইরূপ অর্থ বুঝিতে হয়, তবে বাঙ্গালা ভাষার রীত্যনুসারে,—রাম কহিলেন, "আমি সে স্থানে যাইব না" লিখিলে অর্থ-সঙ্গতি হয়।

দেশ-কাল-ভেদেও ভাষার রীতিগত প্রভেদ হইয়া থাকে। শীত-প্রধান দেশে উষ্ণতা এবং উষ্ণ-প্রধান দেশে শৈত্য সুখ-জনক হওয়ায় ভাষার রীতিগত প্রভেদ দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশ উষ্ণ-প্রধান, অতএব এখানে শৈত্য সুখদায়ক হওয়ায়, যদি কেহ কাহারও কোন মিষ্ট কথা শ্রবণ করেন, তবে তিনি বলেন, যে, 'অমুকের কথা শ্রবণে আমার শ্রবণ বা প্রাণ শীতল হইল' অর্থাৎ অমুকের কথায় আমি তৃপ্ত বা সুখী হইলাম।

১৭। রচনা গদ্য-পদ্য-ভেদে দুই প্রকার।

১৮। বর্ণ-গণনার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সান্বয় সার্থক পদ সমূহের বিন্যাসকে গদ্য রচনা কহে।

গদ্য-রচনায় পদ-বিন্যাস-প্রণালী।

১৯। পদগুলির যেরূপে বিন্যাস করিলে সহজে অর্থ-বোধ হয়, বাক্যে সেইরূপে পদস্থাপন কর্ত্তব্য। কথোপকথনের ভাষায় যে পদের উপর বল (force) দেওয়া যায়, তাহাই প্রথমে উল্লিখিত হয়।

২০। বাক্যে প্রথমে কর্ত্তৃপদ শেষে ক্রিয়াপদ স্থাপন করিবে।

২১। ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলে, কর্ম্মপদ ক্রিয়ার পূর্ব্বে স্থাপন করিবে। যদি ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হয়, তবে মুখ্য কর্ম্মকে ক্রিয়ার পূর্ব্বে এবং গৌণ কর্ম্মকে মুখ্য কর্ম্মের পূর্ব্বে স্থাপিত করিবে। যথা,—গুরু শিষ্যকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেছেন।

২২। বাক্যে সম্বোধন পদ থাকিলে তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে রাখিবে। যথা,—বৎস! শোকাবেগ সংবরণ কর।

২৩। করণকারক, কর্ম্মপদের পূর্ব্বে স্থাপন করিবে। যথা,—স্বহস্তে সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হও।

২৪। সম্প্রদান কারক দানার্থ ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসাইবে। যথা,—দরিদ্রকে ধন দাও।

২৫। অপাদান কারক, ভয়-চলন-প্রভৃতি ক্রিয়া-বাচক পদের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্থাপিত হইবে। যথা,—তিনি ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইলেন; বৃক্ষ হইতে ফল পড়িল।

২৬। সম্বন্ধ পদ, যে পদের সহিত সম্বদ্ধ, সেই পদের পূর্ব্বে বসে। যথা,—রামের বাটী; আমার পুস্তক।

২৭। অধিকরণ-কারক, যাহার আধার তাহারই পূর্ব্বে বসিবে। কখন কখন কর্ত্তৃ কারকের পূর্ব্বেও স্থাপিত হয়। যথা,—'রজনীতে' চন্দ্র 'ভূতলে' আলোক প্রদান করে।

২৮। বিশেষণ পদ, বিশেষ্যের পূর্ব্বেই বসে, কেবল বিধেয়

বশেষণ হইলে পরে স্থাপিত হয়। যথা,—'রাজা' জনক 'ব্রহ্মচারী' ছিলেন।

২৯। ক্রিয়ার বিশেষণ প্রায়ই ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। যথা,—শীঘ্র যাও।

৩০। এক বাক্যের অন্তর্গত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার এক কর্ত্তৃপদ থাকাই উচিত; কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশ, সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্য বা বাক্যাংশের কারণ-স্বরূপ হইলে, সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তৃ-পদ পৃথক্ হয়। যথা,—মুনি-কন্যারা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি উত্তর দিব? আমি প্রকৃত কারণ কহিলে, তাহারা কদাচ বিশ্বাস করিবেন না; সীতার দুঃখ দেখিয়া বাল্মীকির দয়া হইল।

৩১। কর্ত্তৃ-বাচ্য-প্রয়োগে কর্ত্তৃ-কারকের সহিত ক্রিয়ার পুরুষের একতা থাকিবে। যথা,—আমি করিতেছি, তুমি করিতেছ, তিনি করিতেছেন।

৩২। মধ্যম ও প্রথম পুরুষ এক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে, মধ্যম-পুরুষ-অনুসারে ক্রিয়ার প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা,—শ্যাম ও তুমি যাও।

৩৩। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষ এক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে, উত্তম পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা,—শ্যাম, তুমি ও আমি যাইব।

৩৪। উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ হইলে, উদ্দেশ্যের পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষের প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা,—'আমি' ক্রমে 'অপদার্থ' হইয়া যাইতেছি; 'তুমি' ক্রমে 'কাপুরুষ' হইয়া যাইতেছ।

৩৫। কোন প্রকৃতির উত্তর একার্থে দুই প্রত্যয় নিষিদ্ধ। যথা,—

সৌজন্যতা, দৈর্ঘ্যতা, গাম্ভীর্য্যতা, দার্ঢ্যতা, বাহ্যিক, সৌন্দর্য্যতা (১), সৌহৃদ্যতা, ঐক্যতা, দারিদ্রতা, ঔৎকর্ষ প্রভৃতি।

৩৬। বিশেষ্য পদকে বিশেষণ-ভাবে এবং বিশেষণ পদকে বিশেষ্য-ভাবে প্রয়োগ করা অসাধু। যথা,—আমি 'সন্তোষ' হইলাম, তিনি 'আরোগ্য' হইয়াছেন, সে 'সাক্ষী' দিবে ইত্যাদি স্থলে 'সন্তুষ্ট' 'অরোগ' 'সাক্ষ্য' পদের প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩৭। বাঙ্গালা ভাষায় চমৎকার, অতিশয়, বিশেষ, প্রসর প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ্যপদ বিশেষণবৎ ব্যবহৃত হয়। (২২৫ সূত্র দেখ)।

৩৮। ভবিষ্যৎ কালের প্রত্যয়ান্তরূপে অতীতকালের প্রত্যয়ান্ত পদের, ব্যবহার নিষিদ্ধ। যথা,—আমি আগত কল্য যাইব, এরূপ স্থলে আগামী কল্য পদের প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩৯। এক বাক্যে দুই নিষেধ-বাচক পদ বিধি-সূচক হয়। যথা,—তুমি করিবে না এমন নহে; তোমার অগম্য স্থান নাই।

৪০। যে স্থলে বহুব্রীহি সমাস দ্বারা অর্থ-সঙ্গতি হয়, এরূপ স্থলে প্রথমে কর্ম্মধারয় করিয়া, তৎপরে অস্ত্যর্থে কোন প্রত্যয় করা অনুচিত (২) যেমন,—সুকেশিনী, শ্যামাঙ্গিনী, সুবুদ্ধিমান্, নির্দ্দোষী, নীরোগী, নির্ধনী, নিরপরাধী ইত্যাদি।

৪১। বিশেষণ পদের সহিত সহার্থ শব্দের সমাস হয় না। যথা,—সশঙ্কিত, সলজ্জিত, সকৃতজ্ঞ, সবিনয়-পূর্ব্বক, সাবধান-পূর্ব্বক ইত্যাদি।

৪২। সমস্ত পদের বিশেষণ তাহার অংশ-বিশেষের লিঙ্গ প্রাপ্ত হইতে পারে না। কোন কোন লেখক বৃদ্ধা রমণীগণ, বুদ্ধিমতী

---

(১) এতদ্ভিন্ন ব্যবহার্য্যণীয়, মান্যনীয় প্রভৃতি অশুদ্ধ পদের প্রয়োগ দেখা যায়। শব্দের উত্তর অনীযাদি কৃৎ প্রত্যয়ের প্রয়োগ অসম্ভব।

(২) "ন কর্ম্মধারয়ান্মত্বর্থীয়ো বহুব্রীহিশ্চেদর্থপ্রতিপত্তিকরঃ।"

বালিকাবৃন্দ, সুন্দরী স্ত্রীলোক ইত্যাদি পদের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, গণাদি শব্দ সংস্কৃতমতে পুংলিঙ্গ; সুতরাং এই সকল স্থলে সমস্ত পদের লিঙ্গানুসারে বিশেষণ পদের লিঙ্গ নির্ণয় সঙ্গত; কিন্তু শ্রুতি-কটু-বোধ হইলে ভিন্নরূপে বাক্য-রচনা করাই শ্রেয়ঃ।

৪৩। কোন শব্দে বহুত্ব-বোধক একাধিক প্রত্যয় বা শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। যথা,—'বালকগণেরা কহিল' 'যে সকল মনুষ্যেরা ইহা বলেন', ইত্যাদি স্থলে সকল, গণ ও রা এইরূপ বহুত্ব-বোধক একাধিক শব্দের প্রয়োগ অনুচিত হইয়াছে।

কতিপয় অব্যয়ের ব্যবহার।

অতএব—পূর্ব্ব বাক্য পরবাক্যের হেতু হইলে উভয় বাক্যের মধ্যে 'অতএব' অব্যয়ের ব্যবহার করা হয়। যথা,—"আমরা যাহা আহার করি, তাহার সারাংশ রক্তরূপে পরিণত হইয়া শরীর-পোষণ করে, অতএব যে সকল পদার্থে শরীরের পুষ্টি হয়, তাহাই আমাদের খাদ্য।"

প্রমাণ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক কোন বিষয়ের মীমাংসা স্থলে 'অতএব' ব্যবহৃত হয়। যথা,—'গ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হয়; তাহা সকল সময়ে গোল দৃষ্ট হইয়া থাকে, পৃথিবী গোল না হইলে তাহার ছায়া গোল হইত না; অতএব পৃথিবী গোল।'

অথচ—যেখানে কারণ থাকিলেও কার্য্য হয় না, সেই স্থলে 'অথচ' অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা,—'সমুদ্র এত বিস্তৃত যে, সমুদ্রের কিয়দ্দূর গমন করিলে, আর তীর দেখা যায় না, অথচ জাহাজের লোক পথহারা হয় না।'

অথবা,—পদ, বাক্যাংশ বা বাক্য-দ্বয়ের সমার্থতা কিংবা বিকল্প প্রকাশ কিংবা,—স্থলে 'অথবা' 'কিংবা' 'বা' এই অব্যয়ের ব্যবহার হয়।

বা—যথা,—'যে দেশের লোক যদৃচ্ছালব্ধ ফল-মূল অথবা মৃগয়া-লব্ধ মাংস দ্বারা উদরপূর্তি করে, তাহারা অসভ্য।' 'চ কিংবা ছ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে শ হয়।' 'যাহাকে অয়স্কান্তমণি বা চুম্বকপ্রস্তর কহে, তাহা লৌহের অবস্থা-ভেদ মাত্র।'

অধিকন্তু—কোন বিষয়ে কিছু বলিবার পর, আরও কিছু বলিতে হইলে 'অধিকন্তু' অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—'নবনীত যেরূপ পুষ্টিকর, নবনীত-তরুর ফলেরও তদ্রূপ পুষ্টিকারিতা আছে; অধিকন্তু উহা এক বৎসর শুষ্ক করিয়া রাখিলেও বিকার প্রাপ্ত হয় না।'

অয়ি—কোমল সম্বোধনে 'অয়ি' অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা, অয়ি জানকি; অয়ি জীবিতেশ!

অর্থাৎ—কোন বিষয় বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দিবার কালে 'অর্থাৎ' অব্যয় প্রযুক্ত হয়। যথা,—রবর দুশ্ছেদ্য; অর্থাৎ ইহাকে অনায়াসে ছেদন করা যায় না।

আঃ—কোন বিপদে পড়িলে বা ঘৃণা বা বিরক্তি উপস্থিত হইলে, 'আঃ' অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যথা,—আঃ কি যন্ত্রণা! আঃ কি জঘন্য ব্যাপার উপস্থিত!

আমরি—কোন পদার্থ দর্শন করিয়া মন মুগ্ধ হইলে, 'আমরি' শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা,—সীতা বলিতেছেন,—আমরি কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে।

আহা—চিত্তে আনন্দোদয় হইলে বা কোন দুঃখজনক ব্যাপার উপস্থিত হইলে তৎপ্রকাশার্থে 'আহা' অব্যয় প্রযুক্ত হয়। যথা—আহা শিশুটি কি সুন্দর! আহা কূপে পতিত হইলে!

ই—নিশ্চয়ার্থে ও দুঃখ প্রকাশাদি স্থানে 'ই' অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যথা,—জীবন হইলেই মৃত্যু হইয়া থাকে। কেনই বা আমি রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম?

"তিনি আমার বন্ধু" এই বাক্যের প্রত্যেক পদে 'ই' যোগ করিলে অর্থের যেরূপ পার্থক্য ঘটে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—(১) তিনিই আমার বন্ধু অর্থাৎ আর কেহ নয়। (২) তিনি আমারই বন্ধু অর্থাৎ আর কাহারও নন। (৩) তিনি আমার বন্ধুই অর্থাৎ বন্ধুত্ব ভিন্ন তাঁহার সহিত অন্য সম্বন্ধ নাই।

ইতি—কোন বিষয় বলিবার বা লিখিবার শেষে 'ইতি' অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যথা—'নিবেদন ইতি'। অর্থাৎ ইহার পর আর কোন বক্তব্য নাই।

এবং, ও, আর— দুই বা ততোধিক পদের, বাক্যের বা বাক্যাংশের সংযোগ স্থলে 'এবং' 'ও' 'আর' অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যথাক্রমে উদাহরণ—যথা,—রাম এবং লক্ষ্মণ আসিতেছেন। যৌবন-কাল পাপ ও পুণ্য উভয়ের সন্ধিস্থান। মাতাপিতার সেবা করা আর তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

পুনরায় অর্থেও "আর" ব্যবহৃত হয়। যথা—যেন আর ফিরিতে না হয়। অন্য এই অর্থেও 'আর' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—সে কর্ম্ম আর কেহ করে নাই।

প্রধানশিক্ষক এখন বিদ্যালয়ে আইসেন নাই। এই বাক্যের প্রত্যেক পদে 'ও' যোগ করিয়া দেখা যাউক অর্থগত কিরূপ পার্থক্য ঘটে।

(১) প্রধানশিক্ষকও এখন বিদ্যালয়ে আইসেন নাই অর্থাৎ অন্যের কথা দূরে থাকুক প্রধানশিক্ষকও আইসেন নাই। (২) প্রধান-শিক্ষক এখনও বিদ্যালয়ে আইসেন নাই। অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বে

আসা উচিত ছিল, কিন্তু এখনও আইসেন নাই। (৩) প্রধানশিক্ষক এখন বিদ্যালয়েও আইসেন নাই। অর্থাৎ তাঁহার অন্যত্র যাওয়া দূরে থাকুক, তিনি এখন বিদ্যালয়েও আইসেন নাই। (৪) প্রধান-শিক্ষক এখন বিদ্যালয়ে আইসেনও নাই। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে আসিয়া কার্য্য করা দূরে থাকুক তিনি এপর্য্যন্ত আইসেনও নাই।

এমন কি—কোন পদ-প্রয়োগের সার্থকতার প্রমাণ-প্রদর্শন স্থলে 'এমন কি' পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা,—শুনা গিয়াছে, যে, সেই বনমানুষ পূর্ব্বে অতিশয় উগ্রস্বভাব ছিল, এমন কি সে যে পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিত, তাহার তিনটি লৌহ-দণ্ড ভগ্ন করিয়াছিল।

কিন্তু—বাক্যের সঙ্কোচ-বিধান করিতে 'কিন্তু' অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যথা,—আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্রগুণে অধম। এই সঙ্কোচ নানাপ্রকারে হইয়া থাকে। (১) কোথাও দুইটি কার্য্য পরস্পর বিপরীতভাবে বর্ণিত হয়। যথা,—ধূমে ঘর বাড়ী সব কাল করিয়া ফেলে, কিন্তু বাষ্পে তাহা হয় না। (২) কোন বিষয়ের আধিক্য বর্ণন কালে অন্য বিষয়ের আধিক্য বর্ণনের ব্যাঘাত না জন্মাইয়াও অর্থের ন্যূনতা বিধান করে। যথা,—স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নহে।

কি—প্রশ্ন, হর্ষ, ক্রোধ, বিতর্ক, প্রভেদ, বিস্ময়াদি প্রকাশ স্থানে 'কি' অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা,—তুমি কি যাইবে? কি সুন্দর দৃশ্য! কি অহঙ্কার! আমি এখন কি করি? কি খাদ্য, কি পরিধেয় সকলই পরিশ্রম-সাধ্য। রামচন্দ্রেরও কি মতিভ্রম ঘটিয়াছিল?

ত—প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি স্থলে 'ত' অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা,—বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই? দেখ ত সে কি করিতেছে।

নচেৎ, কোন বিষয়ের অন্যথাচরণে যে বিপরীত ফলোৎপত্তি হয়, নতুবা—তাহার বর্ণনা স্থলে 'নতুবা' অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যথা, —শরীরের ন্যায় মনেরও চালনা আবশ্যক; নতুবা মনোবৃত্তি-সমুদায় নিস্তেজ হইয়া যায়।

না—কোন কার্য্যে নিষেধ করিবার সময়ে 'না' অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা,—কদাচ মিথ্যা কথা কহিবে না। 'না' কখন কখন প্রশ্নসূচক হইয়া থাকে। যথা—"তোমার না, একটি বিবাহ-যোগ্য পুত্র আছে? 'না' কখন কখন 'বা' অব্যয়ের ন্যায় কার্য্য করে। যথা—কে গৃহে প্রবেশ করিল? নরেশ না তিলোত্তমা?

প্রতি—দিকে, প্রত্যেক, বীপ্সা প্রভৃতি অর্থে 'প্রতি' অব্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যথা,—মৎস্য জলমধ্যে অতি দ্রুতবেগে ভক্ষ্যের প্রতি ধাবমান হয়; টাকা প্রতি অষ্টগণ্ডা; প্রতি গৃহে নিমন্ত্রণ করিও।

প্রত্যুত—পর বাক্য দ্বারা পূর্ব্ববাক্যের বৈপরীত্য-সম্পাদন করিতে হইলে, 'প্রত্যুত' অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা,—অম্লজান বায়ু দাহক ও অজান বায়ু দাহ্য, কিন্তু ইহাদের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন জল না দাহক, না দাহ্য; প্রত্যুত অগ্নিনির্ব্বাপক।

প্রভৃতি—অনেকগুলি পদের প্রয়োগ স্থলে কতিপয়ের উল্লেখ করিয়া তৎপরে—'প্রভৃতি', 'আদি' 'ইত্যাদি' শব্দের প্রয়োগ করা যায়। যথা,—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌।

ফলতঃ,—জটিল দীর্ঘ বাক্যকে স্ফুটতর করিতে 'ফলতঃ' 'বস্তুতঃ' বস্তুতঃ—অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যথা,—যখনই প্রিয়ার বদন-সুধাকর সন্দর্শন করি, তখনই আমার চিত্ত-চকোর চরিতার্থ ও অন্তরাত্মা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়; ফলতঃ ইনি গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, নয়নের রসাঞ্জন-রূপিণী ইত্যাদি।

বটে—সত্যাদি অর্থে 'বটে' অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা,—এত পাইলাম বটে, কিন্তু সকলই বিফল হইয়া গেল।

যেন—উৎপ্রেক্ষা, ক্রোধ, প্রার্থনা, সাবধানতা, অনুমান প্রভৃতি অর্থে 'যেন' অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা,—যেন কালান্তক যম। যেন আর ফিরিতে না হয়। যেন ভুলিবেন না। যেন সেই স্থানে যাইও না। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি অনেক দিন রোগ-ভোগ করিতেছেন।

যেমন—দুই বিষয়ের সাদৃশ্য প্রদর্শন স্থলে 'যেমন' অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা,—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গঙ্গা যেমন খর-স্রোতাঃ, যমুনাও তদনুরূপ। কোন কার্য্যের দৃঢ়তার সমর্থন স্থলেও 'যেমন' অব্যয়ের প্রয়োগ থাকে। যথা,—স্বীয় পরিবারের কল্যাণ-চিন্তা যেমন প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য, তদ্রূপ স্বদেশের শুভানুধ্যানও প্রত্যেকের অবশ্যকরণীয়।

যেহেতু—যে স্থলে কোন কার্য্যের উল্লেখ করিয়া পরে তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে হয়, সেই স্থানে কারণ-প্রদর্শনের পূর্ব্বে 'যেহেতু' প্রযুক্ত হয়। যথা,—সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করা অবিধেয়; যেহেতু তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও রোগ-প্রবণ হইয়া থাকে।

সুতরাং—পূর্ব্ববাক্য পর বাক্যের কারণ স্বরূপ হইলে, উভয় বাক্যের মধ্যে

'সুতরাং' প্রযুক্ত হয়। যথা,—যখন রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছি, তখন সর্ব্বোপায়ে প্রজা-রঞ্জন করাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম ; সুতরাং জানকীরেই ত্যাগ করিতে হইল।

৪৪। কতকগুলি শব্দের সহিত কতকগুলি শব্দের নিয়ত সম্বন্ধ আছে।

যদি	তাহা হইলে…যদি তুমি যাও, তাহা হইলে আমি যাইব।
	তবে……যদি সে আইসে, তবে তুমি যাইও।
যদ্যপি	তথাপি…যদ্যপি বিপদ্ ঘটে, তথাপি ছাড়িব না।
যদিও	তবু…যদিও সে বলে, তবু তুমি বলিও না।
বরং	তথাপি…বরং মরিব, তথাপি মিথ্যা বলিব না।
	তথাচ ..বরং দেশত্যাগ ভাল, তথাচ কুসংসর্গ অনুচিত।
	তবু… …বরং অরণ্যে বাস করিব, তবু অধীন হইব না।
অপেক্ষা	বরং…মিথ্যাবাদী মিত্র অপেক্ষা সত্যবাদী শত্রু বরং ভাল।
চেয়ে	বরঞ্চ……সে স্থানে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়া বরঞ্চ ভাল।

৪৫। এইরূপ যত, তত ; যখন, তখন ; যথা, তথা ; যেখানে সেখানে ; বটে, কিন্তু——প্রভৃতি শব্দের নিয়ত সম্বন্ধ আছে।

৪৬। প্রথমে যিনি, যে, যাহা বা যা শব্দের প্রয়োগ করিলে, পরে তিনি, সে, তাহা, তা শব্দের প্রয়োগ আবশ্যক। যথা,—যিনি শিক্ষা প্রদান করেন, তিনি গুরু ইত্যাদি।

৪৭। কোন প্রসিদ্ধ নাম বা অনুভূত বিষয়ের পরিবর্ত্তে তদ্ সর্ব্বনামের ব্যবহার হইলে যদ্ সর্ব্বনামের প্রয়োজন হয় না। যথা,—সেই পরাৎপর পরমেশ্বরে নির্ভর কর ; আমাদের সে দিন আর নাই ইত্যাদি।

রচনা-শিক্ষা-বিষয়ে কতিপয় উপদেশ।

৪৮। কতকগুলি বিশেষ্য পদ লইয়া তাহাদের পূর্ব্বে যথাযোগ্য বিশেষণ পদের স্থাপন করিবে। যথা,—মনুষ্য,—বিদ্বান্ মনুষ্য; রৌদ্র,—প্রখর রৌদ্র; বাত্যা,—প্রবল বাত্যা; বৃক্ষ,—প্রকাণ্ড বৃক্ষ; পণ্ডিত,—প্রবীণ পণ্ডিত; লোক,—সম্ভ্রান্ত লোক অরণ্য,—বৃহৎ অরণ্য; প্রান্তর,—বিশাল প্রান্তর।

প্রশ্ন—পরবর্ত্তী বিশেষ্য পদ গুলির পূর্ব্বে যথাযোগ্য বিশেষণ পদের স্থাপন কর। পর্ব্বত, নদী, রাজ-পথ, কানন, আলেখ্য; ঋষ্যশৃঙ্গ, বাল্মীকি, কালিদাস, প্রতাপসিংহ, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, রাবণ, লক্ষ্মণ, সীতা, বিভীষণ, মন্থরা।

৪৯। কতকগুলি বিশেষণ পদ লইয়া তাহাদের পরে যথোপযুক্ত বিশেষ্য পদের স্থাপন করিবে। যথা,—প্রাচীন,—প্রাচীন বৃক্ষ; কৌলিক,—কৌলিক প্রথা; তাদৃশী,—তাদৃশী অবস্থা; অদৃষ্টপূর্ব্ব,—অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার।

প্রশ্ন—পরবর্ত্তী বিশেষণ পদগুলির পরে যথোপযুক্ত বিশেষ্য পদের স্থাপন কর। মহামতি, দুর্ম্মতি, গন্তব্য, উত্তুঙ্গ, বিপুল, বুদ্ধিমান, বিদুষী, গভীর, সর্ব্ববাদি-সম্মত, সুষুপ্তি-সম্ভূত, ভীষণ-তরঙ্গ-মালা-সমাকুল।

৫০। বাক্যে অন্ততঃ একটি ক্রিয়াপদ ও একটি কর্ত্তৃপদ থাকে। যথা—রাম হাসিতেছেন।

(ক) কখন কখন ক্রিয়া-রহিত বাক্যেরও প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—রাম ধনীর সন্তান।

প্রশ্ন। নিম্নলিখিত বাক্য গুলির মধ্যে কোন্ গুলিতে ক্রিয়ার প্রয়োগ

করিতে হইবে? কোন্ গুলিতে ক্রিয়া অনুক্ত থাকিলে চলিবে? বর্ষাকাল উপস্থিত; শিশুটি অতি সুন্দর; ধনে কি প্রয়োজন? বিদ্যা, অমূল্য ধন; অনুকরণ শিক্ষার সোপান; বাণিজ্য জাতীয় উন্নতির মূল; রামের চরিত্র পরম পবিত্র; আবশ্যকতা আবিষ্ক্রিয়ার জননী; মুখ-মণ্ডল হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ; পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি; কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যের প্রধান উপাদান।

৫১। ক্রমশঃ প্রত্যেক পদ ও কারক লইয়া বাক্য রচনায় প্রবৃত্ত হইবে। যথা,—(১) দ্বিজ-তনয় সংগ্রহ করিতেছেন। (২) দ্বিজতনয় ফল-পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতেছেন। (৩) দ্বিজতনয় স্বহস্তে ফল-পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতেছেন। (৪) দ্বিজতনয় বন হইতে স্বহস্তে ফলপুষ্পাদি সংগ্রহ করিতেছেন। (৫) দ্বিজতনয় অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বন হইতে ফল-পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতেছেন। (৬) নবোপনীত দ্বিজতনয় অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দেবতাদিগকে বলি দিবার নিমিত্ত বন হইতে স্বহস্তে নানা বৃক্ষের ফল পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতেছেন।

৫২। রচনায় নিরর্থক পদের প্রয়োগ করা উচিত নহে। অল্প কথায় স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করাই ভাল।

(ক) কখন কখন বিশেষণ-বোধক অসম্পূর্ণ বাক্যের পরিবর্ত্তে একটি বিশেষণ পদের প্রয়োগ করিয়া বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা যায়। যথা,—

(১) যে ঔষধের পরীক্ষা হইয়াছে তাহাই রোগীর সেব্য।

পরীক্ষিত ঔষধই রোগীর সেব্য।

(২) যে পদের নীচে রেখা আছে তাহার পদ-পরিচয় দাও।

নিম্ন-রেখ পদের পদ-পরিচয় দাও।

(৩) যাহারা তৃণ ভোজন করে এমন পশুর নাম কর।

তৃণভোজী পশুর নাম কর।

(৪) তিনি যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল।

অধীত শাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল।

প্রশ্ন—পরবর্ত্তী বাক্যগুলিকে সংক্ষিপ্ত কর।

(১) যাঁহারা অর্থ সঞ্চয় করেন, তাঁহারা অসময়ে ক্লেশ পান না।

(২) যাহাতে অধিক ব্যয় হয়, এমন কার্য্যে আমি হস্তক্ষেপ করি না।

(৩) যে সকল শব্দের অর্থ বুঝা যায় না, তাহাদের টীকা আবশ্যক।

(৪) যাহারা অতীত ঘটনা জানে, তাহারাও দেখে নাই।

(৫) যে সকল পর্ব্বত হইতে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাদের সংখ্যা কত?

৫৩। সমাসের সাহায্যে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা যায়। যথা,—

(১) এ পর্য্যন্ত যাঁহার শত্রু জন্মে নাই, তিনি অজাতশত্রু।

(২) এ পর্য্যন্ত যাঁহার শ্মশ্রু জন্মে নাই, তিনি অজাতশ্মশ্রু।

(৩) তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছেন।

(৪) লোকে যাহা দেখে নাই, যাহা শুনে নাই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে

অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—(১) সীতা হাস্য করিতে করিতে বলিলেন। (২) যাঁহারা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র আদরণীয়। (৩) যাহারা মিথ্যা কথা কহে, তাহারা বিশ্বাসযোগ্য নহে। (৪) বশিষ্ঠ দেব যাঁহাদের প্রথমে আছেন, সেই সকল বিপ্র আসিতেছেন। (৫)

যে কেবল লোকের অমঙ্গলই চায়, সেই মন্থরা আসিতেছে। এই বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত কর।

৫৪। কৃৎ ও তদ্ধিতের সাহায্যে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা যায়। যথা,—(১) যাঁহারা অতীত ঘটনা জানেন—অতীতবেদী। (২) ন্যায় শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন—নৈয়ায়িক। (৩) যাহা অমৃতরস বর্ষণ করে—অমৃতরসবর্ষী। (৪) জলপান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে—পিপাসা হইয়াছে। (৫) পরলোক আছে এই জ্ঞান যাহার আছে—আস্তিক।

প্রশ্ন—(১) বাল্যকালে যেরূপ চঞ্চলতা সহজে হয়। (২) যে সকল শব্দ উক্ত হয় নাই। (৩) যে বাক্য পশ্চাৎ উক্ত হইয়াছে। (৪) যাহারা পরীক্ষা দিতে চায়। এই বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত কর।

৫৫। ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদকে প্রত্যয় সাহায্যে বিশেষণ রূপে প্রয়োগ করা যায়। যথা,—১) গঙ্গার বারি—গাঙ্গ্যবারি। (২) আমার ভবন—মদীয় ভবন (৩) তোমার পুস্তক—ত্বদীয় পুস্তক। (৪) আপনার মত লোক—ভবাদৃশ লোক। (৫) দশরথের পুত্র=দাশরথি। (৬) সুখের উষা—সুখময়ী উষা। ৭) দুঃখের রজনী—দুঃখময়ী রজনী।

৫৬। কতকগুলি বাক্য লইয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে। যথা,—(১) কোথা হইতে আসিলেন? (২) আপনি কোন্ স্থান হইতে এস্থানে আগমন করিলেন? (৩) আপনার আগমনে কোন্ দেশবাসি-জনগণ আপনার দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন?

(২) সন্ধ্যা হইল। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। সূর্যাস্ত হইল। সূর্য্যদেব অস্তাচলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করিলেন।

(৩) তিনি মরিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। তিনি কালকবলে কবলিত হইলেন। তিনি কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইলেন।

প্রশ্ন—নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে নানাপ্রকারে প্রকাশ কর।

(১) সে অধঃপাতে গিয়াছে। (২) এ কথা বলার প্রয়োজন নাই। (৩) যত্ন না করিলে মনোরথ সিদ্ধ হয় না। (৪) সূর্য্য-কিরণে বালুকা রাশি উত্তপ্ত হয়। (৫) জিজ্ঞাসাই জ্ঞানের সোপান। (৬) বিদ্যা অমূল্য ধন।

৫৭। বহুবাক্যকে একবাক্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে।

(১) সূর্য্য অস্তগত হইল। (২) দশদিক্ তমসাবৃত হইল। (৩) আমি কুটীর হইতে বহির্গত হইলাম। (৪) সায়ং কার্য্য সমাপন করিলাম। (৫) শুক্লবসন পরিধান করিলাম। (৬) কিয়ৎকাল তথায় বিশ্রাম লাভ করিলাম। (৭) কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিলাম।

একবাক্য—সূর্য্যাস্তের পর দশদিক্ তমসাবৃত হইলে, আমি কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া সায়ংকার্য্য সমাপন-পূর্ব্বক শুক্লবসন পরিধানান্তে কিয়ৎকাল তথায় বিশ্রামলাভের পর কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিলাম।

প্রশ্ন—নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে একবাক্যে পরিণত কর।

(১) এক্ষণে বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইতেছে। (২) শিল্পবিদ্যার উন্নতি হইতেছে। (৩) মনুষ্যের কায়িক শ্রমের ক্রমশঃ লাঘব ঘটিতেছে। (৪) বিদ্যাচর্চ্চায় লোকে অবসর পাইতেছে।

৫৮। শব্দের অর্থগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দের প্রয়োগ করিবে।

কতিপয় শব্দের অর্থগত পার্থক্য নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

অস্ত্র—যাহা নিক্ষেপ করিয়া প্রহার করা যায়; যেমন বাণ প্রভৃতি।

শস্ত্র—যাহা হস্তে ধারণ করিয়া প্রহার করা যায়; যেমন খড়্গাদি।

অপচয়—বৃথা বা নিষ্প্রয়োজনে নষ্ট করা।
অপব্যয়—প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করা।

অদ্ভুত—অভূতপূর্ব্ব ঘটনাকে অদ্ভুত কহে।
আশ্চর্য্য—কোন বিষয় ঘটিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও যদি তাহা ঘটিতে দেখা যায়, তবে সেই ঘটনাকে আশ্চর্য্য ঘটনা কহে।

উদ্বেগ—ভবিষ্যদাশঙ্কায় দুশ্চিন্তাকে উদ্বেগ কহে।
উৎকণ্ঠা—কোন আসন্ন বিপদ্ অবগত হইয়া বা অনুমান করিয়া তজ্জন্য দুশ্চিন্তাকে উৎকণ্ঠা কহে।

ভক্তি—পূজ্য জনে অনুরাগ।
প্রীতি—সমবয়স্কের প্রতি ভালবাসা।
স্নেহ—পুত্রাদির প্রতি ভালবাসা।

দীন—সর্ব্বপ্রকার উপায়-বিহীন ব্যক্তি।
দরিদ্র—নির্ধন ব্যক্তি।
অনাথ—নিরাশ্রয় ব্যক্তি।

দ্বেষ—পরশ্রীকাতরতা; অন্যের সৌভাগ্য-দর্শনে দুঃখিত হওয়া।
হিংসা—হননেচ্ছা; কাহারও ধ্বংস-সাধনের ইচ্ছা।

বন্ধু—অত্যাগ-সহন; যিনি প্রণয়ীর ত্যাগ সহ্য করিতে পারেন না।
সুহৃৎ—সর্ব্বদা অনুগত ব্যক্তি।
মিত্র—এক-ক্রিয় ব্যক্তি।
সখা—সমপ্রাণ; প্রিয় ব্যক্তির সুখ দুঃখে স্বয়ং সুখদুঃখবোধকারী।

ঔদাস্য—কোন কর্ম্ম অসাধ্য ভাবিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা বা তাহা হইতে নিবৃত্তি।

আলস্য—পরে করা যাইবে বলিয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে বিলম্ব করা। সামর্থ্য-সত্ত্বে অনুৎসাহ।

দীর্ঘসূত্রতা—চির-ক্রিয়তা ; কোন কর্ম্ম 'করিতেছি', 'করিব' এই প্রকারে বিলম্ব করা।

অনুকূল—অনুমোদন-কারী ; যাচকের প্রার্থনা পূরণে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

সদয়—দয়ালু।

মহৎ—সদ্‌গুণ-জ্ঞাপক ; জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই মহৎ বলা যায়।

বৃহৎ—কোন বস্তুর আয়তন বা উচ্চতাদির পরিমাণ-জ্ঞাপক।

পরিষ্কৃত—নির্ম্মল।

পরিচ্ছন্ন—পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট।

পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ।

ধন—যাহার বিনিময়ে অন্য বস্তু পাওয়া যায়।

অর্থ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া বিনিময় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন—নিম্নলিখিত শব্দ গুলির অর্থগত পার্থক্য দেখাও।

পরিতাপ, অনুতাপ ; উপাদান, উপকরণ ; আমোদ, প্রমোদ ; নির্জ্জন, নিস্তব্ধ , নির্ম্মাণ, আবিষ্কার ; বিশ্রী, বিবর্ণ ; সাহস, উৎসাহ ; শোক, দুঃখ ; যত্ন, অনুরাগ ; প্রফুল্ল, প্রসন্ন।

৫৯। যে বাক্য প্রশ্ন-সূচক নহে ঈদৃশ সরল বাক্যকে প্রশ্ন-সূচকরূপে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে। যথা,—পুত্রশোক সামান্য নহে—এই বাক্যকে প্রশ্ন-সূচক করিতে হইলে, বলিতে হইবে, যে, 'পুত্র

শোক কি সামান্য?' ধনবান্ হওয়া সহজ ব্যাপার নহে—'ধনবান্ হওয়া কি সহজ ব্যাপার?' মিথ্যা কথা বলায় পৌরুষ নাই—'মিথ্যা কথা বলায় কি পৌরুষ আছে?' ধূমপান করা উচিত নহে—'ধূম পান করা কি উচিত?' সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে—'সর্ব্বদা সাবধান থাকা কি উচিত নয়?' পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিবে—'পরিষ্কৃত বসন পরিধান করা কি উচিত নয়?'

৬০। কোন বাক্যের এক একটি পদ অনুক্ত রাখিয়া তাহার পূরণের চেষ্টা করিবে। যথা,—"দীর্ঘজীবী দুঃখী অপেক্ষা অল্পায়ুঃ সুখী ভাল।" এই বাক্যের এক একটি পদ অনুক্ত রাখিয়া পূরণ কর।

(১) —দুঃখী অপেক্ষা অল্পায়ুঃ সুখী ভাল।

(২) দীর্ঘজীবী—অপেক্ষা অল্পায়ুঃ সুখী ভাল।

(৩) দীর্ঘজীবী দুঃখী—অল্পায়ুঃ সুখী ভাল।

(৪) দীর্ঘজীবী দুঃখী অপেক্ষা—সুখী ভাল।

(৫) দীর্ঘজীবী দুঃখী অপেক্ষা অল্পায়ুঃ—ভাল।

(৬) দীর্ঘজীবী দুঃখী অপেক্ষা অল্পায়ুঃ সুখী—।

৬১। সাক্ষাৎ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে। বক্তা স্বয়ং যে কথা বলেন, তাহা সাক্ষাৎ উক্তি; আর বক্তার মুখ-নিঃসৃত সাক্ষাৎ উক্তির মর্ম্ম অন্যদ্বারা প্রকাশিত হইলে, তাহাকে পরোক্ষ উক্তি কহে।

একটি বাক্য দ্বারা ইহা বিশদ করা যাইতেছে। রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন,—ভাই, আমি আগামী কল্য পিতার আদেশে বন-গমন করিব। ইহা সাক্ষাৎ উক্তি।

রাম ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, যে, তিনি আগামী কল্য পিতার আদেশে বনে গমন করিবেন। ইহা পরোক্ষ উক্তি।

৬২। প্রথমে দৃষ্ট বিষয় অবলম্বন করিয়া রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

৬৩। বস্তু বিচার, প্রাণি-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিচার জীবন-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ-পাঠে নানাবিধ তত্ত্ব এবং বিষয়-গত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্কলন আবশ্যক।

৬৪। রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে তৎসম্বন্ধে নিজে মনে মনে প্রশ্ন করিয়া আপনি তাহার উত্তর করিতে চেষ্টা করিবে। সকল বিষয়ের সমস্ত জ্ঞাতব্য অবগত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে; তথাপি যতদূর জানা আছে, তাহার (ঐরূপে প্রাপ্ত) উত্তরগুলি সাজাইয়া লিখিতে আরম্ভ করিবে। রচনা করিবার সময়ে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য গুলির উত্তর সংগ্রহ করিয়া লিখিবে।

বস্তু-বিষয়ক প্রবন্ধে—বস্তুর প্রকার-ভেদ অর্থাৎ স্বাভাবিক কি কৃত্রিম; স্বাভাবিক হইলে, শ্রেণী, অবস্থান, উপাদান ও ব্যবহার। কৃত্রিম হইলে উদ্ভাবন, উপকরণ, উৎপাদন, প্রকাশন, সংস্করণ ও ব্যবহারাদি।

'লৌহ'

লৌহ দুই প্রকার; স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। যাহা স্বাভাবিক তাহা খনিতে মৃত্তিকা মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়, অগ্নির উত্তাপে এই মিশ্রিত লৌহ দগ্ধ করিয়া বিশোধিত করিতে হয়; বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা দেখিতে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ; কঠিনত্ব, ঘাতসহত্ব, গুরুত্ব প্রভৃতি গুণে ইহা আমাদের নানা প্রয়োজন সাধন করে; কর্ত্তন, ঘর্ষণ, চাপন ও পেষণাদি কার্য্যের জন্য ইহা বিবিধ অস্ত্র ও যন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শারীর-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বিশুদ্ধ লৌহ হইতে নানাবিধ

ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। লৌহের কৃত্রিম অবস্থা ইস্পাতাদি। ইহার কাঠিন্যপ্রভৃতি গুণের তারতম্য-বিধানের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকা প্রস্তরাদির চূর্ণসহযোগে, উত্তাপের অল্পাধিক প্রয়োগে বিবিধ অভিনব সংস্করণের সৃষ্টি হইয়াছে; তদ্দ্বারা নানাবিধ শিল্প যন্ত্রাদি নির্ম্মিত ও দেশান্তরে নীত হইয়া—বাণিজ্যের প্রসার, দেশের অর্থবৃদ্ধি ও সাধারণের কত দুষ্কর কার্য্য অনায়াসে সংসাধিত হইতেছে।

উদ্ভিদ বিষয়ক প্রবন্ধে—জাতি, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিণতি, (মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ফল ও বীজ) কার্য্যকারিতা (কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও চিকিৎসাদি-বিষয়ক) প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনাদি।

'নারিকেল বৃক্ষ'

গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূমিতে তাল-জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। সাধারণতঃ এই সকল বৃক্ষ ৩০ হইতে ৬০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদের মূলভাগ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রগুচ্ছ দ্বারা মৃত্তিকার সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ; তজ্জন্য ইহাদিগকে গুচ্ছমূল বৃক্ষ বলা যায়। ইহাদের স্তম্ভাকৃতি অত্যুচ্চ কাণ্ডে শাখা প্রশাখা নাই, কতিপয় করপত্র-সদৃশ পত্রের দীর্ঘবৃন্তমূল কাণ্ড বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে ছত্রাকারে জন্মিয়া থাকে। শীর্ষদেশে নবপত্রের উদ্গম হইলে, অধঃস্থিত পত্রগুলি পক্ব ও শুষ্ক হইয়া পড়িয়া যায়; কাণ্ডে তাহার একটি মাত্র চিহ্ন থাকে। পঞ্চম বর্ষেই নারিকেল-বৃক্ষের পুষ্প-বিকাশ হয়, মৃত্তিকাদির দোষ থাকিলে পুষ্পবিকাশে বিলম্ব হয়। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প, অসির ন্যায় ফলক-মধ্যস্থিত দীর্ঘ-দণ্ড গাত্রে পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে। যথাসময়ে ফলকটি বিদীর্ণ হইলে, পুষ্প দেখা যায়; ক্রমে এই সকল পুষ্প হইতে ফলের উৎপত্তি হয়। এক একটি

পুষ্প-দণ্ডে ২০।২৫টি ফল থাকে, অপক্কাবস্থায় ফল সুমিষ্ট জলপূর্ণ থাকে, পাকিলে তাহার কিয়দংশ শস্যে পরিণত হয় ও অবশিষ্টাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক মিষ্টতা প্রাপ্ত হয়। অপক্ক ফলকে ডাব এবং পক্ক ফলকে নারিকেল বা ঝুনো কহে। ডাব ও নারিকেল প্রায় বারমাস ফলিয়া থাকে। সুপক্ক নারিকেল, বীজরূপে ব্যবহৃত হয়। কৃষকেরা ১ বিঘা ভূমিতে ৬০।৭০টি নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ হইতে পারেন। ইহার ভূমি সাধারণতঃ সরস ও লবণ-বহুল হওয়া আবশ্যক। নারিকেল বৃক্ষের কাণ্ড, পত্র, ফল ও শস্য হইতে অতি প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্য-জাত প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেল-বৃক্ষবিহীন দেশে এই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে বাণিজ্যের বিশিষ্টরূপ সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। চিকিৎসকগণ নারিকেলের মস্তকস্থিত নবপত্রাঙ্কুর ও ফল হইতে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পুষ্করিণীর তীরে ও পুষ্পবাটিকায় নারিকেল বৃক্ষ অতি সুন্দর শোভাধারণ করিয়া থাকে।

প্রাণি-বিষয়ক প্রবন্ধে—শ্রেণীভেদ, অবস্থিতি, আকৃতি, প্রকৃতি, খাদ্য, গতি, সন্তানাদি, জীবিতকাল ও কার্য্যোপযোগিতা।

'হস্তী'

হস্তী জরায়ুজ, উদ্ভিদ্‌ভোজী, মেরুদণ্ডী, চতুষ্পদ জন্তু। সচরাচর শ্বেত ও কৃষ্ণ, দুই প্রকার হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের স্থূল দেহের তুলনায় মস্তক, চক্ষুঃ ও পুচ্ছ অতিশয় ক্ষুদ্র। নাসিকার স্থলে, ক্রম-সূক্ষ্ম এক সুদীর্ঘ শূন্য-গর্ভ নলাকৃতি মাংস রজ্জু লম্বিত হইয়া প্রায় মৃত্তিকাস্পর্শ করিয়াছে, তাহাকে শুণ্ড বলে। বন্য অবস্থায় ইহারা সিংহ-ভয়ে অপেক্ষাকৃত উগ্র-ভাবে দল-বদ্ধ হইয়া বিচরণ করে।

বিবিধ কৌশলে মনুষ্য ইহাদিগকে বন হইতে ধরিয়া আনিয়া প্রতিপালন করে ও 'পোষ মানায়'। তখন ইহাদের প্রকৃতি কিছু শান্ত হয়। অশ্বত্থ, বট, কদলী প্রভৃতি বৃক্ষের শাখা, পত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্য বীজাদি ইহাদিগের প্রিয় খাদ্য। যৌবনাবস্থায় একটি হস্তী—বিংশ অশ্বের বল ধারণ করে। ইহাদের শুণ্ডের শক্তি অত্যন্ত অধিক। গ্রাম্য হস্তী প্রতিপালকের অভিপ্রায় কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইতে পারে। ইহারা এককালে একটির অধিক সন্তান প্রসব করে না। হস্তী প্রায় শত বৎসর জীবিত থাকে। মৃগয়া, যুদ্ধ, উৎসবাদির আড়ম্বর ও দূরগমন জন্য রাজা বা রাজসদৃশ ব্যক্তিগণ হস্তী পালন করিয়া থাকেন। ইহার চর্ম্ম, দন্ত ও অস্থি দ্বারা বহুবিধ মূল্যবান্ সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে।



শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধে—আবিষ্কার, প্রক্রিয়া ও উপকারাদি।

'রেশম'

রেশম শব্দ পারস্য-ভাষা-জাত। এতদ্দ্বারা যে পদর্থের বোধ জন্মে, তাহা বহুকালাবধি এদেশে প্রচলিত আছে এবং পূর্ব্বে কোষেয়, ক্ষৌম, বা পট্ট শব্দে বিখ্যাত ছিল। ইহা একপ্রকার কীট দ্বারা প্রস্তুত হয়। চীন দেশীয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রায় চারিহাজার ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে চীনাধিপতি হোয়াংতির পট্টমহিষী সিলিঙসী সর্ব্বপ্রথম প্রজাপতির গুটিকা হইতে সূত্র বাহির করিয়া বস্ত্র বয়ন করেন। রেশমকীট প্রজাপতি-জাতীয়। ইহারা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব প্রসব করে,—সেই সকল ডিম্ব হইতে ক্রমে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি হয়। কীটগুলি বৃক্ষবিশেষের পত্রভক্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। যথানিয়মে পরিবর্দ্ধিত হইলে, ইহারা মুখ হইতে এক প্রকার সূত্রবৎ পদার্থ বাহির

করিয়া তদ্দ্বারা আপনার দেহ বেষ্টন করিয়া ফেলে, তাহাকেই রেশমের গুটী বলে। রেশম কীট কিছুদিন এই গুটিকা মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যখন প্রজাপতির আকার ধারণ করে, তখন গুটিকা ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। বঙ্গদেশে চারিপ্রকার রেশম-কীট দেখিতে পাওয়া যায়। কীট-প্রতিপালন ও গুটিকা-রক্ষার বিশেষ নিয়ম আছে। গুটিকাগুলি উত্তপ্ত জলে সিদ্ধ করিয়া অনায়াসে তাহা হইতে সূত্র বাহির করা যায়। চীনি-নামক কীটের একটি গুটিতে এক রতি পরিমিত রেশম জন্মে। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ হাত হয়। রেশম হইতে অতি উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। রেশম-সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র উত্তম তড়িৎ-অপরিচালক। হিন্দুগণ পবিত্রবোধে পূজার্চ্চনাদি সময়ে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দেশ বিষয়ক প্রবন্ধে—সীমা, পরিমাণফল, লোক সংখ্যা, অবস্থিতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক দৃশ্য, প্রাকৃতিক বিভাগ, অধিবাসী, আচার ব্যবহার, শাসন-প্রণালী, উৎপন্ন দ্রব্য, কৃষিবাণিজ্যাদি, ঐতিহাসিক ঘটনা।

'বাঙ্গালা'

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার কিয়দংশ লইয়া সমগ্র বাঙ্গালা দেশ। ইহার উত্তরসীমা ভোট, সিকিম ও নেপাল রাজ্য, পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণসীমা বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমসীমা উত্তর-পশ্চিম-যুক্ত-প্রদেশস্থিত কতিপয় জেলা। পরিমাণ-ফল প্রায় ৫৬,৭৫০ বর্গ ক্রোশ এবং লোক-সংখ্যা প্রায় আট কোটী। উত্তরাংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশ নিম্ন; নিম্ন প্রদেশের অন্তর্গত নদীবহুল প্রদেশের কোন কোন অংশ প্রতি বর্ষে

বর্ষায় প্লাবিত হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণাংশ সাগরের নীলাম্বুরাশিতে নিমগ্ন, উত্তরাংশে অভ্রভেদী হিমাচলের তুষার-শুভ্র শৃঙ্গ, অনন্ত আকাশের স্বচ্ছ নীলিমায় নিমগ্ন। এই দেশে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী বহুশাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সাগরোত্থিত বাষ্পরাশি এই দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং সময়ে সময়ে বৃষ্টি রূপে পরিণত হয়; এজন্য এই দেশের বায়ু অত্যন্ত সজল। শ্যামল-শস্য-পূর্ণ সুবিস্তৃত প্রান্তর ভূমির মধ্যভাগে বিবিধ ফল-পুষ্প-বৃক্ষ-শোভিত—ছায়াময়—গ্রাম, তাল খর্জ্জূরাদি বৃক্ষের শ্রেণী, চতুর্দ্দিকে নদী, নদীর চর, শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুর পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া বঙ্গদেশকে এক স্বর্গীয় চিত্রে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। এখানে যে সকল জাতি বাস করে—তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানই প্রধান। পাহাড়ে ও জঙ্গলে কতিপয় আদিম অধিবাসীর বাস আছে; অধিকন্তু অনেক বৈদেশিক বাণিজ্য উপলক্ষে, একরূপ এ দেশের অধিবাসী হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী সাধারণতঃ সুন্দরাকৃতি ও বুদ্ধিমান্, কিন্তু দুর্ব্বল ও অলস। ইহারা অতিশয় নম্র, শান্ত, ও আতিথেয়; কিন্তু ভীরু ও নিরুৎসাহ; অনুকরণ-ক্ষমতা ইহাদের বিলক্ষণ আছে। বঙ্গদেশের প্রচলিত ভাষা সংস্কৃত-মূলক; অসভ্য জাতিদিগের ভাষার বর্ণমালা নাই, সুতরাং লিখিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। এখানে হিন্দু, জৈন, মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়,—হিন্দুরা নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্মকে প্রধান উপাস্য বলিয়া স্বীকার করেন।

এক্ষণে বঙ্গদেশ দুইজন ছোট লাটের শাসনাধীন। রাজস্ব-সংগ্রহ ও শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রদেশ গুলি কতিপয় বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগ কয়েকটি জেলার সমষ্টি। বঙ্গদেশের প্রধান খাদ্য তণ্ডুল, উহা এদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন গোধূম, বাজরা,

মুগ, মটর, বুট, কলাই প্রভৃতি শস্য, সর্ষপ, তিল, মসিনা, এরণ্ডবীজ, আর্দ্রক ও অন্যান্য মসলা এবং আম জাম কাঁটাল কমলালেবু প্রভৃতি নানাবিধ ফল যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। এদেশীয়েরা শিল্পবিষয়ে অপটু নহে; অতি পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশ হিন্দুরাজ-গণের অধিকৃত ছিল; মধ্যে মুসলমানেরা ইহার অধিকার লাভ করেন। এক্ষণে ইংরাজেরা এদেশের একাধিপতি হইয়াছেন।

জীবন-বৃত্তান্ত-মূলক প্রবন্ধে—জন্মকাল, জন্মস্থান, মাতাপিতা, বাল্যাবস্থা, উন্নতিলাভ, গুণ, সৎকার্য্য, পরমায়ু, মৃত্যু।

‘ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার’

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২রা নবেম্বর, মহেন্দ্র লাল সরকার হাবড়ার নিকট-বর্ত্তী পাইকপাড়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-কালে তিনি মাতৃ-পিতৃ-হীন হন; সুতরাং বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতে হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রলাল হেয়ারস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। হিন্দু কলেজে পাঠ করিবার সময় সুবিজ্ঞ অধ্যাপকগণের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, মহেন্দ্রলাল অল্প বয়সেই বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার্থ মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তথা-কার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়া এম, ডি, উপাধি প্রাপ্ত হন।

অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার সুচিকিৎসার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ তিনি এঁলোপ্যাথি প্রণালী অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করি-

তেন ; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় সংস্কার জন্মিল যে, হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হৃদয়ে এই বিশ্বাস জন্মিবার পরক্ষণেই তিনি পূর্ব্বাবলম্বিত চিকিৎসা প্রণালী ত্যাগ করিলেন। ইহাতেও তিনি অনতিবিলম্বে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিলেন। স্বদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রচার জন্য তিনি অকুণ্ঠিত-ভাবে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তি সম্পূর্ণ অব্যাহত ছিল, তিনি পণ্ডিতাগ্রণী হইয়াও কখনও নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জন্য অহঙ্কার করিতেন না। তাঁহার স্বভাবে বালকের ন্যায় সরলতা সর্ব্বদাই লক্ষিত হইত। তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং-সিদ্ধ লোক ছিলেন। দরিদ্রের সন্তান হইয়া কষ্টে বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ আত্মনির্ভর ছিল।

দয়া-ভক্তি-বিনয়াদি গুণ-বিষয়ক প্রবন্ধে—লক্ষণ, বিকাশ, কার্য্য, উপায়, উদাহরণ।

'দয়া'

পরের দুঃখ নিবারণের ইচ্ছাকে দয়া কহে। সংসারে বিপদের অভাব নাই। সর্ব্বদা সাবধান থাকিলেও বিপদ্ হইতে অব্যাহতি লাভ করা দুঃসাধ্য। এ সংসারে যখন কেহ কোন প্রকার বিপদে পড়ে, তখন তাহাকে সেই বিপদ্ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর আমাদের অন্তঃকরণে দয়া দিয়াছেন।

দয়া অসাধারণ গুণ। উহার প্রভাবে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সুখ-লাভ করিয়া থাকেন। বিপন্ন ব্যক্তি দাতার সাহায্যে বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সুখী হন এবং যিনি সাহায্য করেন, তিনিও তজ্জন্য অনির্ব্বচনীয় বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, এ সংসারে

সকলের অবস্থা সমান নহে, কেহ বিদ্বান্, কেহ মূর্খ, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ সাধু, কেহ অসাধু, এরূপ স্থলে বিদ্বান্ মূর্খকে জ্ঞানদান, ধনী নির্ধনকে অর্থদান, সাধু অসাধুকে সদুপদেশ দান করিয়া দয়া প্রকাশ করিতে পারেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কামরা গ্রামের রামতনু দে নামক এক দরিদ্র ব্যক্তির কন্যা। কাশিমবাজারের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশীয় কুমার কৃষ্ণনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার হৃদয় দয়া ভক্তি প্রভৃতি নানা সদ্গুণে সমলঙ্কৃত ছিল, তিনি দেশ হিতকর যাবতীয় কার্য্যে দান করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। প্রতি-দিন তিন চারি হাজার ভিক্ষুক তাঁহার দ্বারে সমাগত হইত তিনি তাহাদের প্রত্যেককে অর্দ্ধসের পরিমিত তণ্ডুল প্রদান এবং শীত-কালে ব্রাহ্মণদিগকে শাল-বনাত-প্রভৃতি বিতরণ করিতেন। তিনি বিদ্যার্থীদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ এবং রোগীদিগের রোগ নিবারণার্থ প্রচুর দান করিয়াছেন। তাঁহার জমিদারীর নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে দেবসেবা ও অতিথিসেবার সুচারু ব্যবস্থা আছে। তাঁহার ঈদৃশ দানে সন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহারাণী উপাধি দান করেন। তিনি শূদ্রকন্যা হইয়াও দয়াগুণে দেবীপদ বাচ্য হইয়াছিলেন।



এ পর্য্যন্ত প্রায়শঃ অনলঙ্কৃত সরল রচনার কথা লিখিত হইল। পরন্তু সুলেখকগণ কল্পনাশক্তি-প্রভাবে রচনা-বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের রচনার আদর্শ-স্বরূপ ২।৪টি স্থল পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইল। এই সকল উদাহরণ দর্শনে রচনা-শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষা-প্রবৃত্তি বলবতী হইবার আশা করা যায়। এই সকল উদাহরণের পর যে সকল প্রকরণ

লিখিত হইল, তাহা এবং বিশেষতঃ অলঙ্কার-প্রকরণ, রচনা-কালে প্রথম শিক্ষার্থিগণের সবিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে।

সুলেখক ৺অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় "পৃথিবীস্থ যাবতীয় কৃত্রিম পদার্থ মানবীয় কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের ফল।" এই কথা বলিতে কি সুন্দর রচনাই করিয়াছেন :—

"পরম শোভাকর প্রশস্ত অট্টালিকা, বিকসিত-পুষ্প-পরিপূর্ণ মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুচিক্কণ চিত্ত-রঞ্জন পণ্য-পরিপূর্ণ আপণ-শ্রেণী, তড়িৎ-সম-বেগ-বিশিষ্ট বাষ্পীয়পোত ও বাষ্পীয়রথ, ধর্ম্মশাসন-সংস্থাপক পবিত্র বিচার-স্থান, জ্ঞান-রূপ মহারত্নের আকর-স্বরূপ বিদ্যামন্দির, পৃথিবীস্থ জ্ঞানি-গণের জ্ঞান-সমষ্টি-স্বরূপ পুস্তকালয় ইত্যাকার সমুদায় শুভকর বস্তুই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের অসীম-মহিমা-পক্ষে সাক্ষ্যদান করিতেছে।"

তিনি "ন্যায়বান্ কৃষক অধর্ম্মোপজীবী লক্ষপতির অপেক্ষা আদরণীয়।" এই কথা বলিতে লিখিয়াছেন :—

"এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ কৃষকের বলীবর্দ্দ-বিশিষ্ট পর্ণকুটীরের নিকট অধর্ম্মো-পজীবী লক্ষপতির অশ্ব-রথ-শোভিনী চিত্তচমৎকারিণী প্রাসাদশ্রেণীও মলিন বোধ হয়। এরূপ ঋজুস্বভাব বুভুক্ষু কৃষকের কদলী-পত্রস্থিত নিরূপকরণ তণ্ডুলগ্রাস, পরধনাপহারী বিভবশালী ধনাঢ্যদিগের স্বর্ণ-পাত্রারূঢ় সুগন্ধপরিপূর্ণ সুস্নিগ্ধ ভোগ অপেক্ষা সহস্রগুণে বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর।"

পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় "ভগবান্ আপনার রক্ষা করুন।" এই বাক্যপ্রসঙ্গে ভগবানের দশাবতারের বিষয় কিরূপে বর্ণন করিয়াছেন দেখ :—

'যিনি এই জগন্মণ্ডল প্রলয়-পয়োধি-জলে নিলীন হইলে, মীন-রূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্ম-মূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন, যিনি বরাহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়-জল-নিমগ্ন মেদিনী মণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন, যিনি নর-সিংহ আকার স্বীকার করিয়া নখ-কুলিশ-প্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্য-কশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, যিনি দৈত্য-রাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বামন-অবতার হইয়া দেবরাজকে পুনর্ব্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্ব-পদে সংস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি জমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃ-বধামর্ষ-প্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণ-ধার কুঠার দ্বারা মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ভুজ-বন ছেদন করিয়াছেন, এবং একবিংশতিবার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া অরাতি-শোণিত-জলে পিতৃ-তর্পণ করিয়াছেন, যিনি দেবতাগণের অভ্যর্থনা অনুসারে দশরথ-গৃহে অংশ-চতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া বানর-সৈন্য সমভি-ব্যাহারে সমুদ্রে সেতু-বন্ধনপূর্ব্বক, দুর্ব্বৃত্ত-দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি দ্বাপর যুগের অন্তে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্য-বধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া অশেষ প্রকারে লীলা করিয়াছেন, যিনি বেদ-মার্গ বিপ্লাবনের নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইয়া দয়ালুত্ব জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া ভুবন-মণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন এবং অতি দ্রুতগামী দেব-দত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া করতলে করাল কর-

বাল-ধারণ-পূর্ব্বক বেদ-বিদ্বেষী ধর্ম্ম-মার্গ-পরিভ্রষ্ট নষ্ট-মতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন, সেই ত্রিলোকী-নাথ বৈকুণ্ঠ-স্বামী ভূত-ভাবন ভগবান্ আপনার রক্ষা করুন।

"সুবক্তা বক্তৃতা দ্বারা নিজ মনোভাব অন্যে সংক্রামিত করিতে পারেন।" এই কথা বলিতে একজন সুলেখক লিখিয়াছেন :—

"বক্তৃতা হৃদয়ের শোণিত, বক্তৃতা অশ্রু-জল, বক্তৃতা চির-প্রিয়, চির-পূজিত, আশার অভিব্যক্তি, বক্তৃতা ভাবি-ঘটনার আলেখ্য, বক্তৃতা কার্য্যের অগ্রগামিনী ছায়া, বক্তৃতা আহ্বান, বক্তৃতা সাহস, বক্তৃতা বহ্নি-বর্ত্তিকা, বক্তৃতা সংগ্রাম, বক্তৃতা বিজয়, বক্তৃতা অধিকার, বক্তৃতা যোগ ;—প্রথম যোগ—সত্যের সহিত ; পরে যোগ—দেশীয় আত্মার সহিত। পূর্ব্বে সংগ্রহ কেন্দ্রীকরণ, হৃদয়ে চিন্তা ও ভাবের ঘনীভূত সমাবেশ, শেষে বিস্তৃতি, বিতরণ, এক আত্মার অযুত আত্মার উপরে অধিকার-স্থাপন। বক্তৃতা বাষ্পীয় যন্ত্র, একজনের হৃদয়ের উত্তাপ, চিন্তাকে ভাষারূপ বাষ্পে পরিণত করিয়া অগণ্য লোকের কার্য্য-স্বরূপ গতি উৎপাদন করে। বক্তৃতা ভাবের কন্যা, বক্তৃতা কার্য্যের জননী। আবার কবিত্বে যে সৌন্দর্য্য আছে, সঙ্গীতে যে মধুরতা আছে, ভূমি-কম্পে যে প্রক্ষেপ আছে, জ্বালামুখীর উদ্গিরণে যে ভয়াবহ বিপ্লব আছে, বজ্রপাতে যে আঘাত আছে, বাত্যাহত সমুদ্রে যে তুমুল কল্লোল আছে, হৃদয়-শোণিত-মিশ্রিত বক্তৃতাতে তাহার সকলই আছে।"

পূজ্যপাদ ৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় "সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল।" এই কথা কিরূপ বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছেন :—

"ক্রমে দিবাবসান হইল, মুনিজনেরা রক্তচন্দন সহিত যে অর্ঘ্য দান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন, রবি রক্তবর্ণ

হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমল-বনে, কমল-বন ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে এবং তদনন্তর পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিল। বোধ হইল যেন, পর্ব্বত-শিখর সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। রবি অস্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা সমীরণে তরু-শাখা সকল সঞ্চালিত হইলে বোধ হইল যেন, তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিল। বিহগকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনি-জনেরা ধ্যানে বসিলেন, ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দুহ্যমান হোম-ধেনুর মনোহর দুগ্ধধারাধ্বনি আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিল। হরিদ্বর্ণ কুশদ্বারা অগ্নি-হোত্র বেদি আচ্ছাদিত হইল। দিনের বেলায় দিনকরের ভয়ে গিরি-গুহার অভ্যন্তরে লুকা-ইয়া ছিল, এই সময়, সময় পাইয়া অন্ধকার তথা হইতে সহসা বহির্গত হইল। সন্ধ্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তাহার শোকে দুঃখিত ও তিমির-রূপ মলিন বসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া বিভাবরী আগমন করিল। ভাস্করের প্রতাপে গ্রহগণ তস্করের ন্যায় ভয়ে লুকাইয়াছিল, অন্ধকার পাইয়া অমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সুধাংশুর অংশু অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হইল, যেন, প্রিয়-সমাগমে আহ্লাদিত হইয়া পূর্ব্বদিক্ দশন-বিকাস-পূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাস্য করি-তেছে। প্রথমে কলামাত্র, ক্রমে অর্দ্ধমাত্র, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ-মণ্ডল শশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমুদায় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। কুমু-দিনী বিকসিত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধ্যা-সমীরণ আশ্রম-মৃগ গণকে আহ্লা-দিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গন্ধময় ও তপোবন জ্যোৎস্না-ময় হইল।”

৬৪। রেলওয়ে, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, বাত্যা, দুর্গোৎসব, বিদ্যাশিক্ষা, পরিশ্রম প্রভৃতি-বিষয়-ঘটিত প্রবন্ধ লিখিবার কালে তৎ-সম্বন্ধে কোন পুস্তকে যাহা পড়িয়াছ বা লোক-মুখে যেরূপ শুনিয়াছ, অথবা স্বয়ং যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহা যথাযথ সজ্জিত করিয়া লিখিবে। ফলতঃ উপদেশদ্বারা রচনা করিবার শক্তি পরিবর্দ্ধিত করা যায় না; ইহাতে যাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, তিনিই ভাল রচনা করিতে পারেন। তথাপি অভ্যাস-বলে যতদূর চেষ্টা করিতে পারা যায়, তাহা সকলেরই করা আবশ্যক।

৬৫। প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োগ আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা লিখিবার যোগ্য কি না এতৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিবে।

৬৬। সংক্ষিপ্ত ও সার-গর্ভ রচনাই সমধিক প্রশংসনীয়।

৬৭। সার্থক শব্দের প্রয়োগে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিবে।

৬৮। অনুপ্রাসাদির অনুরোধে কদাচ অনর্থক শব্দের প্রয়োগ করিবে না।

৬৯। অপ্রচলিত দুরূহ শব্দের যথাশক্তি পরিবর্জ্জন করিবে।

৭০। এক বাক্যে অনেক অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার করিবে না।

৭১। ব্যাকরণ-লিখিত নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সুস্পষ্ট-রূপে মনের ভাব প্রকাশে যত্নবান্ হইবে।

৭২। এক পদের বহু বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বাক্যকে শ্রুতি-কটু করিবে না।

৭৩। শব্দবিন্যাস সম্বন্ধে বাক্যের পূর্ব্বাংশ ও পরাংশের সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। কদাচ পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা পরাংশের লঘুতা সম্পাদন করিবে না। যথা,—"আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশ-রাশি চিরুণী দিয়া

আঁচড়াইতেছে।” এখানে পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা পরাংশের শব্দ-বিন্যাসে লঘুতা প্রকাশ পাইতেছে।

৭৪। যে যে পদের সমাস করিবে, যদি শ্রুতিকটু দোষ না হয়, তবে, সম্ভাবনা থাকিলে, তাহাদের সন্ধি করিবে। ফলতঃ শ্রুতিকটুতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিবর্জ্জনীয়।

৭৫। অনেক সম-কারক পদ এক বাক্যে প্রযুক্ত হইলে, শেষস্থ পদের পূর্ব্বে সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করিবে।

৭৬। স্বীয় কল্পনা-শক্তির আশ্রয়ে একাগ্র চিত্তে সাবধানে রচনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইবে।

৭৭। জীব জন্তু; খ্যাতি, প্রতিপত্তি; মান, সম্ভ্রম; ধন, সম্পত্তি; অতিথি, অভ্যাগত; কটু, কাটব্য; লজ্জা, সরম; বন্ধু, বান্ধব; লোক, জন; অনুনয়, বিনয়; যুদ্ধ, বিগ্রহ; কার্য্য, কর্ম্ম; আচার, ব্যবহার; অনুরোধ, উপরোধ; রীতি, নীতি; দীন, দরিদ্র; দীন, দুঃখী; অনাথ, অসহায়; বিলাপ, পরিতাপ; আশ্রিত, অনুগত; শোক, দুঃখ; দুঃখ, ক্লেশ; রীতি, পদ্ধতি; বিঘ্ন, বিপত্তি; বাধা, বিপত্তি; স্নেহ, বাৎসল্য; আকার, প্রকার; প্রীতি, প্রণয়; বাদ, অনুবাদ; তর্ক, বিতর্ক; কথন, উপকথন; ভক্ষ্য, ভোজ্য; সৈন্য, সামন্ত; আত্মীয়, স্বজন; অপর, সাধারণ; যত্ন, চেষ্টা; আয়াস, পরিশ্রম; জগৎ, সংসার; বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড; সাধ্য, সাধনা; সুখে, স্বচ্ছন্দে; দ্বেষ, হিংসা; স্নেহ, মমতা; দয়া, মায়া; মণি, মাণিক্য; বিবাদ, বিসংবাদ; কলহ, বিবাদ; বিশ্রী, বিবর্ণ; পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন; আমোদ, প্রমোদ; আমোদ, আহ্লাদ; দ্রব্য, সামগ্রী; শূর, বীর; আলাপ, পরিচয়; লালন, পালন; সেবা, শুশ্রূষা; কৃতার্থ, চরিতার্থ; হৃষ্ট, পুষ্ট; আচার, বিচার; আচার, ব্যবহার; শিষ্ট, শান্ত; চেষ্টা, চরিত্র; শোক,

সন্তাপ ; ভক্তি, শ্রদ্ধা ; আশা, ভরসা ; সময়, কাল ; দয়া, দাক্ষিণ্য ; মোহিত, চমৎকৃত ; তিরস্কার, ভৎর্সনা ইত্যাদি বহুল যুগ্ম শব্দের প্রয়োগ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির অর্থগত কিঞ্চিৎ প্রভেদ বুঝা যায় ; অধিকাংশের বুঝা বা বুঝান দুঃসাধ্য। সুতরাং যে সকল যুগ্ম শব্দের অর্থগত প্রভেদ বুঝা দুঃসাধ্য, ঈদৃশ শব্দের ব্যবহার সাধ্যানুসারে বর্জ্জনীয়। কিন্তু ভাষার লালিত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইলে, সময়ে সময়ে এরূপ যুগ্ম শব্দের ব্যবহার আবশ্যক হইয়া থাকে।

---

(১) বাক্য-বিশ্লেষণ (Analysis of sentences)।

যে পদ সমূহের যোজনা দ্বারা মনের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়, তাহাকে বাক্য কহে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অন্তর্গত অংশ সমূহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শিত হয়, তাহাকে বাক্য-বিশ্লেষণ কহে।

প্রত্যেক বাক্যে অন্ততঃ একটি কর্ত্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। "বালক" "গমন করিল" "বিদ্যালয়ে" ইহারা প্রত্যেকে এক একটি পদ। কেবল "বালক' "গমন করিল' বা 'বিদ্যালয়ে"বলিলে বক্তার মনোগত ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না ; 'বালক বিদ্যালয়ে গমন করিল' বলিলে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, অতএব ইহা একটি বাক্য।

সমাপিকা ক্রিয়া-বিহীন অসম্পূর্ণ ভাব-প্রকাশক পদসমূহকে বাক্যাংশ (Phrase) কহে। যথা,—'তেথায় যাইয়া" "বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য" ইত্যাদি। প্রয়োগানুসারে বাক্যাংশ বিশেষ্যভাবে বা বিশেষণ-ভাবে পরিচায়ক হইয়া থাকে।

বাক্যমাত্রেরই দুইটি প্রধান অংশ আছে। যথা.—উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয় (Predicate)।

যাহার উদ্দেশে কিছু বলা যায়, তাহাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায়, তাহাকে বিধেয় কহে। যথা,—"রামের রথ ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইল" এই বাক্যে "রামের রথ" উদ্দেশ্য এবং "ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইল" বিধেয়।

পদ পরিচয় স্থলে যাহাকে কর্ত্তা বলা যায়, বাক্য-বিশ্লেষণ-কালে তাহা ও তৎসংবলিত অংশকে উদ্দেশ্য এবং পদ-পরিচয় স্থলে যাহাকে ক্রিয়া বলা যায়, তাহা ও তৎসংবলিত অংশকে বিধেয় বলে বাক্য ত্রিবিধ। যথা—সরল, মিশ্র ও যৌগিক।

সরল বাক্য (Simple sentense)।

যে বাক্যে একটি উদ্দেশ্য (১) ও একটি বিধেয় (২) থাকে, তাহাকে সরল বাক্য কহে। যথা,—তিনি আসিতেছেন।

উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত উপায়ে সংপ্রসারিত হইতে পারে।

(ক) বিশেষণ। যথা,—'সাধু' লোক সুখে থাকেন। 'অক্ষম' আমি কবি-কীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি। 'নিতান্ত' দরিদ্রেরা ভিক্ষা করে।

(খ) ষষ্ঠী বিভক্তি-যুক্ত পদ। যথা,—'তোমার বন্ধু' আসিতেছেন।

(গ) সমকারক পদ। যথা,—'আমার পুত্র' তারাচরণ সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

(ঘ) বিশেষণ ভাবে পরিচায়ক বাক্যাংশ। যথা,—রাম "ভার্য্যা ও অনুজ সহ" বনগমন করিয়াছিলেন। "তোমার মত বুদ্ধিমান্" লোক আর নাই।

(ঙ) অসমাপিকা ক্রিয়া ও তাহার সহিত সম্বদ্ধ বিশেষণ-স্থানীয় বাক্যাংশ। যথা,—"সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া" কোন্ নারী পতিনিন্দা করে?

(চ) হেতুবোধক অসমাপিকা ক্রিয়া। যথা,—তোমার "পড়িতে" ইচ্ছা নাই।

উপরি লিখিত উপায সমূহের মধ্যে দুই বা ততোঽধিক উপায়েও উদ্দেশ্য সম্প্রসারিত হইতে পারে। যথা,—ঈশ্বর ভিন্ন মানবের আর কে প্রকৃত বন্ধু আছেন?

বিধেয় নিম্নলিখিত উপায়ে সম্প্রসারিত হইতে পারে।

(ক) ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা,—তিনি 'শীঘ্র' আসিবেন।

(খ) বিশেষণের বিশেষণ। যথা,—সে 'বড' চতুর।

(গ) বিশেষণভাবে পরিচায়ক বাক্যাংশ। যথা,—"প্রভাত হইবামাত্র" তাঁহারা প্রস্থান করিবেন।

(ঘ) তৃতীয়াদি বিভক্তিযুক্ত পদ। যথা,—তিনি আমাকে "যষ্টি দ্বারা প্রহার করিযাছেন। "বৃক্ষ হইতে ফল পড়িল।" আমি "বিষ্ণুপুরে" গিযাছিলাম।

---

(১) বিশেষ্য, সর্ব্বনাম, বিশেষ্যভাবাপন্ন বিশেষণপদ বা বিশেষ্যভাবে পরিচায়ক বাক্যাংশ, স্থান-বিশেষে উদ্দেশ্য বা কর্তৃপদ-রূপে ব্যবহৃত হয়। কোন স্থলে উদ্দেশ্য অনুক্ত থাকে।

(২) সমাপিকা ক্রিয়া সাধারণতঃ বিধেয়-রূপে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু কোন কোন স্থলে কেবল সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগেও বিধেয় অসম্পূর্ণ থাকে। যে সকল শব্দ দ্বারা বিধেযকে পূর্ণ করিতে হয, তাহাদিগকে বিধেয়ের পূরক (Completion of the predicate) বলে। সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মপদ, অকর্ম্মক ক্রিয়ার বিধেয় বিশেষণ, সমকারক পদ ও ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত পদ, বিধেয়ের পূরক হইয়া থাকে। স্থান বিশেষে বিধেয় উহ্যও থাকে।

সকর্ম্মক ক্রিয়াস্থলে কর্ম্মপদ বিধেয়ের পূরক হয়।

(ক) কর্ম্মপদ। যথা,—আমি "পুস্তক" পড়িব। অকর্ম্মক ক্রিয়া স্থলে, বিধেয় বিশেষণ, সমকারক পদ ও ষষ্ঠী বিভক্তি-যুক্ত পদ বিধেয়ের পূরক হয়।

(খ) বিধেয় বিশেষণ। যথা,—তিনি "পরম ধার্ম্মিক" ছিলেন।

(গ) সমকারক। যথা,—বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর "রাজা" ছিলেন।

(ঘ) ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদ। যথা,—এই পুস্তকখানি "তাঁহার"।

উপরিলিখিত উপায় সমূহের মধ্যে দুই বা ততোহধিক উপায়ে বিধেয়ের সম্প্রসারণ বা পূরণ হয়। কর্ম্মকরণাদি বিশেষণ-যোগেও সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মিশ্র বাক্য (Complex sentense)

পরস্পর-সাপেক্ষ প্রধান ও অপ্রধান বাক্যের মিশ্রণে উৎপন্ন পূর্ণ বাক্যকে মিশ্র-বাক্য কহে।

মিশ্র-বাক্যে একটি প্রধান বাক্য (Principal clause) এবং এক বা ততোহধিক অপ্রধান বাক্যাংশ (Dependent clause) থাকে।

বহুবাক্যের সমবায়-হেতু মিশ্র-বাক্যে একাধিক কর্ত্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। যথা,—"যৎকালে ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন এ দেশ মোগল শাসনাধীন ছিল।" এই পূর্ণ বাক্যে "তখন ..ছিল" প্রধান বাক্য এবং 'যৎকালে...করেন" অপ্রধান বাক্য; ইহাতে দুইটি কর্ত্তা এবং দুইটি সমাপিকা ক্রিয়া আছে।

প্রধান বাক্যের সহিত অপ্রধান বাক্যের সাধারণতঃ দুই প্রকার সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) অপ্রধান বাক্য বিশেষ্যভাবে পরিচায়ক হইয়া প্রধান বাক্যান্তর্গত সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে অথবা কোন বিশেষ্য বা সর্ব্বনামের সমকারক-রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—"সেই অবোধ বালক জানিত না যে, চোরেরা রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে।" এস্থলে "চোরেরা···হইয়া থাকে" এই অপ্রধান বাক্য, বিশেষ্যভাবে পরিচায়ক হইয়া প্রধান বাক্যান্তর্গত "জানিত না" ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। "তিনি যে চোর নহেন, এ কথা তোমায় কে বলিল?" এস্থলে "তিনি···নহেন" এই অপ্রধান বাক্য, বিশেষ্যভাবে পরিচায়ক হইয়া "এ কথা"র সহিত সমকারক হইয়াছে।

(২) অপ্রধান বাক্য, প্রধান বাক্যান্তর্গত সর্ব্বনাম বা বিধেয়ের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—"এক্ষণে আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহা আপনি করিতে পারেন।" এস্থলে "এক্ষণে ..হয়" এই অপ্রধান বাক্য, বিশেষ্য-ভাবে পরিচায়ক হইয়া প্রধান বাক্যান্তর্গত "তাহা" এই সর্ব্বনামকে বিশেষিত করিতেছে। "যখন আমি এই সরোবরে স্নান করিলাম, তখন আমার শরীর শীতল হইয়া গেল।" এস্থলে "যখন ..

করিলাম" এই অপ্রধান, বিশেষ্য ভাবে পরিচায়ক বাক্য দ্বারা প্রধান বাক্যান্তর্গত "শীতল হইয়া গেল" এই বিধেয় বিশেষিত হইতেছে।

যৌগিক বাক্য (Compound sentence).

পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোঽধিক সরল বা মিশ্র বাক্যের যোগে উৎপন্ন পূর্ণ বাক্যকে যৌগিক বাক্য কহে।

যৌগিক বাক্যেও একাধিক কর্ত্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া থাকে; এবং বাক্যগুলি "এবং" "ও" "কিন্তু" "বা" প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়। যথা,—"রাম আসিলেন ও শ্যাম চলিয়া গেলেন।" "রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় মহিষীকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন।"

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত বাক্যগুলি স্ব স্ব প্রধান; কেহ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কোন পূর্ণ যৌগিক বাক্যের মধ্যে যখন প্রধান, বা অপ্রধান সম্বন্ধ-বিশিষ্ট কোন বাক্য থাকিবে, তখন বুঝিতে হইবে, যে, সমুদায় পূর্ণ বাক্যটি যৌগিক হইলেও সেই অংশটি মিশ্র বাক্য হইয়া যৌগিক বাক্যের অন্তর্নিবিষ্ট আছে। যথা,—"তিনি আসিবেন না, এ কথা আমি শুনিলাম, কিন্তু আমার মন তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।" এস্থলে "তিনি...শুনিলাম" অংশটি মিশ্রবাক্য।

আবার একটি পূর্ণ মিশ্র বাক্যের মধ্যেও একাংশ যৌগিক বাক্য থাকিতে পারে। যথা,—"যখন তুমি সময়ে আমার পরামর্শ গ্রহণ কর নাই এবং আমার অযথা কুৎসা রটনা করিয়াছ, তখন আমি কিছুতেই তোমাকে ক্ষমা করিব না" এ স্থলে সমুদায় পূর্ণবাক্যটি মিশ্র বাক্য; কিন্তু ইহার প্রথম অংশ "তুমি...করিয়াছ" অংশটি যৌগিক।

দুই বা ততোঽধিক পদ সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হইলেই সর্ব্বত্র যৌগিক বাক্য হয় না। যথা,—"এক আর একে দুই হয়।" "দস্তা ও তাম্রে পিত্তল হয়"। এই গুলি সরল বাক্য, যৌগিক বাক্য নহে।

আবার "পৃথিবী ও বুধ নিয়ত সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে।" ইহা সরল বাক্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও যৌগিক বাক্য। ইহাকে বিশ্লিষ্ট করিলে দুইটি নিরপেক্ষ সরল বাক্য পাওয়া যায়। যথা,—"পৃথিবী নিয়ত সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে" ও "বুধ নিয়ত সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে।"

কিন্তু 'দস্তা ও তাম্রে পিত্তল হয়' এই বাক্য বিশ্লিষ্ট করিয়া "দস্তায় পিত্তল হয়" ও "তাম্রে পিত্তল হয়" এইরূপ দুইটি বাক্য করিলে অভিলষিত অর্থ প্রকাশিত হয় না। এইরূপ উদ্দেশ্যকে যৌগিক উদ্দেশ্য কহে।

যে যে উপায়ে সরল বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারিত হয়, মিশ্র ও যৌগিক বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় সেই সেই উপায়ে সম্প্রসারিত হইয়া থাকে।

বাক্য-বিশ্লেষণ করিতে হইলে বাক্যটি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা বলিয়া, পরে তাহার প্রত্যেক অংশের বিশ্লেষণ পূর্ব্বক পরস্পরের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে হয়। মিশ্র ও যৌগিক বাক্যের অংশগুলি অগ্রে পৃথক্ করিয়া পরে প্রত্যেক বাক্যের বিশ্লেষণ করিতে হয়। যথা,—

(ক) "দিবাবসান-সময়ে রামের রথ তমসা-তীরে উপনীত হইল।"

এইটি সরল বাক্য।

রথ ... ... উদ্দেশ্য (কর্ত্তা)।
রামের ... ... উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ।
উপনীত হইল ... বিধেয়।
দিবাবসান-সময়ে ও তমসা-তীরে } বিধেয়ের বিশেষণ-ভাবে পরিচায়ক সম্প্রসারণ।

(খ) "লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলে, রাম ও সীতা ব্রাহ্মণদিগকে অলঙ্কার, বস্ত্র ও ধন-রত্নাদি দান করিলেন।" এইটি সরল বাক্য।

রাম ও সীতা ... যৌগিক উদ্দেশ্য।
দান করিলেন .. বিধেয়।
অলঙ্কার, বস্ত্র ও ধন-রত্নাদি বিধেয়ের প্রথম পূরকার্থ সম্প্রসারণ (মুখ্যকর্ম্ম)।
ব্রাহ্মণদিগকে .. বিধেয়ের দ্বিতীয় পূরকার্থ সম্প্রসারণ (গৌণকর্ম্ম)।
লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলে বিধেয়ের তৃতীয় সম্প্রসারণ (বিশেষণ ভাবে পরিচায়ক বাক্যাংশ)।

(গ) "রাজা দশরথ কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ছিন্ন-মূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।" সরল বাক্য।

দশরথ ... উদ্দেশ্য (কর্ত্তা)।
রাজা ... উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ (সমকারক)।
হইলেন ... বিধেয়।
ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত বিধেয়ের পূরক (বিধেয় বিশেষণ)।
ছিন্নমূল তরুর ন্যায় 'ভূতলে পতিত' এই বিশেষণের বিশেষণ ভাবে পরিচায়ক সম্প্রসারণ।
কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া—বিধেয়ের বিশেষণ ভাবে পরিচায়ক সম্প্রসারণ।

(ঘ) "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, এ কথা চির-প্রসিদ্ধ।" মিশ্র বাক্য।

এ কথা চির-প্রসিদ্ধ (আছে) ... প্রধান বাক্য।
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস (হয়) ... অপ্রধান বাক্য।

প্রধান বাক্যে—

কথা ... ... উদ্দেশ্য। (কর্ত্তা)
এ ... ... উদ্দেশ্যের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ।
আছে ... ... বিধেয় (অনুক্ত)।
চির-প্রসিদ্ধ ... ... বিধেয়ের পূরক (বিধেয় বিশেষণ)

অপ্রধান বাক্যে—

বাস ... ... উদ্দেশ্য। (কর্ত্তা)
লক্ষ্মীর ... ... উদ্দেশ্যের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ।
হয় ... ... বিধেয় (অনুক্ত)।
বাণিজ্যে ... ... বিধেয়ের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ।

(৩) "ক্রূরা মন্থরা ক্রোধে অধীরা হইল এবং কৈকেয়ী-প্রদত্ত অলঙ্কার দূরে নিক্ষিপ্ত করিল।"

এইটি যৌগিক বাক্য।

"ক্রূরা......হইল" এবং "কৈকেয়ী...করিল" পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য। "এবং" এই সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত।

প্রথম বাক্যে—

মন্থরা ... ... উদ্দেশ্য।
ক্রূরা ... ... উদ্দেশ্যের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ।
হইল ... ... বিধেয়।
ক্রোধে অধীরা ... ... বিধেয়ের পূরক।

দ্বিতীয় বাক্যে—

মন্থরা ... ... উদ্দেশ্য।
ক্রূরা ... ... উদ্দেশ্যের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ।
নিক্ষিপ্ত করিল ... ... বিধেয়।
দূরে ... ... বিধেয়ের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ।
অলঙ্কার ... ... বিধেয়ের পূরক (কর্ম্ম পদ)
কৈকেয়ী-প্রদত্ত ... ... বিধেয়ের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ।

---

(২) যতি-চিহ্ন।

১। পাঠকালে জিহ্বার ইষ্ট বিশ্রাম স্থানকে যতি কহে।

২। বাক্য রচনা করিতে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয়।

, এই চিহ্নের নাম প্রথমচ্ছেদ বা পাদচ্ছেদ (Comma)। এই চিহ্ন থাকিলে পাঠকালে অত্যল্প কালবিশ্রাম করিতে হয়।

; এই চিহ্নের নাম দ্বিতীয়চ্ছেদ বা অর্দ্ধচ্ছেদ (Semi-colon)। এই চিহ্ন থাকিলে পাঠকালে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় বিশ্রাম করিতে হয়।

: এই চিহ্নের নাম কোলন (Colon)। বিসর্গের সহিত উহার সাদৃশ্যহেতু ভ্রান্তি জন্মিবার আশঙ্কায় বাঙ্গালা ভাষায় উহা প্রায়শঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

। এই চিহ্নের নাম পূর্ণচ্ছেদ বা দাড়ি। যেখানে পূর্ব্ব বাক্যের সহিত পর বাক্যের সম্বন্ধ থাকে না, সেই স্থানে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্ন স্থলে জিহ্বার সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয়।

? প্রশ্ন-সূচক চিহ্ন (Note of interrogation)। প্রশ্ন-স্থলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেখানে এই চিহ্ন থাকে, সেই স্থলে প্রশ্ন-বোধক-স্বরে পাঠ করিতে হয়।

! বিস্ময়, ভয়, হর্ষ, বিষাদাদি আবেগ প্রকাশ স্থলে এবং সম্বোধন (১) পদের শেষে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ইহাকে বিস্ময়াদি-সূচক চিহ্ন (Note of interjection) কহে।

- সমাস-পদ বিভাগ-স্থলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ইহাকে সংযোজক-চিহ্ন (Hyphen) কহে।

" যেখানে অন্যের বাক্যাদি অবিকল উদ্ধৃত করিতে হয়, সেই স্থলে এই চিহ্নের ব্যবহার হয়। ইহাকে উদ্ধার চিহ্ন (Quotation) কহে।

( ) বা [ ] কোন বাক্যাংশ বা শব্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে বা অতিরিক্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে এই বন্ধনী চিহ্ন (Bracket) ব্যবহৃত হয়।

——এক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অন্য কথা উপস্থিত হইলে অথবা কবিগণের চিন্তার হঠাৎ বিশ্রাম স্থানে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, ইহাকে (Dash) ড্যাশ্ কহে।

* * * বা ....যেখানে কোন পদ বা বাক্যাংশ পরিত্যাগ করা যায়, সেই স্থানে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ইহাকে পরিহারচিহ্ন (Ellipsis) কহে।

,—কোন বিষয়ে উদাহরণ দিতে হইলে, এই চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়।

* † ‡ § ¶ (১) (ক) ইত্যাদি। কোন বাক্যের বা শব্দের অর্থ লিখিতে হইলে পৃষ্ঠার নিম্নভাগে এই সকল চিহ্নের অন্যতমটি ব্যবহৃত হয়।

---

(১) পদ্যে সম্বোধন পদের শেষে (,) চিহ্ন এবং সম্বোধন পদ বাক্যের শেষস্থিত হইলে (!) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

(৩) প্রায়-উচ্চারণ-সাম্য শব্দের অর্থভেদ।

অংশ	...	ভাগ	কুট	..	পর্ব্বত
অংস	...	স্কন্ধ	কূট	...	গিরি-শৃঙ্গ
অণু	...	ক্ষুদ্রতমাংশ	কুল	...	বংশ, গোষ্ঠী
অনু	...	পশ্চাৎ	কূল	...	নদ্যাদির তীর
অশন	...	ভোজন	কৃত্ত	..	ছিন্ন
অসন	...	ক্ষেপণ	কৃত্য	...	কার্য্য
অন্ন	...	খাদ্য	কৃষ্ট	...	কর্ষিত
অন্য	...	অপর	কৃষ্ণ	...	বাসুদেব
অন্নপুষ্ট	...	আহার-পুষ্ট	কোণ	...	বিদিক্
অন্যপুষ্ট	...	কোকিল	কোন	...	অনিশ্চিত
অর্ঘ	...	মূল্য	কটি	...	কোমর
অর্ঘ্য	...	পূজা	কোটি	...	শতলক্ষ
অশিত	...	ভক্ষিত	কোমল	...	নরম
অসিত	...	কৃষ্ণ	কমল	...	পদ্ম, জল
অশ্ম	...	প্রস্তর	গিরিশ	...	শিব
অশ্ব	..	ঘোটক	গিরীশ	...	হিমালয়
আত্ত	...	গৃহীত	চতুর্	...	চারি
আর্ত্ত	..	পীড়িত	চতুর	...	কার্য্যদক্ষ
আপণ	...	হট্ট	চিত্ত	...	মনঃ
আপন	...	নিজ	চিত্য	...	অগ্নি
আস্তিক	...	ঈশ্বর-বাদী	তরণি	...	নৌকা, সূর্য্য
আস্তীক	...	জরৎকারু-পুত্র	তরুণী	...	যুবতী
আহুতি	...	হোম	তুণ্ড	..	মুখ
আহ্বতি	...	আহ্বান	তুন্দ	...	উদর
ইতি	...	সমাপ্তি, ইহা	দশন	...	দন্ত
ঈতি	...	ষড়্‌বিধ শস্যবিঘ্ন	দশন্	...	দশ
কল্য	...	প্রাতঃকাল	দশাশ্ব	...	চন্দ্র
কল্ল	...	বধির	দশাস্য	...	রাবণ

শব্দ		অর্থ
দিন	...	দিবা
দীন	...	দরিদ্র
দ্বীপ	...	জলমধ্যস্থ স্থল
দ্বিপ	...	হস্তী
দীপ	...	প্রদীপ
দুকুল	...	দুই বংশ
দুকুল	..	ক্ষৌম বসন
দূত	...	চর
দ্যূত	...	পাশক ক্রীড়া
দূর	...	অসন্নিকৃষ্ট
দুব্	...	নিন্দিত
দেশ	...	রাজ্য
দ্বেষ	...	ঈর্ষ্যা
ধান	...	আধার
ধ্যান	...	চিন্তন
নিরাশ	...	আশা-রহিত
নিরাস	...	নিরসন
নির্জ্জর	...	দেবতা
নির্ঝর	...	ঝরণা
নিশিত	...	শাণিত
নিশীথ	...	অর্দ্ধরাত্র
নীড়	...	কুলায়
নীর	...	জল
নীল	...	বর্ণ-বিশেষ
পক্ষ	...	মাসার্দ্ধ
পক্ষ্ম	...	নেত্র-লোম
পদ্য	...	ছন্দোময় বাক্য
পদ্ম	...	কমল
পুৎ	...	নরক-বিশেষ
পূত	...	পবিত্র
পৃষ্ট	...	জিজ্ঞাসিত
পৃষ্ঠ	...	পশ্চাদ্ভাগ
প্রোত	...	গুম্ফিত
প্রোথ	...	অশ্ব-নাসিকা-শব্দ
বন্ধ	...	বন্ধন
বন্ধ্যা	...	নিষ্ফল
বলি	...	পূজোপহার
বলী	...	বলবান্
ভাণ	...	ছল
ভান	...	প্রকাশ
মহিত	...	পূজিত
মোহিত	...	মোহ-প্রাপ্ত
যতি	...	মুনি
জ্যোতিঃ	...	দীপ্তি
যাত	...	গত, গমন
জাত	...	উৎপন্ন
রিক্ত	...	শূন্য
রিকথ	...	দায়, ধন
রুক্ম	...	স্বর্ণ
রুক্ষ	...	কর্কশ
লক্ষ	...	শতসহস্র
লক্ষ্য	...	দ্রষ্টব্য, শরব্য
বর্য্য	...	শ্রেষ্ঠ
বর্জ্জ্য	...	ত্যাজ্য
বিদুর	...	জ্ঞানী
বিদূর	...	অতি-দূরস্থ
বিল্ল	...	জলা
বিল্ব	...	শ্রীফল
বিষ	...	গরল, মৃণাল
বিস	...	মৃণাল

বৃষ্টি	...	বর্ষণ
বৃষ্ণি	...	যদুবংশ
বেদ	...	শ্রুতি
বেধ	...	গভীরতা
ব্যসন	...	বিপদ্
বসন	..	বস্ত্র
শকল	...	খণ্ড
সকল	...	সমগ্র
শক্ত	...	সমর্থ
সক্ত	...	আসক্ত
শঙ্কর	...	শিব
সঙ্কর	...	মিশ্রণোৎপন্ন
শপ্ত	...	অভিশাপগ্রস্ত
সপ্ত	...	সপ্তসংখ্যা
শম্বর	...	হরিণ-বিশেষ
সম্বর	..	সংবরণ
শবল	...	নানাবর্ণযুক্ত
সবল	...	বলবান্
শক্তি	...	ক্ষমতা
সক্তি	...	সংযোগ
সক্থি	...	উরু
শারদ	..	বৎসর
সারদ	...	শ্রেষ্ঠত্ব-দায়ক
শুক	...	পক্ষি-বিশেষ
শূক	...	শস্যের সূক্ষ্মাগ্র
সুর	..	দেবতা
শূর	...	বীর
সূর	...	সূর্য্য
স্বহিত	..	নিজমঙ্গল
সহিত	...	সহ

শৃত	...	পক্ক
শ্রিত	...	সেবিত
শ্বশ্রূ	...	শাশুড়ী
শ্মশ্রু	...	মুখ-রোম
স্বত্ব	...	স্বামিত্ব
সত্য	...	যথার্থ
সম	.	সমান
শম	...	যম, শান্তি
শর	..	তীর
স্বর	...	উদাত্তাদি
শব	...	মৃতদেহ
সব	...	প্রসব, অপত্য
সর্গ	...	সৃষ্টি
স্বর্গ	...	সুরলোক
সামি	...	কিয়দংশ
স্বামী	...	প্রভু
শারদা		দুর্গা
সারদা	...	সরস্বতী
সার্থ	...	বণিক্
স্বার্থ	...	নিজ প্রয়োজন
সুত	...	পুত্র
সূত	..	সারথি
সুদ	...	কুসীদ
সূদ	...	পাচক
স্কন্ধ	...	অংস
স্কন্দ	...	কার্ত্তিকেয়
স্রবণ	...	ক্ষরণ
শ্রবণ	...	শ্রুতি
হুতি	...	হোম
হূতি	..	আহ্বান

(৪) বর্ণ-গত কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ একার্থক কতিপয় শব্দ।

অগার	কিশলয়	গুবাক	নিমিষ	মকুর	বাষ্প
আগার	কিসলয়	গূবাক	নিমেষ	মুকুর	বাষ্প
অঙ্কুর	কুরুবক	জম্বুক	পদবী	মকুল	বাহ্লিক
অঙ্কূর	কুরবক	জম্বূক	পদবি	মুকুল	বাহ্লীক
অন্তরীক্ষ	কুসীদ	জামাতৃ	পনস	মুষল	বিষদ
অন্তরিক্ষ	কুশীদ	যামাতৃ	পণস	মুসল	বিশদ
আহিতুণ্ডিক	কৃমি	তন্তুবায়	পরিষদ্	যবানী	শূকর
অহিতুণ্ডিক	ক্রিমি	তন্তুবায়	পর্ষদ্	যমানী	সূকর
উলূক	কৈকেয়ী	তন্তুবাপ	পারাপার	রশনা	শৃগাল
উলূক	কেকয়ী	তন্ত্রবাপ	পারাবার	রসনা	সৃগাল
ঊষা	কোশ	তনু	বন্ধুব	রুক্ষ	শৈবাল
উষা	কোষ	তনূ	বন্ধুর	রুক্ষ্ম	শৈবল
ঋষ্টি	কৌশল্যা	দাশ	ভগিনী	লক্ষণ	শণ্ড
বিষ্টি	কৌসল্যা	দাস	ভগ্নী	লক্ষ্মণ	ষণ্ড
কপাট	ক্ষুর	দেবকী	মরীচ	বসিষ্ঠ	সরযু
কবাট	খুর	দৈবকী	মরিচ	বশিষ্ঠ	সরযূ
কপিল	গাণ্ডিব	ননন্দৃ	মসূর	বাণারসী	সূর্পণখা
কবিল	গাণ্ডীব	ননান্দৃ	মসুর	বারাণসী	শূর্পণখা
কলস	গুগ্‌গুল	নারিকেল	মকুট	বাল্মীক	হনুমৎ
কলশ	গুগ্‌গুলু	নারীকেল	মুকুট	বল্মীক	হনূমৎ

(৫) কতিপয় বিপরীতার্থক শব্দ।

অধমর্ণ ... উত্তমর্ণ
অনুকূল ... প্রতিকূল
অনুলোম ... বিলোম, প্রতিলোম
অলীক ... সত্য
আপদ্ ... সম্পদ্
আর্দ্র ... শুষ্ক
আবির্ভূত ... তিরোহিত
উচ্চ . নিম্ন
উৎকর্ষ .. অপকর্ষ
উৎকৃষ্ট ... নিকৃষ্ট, অপকৃষ্ট
উদয় ... অস্ত
উন্মীলিত ... নিমীলিত
উপকার ... অপকার
ঊর্দ্ধ ... অধঃ
ঋজু ... কুটিল
কর্কশ ... কোমল
কু .. সু
কুৎসা ... প্রশংসা
কৃতঘ্ন ... কৃতজ্ঞ
কৃশ ... স্থূল
ক্ষয় বৃদ্ধি
গরল ... অমৃত
গরিষ্ঠ .. লঘিষ্ঠ
গুণ .. দোষ
গুপ্ত ... প্রকাশিত
গৌরব ... লাঘব
চঞ্চল .. স্থির
শুষ্ক ... সরস
সন্নিকৃষ্ট ... বিপ্রকৃষ্ট
সমাপ্ত ... আরব্ধ
সুপ্ত ... জাগরিত

জাগরণ ... নিদ্রা
জ্বলন ... নির্ব্বাণ
ঝটিতি ... বিলম্ব
তরুণ ... বৃদ্ধ
তিমির ... আলোক
তিরস্কার ... পুরস্কার
দক্ষিণ ... বাম
দীর্ঘ ... হ্রস্ব
দুর্লভ ... সুলভ
দুষ্কৃতি ... সুকৃতি
নূতন ... পুরাতন
নৈসর্গিক .. কৃত্রিম
পরকীয় ... স্বকীয়
পরুষ .. কোমল
পাপ ... পুণ্য
পুষ্ট ... ক্ষীণ
প্রাচীন ... নব্য
বন্ধু ... শত্রু
বন্ধুর ... মসৃণ
মৃদু ... তীক্ষ্ণ
মৃষা, মিথ্যা ... সত্য
রুগ্ন .. সুস্থ
শোক .. হর্ষ
লঘু ... গুরু
ব্যর্থ ... সার্থক
ব্যষ্টি ... সমষ্টি
শীঘ্র ... বিলম্ব
স্নিগ্ধ .. রুক্ষ
সমক্ষ ... পরোক্ষ
সুখ ... দুঃখ
হলাহল ... অমৃত

(৬) প্রচলিত কতিপয় অপ-প্রয়োগ।

অশুদ্ধ		শুদ্ধ
অজানিত	...	অজ্ঞাত
অধীনস্থ	...	অধীন
অনাথিনী	...	অনাথা
অন্তর্দ্ধান হইল	...	অন্তর্হিত হইল
অপ্সরী-সম্ভবা	...	অপ্সরঃ-সম্ভবা
আধিক্যতা	...	আধিক্য
আয়ত্তাধীন	...	আয়ত্ত বা অধীন
আরোগ্য হইলাম	...	অরোগ হইলাম
আবশ্যকীয়	...	আবশ্যক
একত্রিত	...	একত্র
একদৃষ্টে (১)	...	একদৃষ্টিতে
ঐক্যতা	...	ঐক্য বা একতা
কেবলমাত্র	...	কেবল
ক্রেতাগণ	...	ক্রেতৃ-গণ
গ্রাহ্য যোগ্য	.	গ্রাহ্য বা গ্রহণ যোগ্য
ঘনিষ্টতা	...	ঘনিষ্ঠতা
ঘূর্ণায়মান	...	ঘূর্ণ্যমান
চক্ষুঃদ্বারা		চক্ষুর্দ্বারা বা চক্ষুদ্বারা
চমৎকার হইলাম	...	চমৎকৃত হইলাম
জাগ্রত	...	জাগ্রৎ
জীবাত্মা-সংক্রান্ত	...	জীবাত্ম-সংক্রান্ত
জ্ঞাতার্থে (১)	...	জ্ঞানার্থে
তৎকালীন কহিল	...	তৎকালে কহিল
তত্রাচ বলিবে	..	তথাচ বলিবে
তত্রাপি কহিল	...	তথাপি কহিল
তদ্দৃষ্টে (১)	...	তদ্দর্শনে
তৃতীয় সংখ্যক	...	ত্রি-সংখ্যক
ত্রৈবাষিক পরীক্ষা	...	ত্রিবার্ষিক পরীক্ষা
দম্পতি	...	দম্পতী
দুরাদৃষ্ট	...	দুরদৃষ্ট
দুরাবস্থা	...	দুরবস্থা
দ্বিরাত্রি	...	দ্বিরাত্র
নিন্দুক	...	নিন্দক
নিরপরাধী	...	নিরপরাধ
নিরহঙ্কারী	...	নিরহঙ্কার
নির্গুণী	...	নির্গুণ
নির্দ্দোষী	...	নির্দ্দোষ
নির্দ্দোষিতা	...	নির্দ্দোষতা
নির্ধনী	.	নির্ধন
নীরোগী	...	নীরোগ
নৈরাশ হইলাম	...	নিরাশ হইলাম
পক্ষীগণ	...	পক্ষিগণ
পত্রপ্রাপ্তে (১)	...	পত্র প্রাপ্তিতে
পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন	...	পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন
পার্ব্বতীয়	...	পর্ব্বতীয়, পার্ব্বত্য
পর্য্যটক	...	পর্য্যাটক
পিতা-মাতা	..	মাতা-পিতা
পিতৃ-মাতৃ-হীন	..	মাতাপিতৃ হীন
পূজ্যাস্পদ	...	পূজাস্পদ
প্রবর্ত্ত হইলাম	...	প্রবৃত্ত হইলাম
বক্ষোপরি	...	বক্ষের উপর
বাহ্যিক দৃশ্য	...	বাহ্য দৃশ্য
বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক	..	বুদ্ধিমতী স্ত্রী
ভাগ্যমান্	..	ভাগ্যবান্
ভূম্যাধিকারী	...	ভূম্যধিকারী
ভ্রাতাগণ	...	ভ্রাতৃগণ
মনোকষ্ট	...	মনঃকষ্ট

(১) ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়া এই সকল অপপ্রয়োগ কোনরূপে রাখিতে পারা যায়

মনোমুগ্ধকর	...	মনোমোহ-কর	সম্মান	...	সম্মান
মহদুপকার	...	মহোপকার	সম্মুখ	...	সম্মুখ
মহাত্মাগণ	..	মহাত্ম-গণ	সমতুল্য	...	সম বা তুল্য
মহারাজা	...	মহারাজ	সম্রাজ্ঞী	...	সম্রাট্ (২)
মহারাজ্ঞী (১)	...	মহারাজ্ঞী	সবিনয়-পূর্ব্বক	...	সবিনয়ে বা বিনয়-পূর্ব্বক
মহিমা চন্দ্র	...	মহিম চন্দ্র	সবিতাদেব	...	সবিতৃ দেব
মহিমা সাগর	...	মহিম-সাগর	সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর	...	সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ
মান্যনীয়	...	মাননীয়	সশঙ্কিত	...	শঙ্কিত বা সশঙ্ক
মালিন্যতা	..	মালিন্য	সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ	...	সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ
মৈত্রতা	...	মৈত্র বা মিত্রতা	সাক্ষী দেওয়া	...	সাক্ষ্য দেওয়া
যদ্যপিও	...	যদ্যপি	সাদর-পূর্ব্বক	...	সাদরে বা আদরপূর্ব্বক
যাবদীয়	...	যাবতীয়	সাবধান-পূর্ব্বক	...	সাবধানে বা সাবধানতা-পূর্ব্বক
যোগীবর	...	যোগি-বর	সাবকাশ নাই	...	অবকাশ নাই
লজ্জাস্কর	...	লজ্জাকর	সৃজন (৩)	...	সর্জ্জন
লাঘবতা	...	লাঘব	সুকেশিনী	...	সুকেশা বা সুকেশী
বাহুল্যতা	...	বাহুল্য	সৌজন্যতা	...	সৌজন্য
বিমর্ষ হইলাম	..	বিমর্ষযুক্ত হইলাম	স্বত্বাধিকার	...	স্বত্ব বা অধিকার
ব্যয়-সাধ্য-প্রযুক্ত	...	ব্যয-সাধ্যতা প্রযুক্ত	হস্তীগণ	...	হস্তি-গণ
ব্যবহার্য্যণীয়	...	ব্যবহার্য্য			
শিরোশোভা	...	শিরঃশোভা			
সখ্যতা	...	সখ্য			
সদাসর্ব্বদা	...	সদা বা সর্ব্বদা			
সন্তোষ হইলাম	...	সন্তুষ্ট হইলাম			

---

(১) মহতী রাজ্ঞী বুঝাইলে মহারাজ্ঞী পদ হয়। মহারাজের স্ত্রী অর্থে হয না।

(২) যে স্ত্রীলোক কোন সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী তাঁহাকে সম্রাজ্ঞী বলিলে ভুল হয়; ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাট্।

(৩) সৃজন, সতীত্ব প্রভৃতি কয়েকটি অশুদ্ধ পদ বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ প্রচলিত হইয়াছে যে, ঐ সকল পদের প্রয়োগ অনিবার্য্য।

(৭) কাব্য।

১। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য কহে।

শ্রব্যকাব্য।

২। যে কাব্য শ্রবণ করা যায়, তাহাকে শ্রব্য কাব্য কহে। শ্রব্য কাব্য তিন প্রকার। যথা,—পদ্যময়, গদ্যময় এবং গদ্য-পদ্যময়।

পদ্যময় কাব্য।

৩। সংস্কৃত ভাষায় পদ্যময় কাব্য তিন ভাগে বিভক্ত। যথা,—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষ-কাব্য।

৪। মহাকাব্যাদি গদ্যেও লিখিত হয়।

মহাকাব্য।

৫। কোন দেবতা অথবা অশেষ-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি কিংবা এক বংশোৎপন্ন বহু ভূপতির বিবরণ যে কাব্যে লিখিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য কহে। মহাকাব্য নানাবিধ বর্ণনায় পরিপূর্ণ এবং অষ্টাধিক সর্গে বিভক্ত থাকে। যথা,—রামায়ণ, মেঘনাদবধ ইত্যাদি।

খণ্ড কাব্য।

৬। এক বিষযে অনতিদীর্ঘ যে কাব্য তাহাকে খণ্ড কাব্য কহে। যথা,—মেঘ-দূত, ঋতু-সংহার ইত্যাদি।

কোষকাব্য।

৭। পরস্পর-নিরপেক্ষ শ্লোক-সমূহকে কোষ-কাব্য কহে। যথা—সদ্ভাব-শতক, পদ্য-পাঠ ইত্যাদি।

গদ্যময় কাব্য।

৮। যাহার আদ্যন্ত গদ্যে রচিত, তাহাকে গদ্যময় কাব্য কহে। যথা,—কাদম্বরী, টেলিমেকস্ ইত্যাদি।

গদ্য-পদ্যময়-কাব্য।

৯। সংস্কৃত ভাষায় গদ্য-পদ্য-ময় কাব্যকে চম্পূকাব্য কহে। বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ কাব্যের মধ্যে সুধীরঞ্জন, ছাত্র বোধ প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

দৃশ্য কাব্য।

১০। যাহা শ্রবণ করা যায়, অধিকন্তু রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনীত হয়, তাহাকে দৃশ্য কাব্য কহে। যথা,—শর্ম্মিষ্ঠা, কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব ইত্যাদি।

(৮) ছন্দঃ (Versification)।

১। যাহা পরিমিত অক্ষরে বদ্ধ এবং শ্রবণ ও মনের প্রীতিপ্রদ, তাহাকে ছন্দঃ কহে। ছন্দোবদ্ধ সার্থক পদ বিন্যাসকে পদ্য কহে।

২। ছন্দঃ দুই প্রকার। যথা,—অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ (Blank verse)।

৩। অন্ত্য বর্ণের মিল না থাকিলে অমিত্রাক্ষর হয়।
যথা,—'তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে,
সরস কমল-কুল-বিকসিত যথা।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ (১) (Rhyme)।

৪। 'একই অক্ষর দুই চরণান্তে রবে। অন্তস্থ উপান্ত্য স্বর এক জাতি হবে॥'

যতি (Pause)।

৫। 'জিহ্বার বিশ্রাম স্থান যতি নাম ধরে। সুকবি সকল তায় পদচ্ছেদ করে॥'

একাবলী।

৬। 'একাদশ বর্ণে চরণ যার। একাবলী নাম জানিবে তার॥'
যথা,—'ভো নভোমণ্ডল। বল স্বরূপ, কে দিল তোমায় এরূপ রূপ?

তোটক।

৭। 'প্রথমে লঘুবর্ণ দুটা হইবে। গুরু অক্ষর এক পরে লিখিবে॥
পর বারটি অক্ষর এই মতে। হয় তোটক সংস্কৃত শাস্ত্রমতে॥'
যথা,—'নম নিত্য নিরাময় বিশ্বপতে, নম চিন্ময় সত্য সনাতন হে।

পয়ার (Couplet)।

৮। 'চতুর্দ্দশ বর্ণে হয় সকল পয়ার। অষ্টম অক্ষরে যতি প্রশস্ত তাহার।'
যথা,—'ধন জন যৌবনের গর্ব্ব কর মন। জান না নিমিষে হরে সকলি শমন॥

মালঝাঁপ ও তরল পয়ার।

৯। 'চতুর্থেতে অষ্টমেতে দ্বাদশেতে তার। মিত্রাক্ষর পরস্পর দ্বি অক্ষর আর॥
যথা,—'কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে। ধরি বাণ খরশাণ হান হান হাঁকে॥
'চতুর্থেতে অষ্টমেতে মিল থাকে যার। ভিন্নাকারে বলে তারে তরল পয়ার॥'
যথা—'দেখ দ্বিজ, মনসিজ জিনিয়া মূরতি। পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥'

---

(১) আমার পরম পূজ্যপাদ অধ্যাপক স্বর্গীয় মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের ছন্দোমালা হইতে কতিপয় ছন্দের লক্ষণ ও উদাহরণ গৃহীত হইল। বিশেষ বিবরণ উক্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পর্য্যায়সম (Alternate Rhyme)।

১০। 'প্রথম চরণ সহ তৃতীয় মিলিবে। মিলিবে দ্বিতীয় সহ চতুর্থ চরণ ॥
ইহাই পর্য্যায়-সম বুঝিয়া লিখিবে। রচনা করহ রীতি পয়ারে যেমন ॥'

মধ্যসম।

১১। 'প্রথম চরণ সহ চতুর্থ মিলিবে। মিলিবে দ্বিতীয় সহ তৃতীয় চরণ ॥
হইবে চরণ সব পয়ারে যেমন। মধ্যসম নাম তার জানিবে লিখিবে ॥'

মালতী।

১২। 'পয়ারের পরে যদি এক বর্ণ হয় হে। তাহারে মালতী-চ্ছন্দঃ কবিগণ কয় হে।'
যথা,—'তেজস্বীর তেজ সয় তত দুঃখ হয় না। তার তেজে যার তেজ তার তেজ সয় না।
প্রখর রবির তাপ শিরে সহ্য হয় হে। তার তাপে বালি তাপে পদে সহ্য নয় হে ॥'

তূণক।

১৩। আদ্য দীর্ঘ(১)অন্ত্য হ্রস্ব এইরূপ বন্ধনে। রাখিবে পনের বর্ণ তূণকের যোজনে ॥'
যথা,—'ভূতনাথ ভূত-সাথ দক্ষ-যজ্ঞ নাশিছে। যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্টহাস হাসিছে ॥'

কুসুম-মালিকা।

১৪। 'যদি পয়ারের আগে থাকে দুইটি অক্ষর। তারে কুসুম-মালিকা-চ্ছন্দঃ কহে কবিবর ॥'
যথা,—'যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে। যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু-মিলনে।
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে। শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে ॥
হ'ল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়। পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয় ॥'

ললিত।

১৫। 'তিন ভাগে ধর, আঠার অক্ষর, প্রতি ষষ্ঠে কর, মিলন আর।
পাঁচ বর্ণ পরে, এইরূপে ধরে, তেইশ অক্ষরে, চরণ তার ॥'
যথা,—"কেন রে রসনা, সুরসে রস না, বিরস বাসনা
কেন রে কর।
অমল কমল, জিনিয়ে কোমল, অতি নিরমল,
শরীর ধর ॥'

---

(১) "একমাত্রো ভবেদ্‌হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনস্ত্বর্দ্ধমাত্রকম্ ॥"
উচ্চারণ-কালকে মাত্রা কহে; হ্রস্ব স্বর এক-মাত্র, দীর্ঘ স্বর দ্বি-মাত্র, প্লুত স্বর ত্রি-মাত্র এবং ব্যঞ্জন অর্দ্ধমাত্র। গান, রোদন বা দূরাহ্বানে প্লুত স্বর ব্যবহৃত হয়।

লঘু চতুষ্পদী।

১৬। 'এই লঘু চতুষ্পদী, লিখিতে বাসনা যদি
উনত্রিশ বর্ণ দিবে, এক চরণে।
চব্বিশ অক্ষর আগে, বিরচিবে তিন ভাগে,
তার পরে পাঁচ বর্ণ লিখ যতনে॥

যথা,—'কোকিল বিষম কাল, কিবা তার আছে ভাল,
প্রকৃতিও দেখ তার, বিষম অতি।
যে জন নিকটে যায়, সোজা চক্ষে নাহি চায়,
তার প্রতি রাঙ্গা আঁখি, হয় কুমতি॥'

ললিত চতুষ্পদী।

১৭। 'ললিত চতুষ্পদীর, আগে তিন ভাগে ধীর,
চব্বিশ অক্ষর স্থির, প্রতি আটে মিলিবে।
পরে সাত বর্ণ হবে, তুর্য্যে তার যতি রবে,
একত্রিশ বর্ণ হবে, এক পাদে জানিবে॥

যথা—'শ্বেত হ'লো শ্যামকেশ, নিঃশ্বাস হতেছে শেষ,
মনের বাসনা মোর, অদ্যাপি না পূরিল।
যতনে দুরাশা ভরে, ডুবিলাম রত্নাকরে,
যাতনা হইল সার, রতন না মিলিল॥'

ভঙ্গ পয়ার।

১৮। 'আগে আট বর্ণ ধর, আগে আট বর্ণ ধর,
দ্বিতীয় অক্ষরে তার যতিচ্ছেদ কর।
সেই আটটি অক্ষর, সেই আটটি অক্ষর,
পুনর্ব্বার অবিকল লিখ তার পর॥
পরে পয়ার যেমন, পরে পয়ার যেমন,
ভঙ্গ পয়ারের তাহা দ্বিতীয় চরণ।
ইথে তিন মিল ধরে, ইথে তিন মিল ধরে,
অষ্টমে ষোড়শে আর ত্রিংশৎ অক্ষরে॥'

যথা.—'ওরে মানস-বিহঙ্গ, ওরে মানস-বিহঙ্গ,
বিষম বিষয়-বনে কর কত রঙ্গ।
তায় ফলে রে কেবল, তায় ফলে রে কেবল,
বিষময় বিষম ইন্দ্রিয়-সুখ-ফল।

লঘু ত্রিপদী (Short Triplet)।

১৯। 'বার বর্ণ আগে, লিখ দুই ভাগে,
ছয়ে ছয়ে মিল হবে।
আটটি অক্ষর, লিখ তার পর,
শেষ পদে যতি রবে॥'

যথা,—'যে জন দিবসে, মনের হরষে,
জ্বালায় মোমের বাতি।
আশু গৃহে তার, দেখিবে না আর,
নিশিতে প্রদীপ ভাতি॥'

তরল ত্রিপদী।

২০। 'লঘু ত্রিপদীর, পরিশেষে ধীর,
এক বর্ণ তবে দাও হে।'

যথা,—'যদি হীন-সহ অহরহঃ রহ
মতি তব হীন হইবে।
সমানের সনে, থাক একমনে
মতি সম-ভাবে রহিবে॥'

বিশাখ পয়ার।

২১। 'পঞ্চদশ বর্ণে হয় মালতীর শেষ হে
মালতীর শেষ।
তার পরে ছয় বর্ণ কর সমাবেশ হে
কর সমাবেশ॥'

যথা,—"অতীত চিন্তায় নাহি কোন ফলোদয় হে,
কোন ফলোদয়;
করণীয় কার্য্যে তুমি করহ নিশ্চয় হে,
করহ নিশ্চয়।

(৯) পদ্য-সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়।

১। হ্রস্ব স্বর ও তৎসংযুক্ত ব্যঞ্জন-বর্ণ লঘু বর্ণ।

২। দীর্ঘস্বর, অনুস্বার ও বিসর্গান্ত বর্ণ, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ এবং কখন কখন পাদান্তিম লঘুবর্ণ, গুরুবর্ণ-রূপে গণ্য হয়।

৩। পদ্যে হসন্ত বর্ণও বর্ণ-গণনা স্থলে পরিগৃহীত হয়। যথা—বসে গিয়া ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করিবারে।' কিন্তু এরূপ বর্ণ-গণনা অনেক সুলেখকের অভিমত নহে।

৪। পদ্যে বর্ণ সংক্ষেপ জন্য কতকগুলি ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায়। যথা,—করিয়া—করি; করিতেছে—করিছে ইত্যাদি।

৫। পদ্যে 'ইল' ভাগান্ত ক্রিয়াপদের শেষে প্রায়ই আকারযুক্ত হয় এবং 'ইলাম' স্থানে 'ইনু' হয়। যথা,—চলিলা, কহিলা, চাহিলা, ভুলিনু, রাখিনু, ছিনু ইত্যাদি।

৬। পদ্যে বহুল-পরিমাণে নাম-ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়। যথা,—নাদিলা, উত্তরিলা, টঙ্কারিয়া, বিস্তারিয়া স্বনিছে ইত্যাদি।

৭। পদ্যে এমন কতকগুলি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যাহা গদ্যে ব্যবহৃত হয় না। যথা,—হেন, এবে, যাহে, তাহে, ইথে, পানে, মাঝারে, তেঁই, তব, মম, কভু ইত্যাদি।

৮। গদ্যে ব্যবহার্য্য নহে, এমন অনেক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ পদ্যে পরিলক্ষিত হয়। যথা,—পশিলা, তিতিযা, সুধিবে, উপজে, উরি, নেউটিল, যুঝিতে, আইনু, উছলে, উথলিছে, খেদাইছে, আছিলা, পরশে, নারিনু, হেরিয়া, ছুইনু, থুয়েছিল, জিনিয়া, ভণে, নারে ইত্যাদি।

৯। কতকগুলি ব্যাকরণ-দুষ্ট স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত পদ পদ্যে সচরাচর ব্যবহৃত হইতেছে; যথা,—চাতকিনী, কুরঙ্গিণী, সুকেশিনী, শ্যামাঙ্গিনী ইত্যাদি। এরূপ অশুদ্ধ পদ-প্রয়োগ স্পৃহণীয় নহে।

১০। উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থে শব্দ-গত বর্ণের পরিবর্জ্জন, পরিবর্ত্তন, সংযোগ বা বিয়োগ দ্বারা প্রকৃত শব্দকে রূপান্তরিত করার নাম অপভ্রংশ। অপভ্রংশ করিলে, যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অপভ্রষ্ট শব্দ কহে। পদ্যে বা চলিত ভাষায় পদের কোমলতা-সম্পাদন করিবার জন্য কতকগুলি অপভ্রষ্ট শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা,—,যত্ন,—যতন, রত্ন—রতন, মধ্যে—মাঝে, কন্থা—কাঁথা, অক্ষি—আঁখি, দ্বার—দুয়ার, নিষ্ঠুর—নিঠুর, মিত্র—মিতা, হৃদয়—হিয়া, বন্ধু—বঁধু, পার্শ্ব—পাশ, মুক্তা—মুকুতা, সেচনী—সেউতি, চিত্ত—চিত, হর্ষ—হরিষ, বর্ষা—বরিষা, শক্তি—শকতি, প্রাণ—পরাণ, স্বর্ণ—সোনা, কর্ণ—কান, নাসিকা—নাক, ভক্ত—ভাত, ঘৃত—ঘি, ত্রাস—তরাস, আমিষ—আঁস, উচ্ছিষ্ট—এঁটো, অলক্তক—আলতা, দুগ্ধ দুধ, দধি—দই, বণ্টন—বাঁটা ইত্যাদি।

১১। প্রাচীন পদ্য গ্রন্থে হিন্দী, পারসী প্রভৃতি ভাষায় বহুল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

১২। পদ্য-লেখক ছন্দের অনুরোধে অনেক স্থলে ব্যাকরণের নিয়ম-লঙ্ঘন করিয়া থাকেন; কিন্তু যেখানে ছন্দঃপতনের আশঙ্কা নাই, তথায় ব্যাকরণ-নিয়মের লঙ্ঘন দোষাবহ।

---

(১০) অলঙ্কার (১)

(Figure of Speech).

১। যেমন মানব-দেহের শোভা সম্পাদন করে বলিয়া অঙ্গদ-হার-বলয়াদিকে অলঙ্কার কহে, সেইরূপ কাব্যের অঙ্গ-স্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভা-সম্পাদক অনুপ্রাস-উপমাদি ধর্ম্মকে অলঙ্কার কহে।

২। অলঙ্কার দুই প্রকার। যথা,—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

৩। শব্দালঙ্কার শ্লেষ, অনুপ্রাস, যমকাদি নানা প্রকার।

শব্দালঙ্কার।

শ্লেষ (Paronomasia)।

৪। একটি শব্দ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হইলে, তাহাকে শ্লেষ কহে।

যথা,—"গোত্রের-প্রধান পিতা মুখ-বংশ-জাত। পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য-বংশ খ্যাত।"

অনুপ্রাস (২) (Alliteration)।

৫। একরূপ ব্যঞ্জন-বর্ণের পুনঃ পুনঃ উল্লেখকে অনুপ্রাস কহে।

যথা,—"কোকিল কোকিলা করে কলরবে গান। মধুকরী মধুকরে মধু করে দান।"

যমক (Analogue)।

৬। একাকার ভিন্নার্থ পদ-দ্বয়ের বিন্যাসকে যমক কহে। আদ্য-মধ্য-অন্ত্যভেদে যমক প্রধানতঃ তিন প্রকার।

যথা,—"ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।" আদ্য।
"পাইয়া চরণ-তরি তরি ভবে আশা।" মধ্য।
"কাতরে কিঙ্করে ডাকে তার ভব-ভব।" অন্ত্য।
"কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে।
কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত-সহকারে।" } সর্ব্ব

কাকু (Tone of Voice)।

৭। স্বর-ভঙ্গিকে কাকু কহে।

যথা,—"সদ্বংশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয়, এ কথা অগ্রাহ্য; উর্ব্বরা ভূমিতে

---

(১) শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্ম্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ।
রসাদীনুপকুর্ব্বন্তোঽলঙ্কারাস্তেঽঙ্গদাদিবৎ। সা, দ।

(২) 'অনুপ্রাসঃ শব্দ-সাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ।'

কি কণ্টক বৃক্ষ জন্মে না? চন্দন-কাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহার কি দাহিকা শক্তি নাই?"

বক্রোক্তি (Equivoque)।

৮। যদি বক্তা সরল-ভাবে কোন পদের প্রয়োগ না করিয়া কাকু বা শ্লেষ-বাক্য দ্বারা বক্রভাবে কোন পদের প্রয়োগ করেন, তবে সেই প্রয়োগকে বক্রোক্তি কহে।

যথা,—"স্বল্পক্ষতি-মূলীভূত প্রভূত মঙ্গল। তোমা হেন বিজ্ঞ কাছে নিন্দিত কেবল॥"

৯। প্রশ্নোত্তর।

"কে বল আছেন ভব তরিবারে তরি?
কেবল আছেন ভব তরিবারে তরি॥"

আপনি দ্বিজ নন্ ত দ্বিজ কে? আপনি মহাদ্বিজ (১)।

১০। প্রহেলিকা (Riddle)।

"বিধাতৃ-নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার। যোগীন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাহার॥
যখন পুরুষ-বর হয় বলবান্। বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান॥"

চিত্র পদ্য।

"লজ্জিল কণ্টক নানা জলজ লভিল। লভিল জলজ নানা কণ্টক লজ্জিল॥"

অর্থালঙ্কার।

উপমা (Simile)।

১২। একধর্ম্ম-বিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তু-দ্বয়ের সাদৃশ্য কল্পনাকে উপমা কহে।

যথা,—"ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে। ———"
"———বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে———"

---

(১) "শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে।
যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে॥"

মালোপমা

১৩। এক উপমেয়ের দুই বা বহু উপমান থাকিলে মালোপমা হয়।

যথা,—"মলিন-বদনা দেবী, হায়রে যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি ;
কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে ।"

রূপক (Metaphor)।

১৪। উপমেয়কে উপমান-রূপে আরোপ করাকে রূপক কহে (২৮৯ সূত্র)।

যথা,—"সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে, ধ্বান্তরূপ দন্তি-যূথ নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ করিল।"

"মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর
শোণিতে আরক্ত কায়, অস্ত গেল রবি হায়।
অস্ত গেল যবনের গৌরব-ভাস্কর।"

সাঙ্গ রূপক।

১৫। যেখানে অঙ্গীতে কোন বস্তুর আরোপ করা গিয়াছে বলিয়া, তাহার অঙ্গীভূত বস্তুতেও অন্য বস্তুর আরোপ করা যায়, সেখানে সাঙ্গরূপক হয়।

যথা—"——শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রবল বায়ু ; অশ্রু বারি-ধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব॥"

পরম্পরিত রূপক।

১৬। এক বস্তুর আরোপের জন্য অন্য বস্তুর আরোপ করাকে পরম্পরিত রূপক কহে।

যথা,—"প্রতাপ-তপনে কীর্ত্তি-পদ্ম বিকাশিয়া।
রাখিলেন রাজ-লক্ষ্মী অচলা করিয়া॥"

এখানে প্রতাপে তপনের আরোপ নিমিত্ত কীর্ত্তিতে পদ্মের আরোপ করিতে হইয়াছে।

ভ্রান্তিমান্ (Rhetorical Mistake)।

১৭। অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য জানাইবার মানসে সদৃশ গুণসম্পন্ন বস্তুতে সদৃশ বস্তুর কাল্পনিক ভ্রমকে ভ্রান্তিমান্ কহে।

যথা,—"উৎপলাক্ষী সীতা সতী তমসার জলে, আপন নয়ন-ছায়া দেখি কুতুহলে,
কুবলয়-যুগ ভাবি বাহু প্রসারিয়া, ধরিতে করেন যত্ন সানন্দ হইয়া॥"

অসঙ্গতি (Separation of Cause)।

১৮। কারণ একস্থানে কিন্তু তাহার কার্য্য অন্য স্থানে হইলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়।

যথা—"শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে,
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন॥"

উৎপ্রেক্ষা (Hypothetical Metaphor)।

১৯। উপমেয়ের উপমানরূপে সম্ভাবনাকে অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত কোন বিষয়ের অভেদ কল্পনাকে উৎপ্রেক্ষা কহে। বাচ্যা ও প্রতীয়মানা-ভেদে উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার।

যথা,—"সন্ধ্যাকালীন সমীরণ-ভরে বৃক্ষ-শাখা সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইলে, বোধ হইল, যেন বৃক্ষগণ পক্ষীদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আসিবার নিমিত্ত কর-সঞ্চালন দ্বারা আহ্বান করিতেছে।"

"কজ্জল-কিরণে শোভা করিছে নয়ন। মেঘের আবলী মাঝে শোভে তারাগণ॥"

ব্যতিরেক (Excess of Object or Subject)।

২০। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনাকে ব্যতিরেক কহে

যথা—"সৃষ্টির সুন্দর শ্রেষ্ঠ পুষ্প মনোহর ; সুষমাতে কেহ নয় তোমার সমান ;
কিসে উপমার পাত্র নক্ষত্র-নিকর ? দূরতাই তাহাদের চারুতা-নিদান।
কোথা পাবে কোমলতা সুরস সুবাস। গোপনে খনিতে মণি তাই করে বাস॥"
"কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা। পদ নখে পড়ে তার আছে কতগুলা।"

অর্থান্তরন্যাস (Corroboration)।

২১। সামান্য দ্বারা বিশেষের এবং বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থনকে অর্থান্তর-ন্যাস কহে। যথা—"অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, সখি, সৌভাগ্য-ক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ। মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করিবে ?"

"চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে॥"

কাব্যলিঙ্গ (Implied Causalty)।

২২। বাক্যের বা পদের অর্থ, অন্য অর্থের কারণ-স্বরূপ প্রতিপন্ন হইলে, কাব্যলিঙ্গ হয়। যথা,—

"পীতাম্বর-ভক্তিরস-প্রফুল্ল-হৃদয়। কাননে ভ্রমিছে ধ্রুব হইয়া নির্ভর॥"

"নৃত্য-পরা-বিম্বাধরা বিদ্যাধরী-বালা। উল্লাসে উৎফুল্ল-আঁখি নিরখে সে জন॥"

স্বভাবোক্তি (Description)।

২৩। পদার্থ সকলের রূপ-গুণাদির যথার্থ বর্ণনকে স্বভাবোক্তি কহে। যথা,—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল। কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল॥"

"রাতি গেল হইতেছে রবির উদয়। সুমধুর, ডাকিতেছে পাখী সমুদয়॥"

অতিশয়োক্তি (Hyperbole)।

২৪। উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়-রূপে নির্দ্দেশ করাকে অতিশয়োক্তি কহে। যথা,—

"————হে রজনি! দয়াময়ী তুমি
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে
নিদাঘার্ত্ত. প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে।"

সহোক্তি।

২৫। সহার্থ-বাচক শব্দ দ্বারা গুণ-ক্রিয়াদির সাদৃশ্য বা সমকালিকত্ব প্রতিপাদন করিলে সহোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা,—

"শন্ শন্ সমীরণ বহিল প্রবল।
করকা সহিত পড়ে বৃষ্টি অবিরল॥"
"স্বেদ-সলিলের সহিত তাঁহার লজ্জা বিগলিত হইল।"

নিদর্শনা (Transference of Attributes)।

২৬। সাদৃশ্য হেতু কাহারও উপর কোন অবাস্তবিক ধর্ম্ম কিংবা কার্য্য আরোপিত হইলে, নিদর্শনা অলঙ্কার হয়।

যথা,—"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত! অমর-বৃন্দ যার ভুজ-বলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব-ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে! ফুল দল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"

অপ্রস্তুত প্রশংসা।

২৭। অপ্রস্তুত অর্থের কথন দ্বারা প্রস্তুতার্থের স্থাপনকে অপ্রস্তুত প্রশংসা কহে। যথা,—"মূর্খ তুমি—মাটি কাটি লভি কহিনুর
ফেলিয়া সে রত্ন হায়, কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর?"

অপহ্নুতি (Denial)।

২৮। উপমেয়ের অস্বীকার করিয়া উপমানের স্থাপনকে অপহ্নুতি কহে। যথা,—
"সৌধোপরি আরোহিয়া, দেখিছে রে দাঁড়াইয়া,
সারি সারি পুর-নারীগণ।
আলু থালু কেশ-পাশ, আলু থালু নীল বাস,
কেঁদে কেঁদে লোহিত নয়ন।
আমি ত না নারী বলি, শ্যামল জলদাবলী,
নারীরূপে উঠেছে উপরে।
অই দৃষ্টি দৃষ্টি নয়, সৌদামিনী বোধ হয়,
চঞ্চলতা হেরে ভয় করে।"

ব্যাজস্তুতি (Irony)।

২৯। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দাকে ব্যাজস্তুতি কহে। যথা—
"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥"
"সভাজন শুন জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।"

বিভাবনা (Effect without Cause)।

৩০। কারণ-ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তিকে বিভাবনা কহে। যথা,—
"অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন কুমতি সুমতি॥"

বিশেষোক্তি (Cause without Effect)।

৩১। যেখানে কারণ আছে অথচ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা,—
"যদি করি বিষ পান, তথাপি না যায় প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই॥"

সমাসোক্তি (Personification)।

৩২। সমান কার্য্য সমান লিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ে অপ্রস্তুতের ব্যবহার আরোপ করিলে সমাসোক্তি হয়। যথা,—

"হায় রে তোমারে কেন দুষি ভাগ্যবতি ?
ভিখারিণী রাধা এবে তুমি রাজরাণী।
হর-প্রিয়া মন্দাকিনী সুভগে তব সঙ্গিনী
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি,
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি।"

দীপক (Identity of Action or Agent)।

৩৩। যে স্থানে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত বিষয়ের একটি মাত্র ক্রিয়া থাকে বা অনেক ক্রিয়ার একমাত্র কর্ত্তৃ-পদ থাকে, তথায় দীপক অলঙ্কার হয়। যথা,—

"পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে।
উৎসবে সম্পদ্ শোভে, কাব্য অলঙ্কারে॥"
"অজিন রঞ্জিত আহা কত শত রঙে
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে
সখী ভাবে সম্ভাষিয়া, ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।
নব লতিকার সতী দিতাম বিবাহ
তরু সহ, চুম্বিতাম মঞ্জরিত যবে

দৃষ্টান্ত (Parallel)।

৩৪। সাধারণ ধর্ম্ম-বাচক পদ-দ্বয় আপাততঃ ভিন্নার্থ-বোধক হইলেও প্রণিধান দ্বারা পূর্ব্বোত্তর-বাক্যে যে উপমান-উপমেয় ভাবের অবগতি হয়, তাহাকে দৃষ্টান্ত কহে। যথা,—

"কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়।
শোভাধার পূর্ণ শশী রাহু-গ্রস্ত হয়॥"

উল্লেখ (Manifold Predication)।

৩৫। এক বস্তুর অনেক প্রকারে উল্লেখকে উল্লেখ অলঙ্কার কহে। যথা,—

"চারি বেদে যাঁর ভেদ বুঝিতে না পারে।
বৌদ্ধের বুদ্ধিতে যাঁরে ধরিবারে নারে॥
বাইবেলে যাঁরে বলে সর্ব্বশক্তিময়।
কোরাণেতে মুসল্মানে যাঁরে আল্লা কয়॥

ভুবন-ভবনে যাঁর মহিমা অপার।
স্থাবর জঙ্গমে গায় গুণগান যাঁর॥
সেই সে অনাদি এই সংসারের সার।
মানস-সরসে আসি বসুন আমার॥"

দোষ (১)।

৩৬। শব্দার্থ ও রসাদির অপকর্ষকে দোষ বলে। দোষ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—শ্রুতি-কটুতা, ব্যাকরণ-দুষ্টতা, অপ্রযুক্ততা, অসমর্থতা, নিরর্থকতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি।

শ্রুতি-কটুতা (Unmelodiousness)।

৩৭। শব্দ সকল শ্রুতির অসুখ-কর হইলে শ্রুতি-কটুতা দোষ হয়। যথা,—"বৃক্ষ-মূলে ঋক্ষ-কুল তরক্ষুর প্রতি রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।"

ব্যাকরণ-দুষ্টতা (Solecism)।

৩৮। ব্যাকরণানুসারে অশুদ্ধি ঘটিলে ব্যাকরণ-দুষ্টতা হয়। যথা,—

"সুকেশিনী শির-শোভা কেশের ছেদনে
ক্ষুব্ধা নহে যদি তাহে হয় উপকার।"

অপ্রযুক্ততা (Non-current words)।

৩৯। যে সকল শব্দ কেবল অভিধানে আছে, সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, সেই সকল শব্দের প্রয়োগ করিলে অপ্রযুক্ততা দোষ হয়। যথা,—

"ঈশাক্ষের উষর্বুধে মারা গেল মার।
নাকেতে নির্জ্জর-গণ করে হাহাকার॥" (২)

গ্রাম্যতা (Vulgarity)।

৪০। যে সকল শব্দ অপকৃষ্ট লোকে ব্যবহার করে, সেই সকল শব্দকে গ্রাম্য শব্দ কহে। গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগে গ্রাম্যতা দোষ হয়। যথা,—

"নাচ ত ময়ূর তুমি ঘাড় উঁচু করি,
অহিভুক্ বিহঙ্গম, সে কি এত মনোরম?"
"শত-গ্রন্থি-কাঁথা মাত্র জীর্ণ আবরণ
দরিদ্রে কতই ক্লেশ দেও তুমি তবে।"

---

(১) "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ।
উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তা গুণালঙ্কাররীতয়ঃ॥"

(২) ঈশাক্ষ—শিব, উষর্বুধ—অগ্নি, মার—কন্দর্প, নাক—স্বর্গ, নির্জ্জর—দেব।

"অঙ্গদ বলয় সর্প সর্পের পইতা।
চক্ষু খেয়ে হেন বরে দিলেক দুহিতা।"

দুরান্বয় (Violation of Construction)।

৪১। কর্তৃ-কর্ম্ম-প্রভৃতি কারক, ক্রিয়াপদের সন্নিহিত না হইয়া, অন্য বাক্যান্তে স্থাপিত হইলে, দুরান্বয় দোষ হয়। যথা,—

"ছিনু মোরা-সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে,
বাঁধি নীড় থাকে সুখে। ছিনু ঘোর বনে
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুরবন সম।"

অসমর্থতা (False Application)।

৪২। যে শব্দে যে অর্থের বোধ হয় না, সেই অর্থে সেই শব্দের প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা দোষ হয়। যথা—

"আমার লপিতে দেও কুন্তীর নন্দন।
মৎস্য-রাজ-পুত্র পরে করহ অর্পণ॥" (১)

অবাচকতা (False analogy of Meaning)।

৪৩। যে শব্দের যে শক্তি নাই, সেই শব্দ দ্বারা সেই অর্থ প্রকাশ করিলে, অবাচকতা দোষ হয়। যথা,—

"মলয় বহিলে হায়, নত-শিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো হেলিয়া।"

নিরর্থকতা (Expletives)।

৪৪। পাদ-পূরণার্থ অথবা ব্যবহার-দোষে একার্থক দুই শব্দের প্রয়োগকে নিরর্থকতা দোষ কহে। যথা,—

তিনি অদ্যাপিও আসেন নাই। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন। সদাসর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। তাহার কথা গ্রাহ্য-যোগ্য নহে। ইত্যাদি।

অশ্লীলতা (Indecency)।

৪৫। যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিলে মনে লজ্জা, ঘৃণা অথবা চিত্তমালিন্যের উদয় হয়, সেই সকল শব্দের প্রয়োগে অশ্লীলতা দোষ হয়।

---

(১) লপিত—বাক্য, কুন্তীর নন্দন—কর্ণ, মৎস্য-রাজ-পুত্র—উত্তর।

ক্লিষ্টতা (Involved Construction)।

৪৬। অতি কষ্টে অর্থবোধ হইলে ক্লিষ্টতা দোষ হয়। যথা,—
"অত্রি-লোচন-সম্ভূত-জ্যোতিঃ-প্রভব-প্রভাবতী তোমাদের শোকে ম্লান হইতেছে।" (১)
"ধ্বান্তারি-তনয়া-পুলিন-বিহারী কংসারি তোমার মঙ্গল করুন।" (২)

অধিক-পদতা (Verbal Redundancy)।

৪৭। বাক্য-মধ্যে দুই একটি অধিক পদ সন্নিবেশিত হইলে, অধিক-পদতা দোষ হয়। যথা,—"হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন।"

প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা (Violation of Poetical Convention)।

৪৮। পাপে মলিনতা; যশে ধবলতা; বর্ষাকালে হংস-গণের মানস-সরোবরে গমন; কন্দর্পের ফুলধনু, ভ্রমর-পংক্তিবিশিষ্ট জ্যা, পঞ্চ-সংখ্যক বাণ; দিবসে পদ্মোন্মেষ ও কুমুদ-নিমীলন, সূর্য্যপ্রিয়া পদ্মিনী ও ছায়া; চন্দ্র-প্রণয়িনী কুমুদিনী ও তারকাবলী; মেঘ-গর্জ্জনে ময়ূর-গণের নৃত্য; চক্রবাক-মিথুনের রাত্রি-বিরহ; চাতক ও চকোরের যথাক্রমে মেঘজল ও চন্দ্রকিরণ পান; অশ্বের হ্রেষিত; গজের বৃংহিত ইত্যাদি কবি-প্রসিদ্ধ বিষয়ের বিরুদ্ধ-বর্ণনাকে প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা কহে। যথা,—নিশীথ-কালে কমলিনী কমলে বিকসিত কমল-কুল কমনীয় কান্তি প্রকাশ করিতেছে।—
"নাচে তারাবলী বেড়ি দেব দিবাকরে মৃদু-মন্দ-পদে" ইত্যাদি।

রস (Sentiments)।

৪৯। রস নয় প্রকার; যথা,—আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস ও শান্ত।

৫০। কোন বিষয় পাঠ, দর্শন বা শ্রবণ করিলে যে ভাব সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া উঠে, তাহাকে স্থায়ি-ভাব কহে।

৫১। আদি রসে অনুরাগ, বীর-রসে উৎসাহ, করুণ-রসে শোক, অদ্ভুত-রসে বিস্ময়, রৌদ্র-রসে ক্রোধ, ভয়ানক-রসে ভয়, হাস্য-রসে হাস, বীভৎস-রসে জুগুপ্সা ও শান্ত-রসে শম, স্থায়ি ভাব।

৫২। মেঘনাদ-বধ মহাকাব্যে নানা বিষয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বীর, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্রাদি রসের প্রাচুর্য্য থাকিলেও পরিণামে বীর-রসের স্থায়িভাবের ব্যতিক্রম হয় নাই। এই জন্য মেঘনাদ-বধ কাব্যকে বীররস-প্রধান কহে। এইরূপ অন্যত্র বুঝিতে হইবে।

---

(১) অত্রি লোচন-সম্ভূত-জ্যোতিঃ—চন্দ্র, অত্রি-লোচন-সম্ভূত-জ্যোতিঃপ্রভব-প্রভাবতী—জ্যোৎস্নাবতী (রজনী);

(২) ধ্বান্তারি-তনয়া-পুলিন-বিহারী—যমুনা-তীর-বিহারী, কংসারি—কৃষ্ণ।

গুণ (Style)।

৫৩। রসের উৎকর্ষ-বিধায়ক ধর্ম্মকে গুণ কহে। গুণ তিন প্রকার। যথা,—মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ।

মাধুর্য্য (Elegance)।

৫৪। যে গুণ থাকিলে শ্রবণ-মাত্র কাব্য, চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহাকে মাধুর্য্য-গুণ কহে। যথা,—

"পতি-শোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।" ইত্যাদি।

ওজো-গুণ (Elaborate Style)।

৫৫। রচনার যে ধর্ম্ম থাকিলে চিত্ত এককালে উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকে ওজোগুণ কহে। যথা,—

"হা ভারতবর্ষীয় মানব-গণ! আর কতকাল তোমরা, মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে? একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার-দোষের ও ভ্রূণহত্যা-পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে, ইত্যাদি।

প্রসাদ গুণ (Perspicuity)।

৫৬। পাঠমাত্রেই যে রচনার অর্থবোধ হয়, অথচ চিত্ত তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইয়া তন্মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করে, সেই রচনায় প্রসাদ গুণ আছে। যথা,—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল।" ইত্যাদি।

পত্র লিখিবার ধারা।

১। বিচারালয় ও সরকারী কার্য্যালয় সংক্রান্ত (Official)পত্রাদি ব্যতিরেকে অন্যত্র পত্র লিখিবার কালে পত্রের শিরোভাগে অভীষ্ট দেবতার নাম লিখিবার রীতি আছে। যথা,–শ্রীশ্রীহরিঃ, শ্রীশ্রীদুর্গা, শ্রীশ্রীকালী ইত্যাদি। এবং কেহ কেহ দেবতার নামের নিম্নে সহায়ঃ, শরণম্, জয়তি ইত্যাদি লিখিয়া থাকেন।

জমিদারী পত্রে অভীষ্ট দেবতার নাম লেখার পদ্ধতি আছে।

আশুফল-সিদ্ধি-কামনায় 'নমো গণেশায়' এবং বিবাহের পত্রে 'প্রজাপতয়ে নমঃ' লিখিবার রীতি আছে।

২। পত্রের শিরোভাগে দক্ষিণ কোণে সাল, তারিখ, বার এবং যে স্থান হইতে পত্র লিখিত হইতেছে সেই স্থানের নাম লিখিতে হয়। কেহ কেহ বা ঐগুলি পত্রের শেষেও লিখিয়া থাকেন।

৩। যাঁহার নিকটে পত্র প্রেরিত হইবে, তাঁহার নাম, ধাম ইত্যাদি পত্রের পৃষ্ঠে লিখিতে হয়, সেই লেখাকে 'শিরোনামা' (১) কহে।

৪। পত্রের উপরিভাগ হইতে তিন চারি অঙ্গুলি নিম্নে পত্রের বিষয় (সংবাদাদি) লিখিতে হয়। পোষ্টকার্ডে স্থানাভাব বশতঃ এক অঙ্গুলি বাদ রাখিলেও চলিতে পারে।

৫। পত্রের বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে যাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে, তাঁহার সহিত সম্পর্কাদি অনুসারে সম্ভ্রমাদি-সূচক যে সকল কথা লিখিতে হয়, সেই লেখাকে "পাঠ" কহে। লেখকের শিষ্টাচার প্রদর্শনই পাঠ লিখিবার উদ্দেশ্য।

৬। পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে তাহার শেষে ইতি, কিমধিকমিতি, নিবেদনমিতি, শ্রীচরণে নিবেদনমিতি প্রভৃতি পাঠ-বিবেচনায় লিখিতে দেখা যায়, পরে স্বাক্ষর-কালে লেখকের সম্পর্ক অনুযায়ী বিশেষণ তাঁহার নামের পূর্ব্বে লিখিত হয়।

কেহ কেহ বা সেই বিশেষণ, নামের পূর্ব্বে লিখিয়া পাঠ আরম্ভ করেন, যেমন সেবক শ্রী অমুকস্য প্রণাম নিবেদনঞ্চ বিশেষ :— আজ্ঞাকারী শ্রী অমুকস্য,—প্রতিপাল্য শ্রী অমুকস্য ইত্যাদি।

আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত পাত্রকে পত্র লিখিতে হইলে লেখকের নাম পাত্রের উপরে আড়-ভাবে বা পার্শ্বে লিখিবার প্রথা আছে।

পূজনীয় ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত এবং কল্যাণীয় ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে শ্রীমান্ লেখা হয়।

৭। শিরোনামায় নামের পূর্ব্বে সম্ভ্রমাদিসূচক বিশেষণ ও নামের পরে সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া তদনুসারে শ্রীচরণাদি শব্দে সপ্তমী বিভক্তির বহুবচন যোগ করিয়া লিখিতে হয়। যথা,—শ্রীচরণেষু, স্নেহাস্পদেষু, সমীপেষু ইত্যাদি।

সরকারী কার্য্যালয় সংক্রান্ত (Official) পত্রে অথবা আবেদন-পত্রে যাঁহার নিকট পত্র লিখিতে বা আবেদন করিতে হইবে, তাহার নাম না লিখিয়া কেবল পদের উল্লেখ করা উচিত। যথা,—সম্পাদক মহাশয়, ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় ইত্যাদি।

যেরূপ ব্যক্তিকে পত্র লিখিতে যেরূপ পাঠ, শিরোনামা স্বাক্ষরকারী বা লেখকের বিশেষণাদি লিখিতে হয়, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

৮। পিতা, মাতা, পতি, গুরু, গুরুপত্নী, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, মাতুল, মাতুলানী, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়া, জ্যেষ্ঠা ভগিনী,

---

(১) পারসী সের্‌নামা হইতে গৃহীত।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পতি প্রভৃতি পূজনীয়দিগকে (১) পত্র লিখিতে হইলে—পাঠ—শ্রীচরণেষু শ্রীচরণকমলেষু, প্রণতি-পূর্ব্বক-নিবেদনমেতৎ, স-প্রণাম নিবেদনমিদম্ ইত্যাদি।

শিরোনামা—পূজনীয়, পরমপূজনীয়, ভক্তিভাজন ইত্যাদি।

নাম ও সম্পর্ক শেষে—পূজনীয়েষু, শ্রীচরণেষু, শ্রীচরণাম্বুজেষু ইত্যাদি। লেখকের বিশেষণ—সেবক, সেবকানুসেবক, প্রণত দাস, ভৃত্য, আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী ইত্যাদি।

৯। পুত্র, কন্যা, কনিষ্ঠভ্রাতা, কনিষ্ঠা ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী, শিষ্য, শিষ্যা, ছাত্র, ছাত্রী, ভার্য্যা, শ্যালক (ভার্য্যার বয়ঃকনিষ্ঠ) প্রভৃতি আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত পাত্রদিগকে পত্র লিখিতে হইলে—

পাঠ—কল্যাণীয়েষু কল্যাণবরেষু, প্রাণাধিকেষু, স্নেহাস্পদেষু,শুভাশিষঃ-সন্তু, শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু ইত্যাদি।

শিরোনামা—কল্যাণীয়, কল্যাণীয়-বর, প্রাণাধিক, স্নেহাস্পদ, ক্ষেমাস্পদ ইত্যাদি। নাম ও সম্পর্ক শেষে—নিরাপৎসু, দীর্ঘজীবিষু, কল্যাণীয়-বরেষু, প্রীতি-স্থানেষু ইত্যাদি।

লেখকের বিশেষণ—আশীর্ব্বাদক, শুভাকাঙ্ক্ষী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শুভানুধ্যায়ী, শুভার্থী, হিতৈষী, হিতাকাঙ্ক্ষী ইত্যাদি।

১০। বন্ধু, বৈবাহিক, নিঃসম্পর্কীয় সবর্ণ, সাধারণ ভদ্রলোক প্রভৃতি সমান সমান ব্যক্তিদিগকে পত্র লিখিতে বিনয়াদি-প্রকাশের আবশ্যকতা অনুসারে—পাঠ—সবিনয় নিবেদন, বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন, সসম্মান নিবেদন, সাদর-সম্ভাষণ-পুরঃসর-নিবেদন ইত্যাদি। শিরোনামা—বন্ধুবর, মান্যবর, মাননীয়, মদেক-সদয়, অভিন্ন-হৃদয় পোষ্টৃ-বর। নাম ও সম্পর্কশেষে—বন্ধুবরেষু, মান্যবরেষু, সদাশয়েষু সমীপেষু ইত্যাদি।

লেখকের বিশেষণ—ত্বদীয়, ভবদীয়, তোমারই, বশংবদ, বিনীত, বিনয়াবনত, আশ্রম ইত্যাদি

১১। জমিদার, তালুকদার, রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারী, কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ, সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে পত্র লিখিতে সম্ভ্রম অনুসারে—

পাঠ—প্রবল প্রতাপেষু, মহিমবরেষু, মহিমার্ণবেষু, বহুমান-পূর্ব্বক-নিবেদন, সসম্মানমাবেদনম্ ইত্যাদি।

শিরোনামা—মহিমবর, মহামহিম, প্রতিপালক, অশেষ গুণ সম্পন্ন ইত্যাদি।

নাম ও সম্পর্কশেষে—মহিমবরেষু, মহিমার্ণবেষু, সম্মানভাজনেষু, বরাবরেষু।

লেখকের বিশেষণ—চিরানুগত প্রজা, অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, প্রতিপাল্য, ভিক্ষার্থী, একান্ত বশংবদ ইত্যাদি।

১২। লেখক স্নেহভাজন-স্থলে—পত্রে—পাঠ—প্রিয়দর্শনেষু এবং শিরোনামায়—অসেচনক (২) বা অসেচনকবর লিখিতে পারেন।

---

(১) জ্যেঠা, জ্যেঠাই, খুড়া, খুড়ী, শ্বশুর, শাশুড়ী, পিসে, পিসী, মেসো মাসী প্রভৃতি গুরু-সম্পর্কীয় এবং উচ্চ বর্ণ-জাত ব্যক্তিদিগকেও ঐরূপ পাঠাদি লিখিতে হইবে।

(২) যাঁহাকে দেখিলে বা যাঁহার কথা শুনিলে তৃপ্তির শেষ হয় না।

১৩। যাঁহাকে পত্র লেখা যাইতেছে, তিনি বা লেখক স্ত্রীলোক হইলে,— শিরোনামায় ও পত্র-শেষে যে সকল বিশেষণ পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই গুলিকে স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত করিয়া লইতে হইবে।

১৪। পত্রের ভাষা সর্ব্বথা সরল হইবে, প্রয়োজনীয় কথাগুলি অতি সাবধানে লিখিতে হইবে, যেন বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ না ঘটে; লেখা সমাপ্ত হইলে, এক বা দুইবার পড়িয়া দেখিবে।

১৫। বর্ত্তমান সময়ে বিবাহ-শ্রাদ্ধ-প্রভৃতি কার্য্য উপলক্ষে পত্র মুদ্রিত করিয়া জাতি বা সম্পর্ক-নির্ব্বিশেষে প্রেরিত হয়। ঈদৃশ স্থলে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। বিবাহাদি স্থলে—বিহিত-সম্মান-পুরঃসর-নিবেদন বা বিহিত সম্মান-পূর্ব্বক-বিজ্ঞাপন এবং শ্রাদ্ধস্থলে অশৌচাবস্থায় প্রণামাদি করিবার নিষেধ থাকায় 'সময়োচিত-নিবেদন' 'সময়োচিত-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক-নিবেদন' ইত্যাদি লেখা হইয়া থাকে।

শিরোনামার আদর্শ।

পরম পূজনীয়
শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত
দাদা মহাশয় শ্রীচরণেষু
দেয়া ——খাঁটুরা——গ্রাম
গোবরডাঙ্গা পোষ্ট
২৪ পরগণা জেলা

পত্রের আদর্শ।

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্।

ভবানীপুর
১২৯১ সাল ২রা বৈশাখ

প্রণতি-পুরঃসর নিবেদন—

মহাশয়ের প্রেরিত পত্র যথাসময়ে আমার হস্তগত হইয়াছে। শারীরিক অস্বাস্থ্য-বশতঃ উত্তর প্রদানে বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ-রূপে সুস্থ হইয়াছি, আমার স্বাস্থ্য-সংবাদ শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে নিবেদন করিবেন। আমাদের পরীক্ষার ফল অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংবাদ পাইলেই জানাইব। ভবিষ্যতে গণিতাদি যে সকল বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে, এক্ষণে তাহার আলোচনা করিতেছি। শ্রীমান্ সুশীলের জন্য একখানি অতি সুন্দর সচিত্র পুস্তক ক্রয় করিয়াছি। সে এখন কেমন আছে? তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন এবং বাটীর সকলের কুশল সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবেন, শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

প্রণত
শ্রীআশুতোষ দত্ত।

পরিশিষ্ট।

(১) বর্ণের উচ্চারণ-স্থান।

১। অ আ, কবর্গ, হ ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ (Guttural) বলে।

২। ই ঈ, চবর্গ, য, শ ইহাদের উচ্চারণ-স্থান তালু, ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ (Palatal) বলে।

৩। উ ঊ, পবর্গ ইহাদের উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ, ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ (Labial) বলে।

৪। ঋ ৠ, টবর্গ, র, ষ, ইহাদিগের উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা, ইহাদিগকে মূর্দ্ধন্য বর্ণ (Cerebral) বলে।

৫। ঌ, তবর্গ, ল, স ইহাদের উচ্চারণ-স্থান দন্ত, ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ (Dental) কহে।

৬। এ ঐ ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ ও তালু, ইহাদিগকে কণ্ঠ্যতালব্য বর্ণ (Palato-Guttural) কহে।

৭। ও ঔ ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ, ইহাদিগকে কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ (Labio-Guttural) বলে।

৮। অন্তঃস্থ বকারের উচ্চারণ-স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ, ইহাকে দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ (Dento-labial) বলে।

৯। চন্দ্রবিন্দু ও অনুস্বারের উচ্চারণ-স্থান নাসিকা, ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণ (Nasal) কহে। চন্দ্রবিন্দু, অনুনাসিক উচ্চারণের জ্ঞাপক-চিহ্ন মাত্র বর্ণ-মধ্যে গণ্য নহে।

১০। ঙ ঞ ণ ন ম ইহারা কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠের ন্যায় নাসিকা হইতেও উচ্চারিত হয়, তজ্জন্য ইহাদিগকে অনুনাসিকও কহে।

১১। বিসর্গের উচ্চারণের নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, যখন যে স্বরবর্ণের আশ্রয়ে থাকে, তাহার যে উচ্চারণ-স্থান উহারও সেই উচ্চারণ-স্থান। এই নিমিত্ত উহাকে আশ্রয়-স্থান ভাগী কহে (১)।

---

(১) ভট্টোজি দীক্ষিত মতে বিসর্গের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ।
"অ কু-হ বিসর্জ্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ।" উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত-মহাশয়গণ বিসর্গকে হ্‌কারের ন্যায় উচ্চারণ করেন, যেমন চেতঃ—চেতহ্‌। তেজঃ—তেজহ্‌ তদনুসারে বিসর্গ কণ্ঠ্য বর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।

(২) প্রচলিত কতিপয় সংস্কৃত ধাতু।

অদ্	প*সক*	ভক্ষণ
অন্	প অক*	জীবন
অয়্	আ*সক	গতি
অর্চ্চ	প সক	পূজা
অর্জ্জ	প সক	উপার্জ্জন
অর্থ	আ সক	বাচ্ঞা
অবধীর্	প সক	অবজ্ঞা
অশ্	প সক	ভোজন
অস্	প অক	থাকা
অস্	প সক	ক্ষেপণ
আস্	আ অক	উপবেশন
ই	প সক	গতি
অধি-ই	আ সক	অধ্যয়ন
ইষ্	প সক	ইচ্ছা
ঈক্ষ্	আ সক	দর্শন
কথি	প সক	কথন
কম্প	আ অক	কম্পন
কাঙ্ক্ষ	প সক	আকাঙ্ক্ষা
কাশ্	আ অক	প্রকাশ
কুপ্	প অক	কোপ
কৃ	উ*সক	করণ
কৃষ্	প সক	আকর্ষণ
ক্রম্	প অক	পাদবিক্ষেপ
ক্ষর্	প অক	ক্ষরণ
ক্ষি	প সক	ক্ষয়
ক্ষিপ্	উ সক	ক্ষেপণ
খ্যা	প সক	কথন
গম্	প সক	গমন
গর্জ্জ	প অক	গর্জ্জন
গাহ্	আ সক	প্রবেশ
গুপ্	প সক	গোপন
গুহ্	উ সক	রক্ষণ
গৈ	প অক	গান
গ্রহ্	উ সক	গ্রহণ
চর্	প অক	গতি
চি	উ সক	চয়ন
চিন্তি	প সক	চিন্তা
ছিদ্	উ সক	ছেদন
জন্	আ অক	জনন
জি	প সক	জয়
জ্ঞা	প সক	জ্ঞান
তপ্	প সক	তাপ
তুষ্	প অক	প্রীতি
তৃপ্	প অক	তৃপ্তি
তৄ	প সক	তরণ
ত্যজ্	প সক	ত্যাগ
ত্রৈ	আ সক	পালন
দম্	প সক	উপশম
দহ্	প সক	দাহ
দা	উ সক	দান
দিশ্	আ সক	আদেশ
দুহ্	উ সক	দোহন
দৃশ্	প সক	দর্শন
দ্বিষ্	উ সক	দ্বেষ
ধা	উ সক	ধারণ
ধৃ	উ সক	ধারণ

* প = পরস্মৈপদী, আ = আত্মনেপদী, উ = উভয়পদী, সক = সকর্ম্মক, অক = অকর্ম্মক

ধ্যৈ	প সক	ধ্যান
নন্দ্	প অক	আনন্দ
নম্	প সক	নমস্কার
নশ্	প অক	নাশ
নী	উ সক	প্রাপণ
পত্	প অক	পতন
পা	প সক	পান
পীড়্	প সক	পীড়ন
পূ	উ সক	শোধন
পূর্	আ সক	পূরণ
প্রচ্ছ্	প সক	জিজ্ঞাসা
প্রী	উ অক	প্রীতি
ফুল্ল্	প অক	বিকাশ
বুধ্	আ সক	অবগতি
ভক্ষ্	প সক	ভোজন
ভজ্	উ সক	সেবা
ভন্জ্	প সক	ভঙ্গ
ভাষ	আ সক	কথন
ভিদ্	উ সক	ভেদ
ভী	প অক	ভয়
ভুজ্	আ সক	ভোজন
ভূ	প অক	হওয়া
মদ্	প অক	হর্ষ
মস্জ্	প অক	অবগাহন
মা	প সক	মান
মুচ্	উ সক	ত্যাগ
যা	প সক	গমন
যাচ	উ সক	ভিক্ষা
যুজ্	প সক	যোগ
রক্ষ্	প সক	পালন
রুদ্	প অক	রোদন
রুধ্	উ সক	রোধ
লপ	প সক	আলাপ
লভ্	আ সক	লাভ
লোক	আ সক	দর্শন
বচ্	প সক	কথন
বস্	প অক	নিবাস
বহ্	উ সক	বহন
বিদ্	প সক	জ্ঞান
বৃ	উ সক	বরণ
শক্	প অক	শক্তি
শাস	প সক	শাসন
শী	আ অক	শয়ন
শ্রম্	প অক	খেদ
শ্রু	প সক	শ্রবণ
সহ্	আ সক	সহন
সূ	আ সক	প্রসব
সৃ	প অক	গতি
সৃজ্	উ সক	সৃষ্টি
সেব্	আ সক	সেবা
স্তু	উ সক	স্তুতি
স্তৃ	উ সক	আচ্ছাদন
স্থা	প অক	স্থিতি
স্নিহ্	প সক	প্রীতি
স্পৃশ্	প সক	স্পর্শ
স্মি	আ অক	ঈষদ্ধাস্য
স্মৃ	প সক	স্মরণ
স্বন্	প অক	শব্দ
হন্	প সক	হিংসা
হস্	প অক	হাস্য
হা	প সক	ত্যাগ
হিন্স্	প সফ	হিংসা
হু	প সক	হোম
হৃ	উ সক	হরণ
হ্লাদ্	আ অক	সুখ
হ্বে	উ সক	আহ্বান

ধাতুর অনেক অর্থ, এস্থলে কেবল প্রসিদ্ধ অর্থ লিখিত হইল।

(৩) অকারাদিক্রমে কতিপয় "উণাদি" প্রত্যয়।

অক্—চম্প্-চম্পক, নৃ-নরক, কৃষ্-কৃষক, চর্-চরক, উন্দ-উদক।

অঙ্গচ্—তৃ-তরঙ্গ, লূ-লবঙ্গ, মদ্-মতঙ্গ, সৃ-সারঙ্গ।

অজিক্—ভিষ্-ভিষক্।

অটন্—শক্-শকট, কর্ক—কর্কট।

অঠ—কম্-কমঠ।

অণ্ডন্—তৃ-তরণ্ড, কৃ-করণ্ড।

অৎ—মহ্-মহৎ, ঈষ্-ঈষৎ, পৃষ্-পৃষৎ বৃহ্-বৃহৎ।

অতি—বস্-বসতি।

অত্রন্—নক্ষ্-নক্ষত্র।

অত্রিন্—পত্-পতত্রি।

অথন্—শপ্-শপথ।

অথিণ্—সারি-সারথি।

অদ্—শৃ-শরৎ।

অন্—উদ্-ঋ-উদর, ধ্রু-ধ্রুব, হিন্স্-সিংহ (১), মস্জ্-মজ্জা।

অন—যু-যবন, উন্দ্-ওদন, গম্-গগন, চন্দ্-চন্দন।

অনি—রন্জ্-রজনি, গ্রহ্-গ্রহণি, ধৃ-ধরণি, তৃ-তরণি, অব্-অবনি, রম্-রমণি শৃ-শরণি।

অন্ত—জি-জয়ন্ত, বস্-বসন্ত।

অন্তি—অব্-অবন্তি।

অন্য—ঋ-অরণ্য, পৃষ্-পর্জ্জন্য।

অপ—সৃ-সর্ষপ।

অভক্—ঋষ্-ঋষভ, বৃষ-বৃষভ।

অভচ্—কৃ-করভ, গর্দ্দ-গর্দ্দভ।

অম—কল্-কলম, কর্দ্দ-কর্দ্দম।

অম্বচ্—কদ্-কদম্ব।

অযু—সৃ-সরযূ।

অর্—প্র-অত্—প্রাতঃ।

অরন্—ভ্রম্-ভ্রমর, সুন্দ্-সুন্দর, শিন্থ্-শেখর, জন্-জঠর, মন্থ্-মন্থর, জর্জ্জ্-জর্জ্জর।

অরু—ঋ-অররু।

অলচ্—মঙ্গ-মঙ্গল।

অলি—অন্জ্-অঞ্জলি।

অবক—স্থা-স্তবক।

অস্—রক্ষ্-রক্ষঃ, চিৎ-চেতঃ, অজ্-বয়ঃ, পা-পয়ঃ, শ্রি-শিরঃ নহ্-নভঃ বচ্-বক্ষঃ অন্গ্-ইর—অঙ্গিরাঃ, উচ্চৈঃ-শ্রু—উচ্চৈশ্রবাঃ।

অসচ্—পন্-পনস, বে-বেতস। বয়্-বায়স, দিব্-দিবস।

আক—শল্-শলাকা, পত্-পতাকা, পা-পিণাক, গু-গুবাক।

আকু—বৃত-বার্ত্তাকু।

আগূ—যৃ-যবাগূ।

আনক—ভী-ভয়ানক।

আন্য—বদ্-বদান্য।

আয়—কষ্-কষায়।

আরন্—অন্গ্-অঙ্গার।

আলঞ্—তম-তমাল।

ই—ঋ-অরি, হৃ-হরি, বীথ্-বীথি, বিদ্-বেদি, অত্-অতি।

ইজি—পণ্-বণিক্।

---

(১) "বর্ণাগমো গবেন্দ্রাদৌ সিংহে বর্ণ-বিপর্য্যয়ঃ।
ষোড়শাদৌ বিকারঃ স্যাদ্বর্ণনাশঃ পৃষোদরে॥"

ইঞ্—নহ্-নাভি, বণ্-বাণি।
ইণ্—বৃ-বারি, পণ্-পাণি।
ইন্—কু-কবি, মন্-মণি, সহ-খ্যা—সখি(১)
আ-হন্—অহি।
ইতি—হৃ-হরিৎ, সৃ-সরিৎ, যুষ্-যোষিৎ,
তড়্-তড়িৎ।
ইতন্—হৃ-হরিত।
*ইত্নু—স্তনি-স্তনয়িত্নু।
ইথিন্—অত্-অতিথি।
ইন্—কঠ্-কঠিন দ্রু-দ্রবিণ, বেপ-বিপিন,
নল-নলিন, হৃ-হরিণ।
ইলচ্—কুট্-কুটিল, সল-সলিল।
ইসিন্—দ্যুৎ-জ্যোতিঃ, হু-হবিঃ সৃপ-সর্পিঃ।
ঈ—লক্ষ্-লক্ষ্মী।
ঈকন্—অল্—অলীক, হৃষ—হৃষীক।
ঈচি—মৃ-মরীচি, বে-বীচি।
ঈদ—কুস্-কুসীদ।
ঈবন্—শ-শরীর, কুম্ভ-কুম্ভীর, ঘস্-ক্ষীর,
বশ্-উশীর, গম্-গম্ভীর,—গভীর।
উ—মৃ-মরু, তৃ-তরু, চর্-চরু তন্-তনু,
বন্ধ্-বন্ধু, মন্-মনু, স্যন্দ্-সিন্ধু, উন্দ্-
ইন্দু, সাধ্-সাধু, রিপ্-রিপু, অন্শ্-
অংশু, সৃজ্-রজ্জু, মন্-মধু, শো শিশু।
উণ্—কৃ-কারু, বা-বায়ু, স্বদ্-স্বাদু, রহ্-
রাহু, স্না-স্নায়ু।
উতি—মৃ মরুৎ, গৃ-গরুৎ।
উনন্—কৃ-করুণ, বৃ-বরুণ, দারি-দারুণ,
পিশ্-পিশুন, অর্জ্জ-অর্জ্জুন, তৃ-তরুণ,
ঋ-অরুণ।

উনি—শক-শকুনি।
উর—মন্দ্-মন্দুরা, মদ-মদগুর, বন্ধ্-বন্ধুর,
চত্-চতুর।
উলন্—তন্ড্-তণ্ডুল।
উলি—অন্গ্-অঙ্গুলি।
উশক—অন্ক্-অঙ্কুশ।
উষন্—পৃ-পরুষ, কল-কলুষ।
উস্—বপ্-বপুঃ, ধন্-ধনুঃ, চক্ষ্-চক্ষুঃ, মহ-
মুহুঃ।
ঊ—চম্ চমূ, বহ্-বধূ।
ঊথ—ময়্-ময়ূখ।
ঊন্—কর্ক ধা—কর্কন্ধূ।
ঊর—মি-ময়ূর, দৃ-দর্দ্দুর, সান্দ্-সিন্দূর,
কৃপ্-কর্পূর।
ঊল—লন্গ্-লাঙ্গুল।
ঊষন্—গন্ড্-গণ্ডূষ, মন্জ-মঞ্জূষা,
পীয়-পীযূষ।
ঋ—দিব্-দেবৃ (২) সু-অস্-স্বসৃ, ন-নন্দ্—
ননন্দৃ বা ননান্দৃ।
ঋত্—শক্-শকৃৎ।
এনু—কৃ-করেণু।
এন্য—বৃ-বরেণ্য।
ওতচ্—কব্-কপোত।
ওরন্—কঠ্-কঠোর, চক্-চকোর।
ওল—কল্ল-কল্লোল।
ক—শুভ্-শুভ, গ্রহ্-গৃহ, কৃ-চক্র,
উষ্-উষ্ক।
কন্—চিত্-চিক্কণ।
কতু—কৃ ক্রতু।

---

(১) "অত্যাগ-সহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সম প্রাণঃ সখা মতঃ॥"
(২) "পিতা মাতা ননন্দা না সবোষ্টৃ-ভ্রাতৃ-যাতরঃ।
জামাতা দুহিতা দেবা ন তৃণন্তা ইমে দশ॥"

কন্—ভী-ভেক, ই-এক, মস্ত-মস্তক,
কৈ-কাক, শল্-শল্ক।
কন্—ভূ-ভুবন, কৄ-কিরণ।
কনিন্—যু যুবা, রাজ্-রাজা, মূহ্-মূর্দ্ধা।
কয়ন্—মল্-মলয়, তন-তনয়, হৃ-হৃদয়।
করন্—পুষ-পুষ্কর।
কলচ্—কম্-কমল, অন্-অনল, পুষ্-পুষ্কল,
কুণ্ড-কুণ্ডল, ধাব্-ধবল, পট্-পটল।
কালন্—তম্-তমাল, বিশ্-বিশাল।
কি—গৄ-গিরি।
কিকন্—ব্রশ্চ-বৃশ্চিক।
কিতচ্—বচ্-উচিত।
কিন্দচ্—পুল-পুলিন্দ, অল্-অলিন্দ।
কিরচ্—মদ্-মদিরা, বন্ধ-বধির,
শশ শিশির, স্থা-স্থবির, শী-শিবির।
কিল—মিথ্-মিথিলা, শ্লথ-শিথিল।
কীটন্—কৃ-কিরীট।
কু—ব্যধ্-বিধু, গৄ-গুরু, ম্রদ্-মৃদু, লন্‌ঘ্-লঘু
উর্ণৄ-উরু, ঋজ্-ঋজু, দৃশ্-পশু।
ক্তিন্—জ্ঞা-জ্ঞাতি, যম-যতি।
ক্ত্র—মিদ্-মিত্র, মি-মিত্র।
কথন্—রম্-রথ, কাশ্-কাষ্ঠ।
ক্থিন্—অস্-অস্থি।
ক্নন—তৃহ্-তৃণ।
ক্রি—ভূ-ভূরি।
ক্রু—রু-রুরু।
ক্বন্—বিশ্-বিশ্ব, লিহ্-জিহ্বা।
ক্সি—কুস্-কুক্ষি।
ক্সু—ইস্-ইক্ষু।
ক্স্ন—তিজ্-তীক্ষ্ণ, শ্লিষ্-শ্লক্ষ্ণ।
খ—শম্-শঙ্খ, মুহ্-মুখ, নহ্-নখ, শী-শিখা।
গক্—মুদ্-মুদ্গ, ভূ-ভৃঙ্গ।
গন্—গম্-গঙ্গা।
ঘক্—দৄ-দীর্ঘ।

চট্—নিব্-সূচী।
ঞুণ্—জরা-ই-জরায়ু, তৄ-তালু, দৄ-দারু,
চর্-চারু, জন্-জানু।
টিষচ্—মহা-মহিষ, অম্-আমিষ।
ঠ—কণ্-কণ্ঠ।
ড—অম্-অণ্ড, দম্-দণ্ড, সন্-ষণ্ড, কণ্-কাণ্ড
ডতি—পা-পংক্তি।
ডু—আ-খন্-আখু, পর-শৄ-পরশু।
ডুতচ্—অদ্-ভা বা ভূ-অদ্ভুত।
ডুণ্য—পূ-পুণ্য।
ডৄ—ভ্রম্ ভ্রূ।
ডৄ—নী-নৃ।
ডো—গম্-গো।
ডৌ—গ্লৈ-গ্লৌ।
ড্রট্—স্ত্যৈ-স্ত্রী।
ড্রি—তৄ-ত্রি।
ণিত্রন্—বাদি-বাদিত্র।
ণুস্—ই-আয়ুঃ।
তকক্—ইষ্-ইষ্টক, অশ্-অষ্টক।
তন্—হস্-হস্ত, গৄ-গর্ত্ত।
তনন্—বী-বেতন।
তি—বি-তস্-বিতস্তি, যক্ষ-যষ্টি।
তুন্—তন্-তন্তু, জন্-জন্তু, সি-সেতু, ধা-ধাতু
হি-হেতু, চায়-কেতু, বস্-বস্তু।
তুক্—ঋ-ঋতু।
তৃচ্—ভ্রাজ্-ভ্রাতৃ, পা-পিতৃ, দুহ্-দুহিতৃ।
ত্যুক্—মৃ-মৃত্যু।
ত্রিপ্—রা-রাত্রি।
থক্—তৄ-তীর্থ, নি-শী-নিশীথ, পৃষ্-পৃষ্ঠ,
যু-যূথ
থন্—প্রু-প্রোথ, উষ্-ওষ্ঠ, গৈ-গাথা,
শু-শোথ।
ধুক্—শী শীধু।

ন—রম্-রত্ন, স্-স্না, সি-সেনা, ফ্যায়্-ফেন।

নক্—উষ্-উক্ষ, বী-বীণা, মী-মীন।

নি—অন্গ্-অগ্নি, বৃষ্-বৃষ্ণি, বহ্-বহ্নি।

নু—ভা-ভানু, হা-জহ্নু, বিষ্-বিষ্ণু।

প—পা-পাপ, শৃ-শূর্প, বা-বাষ্প, শস্-শষ্প

পাস—কৃ-কার্পাস।

ফক্—গল-গুল্ফ।

ভ—গৃ-গর্ভ।

ম—ধৃ-ধর্ম্ম, ক্ষি-ক্ষেম, গ্রস্-গ্রীষ্ম।

মক্—ধূ-ধূম, যুজ্-যুগ্ম, শ্যৈ-শ্যাম, হন্-হিম।

মদ্—যুষ্-যুষ্মদ্, অস্-অস্মদ্।

মন্—ভস্-ভস্ম, কৃ-কর্ম্ম, চর্-চর্ম্ম, শৃ-শর্ম্ম, ব্যে-ব্যোম, বৃন্হ্-ব্রহ্মা, আ অত্-আত্মা, গ্রস্-গ্রাম।

মি—নী-নেমি, ঋ-উর্ম্মি, অশ্-রশ্মি।

মিক্—ভূ-ভূমি।

মুলক্—তু-তুমুল।

যক্—মন্-মধ্য।

যু—মন্-মন্যু, দস্-দস্যু।

র—বপ্-বিপ্র, ইন্দ্-ইন্দ্র, বজ্-বজ্র, অর্দ্দ-আর্দ্র, অজ্-বীর।

রক্—ভন্দ-ভদ্র, উচ্-উগ্র শুচ্-শুক্র, চন্দ্-চন্দ্র, সম্-উন্দ্-সমুদ্র, নী-নীর, শুচ্-শূদ্র, কৃত্-ক্রূর।

রি—ভী-ভেরি।

রু—মি-মেরু।

ল—অম্-অম্ল।

ব—অশ্-অশ্ব, হ্রস্-হ্রস্ব।

বন্—গৃ-গ্রীবা, শী-শিব।

বল—পল্-পল্বল।

বলক্-শী-শৈবল।

বালন্—শী—শৈবাল।

বিন্—দৃ-দর্ব্বি।

শুন্—স্পৃশ-পর্শু।

শ্বন্—স্পৃশ্-পার্শ্ব।

ষিবন্—প্রথ্-পৃথিবী।

ষ্ট্রন্—রাজ্-রাষ্ট্র, উষ্-উষ্ট্র।

ষ্বরচ্—গাহ্-গহ্বর, পৈ-পীবর।

ষ্বরন্—শৃ-শর্ব্বরী।

স—বদ্-বৎস, হন্-হংস, কম্-কংস, কষ্-কক্ষ, মন্-মাংস, স্নু-স্নুষা, ব্রশ্চ-বৃক্ষ, ঋষ্-ঋক্ষ, রুহ্-রুক্ষ, উন্দ্-উৎস।

সরক—ধূ-ধূসর।

সরন্—বস্-বৎসর, মদ্-মৎসর।

স্মন—সূচ্-সূক্ষ্ম।

স্তন্—মদ্-মৎস্য। ইত্যাদি।

(৪) উপসর্গের (১) অর্থ ও তদ্‌যোগে ধাতুর অর্থগত বৈলক্ষণ্য।

প্র ... গতি, আরম্ভ, উৎকর্ষ, সর্ব্বতোভাব, উৎপত্তি।
পরা ... ভঙ্গ অনাদর, প্রত্যাবৃত্তি।
অপ ... অনাদর, ভ্রংস, অসাকল্য, বৈরূপ্য, ত্যাগ, নঞর্থ।
সম্ ... প্রকর্ষ, শ্লেষ, নৈরন্তর্য্য, ঔচিত্য, আভিমুখ্য।
নি ... নিশ্চয়, নিষেধ।
অব ... নিশ্চয়, অসাকল্য, অনাদর।
অনু ... পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, লক্ষণ, বীপ্সা।
নির্ ... অত্যর্থ, নিষেধ, নিশ্চয়, বহিষ্করণ।
দুর্ ... নিষেধ, কষ্ট, নিন্দা।
বি ... বিশেষ, বৈরূপ্য, নঞর্থ, গতি, দান।
অধি ... উপরিভাগ।
সু ... শোভন, অনায়াস, অতিশয়।
উৎ ... ঊর্দ্ধ, উৎকর্ষ, প্রাদুর্ভাব, নৈকট্য।
পরি ... সর্ব্বতোভাব, অতিশয়, বীপ্সা।
প্রতি ... লক্ষণ, ব্যাবৃত্তি, সাদৃশ্য, বীপ্সা, সমাধি, প্রত্যর্পণ।
অভি ... সমন্তাৎ, বীপ্সা, ধর্ষণ।
অতি ... অতিশয়, অসম্ভাবনা।
অপি ... আহরণ, অল্পত্ব।
উপ ... অনুকম্পা, সামীপ্য, আধিক্য, উৎকর্ষ, আরম্ভ, হীনতা, পশ্চাৎ।
আ ... ঈষৎ, পর্য্যন্ত, সম্যক্, ব্যাপ্তি, সমন্তাৎ, গ্রহণ, প্রত্যাবৃত্তি।

প্র	হৃ	ঘঞ্	প্রহার	আঘাত
অপ	হৃ	ঘঞ্	অপহার	চুরি
সম্	হৃ	ঘঞ্	সংহার	বিনাশ
নি	হৃ	ঘঞ্	নীহার	শিশির
উপ	হৃ	ঘঞ্	উপহার	উপঢৌকন
আ	হৃ	ঘঞ্	আহার	ভোজন

(১) "ধাত্বর্থং বাধতে কশ্চিৎ কশ্চিৎ, তমনুবর্ত্ততে।
তমেব বিশিনষ্ট্যন্য উপসর্গ-স্ত্রিধা মতঃ॥
উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।
প্রহারাহার-সংহার-বিহার-পরিহারবৎ॥"

বি	হৃ	ঘঞ্	বিহার	ভ্রমণ
নির্	হৃ	ঘঞ্	নির্হার	শবাদি-বহির্নয়ন
প্রতি	হৃ	ঘঞ্	প্রতীহার	দ্বার, দ্বারবান্
অভি	হৃ	ঘঞ্	অভিহার	বলপূর্ব্বক গ্রহণ
উদ্-উৎ	হৃ	ঘঞ্	উদ্ধার	মুক্তি
পরি	হৃ	ঘঞ্	পরিহার	পরিত্যাগ
বি-অব	হৃ	ঘঞ্	ব্যবহার	আচরণ
অধি-আ	হৃ	ঘঞ্	অধ্যাহার	উহ্য করা
উপ-সম্	হৃ	ঘঞ্	উপসংহার	শেষ
অভি-অব	হৃ	ঘঞ্	অভ্যবহার	ভোজন
সম্-অভি-বি-আ-হৃ		ঘঞ্	সমভিব্যাহার	সঙ্গ

ই ... প্রত্যয়, অপায়, উপায়, বিপর্য্যয়, অত্যয়, অভিপ্রায়, অন্বয়, সময়, ন্যায়, আয়, ব্যয়, প্রায়, নিরয়।

ঈক্ষ্ ... প্রেক্ষণ, অপেক্ষা. উপেক্ষা, প্রতীক্ষা, উৎপ্রেক্ষা, পরীক্ষা, বীক্ষিত।

কৃ .. প্রকৃতি, অনুকৃতি, নিষ্কৃতি, বিকৃতি, সুকৃতি, প্রতিকৃতি।

কৃপ ... সংকল্প, বিকল্প।

ক্রম্ ... আক্রমণ, বিক্রম, উপক্রম, সংক্রম, পরাক্রম।

ক্ষিপ্ ... আক্ষেপ, বিক্ষেপ, সংক্ষেপ, উৎক্ষেপ, প্রক্ষেপ, নিক্ষেপ।

গম্ ... অনুগমন, আগমন, অপগম, নির্গমন, প্রতিগমন।

গ্রহ .. অনুগ্রহ, নিগ্রহ, প্রতিগ্রহ, আগ্রহ, পরিগ্রহ, বিগ্রহ।

চর্ .. আচরণ, বিচরণ, সঞ্চরণ, উচ্চারণ, প্রচার, অপচার, সঞ্চার, উপচার।

চি . উপচয়, অপচয়, সমুচ্চয়, সঞ্চয়, নিশ্চয়, পরিচয়।

জ্ঞা ... অনুজ্ঞা, আজ্ঞা, সংজ্ঞা, অবজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা, বিজ্ঞান।

তপ্ ... অনুতাপ, সন্তাপ, উত্তাপ, প্রতাপ, পরিতাপ।

দা ... আদান. প্রদান, নিদান, অবদান, প্রতিদান. উপাদান।

দিশ্ ... উপদেশ, আদেশ, সন্দেশ, ব্যপদেশ, নির্দ্দেশ, উদ্দেশ।

দৃশ্ ... প্রদর্শন, সন্দর্শন, নিদর্শন, সুদর্শন, পরিদর্শন, আদর্শ।

ধা ... সংহিত (১), নিহিত, অবহিত, বিহিত, পরিহিত।

ভূ ... প্রভব, পরাভব, সম্ভব, অনুভব, বিভব, উদ্ভব, অভিভব, পরিভব।

নী ... আনয়ন, প্রণয়ন, অপনয়ন, উপনয়ন, নির্ণয়, অভিনয়।

পদ্ ... আপত্তি, বিপত্তি, উপপত্তি, সম্পত্তি, উৎপত্তি।

মন্ ... অনুমান, বিমান, অভিমান, সম্মান।

যুজ্ ... সংযোগ, বিয়োগ, প্রয়োগ, অনুযোগ, অভিযোগ, উদ্যোগ, উপযোগ।

(১) হিত ও তত শব্দ পরে থাকিলে সম্ শব্দের ম্-কারের বিকল্পে লোপ হয় যথা—সম্+হিত = সহিত, সম্+তত = সতত ; অন্যত্র সংহিত, সন্তত।

রুধ্...অবরোধ, নিরোধ, প্রতিরোধ, অনুরোধ, সংরোধ, বিরোধ, উপরোধ।
লপ্...সংলাপ, প্রলাপ, বিলাপ, অপলাপ, আলাপ।
বদ্... অনুবাদ, বিবাদ, সংবাদ, প্রবাদ, অপবাদ, পরিবাদ, প্রতিবাদ।
বপ্... নিবাপ (১) নির্বাপ (২)।
বহ্... বিবাহ, উদ্বাহ, সংবাহ, প্রবাহ, নির্ব্বাহ।
বিদ্.. সংবেদন, নিবেদন, নির্বেদ, অধিবেদন (৩), পরিবেদন (৪), পরিবেত্তা (৫) আবেদন।
সদ্... প্রসাদ, বিষাদ, অবসাদ, নিষাদ।
সৃ ... প্রসর, অপসরণ, অনুসরণ, নিঃসরণ, উৎসরণ, প্রসার, সংসার।
স্থা ... অবস্থা, বিষ্ঠা, সংস্থা, নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা, প্রস্থান, সংস্থান, অবস্থান, অনুষ্ঠান, অধিষ্ঠান, উত্থান।
হন্... নির্ঘাত, আঘাত, সংঘাত; অপঘাত; ব্যাঘাত, প্রতিঘাত, প্রহৃতি।
হৃ ... প্রহরণ, অপহরণ, সংহরণ, নির্হরণ (৬), বিহরণ, উদ্ধরণ, আহরণ,

(৫) অনিট্ ধাতু।

দরিদ্রা ভিন্ন সমুদয় আকারান্ত; শ্বি, শ্রি, ভিন্ন সমুদয় ইকারান্ত; ডী, শী দীধী বেবী ভিন্ন ঈকারান্ত; যু, রু, নু, স্নু, ক্ষু, ঊর্ণু ভিন্ন উকারান্ত, বৃ, জাগৃ ভিন্ন ঋকারান্ত ক্কারান্ত মধ্যে শক্; চকারান্ত মধ্যে পচ্, মুচ্, রিচ্, বচ্, বিচ্, সিচ্, ; ছকারান্ত মধ্যে প্রচ্ছ্; জ্কারান্ত মধ্যে ত্যজ্, নিজ্, ভজ্, ভঞ্জ্, ভুজ্, ভ্রস্জ্, মস্জ্, যজ্, যুজ্, রঞ্জ্, রুজ্, বিজ্, স্বঞ্জ্, সৃজ্; দ্কারান্ত মধ্যে অদ্, ক্ষুদ্, খিদ্, ছিদ্, তুদ্, নুদ্, পদ্, বিদ্, বিন্দ্, সদ্, স্কন্দ্, সিদ্, হদ্; ধ্কারান্ত মধ্যে ক্রুধ্, ক্ষুধ্, বুধ্, বন্ধ্, রাধ্, রুধ্, ব্যধ্, শুধ্, সাধ্, সিধ্; ন্কারান্ত মধ্যে মন্, হন্; প্কারান্ত মধ্যে আপ্, ক্ষিপ্, তপ্, তিপ্, তৃপ্, ত্রপ্, ছুপ্, লিপ্, লুপ্, নপ্, শপ্, সৃপ্, স্বপ্; ভ্কারান্ত মধ্যে যভ্, রভ্, লভ্; ম্কারান্ত মধ্যে গম্, নম্, যম্, রম্; শ্কারান্ত মধ্যে ক্রুশ্, দন্শ্, দৃশ্, মৃশ্, রিশ্, রুশ্, লিশ্, বিশ্, স্পৃশ্; ষ্কারান্ত মধ্যে কৃষ্, তুষ্, ত্বিষ্, বিষ্, পিষ্, পুষ্, শিষ্, শুষ্, শ্লিষ্; সকারান্ত মধ্যে বস্, ঘস্; হ্কারান্ত মধ্যে দিহ্, দহ্, দুহ্, নহ্, মিহ্, রুহ্, লিহ্, বহ্ ধাতু অনিট্।

যে যে প্রত্যয় স্থলে ইকারাগমের বিধি আছে, সেই সেই স্থলে উপরিলিখিত ধাতু গুলি ভিন্ন, অন্য সকলের উত্তর প্রায় ই হইয়া থাকে। কতকগুলি ধাতুর উত্তর বিকল্পে হয়।

---

(১) পিতৃ-উদ্দেশে দান, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি। (২) ভিক্ষা। (৩) বহু-বিবাহ।
(৪) জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ।
(৫) জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে বিবাহকারী কনিষ্ঠ; (৬) শবাদি-বহির্নয়ন।

[৬] পদান্বয় (Parsing)

১। পদের সম্বন্ধ ও ব্যাকরণ-ঘটিত কতিপয় বিষয়ের উল্লেখকে পদান্বয় বা পদ-পরিচয় কহে।

২। বাক্যে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া পদ থাকে।

৩। বিশেষ্যের (১) লিঙ্গ, পুরুষ, বচন, কারক এবং ক্রিয়াদির সহিত যে সম্বন্ধ তাহার উল্লেখ করিতে হয়।

৪। বিশেষণের প্রকার-ভেদ এবং যাহার বিশেষণ তাহার উল্লেখ আবশ্যক।

৫। সর্ব্বনামের মধ্যে যে গুলি বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে বসে, তাহাদের সেই বিশেষ্যের লিঙ্গ ও বচন-অনুসারে লিঙ্গ ও বচন হয়; কেবল পুরুষ ও কারকের প্রভেদ থাকে।

৬। অব্যয় শব্দের প্রকার ভেদ এবং সংযোজকাদি-স্থলে যাহাদের সংযোজক তাহাদের উল্লেখ করিয়া বলিতে হইবে। যে অব্যয়গুলি বিশেষ্য-স্থানীয়, সেই সকল অব্যয়ের কারকের উল্লেখ করিতে হয়।

৭। ক্রিয়ার সমাপিকা অসমাপিকা-ভেদ; অকর্ম্মক, সকর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক ভেদ, বাচ্য, কাল ও পুরুষের উল্লেখ করিতে হয়। সকর্ম্মক হইলে কর্ম্মপদ বলিতে হয়। অসমাপিকা ক্রিয়ার বাচ্যাদি বলিতে হয় না।

পদান্বয়াদি করিবার প্রণালী।

"তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুল-বন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

তুমি—সর্ব্বনাম, যুষ্মদ্ শব্দের প্রথমার একবচন, কল্পনার পরিবর্ত্তে বসিয়াছে, অতএব স্ত্রীলিঙ্গ, মধ্যম পুরুষ, একবচন, কর্ত্তৃকারক, 'আইস' ক্রিয়ার সহিত অন্বিত।

ও—অব্যয়, সমুচ্চয়-সূচক অব্যয়।

আইস—ক্রিয়া, সমাপিকা, অকর্ম্মক, অনুজ্ঞা-অর্থে বর্ত্তমান, মধ্যম পুরুষ, 'তুমি' এই কর্ত্তৃপদের ক্রিয়া।

দেবি—বিশেষণ, দেবী শব্দের সম্বোধন; 'কল্পনা' পদের বিশেষণ।

তুমি—সর্ব্বনাম, যুষ্মদ্ শব্দের প্রথমার একবচন; মধুকরীর পরিবর্ত্তে বসিয়াছে, অতএব স্ত্রীলিঙ্গ, মধ্যম পুরুষ, একবচন, কর্ত্তৃকারক; 'হও' এই উহ্য ক্রিয়ার সহিত অন্বিত।

---

(১) দেখা, করা, খাওয়া, পরা, চলা ইত্যাদি ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যের লিঙ্গ, পুরুষ ও বচনের উল্লেখ করিতে হয় না।

মধুকরী—বিশেষ্য, স্ত্রীলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন; এখানে মধুকরী-স্বরূপা অর্থে কল্পনাপদের বিধেয় বিশেষণ।

কল্পনা—বিশেষ্য, স্ত্রীলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ একবচন সম্বোধনে প্রথমা (১)।

কবির—বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, প্রথমপুরুষ, একবচন, সম্বন্ধে ষষ্ঠী; 'চিত্ত-ফুল-বন-মধু' শব্দের সহিত সম্বন্ধ।

চিত্ত-ফুল-বন-মধু—বিশেষ্য, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, কর্ম্মকারক; 'লয়ে' ক্রিয়ার কর্ম্ম।

লয়ে (লইয়া)—ক্রিয়া, অসমাপিকা, সকর্ম্মক; 'চিত্ত-ফুল-বন-মধু' কর্ম্ম।

রচ—ক্রিয়া, সমাপিকা, সকর্ম্মক, অনুজ্ঞা অর্থে বর্ত্তমান, মধ্যম পুরুষ, কর্ত্তা 'তুমি' কর্ম্ম 'মধুচক্র'।

মধুচক্র—বিশেষ্য, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, কর্ম্মকারক; 'রচ' ক্রিয়ার কর্ম্ম।

গৌড়জন—বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, প্রথমপুরুষ, একবচন, কর্ত্তৃকারক; 'পান করিবে' ক্রিয়ার কর্ত্তা।

যাহে—সর্ব্বনাম যদ্ শব্দের পঞ্চমীর একবচন, 'মধুচক্র' শব্দের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে, অতএব ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, অপাদান কারক।

আনন্দে—ক্রিয়ার বিশেষণ, 'পান করিবে' ক্রিয়ার সহিত অন্বিত।

করিবে পান (পান করিবে)—ক্রিয়া, সমাপিকা, সকর্ম্মক, ভবিষ্যৎ কাল, প্রথমপুরুষ কর্ত্তা 'গৌড়জন; কর্ম্ম 'সুধা'।

সুধা—বিশেষ্য, স্ত্রীলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, কর্ম্মকারক; 'পান করিবে' ক্রিয়ার কর্ম্ম।

নিরবধি—ক্রিয়া-বিশেষণ; 'পান করিবে' ক্রিয়ার সহিত অন্বিত।

অন্বয়।

হে দেবি কল্পনে (২) তুমিও আইস, তুমি মধুকরী, চিত্তফুল-বনমধু-লইয়া মধুচক্র রচনা কর, গৌড়জন যাহা হইতে আনন্দে নিরবধি সুধাপান করিবে।

---

(১) কল্পনা শব্দের সম্বোধনের একবচনে কল্পনে পদ হয়। কবি এস্থলে ব্যাকরণ-নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, "নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ।"

(২) পদ্যকে গদ্যে পরিবর্ত্তিত করিবার সময়, আবশ্যক মত নূতন শব্দের যোজনা, অতিরিক্ত শব্দত্যাগ, শব্দ বিশেষের আকার-পরিবর্ত্তন ইত্যাদি না করিলে তাহা সুশ্রাব্য ও বিশুদ্ধ হয় না।

অর্থ।

কবি (মাইকেল মধুসূদন দত্ত) কবি-কল্পনা-শক্তিকে মধুকরী স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—হে কল্পনে! যেমন মধুকরী ফুলবন হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুক্রম রচনা করে, যাহা হইতে মধুপান করিয়া লোকে তৃপ্তি সুখ-সম্ভোগে সমর্থ হয়, তুমিও সেইরূপ কবিগণের মনোভাব সংগ্রহ করিয়া এমন কাব্য রচনা কর, যাহা পাঠ করিয়া, গৌড়দেশবাসি-জন-গণ নিরন্তর সুখ-সম্ভোগ করিবে।

তাৎপর্য্যার্থ।

হে কল্পনে! আমি যেন তোমার প্রভাবে সুমধুর কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হই।

অন্বয়-পূর্ব্বক অর্থ।

হে দেবি (স্বর্গীয় শক্তি-সম্পন্নে) কল্পনে (কাব্যরচনায় কবির মনোমোহিনী শক্তি) তুমিও আইস (আমার চিত্তে আবির্ভূত হও)। তুমি মধুকরী (ভ্রমরীর ন্যায় সুমধুর পদার্থ-সঞ্চয়ে সমর্থা); কবির (প্রাচীন কবিদিগের) চিত্ত-ফুল-বন-মধু (মধুবৎ সুমধুর মনোভাব) লইয়া (সংগ্রহ করিয়া) মধুচক্র (মধুক্রম সদৃশ মধুরাধার) রচ (প্রস্তুত কর) গৌড়জন (বঙ্গবাসিজনগণ) যাহে (যাহা হইতে) নিরবধি (চিরকাল) আনন্দে (সুখে) সুধা (অমৃত) পান করিবে।

ছাত্রবৃত্তির ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রশ্ন।

১। ব্যাকরণ কাহাকে কহে?

২। সন্ধি কাহাকে কহে, তাহা কয় প্রকার? কোন্ কোন্ স্থলে সন্ধি নিত্য হয়?

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ কর।

শঙ্কর, অভ্যুত্থান, ততোঽধিক, ত্রয়োদশ, অন্তর্দাহ, অধমর্ণ, ব্যতীত, সন্নিহিত, পয়োধি, বিষাক্ত, কারাগার, আশীর্ব্বাদ, গীষ্পতি, নভোমণ্ডল, বিদ্যুন্মালা, সন্ন্যাসী, নির্ভীক, শরাসন, নীরস, পরিচ্ছেদ, উদ্ভাসিত, সঙ্গীত।

ক। মনস্কামনা, মনোগত এই দুই পদের বিভিন্ন প্রকার সন্ধি হইবার কারণ নির্দ্দেশ কর।

খ। অতএব পদ অতৈব হয় না কেন?

গ। রূঢ় শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কর। উকারের কারণ কি?

ঘ। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি কর।

প্রাতঃ+রবি, সম্+যম, দিব্+লোক, অপ্+ময়।

ঙ। অন্তঃ+বেদনা, মনঃ+বেদনা এই দুই স্থলে কিরূপ সন্ধি হইবে? যদি দুই স্থলে ভিন্ন প্রকার সন্ধি হয়, তাহা হইলে কারণ নির্দ্দেশ কর।

চ। নীরস ও উত্থিত এই দুই পদে ব্যাকরণ-ঘটিত কি বিশেষ কথা আছে?

ছ। লোচন-আনন্দ-কর, সুধাংশু, তিরোহিত, নীল উজ্জ্বল, নিদাঘার্ত্ত, নবোদিত, নিরুপবীত, হিতৈষিণী, স্বস্তি, রক্ষোরাজ ইহাদের মধ্যে সংহিত পদগুলির সন্ধি-বিশ্লেষ ও অসংহিত পদগুলির সন্ধি কর।

৪। নিম্নলিখিত পদগুলির সন্ধি-বিশ্লেষ কর। নীরস, সমুজ্জ্বল, তপোধন, শোকাত্ত, মহর্ষি, পরাঙ্মুখ।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ণত্বের কারণ কি?

পরিণাহ, প্রণিনাদ, পরিমাণ, প্রণাশ।

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ন মূর্দ্ধন্য হয় নাই কেন?

চতুরানন, মূর্দ্ধন্য, নরবাহন, প্রনষ্ট।

৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ষত্বের হেতু কি?

দুষ্প্রবৃত্তি, দুর্ব্বিষহ, সুষুপ্তি, উষিত।

ক। দর্শণ, ত্রিণেত্র, শ্রীণাথ, পরিনাম, অভিসেক, বিষর্গ, অভিলাস, পিতৃস্বসা, অন্বেষন এই পদগুলির অশুদ্ধি শোধন কর।

৭। নিম্নলিখিত বিশেষ্য গুলিকে বিশেষণ ও বিশেষণ গুলিকে বিশেষ্য কর।

রথ, প্রসাদ, প্রসন্ন, প্রীতি, অন্বেষণ, চাতুরী, আশ্বাস, বহুদর্শিতা, লয়, আহূত, উদ্যম, ব্যাঘাত, সমবেত, বলবান্, গ্রাহ্য, সঙ্গতি, স্রষ্টা, বিসর্জ্জন, উদ্যত, অভিপ্রায়, স্বপ্ন, বিহিত, 'অভিষিক্ত, নীলিমা।

৯। তদ্ধিতের সাহায্য-ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিণত কর।

প্রসন্ন, জীর্ণ, বিশুষ্ক, বাহ্য, আসীন, উৎসর্গ, ব্যতীত, সৌকর্য্য।

১০। কৃৎ প্রত্যয়ের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিশেষণ পদ গুলিকে বিশেষ্যে এবং বিশেষ্য গুলিকে বিশেষণে পরিণত কর।

উপ্ত, অবহিত, স্থায়ী, গৃধ্নু, ভীরু, শয়ান, হর্ষ, অভিভূত, সম্পত্তি।

ক। কৃৎ ও তদ্ধিতের সাহায্য-ব্যতিরেকে অন্য কি উপায়ে বিশেষ্য পদ বিশেষণে পরিণত হয়?

১১। নিম্নলিখিত পুংলিঙ্গ শব্দ গুলিকে স্ত্রীলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ গুলিকে পুংলিঙ্গ কর। পথ-প্রদর্শক, স্রষ্টা, ধাত্রী, অশ্ব, গুরু, বিধাতা প্রেয়সী, গুণগ্রাহী, মনু, তেজস্বী, দেবরাজ, জনক, তন্বী, রজক, মহান্, শ্ব', নর্ত্তক, দুষ্কর, ভারত, মায়াবী, প্রিয়সখ, হে বৎস, সহধর্ম্মিণী, মহারাজ, হে পরোপকারিণি, শিখিনী, মহীয়সী, হিতৈষিণী, নিয়ন্তা, পাপীয়সী, গরীয়সী, অগ্রসর।

১২। রূঢ়, যৌগিক ও যোগরূঢ় শব্দের পরস্পর প্রভেদ কি?

১৩। কারক কাহাকে বলে? বাঙ্গালায় কারক কয় প্রকার? তাহাদের লক্ষণ কি? রজককে বস্ত্র দিতেছি, এস্থলে রজককে কোন্ কারক?

১৪। করণ কারক ও হেতুপদে প্রভেদ কি?

১৫। পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে ছোট দেখায় এবং তাঁহাকে মনে পড়িল। এস্থলে চন্দ্রকে ও তাঁহাকে পদে কারক-ঘটিত কি বিশেষ কথা আছে?

১৬। সম্বোধন ও সম্বন্ধ এই দুইটিকে কারক বলা যায় কি না?

১৭। বাঙ্গালায় সম্প্রদান কারকের আবশ্যকতা আছে কি না?

১৮। পুরুষ ও বচন কাহাকে কহে?

১৯। বচন-ভেদে সমাপিকা ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয় কি না?

২০। পুরুষ কয় প্রকার? যদি ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ এক ক্রিয়ার কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে কোন্ পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার প্রয়োগ হইবে? এবং উদ্দেশ্য ও বিধেয় যদি ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ হয়, তাহা হইলেই বা ক্রিয়া-পদ-প্রয়োগ সম্বন্ধে কিরূপ করিতে হইবে? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

ক। যে যে প্রকারের পদ ক্রিয়া-বিশেষণ হইয়া থাকে, তাহার উল্লেখ কর, এবং প্রত্যেক প্রকারের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২১। সমাস কাহাকে কহে, তাহা কয় প্রকার? নিত্য সমাস কাহাকে কহে?

২২। কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের প্রভেদ, একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২৩। রূপক ও উপমিত সমাসের প্রভেদ কি? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও এবং উপপদ সমাসের একটি উদাহরণ দাও।

ক। তৎপুরুষ সমাসে কোন্ কোন্ স্থলে লুক্ ও অলুক্ হয়, তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২৪। নিম্নলিখিত সমস্ত পদগুলির ব্যাস বাক্য ও সমাসের নাম লিখ।

হুতাশন, পদ্মালয়া, বক্ষঃস্থল, জীবন্মৃত, যুবজানি, দশাহ, মহারাজ, পরশুরাম, পুরাবৃত্ত, যদুবংশাবতংশ, সংখ্যাতীত, কুসুমাসন, স্মৃতিপথ, পূর্ব্বাহ্ণ, সতীর্থ, পরলোক-গত, মহানুভব, সরসিজ, দম্পতী, জলদ, চতুর্দ্দশ, পলান্নাদি, অচ্যুত, বিশ্বামিত্র, বীত-স্পৃহ, সিংহাসন, কিন্নর, জন্মান্তর, পূর্ব্বাপর, চিত্ত-চকোর, যথার্থ।

২৫। 'পিতৃ মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা' এস্থলে 'পিতৃ-মাতৃ-হীন' পদটি সমাসের নিয়মানুসারে শুদ্ধ কি না? যদি না হইয়া থাকে, তবে কিরূপ হইবে?

২৬। 'মহারাজ' ও 'মহদাশ্রয়' এই দুইটি পদের প্রথমটিতে ত্ স্থানে আকার হইবার এবং দ্বিতীয়টিতে ত্ স্থানে আকার না হইবার কারণ কি?

২৭। তদ্ধিত কাহাকে কহে?

২৮। যে সকল তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষণ শব্দকে বিশেষ্যে পরিণত করা যায়, তাহাদের মধ্যে যে কোন চারিটির নাম কর।

২৯। কোন্ শব্দের উত্তর কি কি অর্থে কোন্ কোন্ প্রত্যয় করিয়া পরবর্ত্তী শব্দগুলি সিদ্ধ হইয়াছে? শৈব, রাজ্য, গৌরব, গাঙ্গেয়, পাপিষ্ঠ, সন্ন্যাসী, প্রেয়সী, সর্ব্বাঙ্গীণ, কৈকেয়ী, দিব্য, সৌর, মানুষ, দৌহিত্র, দ্রৌপদী, সৌম্য।

ক। 'রঘুচূড়ামণি' এখানে রঘু শব্দের অর্থ কি? কোন্ লুপ্ত তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে উক্ত অর্থের প্রতীতি হইয়াছে?

থ। সৌহার্দ্দ পদে ব্যাকরণ ঘটিত কি বিশেষ কথা আছে ?

৩০। কাল কাহাকে কহে? উহা কয় প্রকার? কোন্ কোন্ স্থানে অতীত কালে বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়া থাকে ?

৩১। কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ে প্রভেদ কি? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। অপত্য অর্থে কি কি প্রত্যয় হইয়া থাকে?

৩২। প্র, পরি, বি, সম্ ও অভি উপসর্গ যোগে হৃ ও নী ধাতুর যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য পাঁচটি করিয়া সরল বাক্য রচনা কর।

ক। কি কি অর্থে ধাতুর উত্তর সন্ ও যঙ্ প্রত্যয় হয়, সন্ ও যঙ প্রত্যয়ের সাধারণ নিয়ম গুলির উল্লেখ কর। সনন্ত আপ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় ও যঙন্ত গম্ ধাতুর উত্তর শান প্রত্যয় করিলে কি কি পদ নিষ্পন্ন হইবে?

৩৩। নামধাতু কাহাকে বলে? তাহার কতিপয় উদাহরণ দাও।

৩৪। যজ্, পচ্, ক্ষি, মুহ্, বস্ এবং বাধ্ ধাতুর উত্তর অ (ঘঞ্) ও ত (ক্ত) প্রত্যয় করিলে যে যে পদ হইবে তাহা লিখ।

৩৫। কোন বাচ্যে কোন্ কোন্ ধাতুর উত্তর কি কি প্রত্যয়ে নিম্নলিখিত শব্দগুলি সিদ্ধ হইয়াছে ?

উদয়, উদ্ধার, কান্ত গৃহস্থ, অন্ন, কম্প্যমান, প্রলয়, যোগ্য, ধনঞ্জয়, কল্পনা, অন্বেষণ, অপত্য, সংহার, পরিত্রাতা, জিগীষা, কীর্ত্তি, প্রশ্ন, নির্ব্বাণ, অধীত, পৃষ্ট, উপচিকীর্ষা, সমবেত, স্রষ্টা, জিঘাংসা, লিপ্সা, স্বপ্ন, দেদীপ্যমান, প্রতীকার, লোলুপ, দৃশ্যমান, হত্যা, মন্দীভূত, বিপর্য্যয়, প্রাচীন, আচ্ছন্ন, প্রাসাদ, সঙ্গীত, স্রোতস্বতী, অধ্যাপনা, অনুসন্ধিৎসু, প্রেম, বিকীর্ণ, উড্ডীন, স্থিরীকৃত, মীমাংসিত।

৩৬। নিম্নলিখিত পদগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর।

কুণ্ঠিত, প্রচ্ছন্ন, অনুজ, সৌসাদৃশ্য, মৌন, অবহিত, দ্রবীভূত, ব্যাপার, প্রেয়সী, পর্য্যবসিত, ক্রীড়নক, নির্ব্বাণ, বিদ্ধ, সন্ধ্যা, অর্পিত, জিজ্ঞাসা।

৩৭। নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যুৎপত্তি লিখ।

শরাসন, শূর্পণখা, বিশ্বামিত্র, অষ্টাবক্র, অহোরাত্র, নৃশংস, জাহ্নবী, ভার্য্যা, পার্থ, যামিনী, হুতাশন, সিংহাসন, সুসজ্জীভূত, সুষুপ্তি, পিপাসা।

ক। 'সহোদর' এই পদটির ব্যুৎপত্তি কি? ঐ অর্থে আর কি পদ হয়?

৩৮। কুলপতি কাহাকে বলে? ককুৎস্থ পদের ব্যুৎপত্তি কি?

৩৯। নিম্নলিখিত শব্দগুলি কোন্ কোন্ পদের অপভ্রংশ ?

উগার, সোণা, আধ, পাখী, কাজ, পরা, রাখা, উড়া।

৪০। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখ।

প্রসারণ, সন্নিকৃষ্ট, সরল, বিচ্ছেদ, সূক্ষ্ম, সমষ্টি, অমৃত, অনুকূল, উৎকর্ষ।

৪১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লিখ।

পত্র, গ্রহণ, প্রকৃতি, শৃঙ্গ, তনু, পাদ, বেলা, জীবন, মালা, দশা, গুরু, রস, গুণ, পদ, বর্ণ, দ্বন্দ্ব, রাগ, জীবন, কর, বিগ্রহ।

৪২। নিম্নলিখিত শব্দ-যুগ্মের প্রত্যেকের অর্থগত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন কর।

কুল, কূল ; কটি, কোটি ; দশম, দশন্ ; প্রকৃত, প্রাকৃত , অন্তর্ব্বর্ত্তী, অন্তর্ব্বত্নী ; স্বর্গ, সর্গ ; শুক, সুখ ; শরণ, স্মরণ ; কমল, কোমল ; দূত দ্যূত ; সৈন্য, সামন্ত ; বিলাপ, পরিতাপ ; নির্ম্মম, নির্দ্দয় ; ঈর্ষা, মাৎসর্য্য।

৪৩। পতঙ্গ, উরগ, সোদর ইহাদের অন্য রূপ লিখ।

৪৪। উপসর্গ যোগে ধাতুর অর্থের বৈপরীত্য ঘটে, তাহা তিনটি ধাতু লইয়া বুঝাইয়া দাও।

৪৫। সম্. নি, অনু প্রতি এই চারিটি উপসর্গের অর্থ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৪৬। নিম্নস্থ বাক্যগুলি পদ-যোজনা দ্বারা পূরণ কর।

(১) আমাকে—হইতে—অনিচ্ছা—উত্থান করিতে হইবে।

(২) দিবা—হইলে—পশ্চিমদিকে—যায়।

(৩) পূর্ব্বদিকে—অন্ধকার—করিয়া উদিত—থাকে।

(৪) তিনি মৃত্যুশয্যায়—করিয়াও দুঃখীর হিতের—নিবৃত্ত ছিলেন না।

(৫) রামমোহন রায়ের যে আর একটি—শক্তি ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার—করা যায় নাই। তিনি—গান—করিতে পারিতেন।

(৬) পাপীদিগের—নানা—সর্ব্বদা—হইয়া থাকে।—কালে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে —শিক্ষা—চরিত্র—হয় না।

(৭)—কর, লেখা পড়া—চিরকাল—কাল কাটাইবে, যিনি নিজে—করেন ঈশ্বর —সহায় হয়েন। জ্ঞান ও ধর্ম্মের মিলন যেন—যোগ।

(৮)—পরের—দর্শনে—পরবশ হইয়া—বিসর্জ্জন দিয়া পরদুঃখ—জন্য স্বয়ং নানা-বিধ কষ্ট—করেন তিনিই যথার্থ—।

(৯)—কালে—রাজহংস-গণ—নদীর—জলে—সুখে—করে।

(১০)—আগমনে—ময়ূর-গণ—পুচ্ছ—করিয়া করে।

৪৭। নিম্নলিখিত বাক্য বা বাক্যাংশ গুলির ভুল সংশোধন কর।

(১) তেঁই এক জনেরে বেড়িলা রাজাচয়।

(২) আমি আগত রবিবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তিনি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন।

(৩) দেবী, আমার প্রনাম গ্রহণ করুণ এবং আমার প্রতি সন্তোষ হও।

(৪) পৃথিবী জলাভাবে শুষ্কতা হইয়াছে।

(৫) সম্মানের যোগ্য ব্যক্তিকে অপমান করা ভাল হয় নাই।

(৬) নাহি চায় গাড়ী ঘোড়া স্বর্ণ অভরণ
নাহি চায় অট্যালিকা কমল শয়ন।

(৭) দৌর্ব্বল্য অপেক্ষা স্ববল-শরীরী কর্ম্মের লোক হয়। অধ্যয়নে অনুরক্ত না হইলে কাহার জ্ঞানী হওয়া অসম্ভব। আমার সাবকাশ নাই।

(৮) আমি মহাশয়কে বিশেষ মান্যমান্ করিয়া থাকি, আপনি আমাকে ভুয়সী-

স্নেহ করিয়া থাকেন, এজন্ত নিবেদন করিতেছি, আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছি, তজ্জন্য মহাশয়ের ভাবিত হইবার প্রয়োজন নাই।

(৯) তিনি কহিলেন, তিনি আর কখনও অপ্রিয় কথা মুখে আনিবেন না। এবং সকলকেই রোগে ঔসধ, সোকে সান্তনা করিবেন এবং সকলের উপর সৌজন্যতা প্রদর্শন করিবেন।

(১০) সর্ব্বদা সাবধান-পূর্ব্বক জনক-জননীর সেবা সুশ্রুষা করিবে, তাঁহাদের কথা তাচ্ছল্য করিবে না।

(১১) আমার পুত্রের শুভ অন্নপ্রাসন কল্য হইবে বিধায় মহাশয়কে পত্রদ্বারায় নিমন্ত্রন করিলাম ক্রুটি না লইয়া দিনের ভদ্রাসনে অধিষ্ঠান করিতে আজ্ঞা হইবে।

(১২) শঠের সহিত মৈত্রতা করিলে পরিণামে অনুতাপ হয়।

(১৩) মান্যনীয় লোকের মান্যের হানি করিও না।

(১৪) লৌহ আমাদের অত্যান্ত ব্যবহার্য্যনীয়;

(১৫) তুমি পরীক্ষায় পারকতা হইয়াছ।

(১৬) রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছ এক্ষণে তোমাকে আরোগ্য বলা যায়।

(১৭) সকল কাজই সাবধান-পূর্ব্বক করা উচিত।

(১৮) তোমার সৌজন্যতায় পরম পরিতোষ হইলাম।

(১৯) সেই স্থানে চারি জন বালক ছিল তন্মধ্যে এক জন অতি শৈশব।

(২০) রাজা সেই দস্যু-ভয়ে সদা সশঙ্কিত।

(২১) তিনি দোষী, কি নির্দ্দোষী, তাহার বিশেষ তথ্য না লইয়া, শাস্তি দিলে সেই দণ্ডিত নিরপরাধি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইতে হয়।

(২২) অনেক জনগণদের কর্ত্তৃক সেই মহারাজার মহতী মহিমার কথা শুনিয়া আমি অত্যান্ত সন্তোষ হইয়াছি। তিনির পিতা মৃত্যু হইয়াছে, তুমি তাহা শুন নাই, জানিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

(২৩) নলিনী সুধাকরের স্নিগ্ধ-কর স্পর্শে প্রফুল্ল হইল এবং কুমুদিনীনায়ক দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বিনী হইলেন।

(২৪) আশ্চর্য্য ব্যাপার, অশ্রুজল, শৈশব কাল, শ্রীবান্, ভাগ্যবন্ত, সন্তোষ হইলাম, অনাটন, অপারক, কিম্বা, বশম্বদ, বারম্বার, কিম্বদন্তী।

(২৫) সে যদ্যাপিও সবিনয় পূর্ব্বক আত্মদোষ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করিল, তথাপি মান্যনীয় জজ সাহেবের বিচারে সে সাপরাধী বলিযা সাব্যস্ত হইল।

(২৬) অনন্তর মহিমাসাগর যশোবান্ ক্ষেত্রিয়-শ্রেষ্ঠ উজ্জয়িনী-রাজা সেই সম্মানাস্পদ যোগীবরকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ-সহকারে প্রণাম করিলেন। তপস্বীও ভাগ্যমানতা সম্পন্ন সেই ভূমিদেব বিক্রমাদিত্যের আয়ত্তাধীন রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

(২৭) দুষ্ট লোকের বাহ্যিক ও আন্তরিক ভাব বুঝা যায় না।

(২৮) এক সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ হইয়া প্রবীণ একটী বটবৃক্ষের সৌন্দর্য্যতা দেখিয়া বিস্ময় হইয়াছিল।

(২৯) আগত কল্য বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে একটি সভার মহতী অধিবেশন হইবে।

(৩০) রামের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যতা নাই বটে, কিন্তু তিনি সৌজন্যতা-গুণে ভূষিত।

(৩১) যখন রাম অতি শৈশব ছিলেন, তখন তিনি লেখাপড়ায় মনো-নিবিষ্ট কম করিতেন।

(৩২) অসস পরতন্ত্র-হেতু তাহাদের স্ফূর্ত্তির উদয় হয় নাই।

(৩৩) সভাসীন্ মান্যমান্ মহাত্মাগণের যত্নে, সুবিজ্ঞাভিমানী যুবকগণ বৃথা আস্ফালন হইতে ক্ষান্ত হইল।

(৩৪) জ্ঞানমান্ সম্ভ্রান্তশালী লোক কোন বিপন্ন ব্যক্তিকে সাদর-পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতেছেন, দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ হইলাম।

(৩৫) যিনি নীচ লোককে কটূক্তি করেন, তিনি অপমান হইবার ভয় রাখেন না।

(৩৬) আবশ্যকীয়, একত্রিত, সক্ষম, অধীনস্থ।

(৩৭) বিদ্যান্ বেক্তি সর্ব্বত্রে সম্মান প্রাপ্ত হন।

(৩৮) বিপদ্‌কালীন ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে।

(৩৯) পূর্ব্বে মহারাজা আমাকে দুইটি বর প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

(৪০) আমার দুরাদৃষ্ট ; নতুবা শেষাবস্থায় ঈদৃশী কষ্ট পাইব কেন ?

(৪১) আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত প্রাপ্তের নিমিত্ত কর্ত্তব্য।

(৪২) সশঙ্কিত, দুরাবস্থা, ব্যবসা, গ্রহিতা, স্বরস্বতী।

(৪৩) চন্দ্রবংশাবতংশ রাম রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া সীতাকে উদ্ধার করেন।

(৪৪) তিনি রূপে কুবের, গুণে রতিপতি এবং ঐশ্বর্য্যে বৃহস্পতি তুল্য ছিলেন।

রচনা শিক্ষা সম্বন্ধে অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী।

১। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলি অবলম্বন করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর। লোকারণ্য, কায়মনোবাক্যে, সকল সুখের মূল, অবিমৃষ্যকারিতার ফল, গুরু-পরম্পরা-গত, একতান-মনে, আগ্রহাতিশয়-সহকারে, ভোগলালসা-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক, বলা যায় না, যতদূর সাধ্য, চিন্তা কি অনুচিত, হত-বুদ্ধি, অগ্রপশ্চাৎ, বিসর্জ্জন, পরিতোষ।

২। দান, গ্রহণ, শ্রবণ, হরণ ইহাদের ব্যক্তি-বাচক পদ কি ? ঐ ঐ ধাতুর উত্তর ত প্রত্যয় করিলে কি কি পদ হইবে ? ঐ সকল ত প্রত্যয়ান্ত পদ লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর।

৩। নিম্নলিখিত পদগুলির বিপরীতার্থক পদ লইয়া এক একটি বাক্য লিখ। দান, উপকার, সংযোগ, দীর্ঘ, সুস্থ, অলস, ধীর, মৃদুতা, স্থূল।

৪। সম্-আ-রুহ্, সম্-দিহ্, এবং উপ-দিশ, এই তিন ধাতুর উত্তর ত ও অ প্রত্যয় করিয়া যে যে পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহাদের এক একটিকে অবলম্বন করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলি যথা-স্থানে বিন্যস্ত করিয়া একটি বাক্য রচনা কর। বিনয়, পায় না, সদ্গুণের, ইহার ভূষণ, অভাবে, কোন, সকল, শোভা।

৬। এমন একটি বাক্য লিখ, যাহাতে সমস্ত কারক আছে।

৭। এরূপ দুইটি বাক্য রচনা কর, যাহাতে অন্ততঃ একটি কৃদন্ত, একটি তদ্ধিতান্ত শব্দ ও একটি সমস্ত পদ আছে।

৮। স্বপ্, যজ্, রন্‌জ্ ও রুচ্ ধাতুর কৃৎ-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কয়েকটি পদ লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর।

৯। নিম্নলিখিত পদগুলি লইয়া এরূপ এক একটি বাক্য রচনা কর, যাহাতে একটি সমস্ত পদ, একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি কর্ম্ম কারকের প্রয়োগ থাকে। কৃতাঞ্জলিপুটে, আপাদমস্তক, ন্যূনাধিক, সর্ব্বতোভাবে, সুতরাং শ্রেয়স্কর, নতুবা, অনুষ্ঠান, অনুসারে, বিস্মিত, দেদীপ্যমান, হিতাহিত, পরিত্যাগ, সদালাপ, লোলুপ, বিরাজমান, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পরিতাপ, ঔৎসুক্য, উৎসাহ, অধ্যবসায়, মীমাংসা, শ্রেয়সী।

১০। অভিনন্দন, সামঞ্জস্য, বীভৎস, হৃদয়গ্রাহী, বিভীষিকা, এই পাঁচটি শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করিয়া পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

১১। নিম্নলিখিত বাক্যাংশ ও শব্দযুগ্ম লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর। দৈব-দুর্ব্বিপাক-বশতঃ ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ়, এমন কি, যৎপরোনাস্তি, অন্ততঃ, কি জানি, আপাদমস্তক, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, উপর্যুপরি, যাহা হউক, সর্ব্বতোভাব, যাবজ্জীবন, প্রচণ্ডবেগে, বিশেষতঃ; অভিভব, অভিভূত ; প্রিয়, প্রীতি, ; ভোগ ভোগ্য।

১২। হরিকে কাতর দেখিয়া রামের অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। "হরিকে কাতর দেখিয়া" এই অংশের সহিত উদ্ধৃত বাক্যের অপরাংশের কিরূপ সম্বন্ধ? এই বাক্যে এক কর্তৃত্ব নিয়মের অন্যথা হইয়াছে কি না, যদি হইয়া থাকে, তবে বাক্যটি শুদ্ধ কি না, কারণ সহ লিখ এবং এই বাক্যের কোন কোন স্থানের পরিবর্ত্তন করিয়া তিনটি বাক্য রচনা কর।

১৩। এরূপ একটি বাক্য রচনা কর, যাহাতে দ্বন্দ্ব, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব ও তৎপুরুষ সমাসের পদ আছে।

১৪। 'ন্যূনকল্পে' 'ফলতঃ' 'অবহিত-চিত্তে' 'বিনা যত্নে' পদের প্রত্যেকটি লইয়া পৌর্ব্বাপর্য্য-সঙ্গতি-রক্ষা-পূর্ব্বক চারিটি বাক্য রচনা কর।

১৫। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া এক একটি প্রবন্ধ, রচনা কর।

১৬। (১) কার্পাস ও পাট। (২) সুবর্ণ ও লৌহ (৩) লবণ ও মৃদঙ্গার। (৪) বাষ্পীয় শকট। (৫) রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত। (৬) সাহসিকতা। (৭) ব্যায়াম। (৮) গঙ্গার পুল। (৯) ধান্য। (১০) দুর্গোৎসব। (১১) মহরম। (১২) বড়দিন। (১৩) ব্রাহ্মোৎসব। (১৪) আম্র। (১৫) নারিকেল। (১৬) কদলী। (১৭) বাণিজ্য।

১৭। নিম্নলিখিত বিষয় অবলম্বন করিয়া এক একটি প্রবন্ধ লিখ।

(১) স্বদেশীয় ভাষা অনুশীলনের ফল। (২) শিল্প শিক্ষার ফল। (৩) ধাতুমুদ্রার প্রয়োজন ও উপকারিতা। (৪) দেশ-ভ্রমণের ফল।

১৮। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, ইহাদের বিবরণ লিখ।

১৯। কলিকাতার গ্যাসের আলোক ও বিশুদ্ধ-জল-প্রণালীর বিষয়ে যাহা জান লিখ।

২০। পরিচ্ছন্নতা, রেলওয়ে, নারিকেল গাছ অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখ।

২১। নিম্নলিখিত বিষয়ে সরল ভাষায় এক একটি প্রবন্ধ লিখ।

(১) একতার সমান বল নাই। (২) স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। (৩) জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ। (৪) ক্রোধ শুভ ও অশুভ উভয়েরই মূল। (৫) কাগজের উপকারিতা। (৬) আকবরের সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের অবস্থা। (৭) নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ও অধ্যয়নের অবস্থা। (৮) লৌহের গুণ ও কার্য্যকারিতা। (৯) লোভ সর্ব্বনাশের মূল। (১০) পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি-স্বরূপ। (১১) কিরূপে হিন্দুদিগের বসতি-বিস্তার হইয়াছিল? (১২) অধ্যবসায়ের উপকারিতা। (১৩) স্বাবলম্বন শিক্ষা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা। (১৪) বাল্যজীবনে সৎসঙ্গের উপকারিতা। (১৫) উদ্যমশীলতা। (১৬) আলস্য সমাজের ভয়ঙ্কর শত্রু। (১৭) আলস্য সকল দুঃখের মূল। (১৮) ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য।

২২। বাল্যাবস্থা (যতদূর স্মরণ থাকে) এবং বর্ত্তমান অবস্থা অবলম্বন করিয়া আপন আপন জীবন-চরিত রচনা কর।

২৩। কল্য বেলা দশটা হইতে অদ্য বেলা দশটা পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছ, দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ তাহা বিস্তারিত-রূপে লিখ।

২৪। তোমার সম্মুখে যে যে পদার্থ রহিয়াছে, তাহারা আমাদের কি কি কার্য্যে লাগে?

২৫। বিদ্যাশিক্ষার ফল ও রাজ-ভক্তি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ।

২৬। 'কুসংসর্গে থাকা অপেক্ষা একাকী থাকা ভাল' এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখ।

২৭। কৃষি-জীবী ও বাণিজ্য-জীবীর অবস্থার ইতর বিশেষ কি?

২৮। ভারতবাসীরা মুসলমানদিগের শাসন সময়ে কিরূপ ছিলেন এবং ইংরাজদিগের শাসন সময়েই বা কিরূপ আছেন?

২৯। "জন্তুদিগের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করা ও তাহাদিগকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করান নিষ্ঠুরের কার্য্য এবং আপনাদিগের স্বার্থের হানিজনক।" এই বাক্যের পোষকতা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখ।

৩০। 'গুরুভক্তি' অবলম্বন করিয়া একটি রচনা কর।

৩১। আপন আপন গ্রামের বা নগরের বিষয় বর্ণন কর।

৩২। নিম্নলিখিত কবিতাটির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া এক প্রবন্ধ রচনা কর।

"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ।
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?
কাঁটা হেরে ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?"

ভাষা-বিচার।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত বিষয়ে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেন। কেহ বলেন, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে হিন্দী, হিন্দী হইতে বাঙ্গালা; অন্যে বলেন সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত. প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা এবং কেহ বা কহেন, সংস্কৃত হইতেই প্রকৃতাদির ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। সকলেই আপন আপন মতের সমর্থনার্থ নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃতই যে বাঙ্গালা ভাষার মূল, তদ্বিষয়ে মত দ্বৈধ দেখা যায় না। কালে কালে নানা জাতির সংস্রবে বাঙ্গালা ভাষায় নানা ভাষার শব্দ, ক্রমে ক্রমে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে। বিভিন্ন ভাষার যে যে শব্দ অবিকৃত-ভাবে বা কিঞ্চিৎ বিকৃত-ভাবে ইহাতে মিলিত হইয়া ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে এবং করিতেছে' তন্মধ্যে কতকগুলি নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

সংস্কৃত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আর্য্য, অনার্য্য, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান, হস্ত, দন্ত, কেশ, হর্ষ, বিষাদ, শোক, প্রমুখাৎ, দৈবাৎ, প্রসাদাৎ তব, মম, দাসস্য, শর্ম্মণঃ, আদৌ, শ্রীচরণেষু ইত্যাদি।

প্রাকৃত—কজ্জ—কাজ, অজ্জ—আজ, তুমম্—তুমি, অহম্মি—আমি, মজ্ঝ—মাঝ, বহু—বৌ, হোই—হয়, পত্থর—পাথর, মিচ্ছা—মিছা, বুড্ঢ—বুড়া, অংধআর—আঁধার, ঘিঅ—ঘি, চক্ক—চাকা, দহি—দই, বক্কল—বাকল, সহি—সই, সংঝা—সাঁঝ ইত্যাদি।

হিন্দী—বাপ, মা, আচ্ছা, ফটক, ডর, ভুল, চুক, গাঁজা, ঠাণ্ডা, হরকরা, তামাক, গহেরা, সরাই, চওড়া, খাড়া, মোটা, ফাটা, ফুল, ঝাড়, বাগান, মালী, গাছ, পালকী, রাণী, নাওয়া, সিপাই ইত্যাদি।

আদিম—ঢেঁকি, কুলা, ধুচনী, বঁটি, মাঝি, মাল্লা, বোকা, খোকা, ঠেঁটা, বোঁচা, লেপ, সগড়ি, ছেলে, মেয়ে, সরা. সালসা, মাদুর ইত্যাদি।

আরব্য—মোকদ্দমা, আইন, উকিল, মোক্তার, দলিল, দাবি, হাল, বকেয়া, দোয়াত, আসল, নোক্সান, জিদ, আতর, মোকাম, দেমাগ, আমীর, হাওদা, সরবৎ, দোকান, খাজানা, সইস, তুফান, সর্ত্ত. নাকাল্ ইত্যাদি।

পারস্য—পোয়াদা, আসামী, সুদ, পাজি, হয়েক, পীরান, বাহাদুর, পাশা, বালাখানা, শাল, বালিশ, জেলা ইত্যাদি।

ইংরাজি—বেঞ্চ. চেয়ার, বাক্স, গ্লাস, শ্লেট, পেন্সিল, নম্বর, টেবিল, টিকিট্, ডাক্তার, ডেস্ক, আইরনচেষ্ট, ব্রুশ্, বোর্ড, ষ্টকিং, পোষ্ট, ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি।

পর্টুগিজ—বেহালা, ফিতা, সাবান, নিলাম, কেদারা, চাবি, কেরাণী, গির্জ্জা, পাদরী, ইস্পাত, পেরু, বারাণ্ডা ইত্যাদি।

ইট্যালিক—ম্যালেরিয়া, গেজেট্, পেন্টালুন, পাইনাকোট, সোডা, ভেল্ভেট, কাপ্তেন, পিস্তল ইত্যাদি।

চীন——চা, চিনি, সাটিন ইত্যাদি। ওলন্দাজ—ডেক্, গ্যাস্।
আমেরিকান্—মেহগেনী, আলপাকা। মালয়—সাগু। হিব্রু—শয়তান।
গ্রীক্—টেলিগ্রাফ, থিয়েটর্।
ফ্রেঞ্চ—ডিপো, ফিরিঙ্গি, প্রোগ্রাম্, বিস্কুট, বনবন্, অডিকলোন, পোর্টমাণ্টো।
স্পেনিশ—কর্ক, মেরিণো, নিগ্রো, প্লেট্, সেরি, সিগার ইত্যাদি।

বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যথা,—সংস্কৃত-বাঙ্গালা, মিশ্রিত-বাঙ্গালা এবং খাঁটি-বাঙ্গালা।

যে সকল গ্রন্থে প্রচুর-পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ও সংস্কৃত-ব্যাকরণানুযায়ি-সন্ধি-সমাস-তদ্ধিত কৃদন্ত-শব্দ-বহুল বাক্য লক্ষিত হয়, তাহা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। যথা—কাদম্বরী, শকুন্তলা প্রভৃতি।

যে সকল গ্রন্থে সংস্কৃত, আদিম-বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভাষার শব্দ প্রচুর-পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যথা,—বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত অধিকাংশ নাটক, উপন্যাস এবং প্রাচীন গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ ইত্যাদি।

যে সকল পুস্তকে আদিম-বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভাষার শব্দ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তৃতীয়-শ্রেণী নিবিষ্ট। যথা,—হুতুমপেঁচার নক্সা, আলালের ঘরের দুলাল ইত্যাদি।

[৯] বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত কতিপয় আরবী, পারসী, হিন্দী শব্দ ও তাহাদের অর্থ।

[আ = আরবী, পা = পারসী, হি = হিন্দী।

(পা) অঞ্জাম্ ... সমাধা
(পা) আতস্ ... অগ্নি
(আ) আদমী ... মনুষ্য
(আ) আদায়তি ... বিপক্ষতা
(আ) আদত্ ... স্বভাব,অভ্যাস,গোটা
(আ) আদব্ ... সভ্যতা
(আ) আদালত্ (অদালত)...বিচারালয়
(আ) আদায় (অদায়...আদান)
(পা) আন্দাজ্ (অন্দাজ্)...অনুমান
(পা) আফ্সোস্ (অফ্সোস্)...অনুতাপ
(আ) আফোয়া (অফ্ওয়া)...জনরব
(পা) আব্কার ... মদ্যকারক
(পা) আব্রু ... লজ্জা, সম্মান
(পা) আবাদ ... চাষ, পত্তন
(পা) আব্দার ... জলদাতা
(আ) আবোয়াব ... অনঙ্কিত প্রাপ্য মাথটাদি
(পা) আম্দানী (আমদনী)...আনীত, আয়
(আ) আমল্ (অমল্) অধিকার, কর্ম্ম
(আ) আম্লা ... কর্ম্মচারী
(আ) আমানত (অমানত্) . স্থাপন, ন্যাস
(আ) আমিন (অমীন)...পরিমাণ-কারক অধ্যক্ষ
(পা) আমেজ্ ... সংস্রব

(আ) আর্‌মা ... স্বল্পকর-ভূমি
(আ) আরক (অরক্) ... সারভাগ, নির্য্যাস,
(আ) আর্‌জি ... আবেদন-পত্র
(আ) আরাজি ... ভূমি
(পা) আরেন্দা ... বাহক
(আ) আলবৎতা ... অবশ্য, নিশ্চয়
(স) আলগ্ .. পৃথক্
(আ) আলা ... প্রধান, শ্রেষ্ঠ
(আ) আল্লা (অল্লা) . ঈশ্বর
(পা) আস্‌কারা ... প্রশ্রয়, গুপ্তপ্রকাশ
(পা) আসোয়ার (সোয়ার) অশ্বারোহী
(আ,ইং) আস্‌তাবল্ (অস্তাবল,) অশ্বশালা
(পা) আস্তানা ... উপাসনাস্থান্, গৃহ, পীর-স্থান
(আ) আহাম্মক্ (অহম্মক) নির্ব্বোধ
(আ) আহোয়াল্ ... অবস্থা
(আ) ইজা ... অনুবৃত্তি, ক্লেশ
(পা) ইজ্জৎ ... সম্ভ্রম
(আ) ইমান্ ... বিশ্বাস
(পা) ইয়াদ্ ... অভ্যাস, স্মরণ
(পা) ইয়ার্ ... বন্ধু
(আ) ইস্তক ... অবধি, পর্য্যন্ত
(আ) ইস্তেহার ... ঘোষণা
(আ) ইস্তেজার ... প্রতীক্ষা
(হি) ইন্দেরা ... বৃহৎ কূপ
(আ) ইনাম্ ... পুরস্কার
(আ) ইমাম্ ... দেবতা, অগ্রগামী
(পা) ইমারত্ ... অট্টালিকা
(পা) ইলাকা ... অধিকার
(আ) ইস্তেফা ... পরিত্যাগ
(আ) ইশারা ... ইঙ্গিত
(পা) উমেদ (উম্মেদ) .. আশা
(পা) উমেদ্‌বার (উম্মেদবার) প্রত্যাশাপন্ন
(আ) উমর্ ... বয়স্
(আ) উস্তাদ্ ... শিক্ষক

(আ) একরার্ (ইক্‌রার) প্রতিজ্ঞা, স্বীকার
(আ) এখ্‌তিয়ার (ইখ্‌তিয়ার)...ক্ষমতা
(আ) এজমাল্ ... সাধারণ, যৌথ
(আ) এজ্‌লাস্ (ইজ্‌লাস্) আসন-বিশেষ
(পা) এজাফা ... বৃদ্ধি
(আ) এজারা ... নিয়মিত অধিকার
(আ) এজ্‌হার (ইজ্‌হার) প্রকাশ
(আ) এত্তেলা (ইত্তেলা) বিজ্ঞাপন
(আ) এব্‌নে (ইব্‌ন্) পুত্র
(পা) এবারৎ ... বর্ণবিন্যাস, ভাষা
(আ) এয়োজ ... পরিবর্ত্তন
(আ) এলেম (ইলম্) বিদ্যা, গুণ, পাণ্ডিত্য
(আ) এস্তেম্‌রারী ... চিরস্থায়ী
(আ) ওয়াকত্ ... সময়
(পা) ওকালত্‌নামা প্রতিনিধি-নিয়োগপত্র
(আ) ওজন ... তৌল
(আ) ওজর . আপত্তি, হেতু
(আ) ওজে .. কারণ
(আ) ওমরা ... ভাগ্যবান্, ধনী
(আ) ওয়াকিফ্ ... জ্ঞাত
(আ) ওয়াশীল ... আদায়-কারী
(আ) ওয়াজিব ... যথার্থ
(আ) ওয়াদা ... নিয়মিতকাল
(আ) ওয়াপশ্ ... প্রত্যর্পণ
(আ) ওয়ারিস্ ... উত্তরাধিকারী
(আ) ওরফে (ওরফ) প্রসিদ্ধ-নাম
(আ) ওয়ালিদ্ (ওলদ) পিতা
(পা) কবুল ... প্রতিজ্ঞা, স্বীকার,
(আ) কসম্ ... শপথ
(আ) কস্‌রত্ ... প্রচুর, ব্যায়াম
(আ) কসুর ... অপরাধ
(হি) কৎ ... লেখনীর অগ্র
(পা) কদম্ ... পাদবিহার, চরণ
(পা) কদর্ ... মর্য্যাদা, যত্ন
(আ) কদর্ দান ... মর্য্যাদাকারী

(আ) কদিম্ ... বহুকালের, পুরাতন
(পা) কবজা ... অসি-মুষ্টি. অধিকার
(আ) কব্জ্ কর-গ্রহণ-পত্রী,কোষ্ঠ-বন্ধ
(আ) কবর্ .. সমাধি
(আ) কবুলিয়ৎ ... স্বীকার-পত্রী
(আ) কয়েদ্ ... অবরোধ
(আ) করজ্ ... ঋণ
(আ) করার্ ... স্থৈর্য্য
(আ) কলম্ ... লেখনী
(আ) কসাই ...হিংস্রক, মাংস-বিক্রেতা
(পা) কাগজ ... লেখ্য-পত্র
(হি) কাজি ... বিচারক
(আ) কানুন ... বিধি, আইন
(পা) কাফের ... পাষণ্ড, নাস্তিক
(পা) কাবু .. বশীভূত
(আ) কাবেজ ... আয়ত্তকারী
(পা) কাম .. কার্য্য
(পা) কামান ... ধনুক
(পা) কায়দা ... রীতি
(পা) কায়েম ... স্থির
(পা) কারখানা ... কর্ম্মালয়
(পা) কারদানী ... ক্ষমতা, বিজ্ঞতা
(পা) কার্পর্দাজ্... কর্ম্ম-কারক, অধ্যক্ষ
(পা) কারোবার ... বিষয়, ব্যাপার
(পা) কারিগর ... শিল্পী
(পা) কিম্মৎ ... মূল্য
(আ) কিস্তী .. নৌকা
(হি) কুছ্ .. অল্প
(পা) কুস্তি ... ব্যায়াম বিশেষ
(পা কুবালা ... বিক্রয়-পত্রী
(হি) কেছেরী (কাচারী) বিচারালয়
(পা) কিস্ত ... দেয়কাল
(পা) কিসত খেলাপ দেয় কালাতীত
(পা) কিসত বন্দী ... দেয় কাল-নির্ণয়
(আ) কিতা ... খণ্ড
(পা) কিতাব্ ... পুস্তক
(পা) কিনারা ... কূল
(পা) কিফায়েৎ ... লভ্য, যথোপযুক্ত
(পা) কৈফিয়ৎ ... বৃত্তান্ত, তথ্য
(পা) কোৎ ... রোধ স্থান
(হি) কোত ... পরিমাণ
(হি) কোতোয়াল্ ... নগর-পাল
(হি) কোরা ... নূতন
(হি) ক্রোর ... কোটি
(পা) খস্ ... তৃণবিশেষ
(আ) খবর্ ... সংবাদ
(আ) খবর্-দার্ ... সাবধান
(আ) খামার ... শস্যাগার, গোলা পতিত ভূমি
(আ) খয়রাৎ ... দান
(আ) খয়ের ... মঙ্গল
(আ) খয়ের্ খাঁ ... মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
(পা) খরচা ... ব্যয়
(পা) খরিদ্ ... ক্রয়
(হি) খাড়া ... দণ্ডায়মান
(আ) খাতির্ ... সম্মান, মান
(আ) খাতির জমা ... নিশ্চিন্ততা
(আ) খাদাঞ্চি (খাজাঞ্চি) কোষাধ্যক্ষ
(পা) খাস্ ... স্বীয়, নিজ
(আ) খাওয়াস্ ... ভৃত্য
(পা) খাঞ্চাপোষ ... পাত্রাবরণ
(পা) খানসামা ... আহারাদির অধ্যক্ষ
(পা) খামখা ... অকারণ
(পা) খানা ... গৃহ, ভক্ষ্য
(আ) খারাব ... মন্দ
(আ) খারিজ্ ... রহিত
(পা) খাল্ ... চর্ম্ম, শরীর-ত্বিক
(হি) খালি ... শূন্য, রিক্ত
(হি) খাসা ... উত্তম
(পা) খুন ... হত্যা, রক্ত

(পা) খুব্ ... উত্তম, অধিক
(পা) খুসি ... হর্ষ
(পা) খিসারত ... অপচয়
(পা) খিদ্মত্ ... সেবা দাসত্ব
(আ) খিদ্মৎগার ... ভৃত্য
(আ) খেরাজ ... রাজস্ব
(আ) খেরাজী ... করদ
(আ) খিলাৎ পরিচ্ছদ-পারিতোষিক
(আ) খিলাফ্ ... অনৃত
(পা) খোজা ... ছিন্ন-মুস্ক
(হি) খোদ ... স্বয়ং
(আ) খোদা ... ঈশ্বর
(পা) খুর্দন্ ... ভক্ষ্য, ভোজন
(পা) খোরাক ... আহার
(পা) খোরাকী ... আহারীয়
(পা) খোর-ও-পোষ ... অন্ন বস্ত্র
(হি) খোলা অনাবৃত
(পা) খুলাসা ... পরিষ্কার
(পা) খুস্ ... সন্তোষ
(পা) খুস্ কুবালা .. স্বেচ্ছা বিক্রয়-পত্র
(পা) খুস-খবর ... সুসংবাদ
(পা) খুস্ খরিদ ... স্বেচ্ছাক্রয়
(পা) খুস্-খোরাক ... উত্তম-আহার্য্য
(পা) খুস্-দেল .. প্রফুল্লান্তঃকরণ
(পা) খুস্-বু ... সুগন্ধ
(পা) খোসামোদ্ (খুসমেদ্) সন্তোষোৎপাদন
(পা) গম্বুজ (গম্বজ) চূড়া
(পা) গন্জ ... হট্ট
(পা) গর্জি ... স্বার্থপর
(পা) গর্দ্ ... ধূলা
(পা) গর্দন্ ... গলদেশ
(পা) গর্হাজির্ ... অনুপস্থিত
(পা) গর্মী ... নিদাঘ
(হি) গরজ্ ... স্বার্থ
(পা) গরক্ ... মগ্ন, ধ্বংস

(আ) গরম্ ... উষ্ণ
(আ) গাফেল্ শিথিল, অমনোযোগী
(আ) গাফেলী ... শৈথিল্য, অবহেলা
(পা) গুল্ .. পুষ্প, নির্ব্বাণ, ভস্ম
(পা) গের্দ ... আয়ত্ত, একত্র করা
(পা) গেরেফ্তার ... ধৃত
(হি) গোসল্ ... স্নান
(পা) গুজ্রান্ ... ক্ষেপণ, পরিপোষণ
(পা) গোম ... অনুদ্দেশ
(পা) গোমাস্তা .. করগ্রাহক
(পা) গোয়েন্দা ... চর
(পা) গোল্ ... বৃত্তাকার
(পা) গোলাব্ ... পুষ্প বিশেষ
(পা) গোলেস্তান . পুষ্পোদ্যান
(পা) গোস্ত ... মাংস
(পা) গোস্তাখী অসভ্যতা, প্রগল্ভতা
(পা) গোশা ... নির্জ্জন, গৃহকোণ
(হি) চপ্কান্ বস্ত্র-নির্ম্মিত-অঙ্গাবরণ
(হি) চমক্ ... দীপ্তি
(হি) চর্ ... পুলিন, চড়া
(পা) চশমা ... প্রতিচক্ষু
(পা) চশম্ ... চক্ষুঃ
(হি) চাক্লা ... নগর, বিভাগ
(হি) চাকর ... ভৃত্য
(পা) চাকু ... ছুরিকা
(হি) চাদর ... আবরণ উত্তরীয় বস্ত্র
(হি) চাপরাস ... নিদর্শনী, পদাতী
(পা) চাবক ... অশ্ব-চালন-বস্তু
(পা) চারা ... উপজীবিকা, উপায়
(পা) চিজ্ ... দ্রব্য
(হি) চিল্লা ... জ্যা
(পা) চিরাগ ... দীপ
(পা) চেহারা ... মুখশ্রী, বদন
(পা) চোপ-দার্ ... রৌপ্যাদি যষ্টিধারী
(পা) চোস্ত ... অশ্লথ

(হি) চৌকি	...	আসন
(হি) চৌকীদার		প্রহরী
(হি) ছিপান	...	গোপন
(হি) ছিপ্‌লা	...	অল্পবুদ্ধি
(হি) ছোক্‌রা	..	বালক
(হি) ছোরা	...	অস্ত্র-বিশেষ
(আ) জবর	...	প্রধান
(পা) জবর্‌-দস্ত	..	দৌরাত্ম্যকারী
(পা) জমা	...	কর
(পা) জমাই	...	রাজস্বযুক্ত
জমা-ওয়াশীল-বাকী		কর-আদায়-বক্রী-পত্রী
(পা) জমা গুজাস্তা	...	পুর্ব্বকর
(পা) জমাবন্দী	...	কর-নির্দ্ধারণ
(আ) জমায়েৎ	...	জনতা
(হি) জওয়ান্‌	...	যুবা
(আ) জওয়াব	...	উত্তর
(আ) জওয়াহির	...	রত্নাদি
(আ) জরিব্‌	...	পরিমাণ
(আ) জল্‌দ	...	শীঘ্র
(আ) জল্লাদ	...	ঘাতক
(পা) জবান্‌	...	জিহ্বা
(পা) জবান্‌বন্দ	...	সাক্ষ্য-বাক্য
(পা) জমিন্‌	..	ভূমি
(পা) জমিন্দার	...	ভূম্যধিকারী
(পা) জরদ্‌	...	পীত
(আ) জরি	...	স্বর্ণ-নির্ম্মিত দ্রব্য-বিশেষ
(আ) জরুর্‌	...	প্রয়োজন
(আ) জরুরী	...	আবশ্যক
(পা) জহর	...	বিষ
(পা) জলুস্‌	..	দীপ্তি, উপবেশন
(পা) জাদ	...	উদ্ভব
(পা) জামিনী	...	প্রতিভূত্ব
(হি) জামিন্‌	...	প্রতিভূ
(পা) জহাঁপনা	...	প্রাণ-রক্ষক
(পা) জায়	...	পরিমিত
(পা) জায়গীর	...	বৃত্তি
(পা) জারী	...	প্রকাশ
(পা) জাল	...	কৃত্রিম
(পা) জাহির	...	প্রকাশ
(হি) জি	...	প্রাণ, মহাশয়
(পা) জিন্‌জির	...	শৃঙ্খল
(আ) জুম্‌লা	...	একত্র করা, বাকা
(পা) জিনস্‌	...	দ্রব্য
(পা) জিম্মা	...	সমর্পণ
(পা) জিম্মানামা	...	ন্যাস-পত্র
(পা) জিয়াদা	...	অধিক
(পা) জের্‌	...	অধীন, নীচ
(পা) জের্‌বার	...	দায়গ্রস্ত
(পা জেরা	...	যৎকিঞ্চিৎ
(পা) জেহন্নম	...	নরক, উৎসন্ন
(পা) জেহেল্‌ খানা		কারাগার
(হি) জোত		অধীন ভূমি, কৃষিভূমি
(হি) জোত্‌দার	...	প্রজা, কৃষক
(পা) জোর	...	শক্তি
(আ) জোল্‌ম্‌	...	দৌরাত্ম্য
(আ) তক্‌সিম্‌	...	বিভাগ
(আ) তক্‌লিফ্‌	...	ক্লেশ
(পা) তকিয়া	...	উপাধান
(পা) তখ্‌ত	...	সিংহাসন
(পা) তখ্‌ত্‌ পোস্‌		কাষ্ঠাসন
(আ) তস্‌দিক	...	নির্দ্দেশ
(আ) তস্‌বিহ্‌	...	জপমালা
(আ) তস্‌বীর	...	প্রতিমূর্ত্তি
(আ) তসরুরুফ্‌	...	অপচয়
(আ) তদারক	...	অনুসন্ধান
(পা) তন্‌খাহ্‌	...	বৃত্তি-বিশেষ
(আ) তফায়োৎ	...	স্থানান্তর
(পা) তবিয়ৎ	...	মানসিক অবস্থা
(আ) তমঃস্থক	...	ঋণ পত্র

(আ) তমাম্ ... সমস্ত, শেষ
(পা) তামাসা ... নৃত্যাদি, আমোদ
(আ) তয়্ফা ... সম্প্রদায়
(আ) তর্জমা ... অনুবাদ
(আ) তরফ্ ... পক্ষ, দিক্
(পা) তরাজিদন্ ... তৌল করা
(পা) তলব্ ... আহ্বান
(পা) তল্লাস ... অনুসন্ধান
(আ) তহসিল ... আদায় করা
(আ) তহসিল্দার করগ্রাহী
(আ) তহবিল ... সঞ্চিত ধন
(আ) তহবিল্দার ধন রক্ষক
(আ) তহরিব্ ... লিখন
(হি) তাক্ ... কোলাঙ্গা
(পা) তাগিদ্ ... ত্বরা
(পা) তাকিদা ... শীঘ্রতা
(পা) তাজ ... উষ্ণীষ
(পা) তাজ্জব্ ... আশ্চর্য্য
(পা) তাজা ... টাট্কা
(পা) তাজি ... আরবীয় বৃহদশ্ব
(পা) তাজিয়া ... যাবনিক প্রতিমা
(পা) তায়দাদ্ ... বিষয়-নিরূপণ
(আ) তায়িদ্ ... পোষকতা
(পা) তায়িন্ ... নির্দ্দিষ্ট
(আ) তারিফ্ ... প্রশংসা
(পা) তারাজ্ ... লুণ্ঠন
(আ) তারিখ ... অহঃ, দিবস
(পা) তালুক ... অধিকার, সম্বন্ধ
(পা) তালুকদার ... ভূম্যধিকারী
(পা) তালাব্ (তালাও) পুষ্করিণী
(আ) তালিম্ ... শিক্ষা
(আ) তালিম্খানা ... শিক্ষা-গৃহ
(পা) তালেবর ... ভাগ্যবান্
(হি) তির ... শর
(হি) তিরন্দাজ ... শর-নিক্ষেপকারী
(আ) তুমার ... কর-আদান-জ্ঞাপন-লেখ্যাধার
(আ) তুল্কলাম্ ... বাক্য-বাহুল্য
(পা) তেজারত্ ... বাণিজ্য
(আ) তেরিজ ... সঙ্কলন
(হি) তু ... তুই
(পা) তৈয়ার ... প্রস্তুত
(পা) তোষাখানা ... ভাণ্ডার
(পা) তৌজী ... কর-সংগ্রহ-বিভাগ
(পা) তৌজী-নবিস্ কর-বিভাগ-লেখক
(আ) দখল ... ভোগ, অধিকারী
(আ) দখলিকার ... অধিকারী
(পা) দপ্তর ... পুস্তক, পুস্তিকা
(পা) দপ্তরী ... লেখ্য-রক্ষক
(আ) দফা ... বার
(আ) দফে ... শেষ
(পা) দব্দবা ... প্রতাপ
(পা) দম্ ... শ্বাস
(পা) দর্কার্ ... প্রয়োজন
(পা) দর্খাস্ত .. আবেদন
(আ) দরদ্ ... ব্যথা
(পা) দর্বার ... প্রকাশ্য সভা
(পা) দরবেশ্ ... সন্ন্যাসী
(পা) দর্য়োয়াজা ... দ্বার
(পা) দরাজ ... প্রশস্ত
(পা) দরিয়াফ্ত্ ... তদন্ত, অবগতি
(আ) দলিল ... নিদর্শন-পত্র
(আ) দর ... মূল্য
(পা) দস্তুর ... রীতি
(পা) দহরম্ ... প্রীতি
(আ) দাখিল ... প্রবর্ত্তন, প্রবেশ
(হি) দাখিলা ... প্রবেশ-পত্রী, কবচ
(পা) দাগ ... চিহ্ন
(হি) দাঙ্গা ... যুদ্ধবিশেষ
(পা) দাদন ... অগ্রিম দেওয়া

(পা) দাদন্‌দার	..	প্রাক্ গৃহীত
(হি) দাদা	...	পিতামহ
(পা) দানা	...	বিচক্ষণ
(পা) দাবি	...	প্রাপ্যাকাঙ্ক্ষা
(পা) দাবিদার	...	প্রাপ্যাভিলাষী
(হি) দাম	...	মূল্য
(পা) দায়রা	..	ঊর্দ্ধ বিচার
(আ) দায়ের	...	উপস্থিত
(আ) দাওয়া	...	ঔষধ
(পা) দারু	...	মদ্য, ঔষধ
(পা) দারোগা	.	প্রহরার অধ্যক্ষ
(পা) দিক্	...	বিরক্তি
(পা) দিগর্	..	প্রভৃতি, দ্বিতীয়
(আ) দুনিয়া	...	সংসার
(আ) দুনিয়াদার্		সংসারী
(হি) দুম্	...	পুচ্ছ
(হি) দুবলা	...	কৃশ
(পা) দুরস্ত	..	পরিষ্কার, ঠিক
(পা) দুস্‌মন্	.	রিপু, শত্রু
(স) দেন	...	দেয়
(পা) দেন্‌দার	...	ঋণী
(পা) দেনা	...	দাতব্য, দায়ী
(পা) দস্ত্	...	হস্ত
(পা) দস্তাবিজ	...	স্বাক্ষর-পত্র
(পা) দিমাগ	...	অহঙ্কার, মস্তিষ্ক
(আ) দেওয়ান্	...	কার্য্যাধ্যক্ষ, মন্ত্রী
(আ) দেওয়ানী	...	কার্য্যাধ্যক্ষতা
(হি) দের্	...	বিলম্ব
(পা) দিল্	...	অন্তঃকরণ
(হি) দোতাই	...	দুই তৃতীয়াংশ
(হি) দোয়া	...	আশীর্ব্বাদ
(আ) নকল	...	প্রতিলিপি, অনুকরণ
(আ) নকল্‌নবিস্		প্রতিলেখক
(আ) নজ্‌দিক্	..	নিকট
(আ) নজর	..	উপঢৌকন, অবলোকন
(আ) নজির	...	দৃষ্টান্ত
(হি) নথী	...	গ্রথিত লেখ্য
(পা) নবিসেন্দা	...	লেখক
(আ) নমুনা	...	পরীক্ষা-যোগ্য
(আ) নাকিছ্	...	অকর্ম্মণ্য
(পা) নাচার	...	অনুপায়
(পা) নাজাই	...	অস্থির, অসংস্থাপন
(আ) নাজির	..	পদাতিকাধ্যক্ষ
(আ) নাজেহাল্		দুর্দ্দশা
(আ) নাতোয়ান্		অশক্ত, দরিদ্র
(আ) নাবালগ্	...	অপ্রাপ্ত ব্যবহার
(আ) নামঞ্জুর	...	অগ্রাহ্য
(পা) নামা	...	পত্র
(আ) নায়েব্	...	প্রতিনিধি
(আ) নারাজ	...	অসম্মত
(আ) নালায়েক	..	অযোগ্য
(পা) নালিস	.	অভিযোগ
(পা) নালিসবন্দ	—	বিবাদী
(আ) নাহক	..	অনর্থক
(পা) নেক	...	উত্তম
(পা) নোক্তা	...	বিন্দু
(হি) পছন্দ	...	মনোনীত
(পা) পয়দা	..	উৎপত্তি
(হি) পর্	...	পক্ষ
(পা) পরগণা	...	প্রদেশ
(পা) পরদা-নসিন্	—	অন্তঃপুর-বাসিনী
(পা) পরওয়ানা	...	আজ্ঞাপত্র
(পা) পশম্	...	ঊর্ণা, লোম
(পা) পায়	...	পদ
(পা) পায়্‌মাল	..	পদদলিত, সর্ব্বস্বান্ত
(পা) পায়িক	..	পদাতি, রক্ষক
(হি) পাল্‌কী	...	শিবিকা
(পা) পীর	...	প্রাচীন, গুরু
(পা) পুল	...	সেতু
(পা) পুখ্‌ত	...	দৃঢ়

(পা) পেয়ারা ... প্রিয়
(পা) পেসা ... জীবিকা
(পা) পোষাক ... বেশ
(পা) ফকির ... সন্ন্যাসী
(হি) ফসল ... শস্য
(আ) ফসাদ ... বিবাদ
(আ) ফতে ... জয়
(আ) ফয়সলা ... নিষ্পত্তি-পত্র
(আ) ফরিয়াদী ... বাদী
(পা) ফলান ... অমুক
(পা) ফলুস্ .. কপর্দ্দক
(আ) ফাজিল ... উদ্বৃত্ত
(পা) ফানুস ... দীপাধার
(আ) ফায়দা ... লাভ
(আ) ফারখত ... নির্দ্দায়-পত্র, পৃথক্-ভূত
(আ) ফারেগ ... অন্তর
(পা) ফারসী ... যাবনিক ভাষা
(পা) ফিল্ . হস্তী
(আ) ফিকর্ ... সন্ধান, চিন্তা
(আ) ফেরেব .. প্রবঞ্চনা
(পা) ফেরহেস্ত . সূচীপত্র
(আ) ফুরসৎ .. অবকাশ
(আ) ফৌজদার .. সৈন্যাধ্যক্ষ
(আ) ফৌৎ .. মৃত
(পা) বখ্ত ... অদৃষ্ট
(পা) বকলম .. প্রতিলেখক
(আ) বক্শি .. কর্ম্মচারী
(আ) বকায়া ... বাকী
(আ) বক্শিশ্ ... পারিতোষিক
(আ) বখীল ... কৃপণ
(আ) বস্ ... নিবর্ত্তক বাক্য
(পা) বদ্ ... অপকৃষ্ট
(পা) বদজাদ্ ... অন্ত্যজ, দুষ্টজাত
(পা) বদনা ... ভৃঙ্গার
(পা) বদমাস .. মন্দোপজীবী
(পা) বদীয়ৎ ... গ্লানি
(পা) বন্দ্ ... রোধ
(পা) বন্দোবস্ত . ধার্য্য, স্থির
(আ) বনাম ... প্রতিনাম
(আ) বমাল ... ধনসহ
(আ) বয় ... বিক্রয়
(পা) বয়্নামা . বিক্রয়-পত্রী
(পা) বয়ান্ — বৃত্তান্ত
(আ) বর্খাস্ত দূরীকরণ, নিরস্ত করা
(আ) বর্বাদ্ ... নিষ্ফল
(পা) বরফ ... নীহার
(পা) বরাবর .. সমীপ, সমতল
(হি) বল্লম ... শূল
(পা) বস্তাবন্দী ... মোট বাঁধা
(পা) বস্তী ... গ্রাম
(আ) বাকী ... অবশিষ্ট
(আ) বাকী জায় ... অবশিষ্টের বিস্তার
(পা) বাগ ... উদ্যান
(হি) বাচ্চা ... শাবক
(পা) বাজ ... পক্ষি-বিশেষ
(পা) বাজা ... বাদ্য
(পা) বাজাবিতা ... যথারীতি
(পা) বাজার .. হট্ট, বিপণি
(পা, হি) বাজী ... ক্রীড়া
(পা) বাজে .. অসম্পর্কীয়
(পা) বাজেয়াপ্ত ... দত্তাপহরণ
(আ) বাতিল ... অনৃত, অগ্রাহ্য, ত্যক্ত
(আ) বাদ ... পশ্চাৎ, অবশিষ্ট
(আ) বাব্ ... হেতু, প্রকার
(আ) বাবদ ... কারণ
(আ) বায়া ... বিক্রেতা
(আ) বাব্দিগর ... পুনরায়
(আ) বার্বরদার ... বাহক
(পা) বহানা ... ছল
(আ) বিঘা ... কুড়

(আ) বিমর্জিম ... অনুযায়ী
(পা) বু ... গন্ধ
(পা) বুনিয়াদ ... মূল, আদি
(পা) বে-অকুফ ... নির্ব্বোধ
(আ) বেইমান ... অবিশ্বাসী
(আ) বেইজ্জত ... অপমান
(পা) বেওয়ারিশ্ ... আস্বামিক
(পা) বেগম ... রাণী
(পা) বেগানা ... অপর
(পা) বেচারা ... নিরুপায
(আ) বে সহবৎ ... অসভ্য
(আ) বেউসর . নির্লজ্জ
(পা) বেজায় .. অন্যায়
(পা) বে দখল . অনধিকার
(আ) বে নামী নামান্তর করণ
(আ) বে কায়দা নিষ্ফল
(পা) বে বাক্ . সমস্ত
(পা) বে বুনিয়াদী ...মূলহীন, আধুনিক
(পা) বে মুকাবিলা ..অগোচর
(আ) বে মেহনৎ .. বিনাশ্রম
(আ) বেযোতন উদ্বাস্তু
(পা, হি) বেওয়া... বিধবা
(আ) বিল্‌কুল্ ... সমস্ত
(আ) বেল্‌মোক্তা ... সর্ব্বশুদ্ধ
(বি) বেহদ্দ ... অশেষ
(আ) বেহায়া .. নির্লজ্জ
(পা) বেহুদা অসভ্য
(হি) বেহোস ... অজ্ঞান
(পা) বুখার .. জ্বর
(পা) বোল . মূত্র
(আ) মকান্ ... নিবাস
(পা) মগজ্ ... মস্তিষ্ক
(পা) মজ্‌কুর . উক্ত, প্রমুখ
(আ) মজবুৎ ... দৃঢ়
(আ) মজ্‌মুন্ ... মর্ম্ম

(পা) মজা ... রস
(আ) মৎলব ... ইচ্ছা
(আ) মতাবিক ... অনুযায়ী
(আ) মদর্‌সা ... পাঠশালা
(আ) মদদ্ ... সহকারিতা
(আ) মন্‌সেফ্ ... বিচারকর্ত্তা
(আ) মন্‌জুর . গ্রাহ্য
(আ) মফস্বল ... পল্লীগ্রাম
(পা) মবলগ্ .. সর্ব্বশুদ্ধ
(পা) ময় .. সহিত
(আ) ময়দান ... প্রান্তর
(আ) মওয়াক্কেল... বাদে নিয়োক্তা
(আ) মর্‌জি ... ইচ্ছা
(আ) মরদ্ .. পুরুষ
(আ) মশাল ... দীপ বিশেষ
(আ) মহকমা ... বিচার-স্থান
(পা) মহতাব ... চন্দ্র
(পা) মহল্লা ... পল্লী
(আ) মহাল ... গ্রাম, পুরী
(আ) মাস্থল ... কর
(আ) মাজুল ... কর্ম্মচ্যুত
(পা) মানে . অর্থ, ব্যাখ্যা
(আ) মাফ্ ... ক্ষমা
(আ) মামুলী ... নিযমিত, সাধারণ
(আ) মার্‌ফত .. দ্বারা
(আ) মাল ... ধন
(আ) মালগুজারী .. রাজস্ব
(আ) মালুম ... অনুভব
(আ) মালিক ... কর্ত্তা
(পা) মাহ্ ... মাস, চন্দ্র
(আ) মাহিয়ানা ... মাসিক বেতন
(পা) মিক্‌দার ... পরিমাণ
(আ) মিস্‌মার্ ... সমভূমি
(পা) মিজাজ্ ... শরীর-ভাব, অবস্থা
(আ) মিয়াদ ... নিয়ম, কারাবদ্ধ

(আ) মিয়াদী ... নিমন্ত্রিত
(আ) মুচলকা ... প্রতিজ্ঞা
(পা) মুদ্দই ... বাদী
(পা) মুদ্দৎ ... কাল
(আ) মুন্সী ... লেখক
(আ) মুনিব . প্রতিপালক, প্রভু
(পা) মুফ্তি ... বিদ্বান্
(আ) মুলক্ ... দেশ
(আ) মুস্কিল্ .. অসাধ্য, কঠিন
(আ) মুরব্বী ... প্রভু, শিক্ষক
(আ) মুলতবী স্থগিত, রহিত
(আ) মুকবরর ... নিরূপিত
(পা) মুকাবিলা .. উভয় সমক্ষে
(হি) মুখতিয়ার . প্রতিনিধি
(আ) মুছল্লম . সমস্ত
(আ) মুয়াৎবর ... বিশ্বাসী
(আ) মুসাফির ... পথিক, ভ্রমণকারী
(আ) মুসাহেব ... বয়স্য
(আ) মুজাহেম ... প্রতিবন্ধকর্তা
(আ) মুৎফরক্কা ... সামান্য বিচার, বিবিধ বিচার
(আ) মুতালুক ... অধীন
(আ) মুহরির ... লেখক
(পা) মেহনৎ ... শ্রম
(পা) মেহেরবান্ অনুগ্রাহক
(পা) মোকদ্দমা ... ব্যবহার, বিবাদ
(হি) মোনাকের ... অপলাপ
(পা) মোনাকেসা অপ্রণয়, বিচ্ছেদ
(পা) মোনাসেব ... উচিত, উপযুক্ত
(পা) মোনাফা .. লভ্য
(পা) মোরগ ... পক্ষী
(পা) মোর্দ্দা ... শব [দাতা]
(পা) মোল্লা ... উচ্চশিক্ষিত, ব্যবস্থা
(পা) মোসাহেরা ... মাসিক বেতন
(পা) মোহর . নামাঙ্কিত মুদ্রা, মুদ্রা
(আ) মৌকুফ ... স্থগিত
(আ) মৌজা .. গ্রাম
(আ) মৌজুদ্ ... প্রস্তুত
(আ) মৌরুসী ... পৈতৃক
(আ) মৌলবী . অধ্যাপক পণ্ডিত
(আ) রকম ... আকার
(হি) রঙ্ .. বর্ণ
(পা) রগ ... শিরা
(পা) রসদ ... খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ
(পা) রসিদ .. প্রবেশ-পত্র, গ্রহণ-পত্র
(আ) রসুম ... রীতি-অনুযায়ী বেতন
(আ) রদ্ ... পরিত্যাগ
(আ) রদ্‌বদল ... পরিত্যাগ ও পরিবর্ত্তন
(পা) রদী ... অকর্ম্মণ্য
(পা) রফতানী ... চলিত
(পা) রফা . সমাধা, মীমাংসা
(পা) রফ্ত অভ্যাস, সংস্কার
(পা) রাজি সম্মত
(পা) রাজিনামা .. সম্মতি-পত্র
(আ) রায় ... অভিপ্রায়
(পা) রাহ্ ... পথ
(আ) রুজু .. উভয়ের মিলন
(আ) রুবকারী বিচারানুষ্ঠান-পত্র
(পা) রিজাই ... লেপ
(আ) রেয়োয়াজ ... দেশাচার
(হি) রেস ... আক্রোশ
(আ) রিসওয়ৎ ... উৎকোচ
(পা) রিহাই .. মার্জ্জনা
(পা) রিহিন্ .. বন্ধক
(আ) রৈয়ৎ ... প্রজা
(পা) রুখ্ ... সম্মুখ, বদন
(পা) রুখসৎ ... বিদায়
(পা) রোজ ... দিন
(পা) রোজ্গার ... উপার্জ্জন
(হি) রুপেয়া ... মুদ্রা

(আ) রোয়দাদ ... বিচারানুষ্ঠান পত্র
(পা) রোসনাই ... আলোক
(আ) লবালব ... সম্পূর্ণ
(আ) লফ্জ ... বাক্য
(পা) লবেজান ... ওষ্ঠাগতপ্রাণ
(পা) লয়োয়াজমা ... কর্ম্মোপযোগী ব্যবহার্য্য দ্রব্য
(হি) লহ (লহু) ... রক্ত
(আ) লাওয়ারিস্ ... অধিকার-রহিত
(আ) লাখিরাজ ... নিষ্কর
(আ) লাগায়িৎ ... পর্য্যন্ত
(পা) লাচার ... অনুপায়
(পা) লাল্ রক্তবর্ণ, চুনী
(হি) লালচ্ ... লোভ
(পা) লাস্ ... মৃতদেহ
(আ) লায়েক ... উপযুক্ত
(পা) লেকেন্ ... কিন্তু
(পা) শনাখ্ত্ ... জ্ঞান
(পা) শয়্তান্ ... দুষ্ট, শঠ
(আ) শর্থত্ ... স্মরণীয়পত্র
(আ) শর্পোস্ ... আচ্ছাদন
(আ) শরম্ . লজ্জা
(আ) শরিক .. অংশী
(আ) শহর ... নগর
(আ) শহর কোতোয়াল নগর-রক্ষক
(পা) শাগির্দ্দ ... শিষ্য
(পা) শাদি ... আহ্লাদ, বিবাহ
(পা) শাম ... সন্ধ্যা
(আ) শামিল্ ... মিশ্রিত
(আ) শায়ের ... সরোবর, রচক
(পা) শাহ্ ... ভূপতি, চক্রবর্ত্তী
(পা) শিকায়েৎ ... নিন্দা
(পা) শিকার ... মৃগয়া
(পা) শের ... ব্যাঘ্র
(পা) শোবা ... শঙ্কা, সন্দেহ

(পা) শুমার ... সংখ্যা
(পা) শুহরৎ ... রাষ্ট্র, ঘোষণা
(পা) সঙ্গিন* ... গুরুতর
(হি) সন্ ... অব্দ
(পা) সন্দুক ... সিন্দুক
(আ) সফর ... বিদেশ, প্রবাস
(পা) সফেদ্ ... শ্বেত
(পা) সওয়ার ... আরোহী
(আ) সওয়াল্ ... প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা
(পা) সরাসর ... সামান্য বিচার, সমুদয়
(পা) সর্দার্ ... প্রধান
(আ) সর্দ ... শ্লেষ্মা, কফ
(পা) সর্ফরাজ ... সম্মানাস্পদ, ধন্য
(আ) সর্বরাহ ... আয়োজন
(আ) সরঞ্জাম ... সমাধান সামগ্রী
(আ) সরঞ্জামী .. কর্ম্মনির্ব্বাহ-ব্যয়
(আ) সরেজমিন্... উৎপত্তিস্থান, মূলস্থান
(আ) সলাম ... নমস্কার
(আ) সহবৎ ... সামাজিকতা
(আ) সহি ... স্বাক্ষর, নিশ্চিত
(আ) সাকিন ... নিবাস
(পা) সাজা ... শাস্তি
(আ) সানী ... পুনরায়
(পা) সানিতজ্বিজ পুনর্ব্বিচার
(পা) সাফ ... পরিষ্কার
(পা) সাফাই ... পরিষ্কৃত
(পা) সাফিনামা ... মুক্তিপত্র
(পা) সায়েস্তা ... সুশিক্ষিত
(আ) সাবেক ... পুরাতন
(আ) সাল ... বৎসর
(আ) সাল্তমামী বার্ষিক

* এই স পার্শী বা আরবী সিন্, সাদ বা সে অক্ষরের উচ্চারণ-তুল্য।

(পা) সালিশ্	...	মধ্যস্থ
(হি) সিপাহি	...	সৈন্য
(পা) সিমানা	...	সীমা
(হি) সির্	...	মস্তক
(আ) সির্নামা	...	পত্র-মস্তক
(পা) সুরৎ	...	সুন্দর
(পা) সুরৎ হাল্	..	বর্ত্তমান কর্ম্মের রূপ
(আ) সেরফ্	...	কেবল
(আ) সিরেস্তা	...	লেখ্যশ্রেণী
(আ) সিরেস্তাদার	..	মন্ত্রী, কর্ম্মাধ্যক্ষ
(পা) সুপর্দ্দ	...	সমর্পণ
(আ) সোপারিস্	...	উপরোধ
(আ) সোলেনামা		সন্ধিপত্র
(পা) সৈয়দ	...	জাতিবিশেষ, প্রধান
(আ) হক্	..	যথার্থ
(আ) হক্দার	...	উত্তরাধিকারী
(আ) হকীকৎ	..	যথার্থ
(আ) হকীয়াৎ	..	স্বত্ববিচার
(আ) হজম্	...	জীর্ণ
(আ) হজ্রত	..	আপনি প্রভু
(পা) হজুর	.	প্রভুত বাচক
(আ) হদ্দ	...	শেষ, সীমা
(আ) হয়্রান্	...	ব্যতিব্যস্ত
(আ) হর্দম	...	সর্ব্বসময়
(আ) হর্রোজ	...	প্রতিদিন
(আ) হর্কৎ	...	কার্য্যে বাধা
(আ) হলফ্	...	শপথ
(আ) হল্ফন্	...	কৃত শপথ
(আ) হাকিম	..	রাজ-প্রতিনিধি
(আ) হাঙ্গামা	...	কোলাহল্
(আ) হাসিল	...	উদ্ধার, সমা
(হি) হাল্কা	...	লঘু
(পা) হাজৎ	...	অবরোধস্থান, আবশ্যক
(আ) হাজার	...	সহস্র
(পা) হাজির	...	উপস্থিত
(পা) হাজিরজামিন্		দর্শন-প্রতিভূ
(আ) হাবেলী	...	অট্টালিকা
(আ) হামেশা	..	সর্ব্বদা
(হি) হায়া	..	লজ্জা
(হি) হাওয়া	...	বাতাস
(হি) হারাম্	...	অখাদ্য
(আ) হারাম্জাদ্	...	মন্দজাত, জা
(হি) হাল্	.	বর্ত্তমান, অব
(পা) হাসিয়া	...	প্রাপ্ত
(পা) হিক্মৎ	.	কর্ম্মনৈপুণ্য
(পা) হিস্সা	.	অংশ
(পা) হিস্সাদার	...	অংশী
(পা) হিসাব	..	নির্ণয় করা
(পা) হিফাজৎ	..	যত্ন, প্রয়াস
(পা) হিম্মত	.	সাহস
(আ) হুকুম	...	আদেশ
(হি) হুবহু	...	অবিকল
(হি) হুলিয়া	...	আকৃতি
(পা) হুনর	...	কর্ম্মনৈপুণ্য, বি
(আ) হেস্ত নেস্ত		অস্তি নাস্তি
(আ) হুজ্জত	...	সকারণ তর্ক
(আ) হুর্মৎ	...	মর্য্যাদা
(পা) হোস্	...	চৈতন্য
(পা) হোঁসিয়ার্	...	সতর্ক

সম্পূর্ণ।